শ্যামাপ্রসাদ
বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ

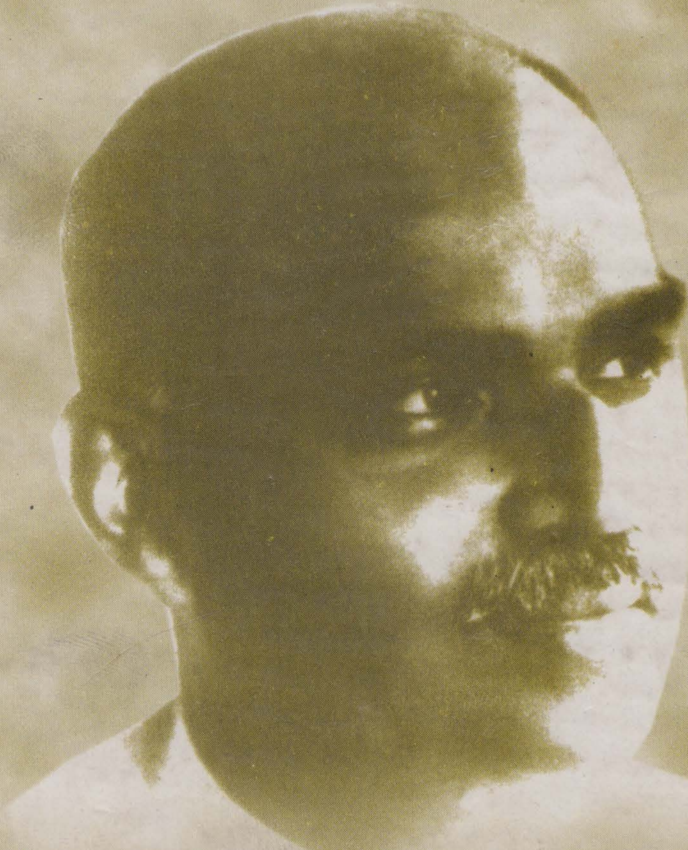

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

"....আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে ভারত যদি সার্বভৌম দেশ হিসাবে নিজ স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিবার অবস্থায় উপনীত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহা নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক যুবশক্তির সাহায্যেই পারিবে। হাজার হাজার তরুণ তরুণীকে সমাজ, শিক্ষা, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্পের উন্নয়ন এবং কোটি কোটি দরিদ্র, পীড়িত, মূঢ়, মূক, রুগ্ন, মূর্খ দেশবাসীর অন্তরে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করিবার কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতে হইবে।" (অনুবাদ)

— শ্যামাপ্রসাদ

" এই বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন এবং জাতির ঐতিহ্য রক্ষা ও চিন্তাধারাকে ঊর্ধ্বগতি করিবার বাহক হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারে। ইহা সকল ধর্মাবলম্বী নরনারীকে একত্রিত করিয়া তাহাদের নিঃস্বার্থ জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করিতে পারে " (অনুবাদ)

— শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাপ্রসাদ ঃ বঙ্গবিভাগ ও পশ্চিমবঙ্গ

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

গ্রন্থরশ্মি ঃ ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৬
ফোন নং - ২১৯-৩১২৪

SYAMAPRASAD : BANGA BIBHAG O PASCHIMBANGA
A Chronological Study of events leading to the partition of Bengal in 1947 and Dr. Syamaprasad Mookerjee's contribution thereto—by Dr. Dinesh Chandra Sinha.

Price Rupees : One hundred fifty only

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী, ১৪০৭

প্রকাশক : অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ
৮/১ বি, চক্রবেড়িয়া রোড (দক্ষিণ), কলিকাতা-৭০০ ০২৫

© ঃ গ্রন্থকার

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

বর্ণ সংস্থাপনে, ও মুদ্রণে : সুবোধ প্রেস
৬, ডালিমতলা লেন
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

ধর্মের ভিত্তিতে ভারতভাগের বিরোধিতার অপরাধে যে অগণিত নিরপরাধ হিন্দু নরনারী ও নিষ্পাপ শিশু বিভেদপন্থী সাম্প্রদায়িক বর্বরদের ছুরিকাঘাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হয়েছে, অগ্নিদগ্ধ হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে প্রাণ হারিয়েছে— যাদের মৃত্যুকালীন করুণ আর্তনাদ এখনও আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, বিকলাঙ্গ ভারতমাতার সেসব অকালমৃত সন্তানদের অতৃপ্ত আত্মার শান্তি ও সদ্গতি কামনায়।

— গ্রন্থকার —

সূচীপত্র

ভূমিকা .... i - xxiv

প্রথম অধ্যায়..... বাংলার সীমা চৌহদ্দী ঃ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ঃ বাংলায় 'ভাগ করে শাসন কর' নীতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ ঃ মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় শাসক মহলে উল্লাস ১

দ্বিতীয় অধ্যায়... ভাগের রাজনীতি--১ম পর্ব ঃ ধর্মের ভিত্তিতে মানুষ ভাগ ।। ভাজ্য—হিন্দ-মুসলমান সম্পর্ক, ভাজক—ইংরাজ, ভাগফল—মুসলিম লীগ, অবশিষ্ট— তফশিলী হিন্দু ঃ তাদের বিয়োগের ব্যবস্থা................ ১১

তৃতীয় অধ্যায়... ভাগের রাজনীতি--২য় পর্ব ঃ মাটি ভাগের রকমারি চিন্তাভাবনা ঃ ভারত ভূমিকে খণ্ড খণ্ড লণ্ডভণ্ড করতে মুসলিম প্রতিষ্ঠান ও নেতাদের ছুরিতে শান ঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলকে আলাদা রাষ্ট্র করার সক্রিয় চিন্তা ঃ চিন্তাকর – কবি মহম্মদ ইকবাল ২২

চতুর্থ অধ্যায়... ভাগের রাজনীতি--৩য় পর্ব ঃ দেশের মাটি তিনভাগ করার সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব ঃ প্রস্তাবক--মহম্মদ আলি জিন্না ৩২

পঞ্চম অধ্যায়... অরাজনৈতিক ৭৭নং বাড়িটি ঃ শিক্ষাবিদ শ্যামাপ্রসাদ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ছায়া ঃ ৭৭নং বাড়িতে রাজনীতির প্রবেশ........................... ৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়... 'অখণ্ড ভারত অমর রহে' ঃ ভারতভাগের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ শ্যামাপ্রসাদ ঃ বিভাগ-বিরোধী কম্যুনিস্ট পার্টির 'গ্রেট' ডিগবাজি............. ৫৩

সপ্তম অধ্যায়... নৃশংস ১৬ আগস্ট ঃ মাটি ভাগের দাবিতে মানুষ কাটা শুরু ঃ কলকাতার দাঙ্গা (দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস)............ ৮৫

অষ্টম অধ্যায়... বিভীষিকাময় ১০ অক্টোবর—ঃ হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণ-ধর্মান্তর ঃ নোয়াখালির দাঙ্গা.............. ১৪০

নবম অধ্যায়.... আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি ঃ দাঙ্গা-পরবর্তী পূর্ববঙ্গ ঃ 'এক ডজন গান্ধীরও' সাধ্য নেই শান্তি ফিরিয়ে আনার ১৯৭

দশম অধ্যায়.... পৈশাচিক বর্বরতা ঃ পাঞ্জাবের দাঙ্গা........... ২১১

একাদশ অধ্যায়... বিভক্ত ভারত, অবিভক্ত বাংলা ঃ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রয়াস ঃ সুরাবর্দীর ফাঁদে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায় ঃ বারোজের ঘটকালি ২২৯

দ্বাদশ অধ্যায়... যুক্ত বঙ্গ পরিকল্পনা বানচালে শ্যামাপ্রসাদের মরণপণ সংগ্রাম ঃ পরিকল্পনার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঃ হিন্দুর হোমল্যান্ড হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি ২৭৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়... বিভাগ-পরবর্তী পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দু-শিখ নরমেধ যজ্ঞ ঃ বঙ্গবিভাগের যৌক্তিকতা প্রমাণিত ৩২৩

পরিশিষ্ট... বাংলা ভাগ না হলে বাঙালী হিন্দু যেত কোথায়? বাংলা ভাগ করেছে মুসলিম লীগের ছোরামারা রাজনীতি ঃ শ্যামাপ্রসাদের দৃষ্টিতে কম্যুনিজম ও কম্যুনিস্ট পার্টি। ৩৫৭

শ্যামাপ্রসাদের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী ৩৬৭

তথ্যসূত্র ও স্বীকৃতি ৩৭২

ভূমিকা

(১)

'শ্যামাপ্রসাদ ও বঙ্গবিভাগ'—এই বিষয়টি সম্প্রতি জনমানসে যে আলোড়ন তুলেছে সে প্রেক্ষিতে গ্রন্থারম্ভে দু'চার কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। একথা সবারই জানা যে, কোনও রাজ্য বা রাষ্ট্রের চারটি দিক বা অঞ্চল থাকে। যেমন আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ঃ তার পূর্ব-বিহার, পশ্চিম-বিহার, উত্তর-বিহার ও দক্ষিণ-বিহার নামে চারটি দিক বা অঞ্চল রয়েছে। কিন্তু আমরা এমন একটি রাজ্যে বাস করি যার পূর্বদিক বা পূর্বাঞ্চল নেই। আর এটি যেহেতু নিজেই পশ্চিমবঙ্গ, তাই পশ্চিম-বিহারের মতো তার আলাদা পশ্চিম দিক বা পশ্চিমবঙ্গ নেই। ফলে দু'দিক হারা পশ্চিমবঙ্গ নামক পঙ্গু রাজ্যটির চৌহদ্দী দু'টি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ—উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ।

কেন এই রাজ্যটির এরকম দুই-হারা চেহারা হল; কেন তার সুজলা সুফলা ও নদীমাতৃক দুই-তৃতীয়াংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তার সঠিক ইতিহাস বর্তমান প্রজন্মের অনেকেরই জানা নেই। তাদের জানতেও দেওয়া হয় না। যারা জানতে চায় তাদের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির ও প্রকৃত তথ্য চাপা দেবার সজ্ঞান অপপ্রয়াস দেখা যায়; এবং উদ্দেশ্যমূলকভাবেই।

বেশিদিন আগেকার কথা তো নয়; মাত্র ৫৩ বছর হল ভারত স্বাধীনতা অর্জন করেছে ; অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে দেশী শাসকদের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তর হয়েছে। অবশ্য ভারতীয় হিন্দুরা ইংরেজ শাসনের আগেও স্বাধীন ছিল না। কারণ, ইংরেজ যাদের হাত থেকে শাসনভার কেড়ে নেয় তারাও ছিল বিদেশী মুসলমান। তারা সাত শত বৎসর ভারত শাসন করেছে বটে; কিন্তু ভারতাত্মার সঙ্গে তাদের নাড়ীর বন্ধন ঘটেনি, তারা ভারতীয় হয়নি। বরং তাদের সংস্পর্শে এসে যেসব ভারতবাসী ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে, তারাও ভারতীয়ত্ব ত্যাগ করে নিজেদের ইরানী তুরানী আফগানীদের সমগোত্র ও বংশজাত বলে ভাবতে শিখেছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চাপে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী হিন্দু-মুসলমানে স্থায়ী বিভেদ ও তিক্ততা সৃষ্টি করে মানে মানে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করে। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে হিন্দুদের মারমুখী মূর্তি দেখে এবং 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' কাণ্ডের পর ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর আনুগত্যে ফাটল ধরায়, তারা ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের

শতবর্ষপূর্তি পর্যন্ত (১৯৫৭) এদেশের শাসনরজ্জু হাতে রাখা নিরাপদ মনে করেনি। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এ সিদ্ধান্ত নির্ভুল। ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরকালে তাদের তিলমাত্র স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়নি; একবিন্দু রক্তপাতও হয়নি। তাই হয়তো এই ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়াকে 'বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা' লাভ বলে বগল বাজান হয়! এবং তজ্জন্য অহিংসার প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি তাঁর ভক্ত ও স্তাবকবৃন্দ অহৈতুকী কৃতিত্ব জ্ঞাপন করে থাকে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের আগে পরে (এবং এখনও) লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী শিশুর নিষ্পাপ রক্তে পশ্চিমাঞ্চলে সিন্ধু ও পঞ্চনদ এবং পূর্বাঞ্চলে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা ও তাদের অসংখ্য শাখাপ্রশাখার জল যে রক্তরাঙা হয়ে গেল, সে রক্তের কি কোনও দাম নেই? থাকলে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভের মিথ্যা জয়ডঙ্কা বাজিয়ে এদের অতৃপ্ত আত্মার অবমাননা করা হতো না। কিন্তু জাতি হিসাবে আমরা যেহেতু কঠোর বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পাই, তাই মিথ্যার আবরণে আত্মতুষ্টি লাভে ও আত্মপ্রতারণায় আমাদের জুড়ি নেই।

(২)

অনেকেরই হয়তো স্মরণ থাকে না যে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের আগে পশ্চিমবঙ্গ নামে কোনও রাজ্যের আইনানুগ অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং এই খণ্ডরাজ্য সৃষ্টি হল কেন তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এবং এই রাজ্য সৃষ্টিতে ব্যক্তি হিসাবে যাঁর অবদান সর্বাধিক, জাতি ও দেশের স্বার্থে আত্মোৎসর্গকারী সেই মহান দেশপ্রেমী ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিরলস সংগ্রামের কাহিনী জানতে চাওয়া বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ন্যায্য দাবিও বটে। কিন্তু সরকারী নির্দেশে রচিত ইতিহাস পুস্তকে এসব বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্যই দেখা যায় না। বর্তমানকালে ইতিহাস আর গল্পকথা নয়; বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত। অন্ধ আবেগ বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করলে তা সত্য ইতিহাস নিরূপণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেকের হয়তো জানা নেই মুসলিম লীগের ভারত ভাগের দাবির (লাহোর, ২৩ মার্চ, ১৯৪০) বিরুদ্ধে প্রথম যে কণ্ঠটি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিল, সেটি ডঃ শ্যামাপ্রসাদের। লাহোরে লীগের দেশভাগের দাবি উত্থাপনের ১৫ দিনের মধ্যে শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত "সুরমা ভ্যালী অ্যাণ্ড শিলং হিল ডিস্ট্রিক্ট্ হিন্দু কনফারেন্সে" সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন—

"The dangers in front of us are many; the latest addition in the shape of a movement for Pakisthan should not be lightly brushed aside. This preposterous claim must be nipped in the bud by all lovers of Hindusthan."

তারপর থেকে পরবর্তী পাঁচ বছর শ্যামাপ্রসাদ উত্তর বিহার, মহাকোশল, মাদুরা, বর্ধমান, লায়ালপুর, অমৃতসর, দিল্লী, গোরক্ষপুর, লুধিয়ানা, বিলাসপুর ইত্যাদি স্থানে অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে ভাষণদান প্রসঙ্গে পাকিস্তান প্রস্তাবের অসারতা এবং দেশভাগের বিষময় পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে জোরাল বক্তব্য রাখেন। তিনি মুসলিম লীগ নেতাদের ব্রিটিশের প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হয়ে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারতে নিষেধ করেন; এবং বিভেদাত্মক মনোভাব ত্যাগ করে রাজনীতির মূলস্রোতে সামিল হতে আহ্বান জানান। এই উদ্দেশ্যে তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—

"I met Jinnah also in Delhi and had a three hours talk with him. We spoke very frankly to each other. He was as adamant on his Pakistan as I was against it and we could not discover a point of contact. ....Cripps gave him something like Pakistan, though not exeactly what he wanted. His basis for settlement would now therefore be the acceptance of the principle of Pakistan here and now and then only he could talk of an interim settlement. I exposed to him the utter fallacy of his Pakistan logic, but it made no impression on him."

শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। মিঃ জিন্না ভারত ভাগ করেই ছাড়বেন এবং ছাড়লেনও।

শ্যামাপ্রসাদ ভারত বা বাংলা কোনও বিভাগেরই সমর্থক ছিলেন না। এমন কি কলকাতার দাঙ্গায় হিন্দুরা চরম লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবার পরও তিনি বাংলা ভাগের দাবি করেননি। দাঙ্গার একমাস পর বাংলার আইনসভায় সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর আলোচনা কালেও তিনি বাংলা ভাগ তো দূরের কথা ভারত ভাগের পক্ষেও কোন কথা বলেন নি। বরং দাঙ্গায় নিহত হিন্দু-মুসলিম গরীব জনসাধারণের নির্মম হত্যার জন্য লীগ নেতাদের অভিযুক্ত করেন এবং গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ করেন।

(৩)

একথা ভুললে চলবে না যে ১৯৪৬-এর কলকাতা ও নোয়াখালি-ত্রিপুরার দাঙ্গা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দিয়েছে। দাঙ্গার জন্য অনুতাপ বা দুঃখপ্রকাশ এবং দাঙ্গাকারীদের সংযত করা তো দূরের কথা, মুসলিম নেতারা দেশভাগ ও পাকিস্তান আদায়ের জন্য উত্তরোত্তর জঙ্গী

মনোভাব দেখাতে থাকে; 'লড়কে লেঙ্গে' মূর্তি ছেড়ে 'মারকে লেঙ্গে' মূর্তি ধারণ করে। ইতিমধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিহার, যুক্তপ্রদেশ (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) পাঞ্জাব- সিন্ধু-সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ও বীভৎস আকার ধারণ করে—যে নিষ্ঠুরতার নজির মানবজাতির ইতিহাসে মেলা ভার। দেশব্যাপী এই হানাহানি ও রক্তারক্তি থেকে রেহাই পেতে জাতীয় নেতারা ভারত ভাগে সম্মত হলেন।

ভারতভাগের অনিবার্য পরিণতি স্বরূপ শ্যামাপ্রসাদ তখন বাংলা ভাগে সোচ্চার হলেন। তাঁর দাবি—যে হিন্দু-মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দেশ ভাগ হচ্ছে, সে একই ভিত্তিতে প্রদেশও ভাগ করতে হবে। গত্যন্তর না দেখে বাংলার কংগ্রেসও এ দাবিতে সামিল হল।

জিন্না তো খোয়াব দেখছিলেন তিনি ইংরাজের দাক্ষিণ্যে পুরো বাংলা-আসাম এবং পুরো পাঞ্জাব-সিন্ধু-সীমান্ত -বালুচিস্তান নিয়ে গঠিত বিশাল ইসলামী পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাহানশাহ্ হয়ে গদিতে বসবেন। ঘটনাচক্রে যখন তাঁর সে খোয়াব টুটে যেতে বসেছে, এবং বাংলা ভাগ হয়ে কলকাতা হাতছাড়া হতে যাচ্ছে, তখন তিনি ইংরেজ প্রভুদের পায়ে ধরনা দিয়ে পড়লেন এবং জোড়হস্তে মিনতি জানালেন—"দোহাই, আমাকে পোকাকাটা পাকিস্তান দেবেন না।" তখন বিলাত থেকে ইঙ্গিত পেয়ে মাঠে নামেন বাংলার গভর্নর বারোজ। তাঁর পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী 'স্বাধীন যুক্তবঙ্গের' ধুয়া তোলেন। পূর্বাপর ভালমন্দ না বুঝে তার সঙ্গে গলা মেলান শরৎচন্দ্র বসু; এবং কিঞ্চিৎ দ্বিধাগ্রস্তচিত্তে কিরণশঙ্কর রায়। সুরাবর্দী জিন্নাকেও তালিম দিয়ে রেখেছেন তিনি যেন আপাতত পাকিস্তানের বাইরে স্বাধীন যুক্তবঙ্গে আপত্তি না করেন। জিন্নার ঘেউ ঘেউ রব হঠাৎ মিউমিউতে পরিণত হল। তিনি বিনয়ের অবতার সেজে বললেন—"What is the use of Bengal without Calcutta? They had much better remain united and independent : I am sure that they would be on friendly terms with us."

"দ্বিতীয় বাক্যের শেষ অংশটি অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমার সন্দেহ নেই যে সুরাবর্দি-জিন্নাকে বোঝান ভাগাভাগি হলে হিন্দুরা কখনই কলকাতা ছাড়বে না। তাই আপাতত যুক্তবঙ্গ হোক। পরে পাকিস্তানে যোগ দিতে কতক্ষণ?" (অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠী) । জিন্না-সুরাবর্দীর এই অভিসন্ধি যে অমুলক নয় তাও গোপন ছিল না—"Mr. Jinnah considered that, with its Muslim majority, an independent Bengal would be a sort of **Subsidiary Pakistan** and was therefore prepared to agree to Mr. Suhrawardy's plan"(Mountbatten). জিন্না ও সুরাবর্দীর এই হঠাৎ রূপ বিবর্তনে আর যেই ভুলুক শ্যামাপ্রসাদ ভোলেননি। শ্যামাপ্রসাদ সমগ্র

বাঙালী হিন্দুর মুখপাত্র হিসাবেই বলেছিলেন—"I can conceive of no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province.... We demand the creation of two provinces out of the present boundaries of Bengal–Pakistan or no Pakistan. It is a question of life and death for us, the Bengali Hindus. হিন্দু সমাজকে আহ্বান করে তিনি বলেন—"We want our homeland and we shall have it– let this be our motto. Now or Never–let this be our slogan."

সুতরাং জিন্না যখন খোস মেজাজে মাউন্টব্যাটেনকে বলেছিলেন— "You must carry out a surgical operation", তখন জিন্না স্বপ্নেও ভাবেননি যে সে ছুরিকা শ্যামাপ্রসাদ তাঁর দিকে ঘুরিয়ে দিবেন এবং তাঁকে কাতরকণ্ঠে "Please, do not give me moth-eaten Pakistan" বলতে বাধ্য করবেন।

(৪)

ততদিনে গান্ধীজীর নোয়াখালি শান্তিমিশন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। বারোজ সাহেব জানাচ্ছেন দাঙ্গার জন্য নোয়াখালি-ত্রিপুরার মুসলমানদের মনে তিলমাত্র অনুশোচনা নেই; এবং "একডজন গান্ধীর" পক্ষেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না ঃ

"I do not get the impression that Moslems of South East Bengal are, generally speaking, now in the least repentant over the Noakhali-Tippera trouble..... It will take a dozen Gandhis to make the Muslim leopard and the Hindu kid lie down together again in that part of the world." (মুসলমান চিতাবাঘ ও হিন্দু ছাগলছানা আবার একসঙ্গে পাশাপাশি বাস করবে না)

আজকাল মেকী ধর্মনিরপেক্ষীরা পশ্চিমবঙ্গের, বিশেষ করে কলকাতার হিন্দুদের একাংশের সঙ্কীর্ণ মনোভাবের ফলে বাংলা ভাগ হয়েছে বলে অভিযোগ করেন; আর যত মানবতা উদারতার ছায়া দেখতে পান মুসলমানদের মধ্যে। এ মিথ্যা অভিযোগ তোলার আগে তাদের উচিত কলকাতার দাঙ্গার শিকার কয়েকটি হিন্দু পরিবারের—যেমন, বিখ্যাত গণিতজ্ঞ যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী, বিখ্যাত 'ইম্প্রেসারিও' হরেন ঘোষ (তাঁকে ধর্মতলা স্ট্রীটে ওয়াছেল মোল্লার বাড়ির নিচের তলায় স্টুডিও-তে টুকরো টুকরো করে কেটে ট্রাঙ্কের ভেতর পুরে রডন স্কোয়ারে ফেলে দেয়া হয়), বাগমারী ভিলার মল্লিক পরিবার, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের পোদ্দার ও খৈতান পরিবার, ফিয়ার্স লেনের

মল্লিক পরিবার, পার্ক সার্কাসে নিহত সাব-জজ বি. কে. রায়ের পরিবারের সদস্যদের ও বর্মন স্ট্রীটে আনন্দবাজার অফিসে ১৬-২০ জুলাই আটক ও বারবার আক্রান্ত কর্মীদের (কেউ যদি এখনো বেঁচে থাকেন) সঙ্গে যোগাযোগ করা। সে সঙ্গে নোয়াখালি জেলার করপাড়া, গোপাইরবাগ, নোয়াখোলা, গোবিন্দপুর, শায়েস্তানগর প্রভৃতি গ্রামে বীভৎস হত্যালীলা ও অত্যাচারের বিবরণ ঐ সব গ্রামের হতাবশিষ্ট যে সব ব্যক্তি এখনও পশ্চিমবঙ্গে বেঁচে আছেন, তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা। তা হলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন কেন পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা মুসলিম লীগের পৈশাচিক শাসন থেকে মুক্তি পেতে এবং পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা অদূর ভবিষ্যতে আশ্রয়স্থলের ব্যবস্থা রাখতে একজোট হয়ে বাংলা ভাগের সমর্থনে শ্যামাপ্রসাদের পেছনে দাঁড়িয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র হিন্দু কম্যুনিস্টরা। তারা 'বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বাংলা' বেনামে সম্পূর্ণ বাংলার পাকিস্তানভুক্তি চেয়েছিল।

এই যুক্তবঙ্গ প্রস্তাব যখন উত্থাপিত হয়, তখনও বাংলায় কয়েক হাজার হিন্দুর গায়ের ছোরা বল্লম ও তরোয়ালের আঘাত ও ক্ষত শুকায়নি। শত শত লাঞ্ছিতা হিন্দু মা-বোনের বোবা কান্না ও নীরব অশ্রুপাত থামেনি। অকালে অনাথ শিশু ও বিধবা মায়ের আর্তনাদে আকাশ বিদীর্ণ। সে সময় সুরাবর্দী-শরৎ বসুর স্বাধীন বঙ্গের শ্লোগান তাদের কাছে নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ও রসিকতা বলে গণ্য হয়েছিল। বাঙালীর এই বিরূপ মনোভাব আঁচ করতে পেরেছিলেন বলেই গান্ধীজী বলেছিলেন, "যদি বাংলা ভাগ হয় তবে তার জন্য মুসলমানরা, বিশেষত ক্ষমতাসীন মুসলিম সরকার দায়ী হবে। "If he were the Prime Minister of Bengal, he would plead with his Hindu brethren to forget the past. He would tell them he was as much a Bengali as they were. Difference in religion could not part the two." যদি সুরাবর্দীর হৃদয়ে বাংলা ও বাঙালী, হিন্দু ও মুসলমানের জন্য সত্যিকার প্রেম থাকে তবে পাষাণও গলবে"— (অমলেশ ত্রিপাঠী)। কিন্তু নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিয়ে হিন্দুদের আলিঙ্গন করতে গেলে সুরাবর্দীদের ইসলামীয়ানাই অশুদ্ধ হয়ে যাবে যে! তাই গান্ধীজীর এসব হিতোপদেশ অরণ্যে রোদন মাত্র।

(৫)

"শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা" সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবু শরৎ বসু, শ্যামাপ্রসাদ ও ফজলুল হক মিলে হিন্দু মুসলমানের যুক্তভাবে বাংলা শাসনের তাই ছিল প্রথম ও শেষ প্রচেষ্টা। কিন্তু মুসলিম

লীগের পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তে তা সফল হতে পারেনি। এই মন্ত্রিসভার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে হক সাহেব বলেছিলেন—"শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম বাংলার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব নিয়াছেন; আর আমি নিয়াছি হিন্দু-বাংলার স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব।" অবিভক্ত বাংলার অন্যতম মুসলিম রাজনীতিক আবুল মনসুর আহমদ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"আমি শ্যামাপ্রসাদের সাথে কয়েকদিন মিশিয়াই বুঝিয়াছিলাম, তাঁর সম্বন্ধে হক সাহেব যা বলিয়াছেন তা ঠিক। সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে সত্যসত্যই তিনি অনেক কংগ্রেসী নেতার চেয়েও উদার। হিন্দু সভার নেতা হইয়াও কোনও হিন্দু নেতার পক্ষে মুসলমানদের প্রতি এমন উদার মনোভাব পোষণ করা সম্ভব, আমার এ অভিজ্ঞতা হইল প্রথমে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেখিয়া।"

অবশ্য যেসব তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষী হিন্দু হিন্দুদের স্বার্থহানি করে আনন্দে নর্তন করে গায়ে প্রগতিশীলতার ছাপ্পা লাগায়, তাদের কানে এসব কথা মধু বর্ষণ করবে না জানি। এদের অনেকেই পুরো বাংলা পাকিস্তানে না যাওয়ায় মনমরা হয়ে আছেন। কিন্তু যদি তাই হতো তবে সেখান থেকে পালিয়ে কোন্ বনে বসে তারা সমাজতন্ত্রের বাঁশি বাজাতেন ও গণতন্ত্রের কাঁসী পেটাতেন, সে খেয়াল থাকে যেন। পাক-বাংলা থেকে পালিয়ে লাখে লাখে বাঙালী হিন্দু ভিন্ন রাষ্ট্র ভারতে ঢুকতে গেলেই খড়্গপুর সীমান্তে উড়িয়ারা এবং আসানসোল সীমান্তে বিহারীরা লাঠিপেটা করে পগার পার করে দিত।

পশ্চিমবঙ্গে বুদ্ধিজীবী নামক নতুন প্রজাতির বেশিরভাগ পূর্ববঙ্গ/পূর্ব পাকিস্তান তথা অধুনা বাংলাদেশাগত হিন্দুদের বংশধর। এঁদের অনেককেই হাতে ধরে বা গর্ভে ধরে এঁদের পিতামাতা রাতের অন্ধকারে সীমান্ত পেরিয়ে এই বঙ্গে পালিয়ে এসেছেন। এঁদের পিতামাতাকে এরা জিজ্ঞাসা করে দেখুন সেদিন তাঁরা যুক্ত বঙ্গ না চেয়ে বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করেছিলেন কেন? কেন তাঁরা সেদিন অল্পবয়সী স্ত্রী, বিবাহযোগ্যা বোন, কিশোরী কন্যা, অনূঢ়া পিসি-মাসীকে নিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় পড়ি-মড়ি করে পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিয়েছিলেন, সে প্রশ্নের জবাব বুদ্ধিজীবীরা তাঁদের বাপ-ঠাকুর্দা দিদা-দিদিমার কাছে পেতে পারেন। এঁরা এখন ঢাকায় গিয়ে পরের পয়সায় পাঁচতারা হেটেলে ওঠেন, দোস্তের সঙ্গে বসে তিন রকমের গোস্তের খানা খেয়ে হাত চাটেন, পদ্মার ইলিশের লটপটি খেয়ে আহ্লাদে লুটিপুটি খান এবং কলকাতায় ফিরে ধর্মনিরপেক্ষতার চোঁয়া ঢেকুর তোলেন। এঁরা ভুলেও একদা সুখশান্তির আগার পূর্ববঙ্গের বর্ধিষ্ণু হিন্দুগ্রাম ও বাড়িগুলির অবশিষ্ট হিন্দুরা কি সুখে দিন কাটাচ্ছে, সে খবর নেন না, নিতে চান না। কারণ, তা হলেই ধর্মনিরপেক্ষতার আচকান খসে পড়বে যে!

একথা ভুললে চলবে না যে ১৯৫০-এ পূর্ববঙ্গে নরমেধ যজ্ঞের হাত থেকে প্রাণ ও মান বাঁচাতে লক্ষ লক্ষ নরনারী ঢেউয়ের মতো শ্যামাপ্রসাদের প্রচেষ্টায় রক্ষিত পশ্চিমবঙ্গেই আছড়ে পড়েছিল, আশ্রয় পেয়েছিল। সেদিন কিশোরী ও যুবতী বধূ, কন্যা বা বোনকে নিয়ে (তারা সবাই এখন ঠাকুমা দিদিমা বনে গেছে) ক্রমাগত বিনিদ্র রজনী যাপনের পর সীমান্ত পেরিয়ে তারা শিয়ালদহ স্টেশনে এসে নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পেরেছিল। এরাই পরে যাদবপুর-টালিগঞ্জ-দমদম-ব্যারাকপুর-বেলঘরিয়া এবং ক্রমে সুন্দরবন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত মাথা গোঁজার আস্তানা পেয়েছিল বা গড়েছিল। কেউ যদি জানতে চান তবে এরাই জানাতে পারবে চিরকাল অখণ্ড ভারত অখণ্ড বাংলার স্বপ্নদ্রষ্টা অথচ পরে অবস্থা বিপর্যয়ে বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে বাঙালী কেন তাদের পরিত্রাতার ভূমিকায় দেখে।

(৬)

স্বাধীন ভারতে, কি রাজ্যস্তরে কি কেন্দ্রীয় পর্যায়ে, ইতিহাস-বিকৃতি, তথ্যবিলোপ, সত্যের অপলাপ, মিথ্যার বেসাতি একশ্রেণীর সরকার ঘেঁষা ও পোষা ইতিহাস-জীবীর অন্যতম পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিকগণ নিজেদের কুকর্ম চাপা দিতে ও দুষ্কর্মের সাফাই গাইতে এদের তোষেণ ও পোষেণ। এরাও মনিবের মর্জিমতো লেজ নেড়ে নেড়ে নিজেদের আখের গোছান। তাই সারা দেশে চলছে মেকী ধর্মনিরপেক্ষতা-মার্কা ফরমায়েসী ইতিহাস রচনার রমরমা বাজার। তাতে আবার ইদানীংকালে অনেক কুকীর্তির মতো ইতিহাস-বিকৃতি এবং কারচুপিতেও পশ্চিমবঙ্গ রয়েছে শীর্ষস্থানে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাস শিক্ষকও আজকাল প্রচারের দৌলতে "প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের" তক্‌মা পাচ্ছে। একদিকে স্বজাতি-স্বধর্মের নিন্দামন্দ করা, স্বদেশ স্বসমাজের কুৎসা গাওয়া, জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, অপরদিকে বিজাতি বিধর্মী শাসকদের হত্যা-লুণ্ঠন-অপহরণ-ধর্মান্তরকরণ ও মন্দির-মূর্তি ধ্বংসের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে গৌরবান্বিত করাই বাংলার তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীদের প্রগতিশীলতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিসের লোভে ও লাভে এরা নিজেদের বিবেকবুদ্ধিকে অন্ধকার জগতের কীটগুলির কাছে বিকিয়ে দিয়েছে, বন্ধক রেখেছে, সেকথা অনুচ্চারিতই থাক। তবে অনেক সময় কারও কারও বচন-বাচনে ও আচরণে এদের অপহৃতা হিন্দু মেয়েদের অবৈধ সন্তান বলেই অনেকে মনে করেন।

পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ডঃ অশোক মিত্রকে আমরা অবশ্য উক্ত

শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের মাঝে ফেলছি না। কিন্তু বছর তিন আগে বাংলা ভাগ সম্পর্কে তাঁর কিছু হালকা মন্তব্যের উপর দু'এক কথা না বলে পারছি না। তিনি লিখেছেন—"আমাদের স্ব-ভূমিকে দ্বিখণ্ডিত করতে সেই ১৯৪৭ সালে মুসলিম লিগের পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদবাবুর হিন্দুমহাসভার উৎসাহ কম ছিল না, হাইকমাণ্ডের আদেশ শিরোধার্যকারী কংগ্রেসী চাঁইরা তো ছিলেনই, বাংলাকে যে করেই হোক আস্ত রাখার প্রয়াসে শরৎ বসুর পাশে কেউই প্রায় ছিলেন না।" (ডুবতে রাজি আছি — অশোক মিত্র, আনন্দবাজার পত্রিকা, নববর্ষ ক্রোড়পত্র, ১৪০৪)। অশোকবাবু বাংলা ভাগ প্রসঙ্গে কংগ্রেস, লীগ, হিন্দুমহাসভার নামোল্লেখ করলেন, কিন্তু তাঁর "একবার ছেড়ে দেওয়া ও পরে তেড়ে ধরা" কম্যুনিস্ট পার্টির ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেন না কেন? লজ্জায় না বিবেকের দংশনে? ঐ দুই বস্তু থাকলে তো কম্যুনিস্ট হওয়া যায় না। ওগুলো তো ভদ্রতার লক্ষণ, আর কম্যুনিস্টরা যে ভদ্রলোক হয় না এ ফতোয়া তো অশোকবাবুই দিয়েছেন। "পাকিস্তান মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে"—এই শ্লোগান সেদিন কারা তুলেছিল? হিন্দু মহাসভা তো দূরের কথা, কংগ্রেস যখন দেশভাগ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেনি, তখনই অশোক মিত্ররা ইংরেজের প্ররোচনায় মুসলিম লিগের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেশ ভাগের সোচ্চার দাবি তুলেছিলেন। এখন সেসব কুকীর্তির কথা ভুলে যাবার ভান করলে ইতিহাস তো ছাড়বে না!

প্রসঙ্গটা যখন উঠলই, তখন আরেকটু পেছনের দিকে ফেরা যাক। চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই শুরু হল বাংলার হিন্দুদের বিরুদ্ধে ত্রিমুখী বিদ্বেষ ও বিষোদ্গার। মোল্লা-মৌলবীরা মসজিদ-মাদ্রাসায় চালাল ধর্মীয় বিদ্বেষ। মুসলিম লীগ দল পত্রপত্রিকায় ও সভাসমাবেশে চালাল রাজনৈতিক বিদ্বেষ। আর কম্যুনিস্টরা বিভিন্ন ফ্রন্ট থেকে চালাল অর্থনৈতিক বিদ্বেষ। এই তিন ধরনের বিদ্বেষের সমাহার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রূপ ধরে হিন্দুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দুর্মুখরা বলে "কংগ্রেস কম্যুনিস্ট দুই পাপ ঃ বাংলার হিন্দুর অভিশাপ।" কথাটা একেবারে অমূলক নয়। বাংলায় মুসলমানদের হিন্দু বিদ্বেষে ইন্ধন জুগিয়েছে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীরা। অবিভক্ত বাংলার পূর্ব ও উত্তরাংশে কম্যুনিস্ট পার্টি বিভাগ-পূর্বকালে বেশ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এতদঞ্চলে মুসলমান চাষী-শ্রমিক ও মজুরদের পরমবন্ধু ছিল কম্যুনিস্ট পার্টি। মুসলিম লীগ দেখত মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থ, কম্যুনিস্টরা দেখতে লাগল তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থ। বাংলার কম্যুনিস্ট পার্টি সংগঠনে ও আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের উচ্চ বংশজাত, উচ্চ সংগতিসম্পন্ন ও উচ্চশিক্ষিত হিন্দু যুবক ও কর্মীদের মুখ্য ভূমিকা ছিল। তাদের আন্দোলনের মূল বিষয় ছিল—জমিদারী

প্রথার **উচ্ছেদ, তে-ভ**াগা বর্গা ব্যবস্থা, লাঙ্গল যার জমি তার, শ্রমিকের ন্যায্য মজুরী ইত্যাদি। জমিদার জোতদার-মিল মালিকের বেশির ভাগ ছিল হিন্দু; অপরপক্ষে চাষী, প্রজা, শ্রমিক শ্রেণীর বেশির ভাগ ছিল মুসলমান। দেশভাগের সমর্থক ও পাকিস্তান দাবির প্রবক্তা কম্যুনিস্টরা মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির আশায় কিভাবে মুসলমানদের হিন্দুবিদ্বেষে বাতাস দিয়েছে দেখা যাক ঃ

(ক) বৃহত্তর হিন্দুসমাজ কংগ্রেস সমর্থক, দেশভাগের বিরোধী। সাধারণ মুসলমান বুঝল হিন্দুরা পাকিস্তান সৃষ্টিতে বাধাদানকারী। সুতরাং হিন্দুরা মুসলমানের শত্রু।

(খ) কম্যুনিস্টরা তে-ভাগা আন্দোলন করে মুসলমান বর্গাদারদের হিন্দু জোতদারের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলল। মুসলমান বর্গাদার বুঝল হিন্দু জোতদার তাদের শত্রু।

(গ) কম্যুনিস্টরা মুসলমান প্রজাদের হিন্দু জমিদার-তালুকদারের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিল। মুসলমান প্রজা বুঝল হিন্দুমাত্রই শোষক, সুতরাং তাদের শত্রু।

(ঘ) ব্যবসায়ী সম্প্রদায় ছিল মুখ্যত হিন্দু শ্রেণীভুক্ত। যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষকালীন অভাব-অনটন, মূল্যবৃদ্ধি, জিনিসের দুষ্প্রাপ্যতা, চোরাকারবার, মুনাফা শিকার ইত্যাদি অপকর্মে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর ব্যবসায়ীরাই দুহাতে লুটেছে। কিন্তু মজুদদার মুনাফাশিকারী বলতেই কম্যুনিস্টরা অঙ্গুলি নির্দেশ করত হিন্দু ব্যবসায়ীদের দিকে। ফলে মুসলমানরা হিন্দু ব্যবসায়ীদেরই তাদের শত্রু বলে চিনে রাখল।

(ঙ) "লাঙ্গল যার জমি তার" শ্লোগানের ফলও একই। যেহেতু বেশীর ভাগ জমির মালিকানা হিন্দুদের হাতে, ভূমিহীন মুসলমান কৃষক বুঝল হিন্দুরাই তাদের বঞ্চনা করছে। সুতরাং তারা মুসলমানের শত্রু।

এভাবেই পুরো হিন্দু সমাজকেই কম্যুনিস্টরা মুসলমানদের কাছে শত্রুরূপে চিহ্নিত করে দিল। কম্যুনিস্টরা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীশত্রু চিহ্নিত করেছে। আর মুসলমানরা ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে তা গ্রহণ করেছে। সেখানে ধনী হিন্দু গরীব হিন্দু, বর্ণ হিন্দু বিবর্ণ হিন্দু, উচ্চ হিন্দু নিম্ন হিন্দুর মধ্যে কোন বাছবিচার করল না। কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট নির্বিশেষে সবাইকে দেশছাড়া করে ছাড়ল।

(৭)

১৯৪৬-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয়জয়কার। কংগ্রেস কার্যত হিন্দু প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত, কিন্তু সেকথা মানতে নারাজ। আবার ভাবের ঘরে চুরি।

এদিকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে রামধুন গেয়ে আর অহিংসা মন্ত্র আউড়ে আউড়ে গোটা হিন্দু জাতিকে তারা নির্বীর্য-নপুংসকে পরিণত করেছে। সুতরাং মুসলিম লীগ গুণ্ডারা যখন ইসলামিক ঐতিহ্যানুসারে ছোরা-মারা রাজনীতি শুরু করল, অসহায় নিরস্ত্র নির্বিরোধ ভালোমানুষ হিন্দুরা কচুকাটা হল কলকাতা নোয়াখালি চট্টগ্রাম ঢাকা বরিশাল রাজশাহী পাবনা ময়মনসিংহ সর্বত্র। হিন্দুদের প্রাণ গেল, মান গেল, নারীর ইজ্জত গেল। কংগ্রেস ও গান্ধীজীর উপর ভরসা করে, এবং আত্ম-শক্তির অনুশীলন না করে হিন্দুরা হিংস্র মুসলমান গুণ্ডাদের সহজ শিকারে পরিণত হল। আগ্রাসী মুসলমানদের সামনে "ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম" ভাঁজা কোনও কাজেই লাগল না।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী কংগ্রেসের এই নির্বীর্য নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসাবে তিনিও কংগ্রেসের মতো ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রবক্তা ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মতো তিনি একমুখে তিন কথা বলায় অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি সোজা কথাটি স্পষ্ট ভাষায় নির্ভয়ে বলতে কখনও দ্বিধা করতেন না। সে কারণেই কংগ্রেস, ব্রিটিশ, কম্যুনিস্ট ও মুসলিম লীগ কোনও দলই তাঁকে সহ্য করতে পারত না। দেশভাগে প্ররোচনা জোগানর জন্য তিনি ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকে সরাসরি অভিযুক্ত করেছেন; দেশভাগের শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে তিনি মুসলিম লীগের প্রতি বারংবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন; দেশভাগ প্রশ্নে কংগ্রেসের "ধরি মাছ না ছুঁই পানি" নীতিকে তিনি হিন্দুদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা বলে ঘোষণা করেছেন। আর আজন্ম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার সহচর কম্যুনিস্ট দলের দ্বিচারী ভূমিকার মুখোশ খুলেছেন। এ কারণেই কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট, মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ এই চতুষ্পদ মিলে শ্যামাপ্রসাদকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিয়ে সমস্বরে হুক্কাহুয়া রব তুলেছে ঃ

"....Syamaprasad fought in his own way to achieve the twin objectives for which Congress also professed to fight : unity and complete independence. At no stage he was prepared for compromise on either of these basic national demands. Naturally he met the strongest opposition from the Muslim League. His towering personality was too strong to be ignored; so he was condemned as a communalist. It was natural for Jinnah and his British patrons to raise this mischievous slogan against him; but it

is a pity that a section of the Hindus, whose legitimate rights he always tried to protect, echoed it.” (Prof. Anil Chandra Banerjee)

এই ‘a section of the Hindus’ হল চোরা সাম্প্রদায়িক কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পাপীর দল। এই দুই দল চিরকাল মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে তুষ্ট করেছে, এখনও পুষ্ট করে চলেছে। আর নিজেদের গায়ের সাম্প্রদায়িকতার গলিত কুষ্ঠ চাপা দিতে হিন্দুদের সর্বক্ষণ সাম্প্রদায়িক বলে গাল পাড়ছে। তা না হলে কলকাতার দাঙ্গার পর সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের উপর ভোটদানে জ্যোতিবাবুরা বিরত থাকেন কোন্ যুক্তিতে? মুসলিম লীগ সরকারের বর্বরতার প্রতি মৌন সমর্থন জানিয়ে তারা মুসলমানদের মন রক্ষা করেছেন; নিজেদেরও বর্বরতার সমর্থক বলে পরিচয় দিয়েছেন। আর ‘চোরের মায়ের বড় গলা’ প্রবাদ বাক্যানুসারে বি. জে. পি.-কে খেতে শুতে বর্বর বলে গালাগালি দিয়ে নিজেদের স্বভাবধর্ম রক্ষা করছেন।

এই হীন চরিত্র রাজনীতিকদের পোঁ ধরেছে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষী বুদ্ধিজীবীর হাই-ব্রীড ফলন চলছে যেন। ‘হৈল নাচে বোয়াল নাচে, হিয়ার লগে খইয়া পুঁটিও নাচে’ বলে নোয়াখালি জেলায় একটা কথা ছিল। তার অর্থ—শোল বোয়াল তো নাচেই, সে সঙ্গে খলসে পুঁটিও নাচে। পশ্চিমবঙ্গে হয়েছে সেই দশা। রাঘব বোয়াল রুই কাৎলা বুদ্ধিজীবী তো আছেই, সে সঙ্গে বর্ষার ব্যাঙের মতো অলিতে গলিতে চ্যাঙ ব্যাঙ বুদ্ধিজীবীর ঘ্যাঁগোর ঘ্যাঁগোর শব্দে কানপাতা দায়। শয়নে-স্বপনে ঘুমে-জাগরণে হিন্দুত্বের নিন্দা না করে এরা পানি গ্রহণ করে না।

(৮)

আয়েষা জালাল, জয়া চ্যাটার্জী, শিপ্রা সরকার, শীলা সেন, সুমিত সরকার, অমলেন্দু দে, শৈলেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মহম্মদ আলি জিন্নাকে ‘মহাত্মা’ বানাবার, সুরাবর্দীকে বাঙালী দরদী সাজাবার, মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক প্রমাণ করার ঠিকাদারি নিয়েছে যেন। কলকাতা দাঙ্গার জন্য এরা দাঙ্গাবাজ মুসলিম লীগের পক্ষে সাফাই গায় এবং দুদিন একতরফা মার খাবার পর হিন্দুরা রুখে দাঁড়াল বলে তাদের দোষারোপ করে। ভাবখানা এমন— যেন দাঙ্গা করা তো মুসলমানদের ধর্মগত অধিকার; হিন্দুরা প্রতিরোধের নামে মুসলমানদের ধর্মীয় জেহাদে বাধা দিয়ে অন্যায় করেছে ! নোয়াখালি দাঙ্গার জন্য এরা মুসলমানদের দারিদ্র্যকে দায়ী করে। অর্থাৎ মুসলমান গরীব হলেই

প্রতিবেশী হিন্দুর ধনপ্রাণ বিনষ্ট করার ও স্ত্রী-কন্যাকে অপহরণ করার জন্মগত অধিকার জন্মায় যেন—এমনই এদের প্রগতিশীল ভাষ্য! এদের মধ্যে আবার কোন কোন সমদর্শী মহাজন দাঙ্গার জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়পক্ষকে সমভাবে দায়ী করে মুসলমান সম্প্রদায়ের নেকনজরে থাকার পথ খোলা রাখে। মুসলমানরা না হয় ছোরা তরোয়াল বল্লম কুকরি বোমা নিয়ে আক্রমণ করেছে; কিন্তু তা বলে লঙ্কাগোলা জল, তরকারি-কোটা বঁটি ও বিড়াল-মারা লাঠি দিয়ে তাদের প্রতিহত করা কি ঠিক হয়েছে হিন্দুদের পক্ষে!

মেকী ধর্মনিরপেক্ষীদের এসব অভিনব ভাষ্য শুনলে ১৯৪৬ সালে নোয়াখালির নির্যাতিত হিন্দুদের প্রতি গান্ধীজীর হিতোপদেশের কথা মনে পড়ে। অপমানিত, লাঞ্ছিত নোয়াখালির হিন্দু রমণীদের প্রতি গান্ধীজী হিতোপদেশ দিলেন—তারা যেন তাদের অত্যাচারীদের বাধা না দেয়। কারণ তা হলেই নাকি ঐসব মনুষ্যরূপী পশুদের মনে মানবতার উন্মেষ ঘটবে। তিনি বলেছিলেন—"মেয়েদের জানা উচিত কিভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়। তাদের খুব সাহসের সঙ্গে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে এবং কোনো প্রকার ওজর-আপত্তি করা ঠিক হবে না। কেবলমাত্র তা হলেই তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার বন্ধ হবে।" আর নোয়াখালির হিন্দুদের প্রতি তাঁর অভিনব অহিংস হিতবাণী ছিল আরো মর্মপীড়াদায়ক। তিনি হিন্দুদের আহ্বান করে বললেন—"তারা যেন কখনোই অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ না করে। বরং তাদের উচিত একটিও শব্দ না করে হত্যাকারীর তরবারির দিকে মাথা এগিয়ে দেওয়া। তা হলেই দাঙ্গা থেমে যাবে।" (Statesman, 18-10-46)

গান্ধীজীর এসব হিং-টিং-ছট্ উপদেশের মর্মোদ্ধার করা সাধারণের পক্ষে দুঃসাধ্য। তবে কি কলকাতা, কি নোয়াখালি কোথাও তিনি এই হত্যার রাজনীতির উদগাতাদের বিরুদ্ধে একটি নিন্দাসূচক কথা বলেননি। তাঁর যত আদেশ-উপদেশ সব অত্যাচারিত হিন্দুদের প্রতি। মুসলমানরা তাঁর কাছে খোদার বান্দা, ইসলামের সেবক, ইসলাম শান্তির ধর্ম, জিন্না কায়েদে আজম, সুরাবর্দী শহীদ এসব চাটুবাক্যে বিভূষিত।

গান্ধীজীর সুরে সুর মিলিয়েই যেন এসব হিন্দুদ্বেষী ঐতিহাসিকগণ মুসলিম ধর্মান্ধতা ও সাম্প্রদায়িকতাকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এবং মুসলিম লীগ, জিন্না ও সুরাবর্দীর গায়ে লেপ্টে থাকা সাম্প্রদায়িকতার নোংরা জোব্বা সাফসুরত করার কাজে হাত লাগায়। সুরাবর্দীর ভগিনী বেগম ইক্রামুল্লা সুরাবর্দীর জীবনী লিখেছেন। তাতে কলকাতার পরেই বিহার দাঙ্গার কথা।

নোয়াখালি দাঙ্গার উল্লেখমাত্র নেই—"The Calcutta riots were followed by the still more terrible Bihar riots...."

আয়েষা জালাল তাঁর 'Sole Spokesman' গ্রন্থে হিন্দু মহাসভার সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন—"an avowedly communal political organisation based on Hindu revivalism" বলে। আর ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর পরিচয় দিয়েছেন—"the symbol of Hindu fanaticism" বলে। অথচ মুসলিম লীগ কিংবা "Guilty man of 1946" সুরাবর্দীর পরিচয়দানকালে তার ডট-পেনের কালি শুকিয়ে গেছে। এই হল ধর্মনিরপেক্ষী ঐতিহাসিকদের চরিত্তির। এরা কেউ ইতিহাস বিনির্মাণ করছেন; কেউ সংশোধিত ইতিহাসের রায় লিখছেন, আবার কেউবা জিন্না-পাকিস্তান সম্পর্কে নতুন ভাবনা ভাবছেন। কিন্তু কালের কষ্টিপাথরে সেসব ধাপায় নিক্ষিপ্ত হবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণও রেহাই পাননি।

(৯)

আজকাল অনেকেই দেশ ভাগের বেদনার কথা বলেন। সে বেদনা পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের মনে যেমন বেজেছে, আজ তা কয়জন অনুভব করতে পারে? পূর্ববঙ্গ তথা সদ্য রূপান্তরিত পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরা অর্ধ শতাব্দী ধরে ঘরে ঘরে তেরঙা পতাকা উড়িয়েছে, শতসহস্র কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' গেয়েছে, সারা ভারতের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যায় অন্তরীণ ও দ্বীপান্তরে নির্বাসিত হয়েছে, জেল পুলিশ লাঠি-গুলি ফাঁসি হাসিমুখে সয়েছে। আর ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট ঘুম থেকে উঠে তারা দেখে "পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা-দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ" তাদের কাছে বিদেশ হয়ে গেছে। তারা ভিন্‌দেশের বাসিন্দা—ভারতীয় বা বাঙালী নয়, পাকিস্তানী। চরকামার্কা তেরঙা ঝাণ্ডার বদলে চাঁদতারামার্কা পাকিস্তানী পতাকা তাদের ওড়াতে হয়েছে, গান্ধীজী নেতাজীর বদলে জিন্নার ছবিতে মালা পরাতে হয়েছে, বন্দেমাতরম্-এর বদলে আল্লা-হো-আকবর জিগির দিতে হয়েছে; ইচ্ছার বিরুদ্ধে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে হয়েছে। কি গভীর মনোবেদনায় তারা সেসব শোভাযাত্রায় বাধ্য হয়ে যোগদান করেছিল, তাদের মনের অবস্থাটা আজকের পাঠক একবার মনে মনে কল্পনা করুন তো! বাংলা ভাগে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা মুসলিম লীগের কবল থেকে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। আর পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘোর তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আতঙ্কে দিন গুণছিল। তবু তারা বাংলা ভাগে উল্লসিত হয়েছিল। কারণ, বাংলার যেটুকু রক্ষা পেয়েছে তাই তাদের নিরাশার আশা অকূলেতে কূল।

পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনপ্রতিনিধিরা তাই বাম হাতে চোখের জল মুছে ডানহাতে বাংলা ভাগের দাবিপত্রে সই করেছিল।

অধুনা বাংলাদেশের তো বটেই এ বঙ্গেরও কিছু কিছু অর্বাচীন ব্যক্তি জানতে চায়—যে-হিন্দুরা ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত জানপ্রাণ দিয়ে রুখেছিল, ১৯৪৭ সালে সেই হিন্দুরাই বাংলা ভাগের জন্য এমন মরিয়া হয়ে উঠেছিল কেন? এই কেন'র জবাব মিলবে বর্তমান গ্রন্থে। সে সঙ্গে মিলবে তৎকালীন বাংলার লাটসাহেব ফ্রেডেরিক বারোজের পরামর্শে কুচক্রী সুরাবর্দী স্বাধীন যুক্তবঙ্গের যে ফাঁদ পেতেছিলেন, এবং জননেতা শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর রায় বুঝে না বুঝে সে ফাঁদে পা দিয়ে বাঙালী হিন্দুর যোলআনা সর্বনাশের পথ পরিষ্কারের কাজে হাত লাগিয়েছিলেন, তার কাহিনী। আরও মিলবে, তাঁদের এই অবিবেচনাপ্রসূত অপরিণামদর্শী প্রচেষ্টা বানচাল করে বাঙালী হিন্দুর পায়ের তলায় খানিকটা মাটি ঠিক রাখতে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অনলস সংগ্রামের ইতিহাস।

কিন্তু ইতিহাস বড় নিষ্ঠুর। তার এক মুখ বন্ধ করতে গেলে বিষফোঁড়ার মতো সাত মুখ ফোটে। "শ্যামাপ্রসাদ অন্তরের সঙ্গে যা সত্য বলে বিশ্বাস করতেন তা প্রকাশ করতে তিনি কোনোদিনই ভীত হতেন না। নির্বাক থাকলে নিষ্ঠুরতম মিথ্যাও প্রচার লাভ করে। ঘোরতর অন্যায় যখন অনুষ্ঠিত হয়, তখন সত্য একদিন নিজস্ব শক্তিতেই প্রকাশিত হবে, সেই বিশ্বাসে চুপ করে থাকা অন্যায়। শ্যামাপ্রসাদ একাজ কোনোদিনই করতেন না।" (ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ)।

তিনি বিশ্বাস করতেন ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন যুক্তবঙ্গ বাঙালীর মরণ-ফাঁদ। তাই তিনি সে পরিকল্পনা অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে কোমর বেঁধে নামেন। মুখ্যত তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় কলকাতা সমেত হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিমবাংলাকে যুক্তবঙ্গ বেনামে পাকিস্তানভূক্তির পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদেরও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মতো ছিন্নমূল হবার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন শ্যামাপ্রসাদ। বাঙালী হিন্দুর চরম দুর্যোগের দিনে বলতে গেলে পরিত্রাতারূপেই শ্যামাপ্রসাদ তাদের সামনে 'মা ভৈঃ' বলে দাঁড়িয়েছিলেন অকুতোভয়ে। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত ছোবলে তারা তখন দিশাহারা। ব্রাহ্মবাদী বা সাম্যবাদী কোনও ধুতিপরা হিন্দুই সে বিষাক্ত দংশন থেকে রেহাই পায়নি। তাই দলমত নির্বিশেষে অনেকেই সে সময় তাঁর পাশে এসে সামিল হন; ব্যতিক্রম মুসলিম লীগের দোসর সাম্প্রদায়িক কম্যুনিস্টরা।

(১০)

শ্যামাপ্রসাদ পেশাদার রাজনীতিক ছিলেন না। দেশের স্বার্থে জাতির স্বার্থে তিনি শিক্ষাক্ষেত্র ছেড়ে রাজনীতিক্ষেত্রে আসেন। তাঁর রাজনীতির মূল আদর্শ ছিল জনসেবা ও দেশের স্বার্থরক্ষা। যেখানেই এই আদর্শহানির সম্ভাবনা দেখা গেছে, সেখানেই তিনি ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে জনতার দরবারে এসে দাঁড়িয়েছেন। ১৯৪২ সালে মেদিনীপুরবাসীর উপর ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের বর্বরোচিত অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি বাংলার অর্থমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ঘৃণাভরে পদত্যাগ পত্রখানা ব্রিটিশ লাট স্যার জন হার্বাটের মুখের উপর ছুঁড়ে দেন। আট বছর পর ১৯৫০ সালে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর মুসলিম লীগ সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে যে নির্বিচার হত্যা লুণ্ঠন গৃহদাহ ও নারী নির্যাতন চলে, তার বিরুদ্ধে নপুংসক নেহরু সরকার কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় শ্যামাপ্রসাদ ঘৃণাভরে নেহরু মন্ত্রিসভার শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর পদ ত্যাগ করে সর্বহারা উদ্বাস্তুদের পাশে এসে দাঁড়ান। ক্ষমতা ও পদলোভী এই শিয়াল শকুনের দেশে নীতি ও আদর্শের সঙ্গে কোন প্রকার আপস না করে, পরপর দু'বার মন্ত্রিপদ ত্যাগ করে শ্যামাপ্রসাদ এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

আর কাশ্মীর প্রশ্নে দেশের স্বার্থে তিনি যে নিজের জীবনটাই ত্যাগ করে গেলেন, সেই সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিকের কথা কোন কোনও নিমকহারাম বাঙালী ভুললেও প্রকৃত দেশপ্রেমিক ভারতবাসী কোনও দিন ভুলবে না।

শ্যামাপ্রসাদের ব্যক্তিত্বের এক দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। তিনি 'ক্যাডারি' করে 'লীডার' হন নি। নিজ ব্যক্তিত্বেই নেতৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ক্ষুদ্রচেতা রাজনীতিজীবী (Politician) ছিলেন না। ছিলেন উদারপন্থী নীতিবাদী রাষ্ট্রনেতা (Statesman)। "ইংরাজীতে যাকে বলে Statesman তার শ্রেষ্ঠ রূপটি শ্যামাপ্রসাদের মধ্যে পাওয়া যায়। যাঁরা Statesman তারা কাজ করেন রাষ্ট্র ও সমাজের পরিবর্তনের জন্য। সেই পরিবর্তনের আদর্শ তাঁদের নিজেদের আবিষ্কৃত নয়। যে চিন্তা ও ভাবের উপর তার প্রতিষ্ঠা তাঁর জন্ম দেয় অন্য শ্রেণীর লোক, চিন্তা ও ভাবের যাঁরা স্রষ্টা । যাঁরা বড় Statesman এই চিন্তা ও ভাব তাঁদের কাজের প্রেরণা দেয়। এই চিন্তা ও ভাবের আদর্শকে রাষ্ট্রে ও সমাজে তাঁরা বাস্তবে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। বাঙালাদেশ ও ভারতবর্ষে আধুনিক কালের চিন্তানায়কদের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক চিন্তার যা সর্বশ্রেষ্ঠ দান, শ্যামাপ্রসাদের মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সেগুলি অনুপ্রবিষ্ট ছিল।" (অতুল গুপ্ত— ভূমিকা ঃ "শ্যামাপ্রসাদের রচনা")

এই প্রগাঢ় প্রজ্ঞা ও অনন্যসুলভ দূরদৃষ্টিই শ্যামাপ্রসাদকে বাংলাভাগের দাবিতে উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর জন্মশতবর্ষে তাঁর সেই দূরদর্শী ভূমিকার কথা আত্মবিস্মৃত বাঙালীর সামনে তুলে না ধরলে তা হবে জাতীয় অবমাননা ও ঘোরতর অকৃতজ্ঞতার পরিচয়।

ঘরপোড়া বাঙালী হিন্দু পশ্চিমবঙ্গের আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখে আবার আতঙ্কিত হচ্ছে। সময় সময় মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ কি ১৯৪৬-৪৭ সালের ঘোর তমসাচ্ছন্ন দিনগুলিতে ফিরে যাচ্ছে? পশ্চিমবঙ্গবাসীর জীবনে সেই দুর্ভাগ্যের পুনরাবির্ভাব যেন না ঘটে সে বিষয়ে নিরন্তর সতর্কতা প্রয়োজন। কারণ, এক দিকে ছলে বলে কৌশলে পূর্ব্ববঙ্গ তথা অধুনা বাংলাদেশ থেকে অবশিষ্ট হিন্দুরা ক্রমান্বয়ে বিতাড়িত হচ্ছে, অপরদিকে খাস পশ্চিমবঙ্গেও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হিন্দুরা মানসম্মান রক্ষার্থে ঘরবাড়ি ছেড়ে নিরাপদ অঞ্চলে সরে যাচ্ছে। কিন্তু সরতে সরতে শেষ পর্যন্ত আর সরার জায়গা থাকবে না। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী এখনো আত্মসচেতন না হলে এবং পূর্ব্ববৎ সংখ্যালঘু তোষণবাদী রাজনৈতিক দলগুলির হাতে নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিয়ে টি. ভি.-র সামনে সিরিয়ালে বুঁদ হয়ে থাকলে, তাদের কপালে ১৯৪৬-৪৭'-এর রক্তাক্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কেউ রোধ করতে পারবে না। এবারে তাদের পাশে ডঃ শ্যামাপ্রসাদের মতো বরাভয় মূর্তি নিয়ে দাঁড়াবার কেউ নেই। সেকথা মনে থাকে যেন।

অপ্রিয় সত্য বলতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে ও ইতিহাসের মর্যাদা রক্ষার্থে আমরা সেই নিষেধাজ্ঞা কিঞ্চিৎ অমান্য করতে বাধ্য হলাম। তাতে যদি কারও আঁতে ঘা লাগে তো লাগুক।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সহায়তা পেয়েছি, যাঁদের প্রণীত গ্রন্থাদি ও সম্পাদিত পত্রপত্রিকা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছি, বা বক্তব্যের সমর্থনে উদ্ধৃতি দিয়েছি, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও বিনম্র কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বন্দে মাতরম্ ঃ জয়তু শ্যামাপ্রসাদ

জন্মাষ্টমী **ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ**

১৪০৭

"May the divine Mother banish fear, superstition and cowardice from the minds of all and lead us along the path of unity and righteousness and stimulate each of us, however humble or unworthy, to make his life's offering at the altar of that Eternal Sakti that presides in all her glory and perfection over the destinies of our beloved Motherland."

Syamaprasad.

" A nation must first be physically strong and adequately armed before it can proclaim and defend moral doctrines. That nation is trully great which has force and strength at its disposal but never abuses them for the advancement of self-interest or self-aggrandisement."

Syamaprasad

প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ময়দানে সমবেত মুসলিম জনতা

শান্তিপূর্ণ লাঠি-ডাণ্ডা কাঁধে ও অহিংস ছোরা কোমরে কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে
শ্যামবাজারের পথে মুসলিম শোভাযাত্রা

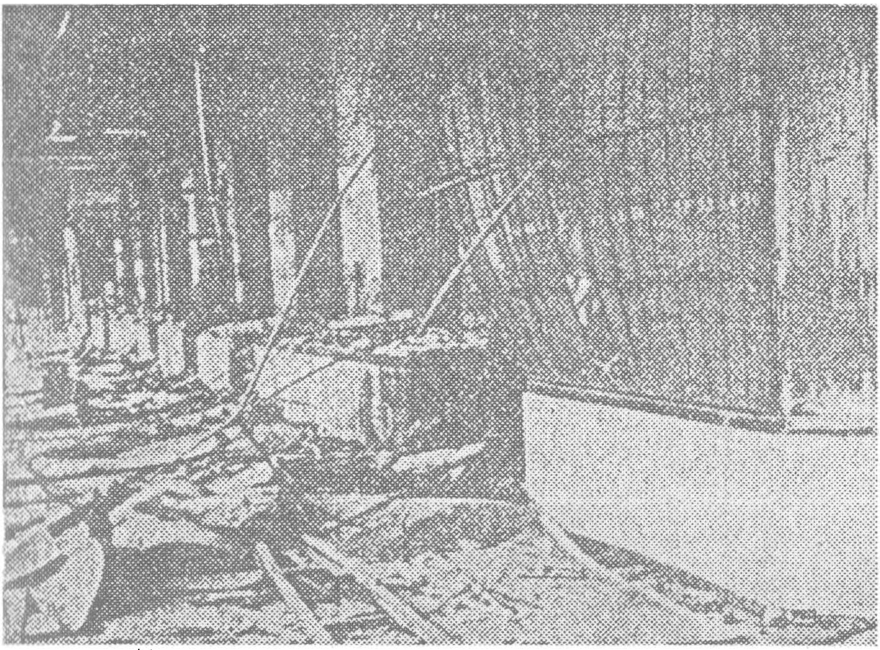

বিখ্যাত 'ডালিয়া' সমেত কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের লুণ্ঠিত ও দগ্ধ হিন্দু দোকান

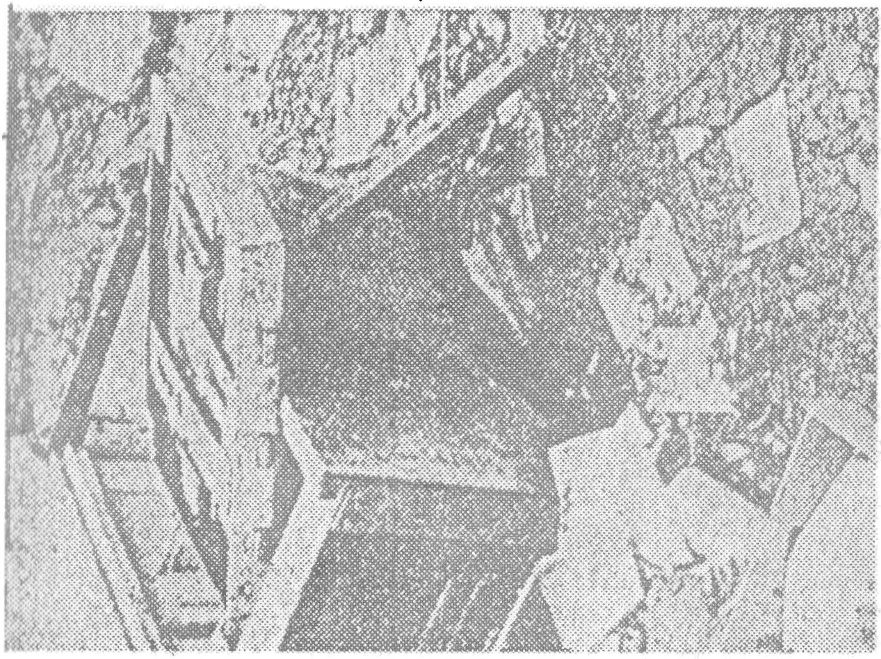

একটি লুণ্ঠিত হিন্দু মহাজনের দোকান

লিচুবাগানে (মেটিয়াবুরুজ) উড়িয়া শ্রমিকদের এই বিদ্ধস্ত বস্তি থেকে পুলিশ ছয় শতের মত মৃতদেহ সংগ্রহ করে

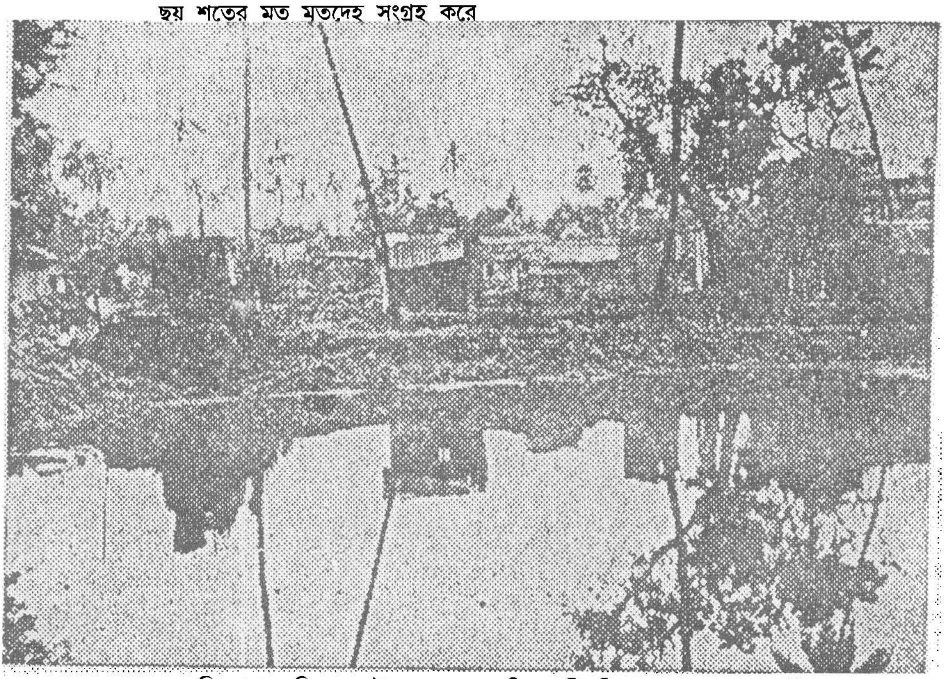

লিচুবাগানে বিহার ও উত্তরপ্রদেশাগত হিন্দু কুলিবস্তিতে ঘুমের মধ্যে শতাধিক শ্রমিক নিহত! মহিলারা অপহৃত

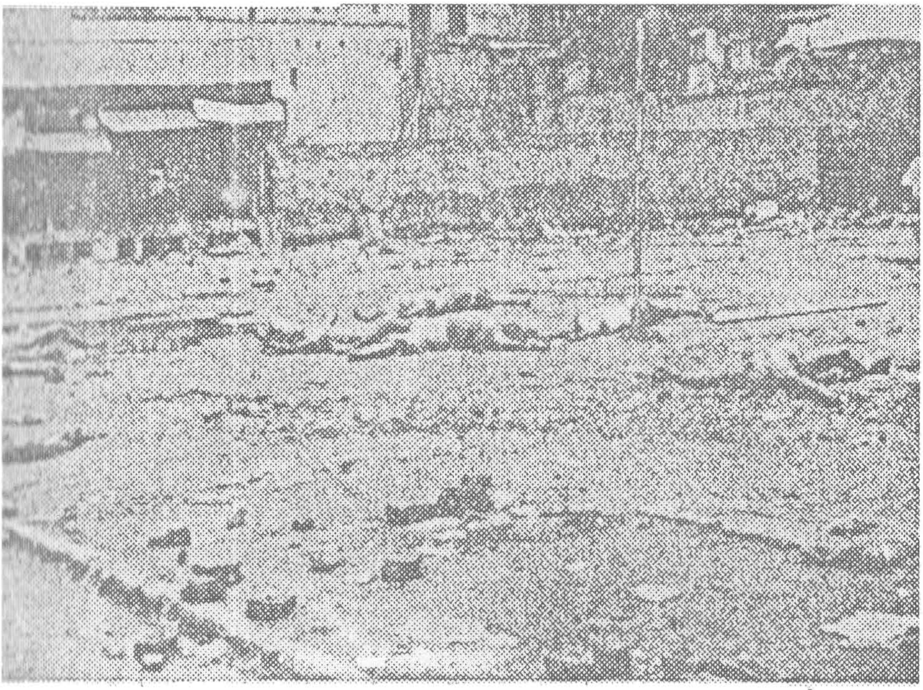

পোলক স্ট্রীটে লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হিন্দু দোকান। রাস্তায় নিহত হিন্দুদের মৃতদেহ

ক্যানিং স্ট্রীটে লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হিন্দু দোকান ও দোকানীদের মৃতদেহ

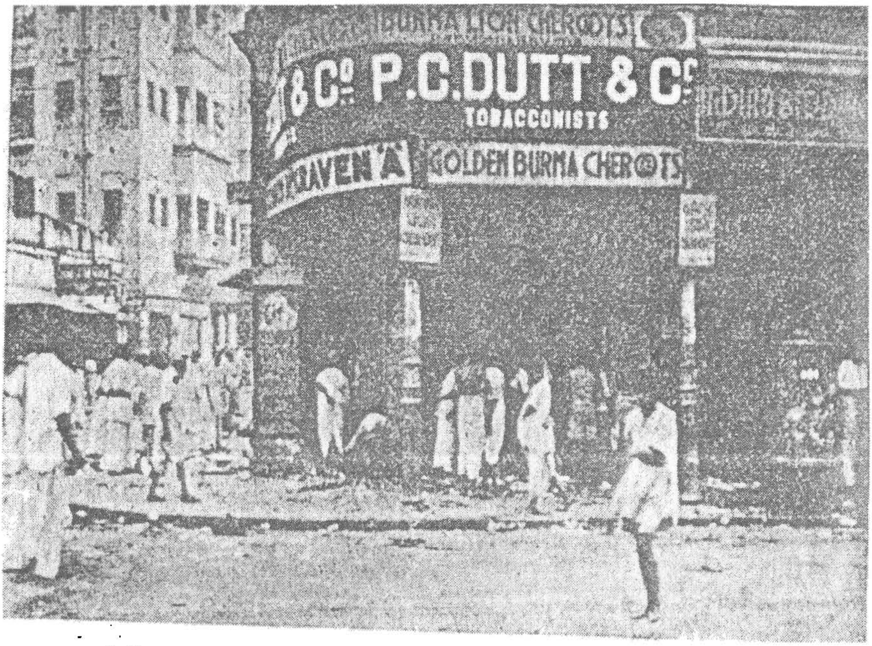

চাঁদনীচকে বিখ্যাত চুরুট ও তামাকু ব্যবসায়ী পি.সি. দত্তের দোকান লুঠ হচ্ছে

ওয়েলেসলী স্ট্রীটে হিন্দুদের দোকান লুঠ ও পোড়াতে ব্যস্ত মুসলিম জনতা

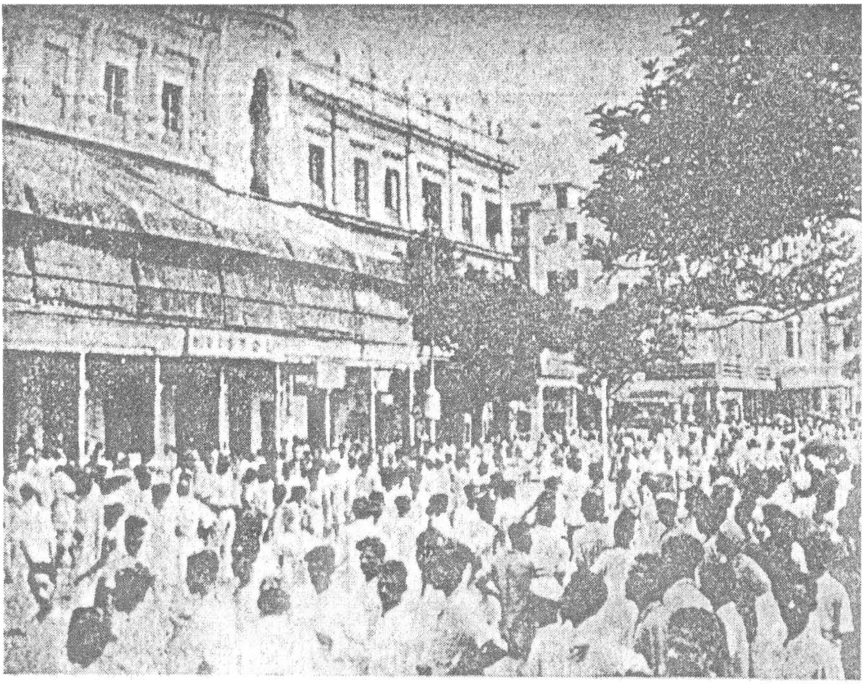

হিন্দু মালিকের ব্রিস্টল হোটেল ও কে.সি. বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান লুঠ হচ্ছে

[illegible] হিন্দুদের দোকান লুঠ ও পোড়ান হচ্ছে।

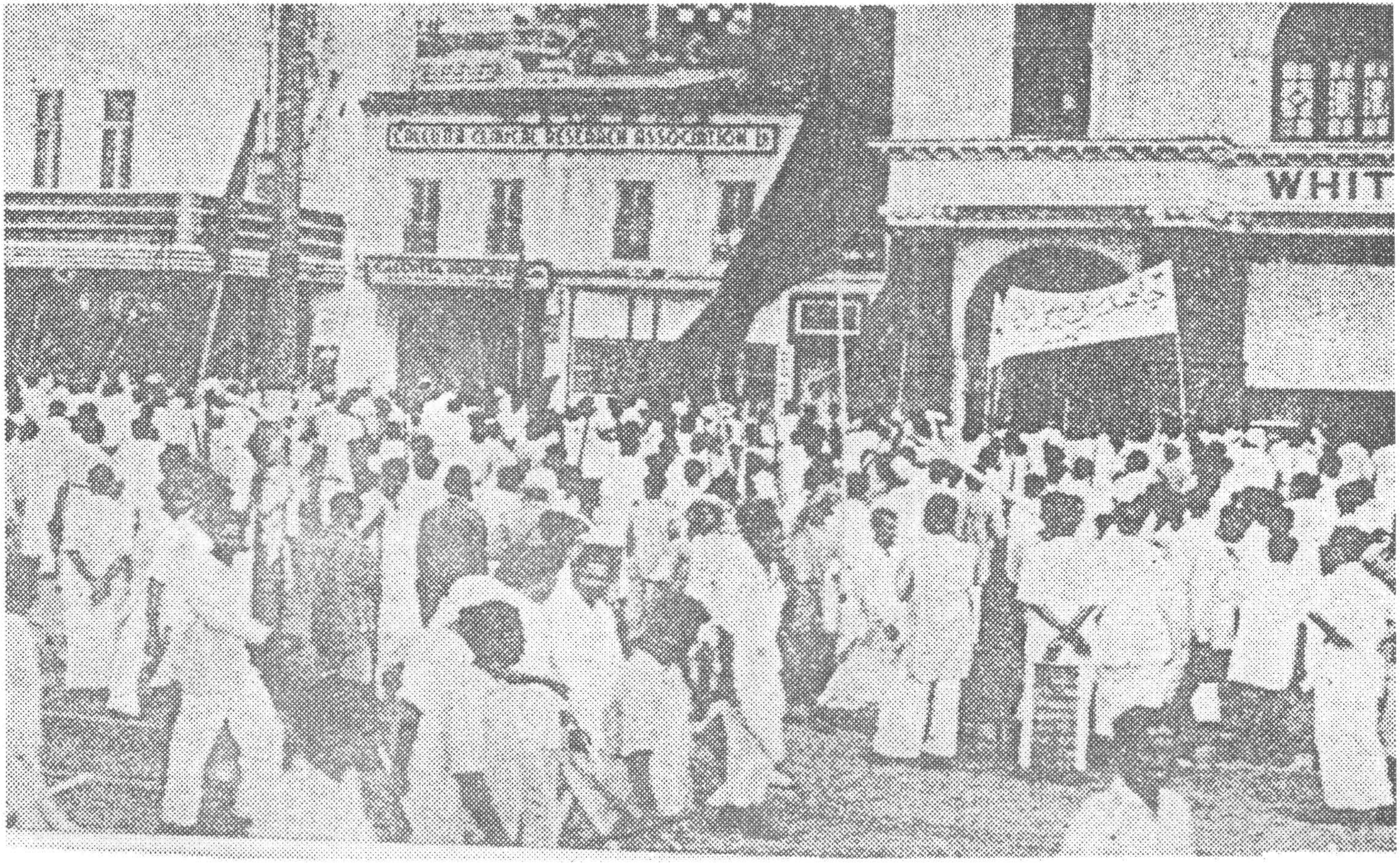

ময়দানের মিটিং ভাঙতেই চৌরঙ্গীতে হিন্দু দোকান লুটপাট শুরু

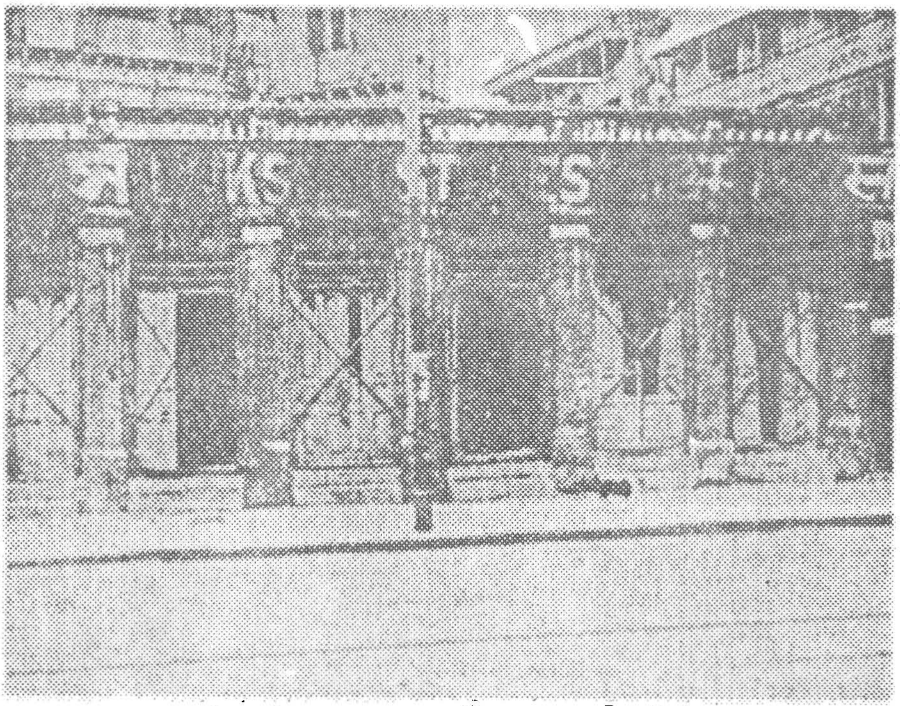

কলেজ স্ট্রীট-হ্যারিসন রোড মোড়ে লুণ্ঠিত ও দগ্ধ লক্ষ্মী স্টোর্স

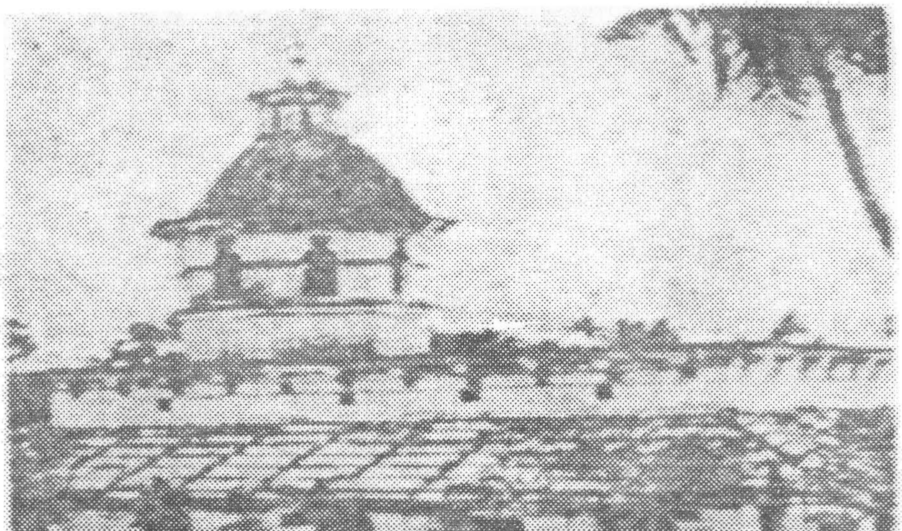

অগ্নিদগ্ধ ও লণ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ মন্দির (বটতলা, মেটিয়াবুরুজ)

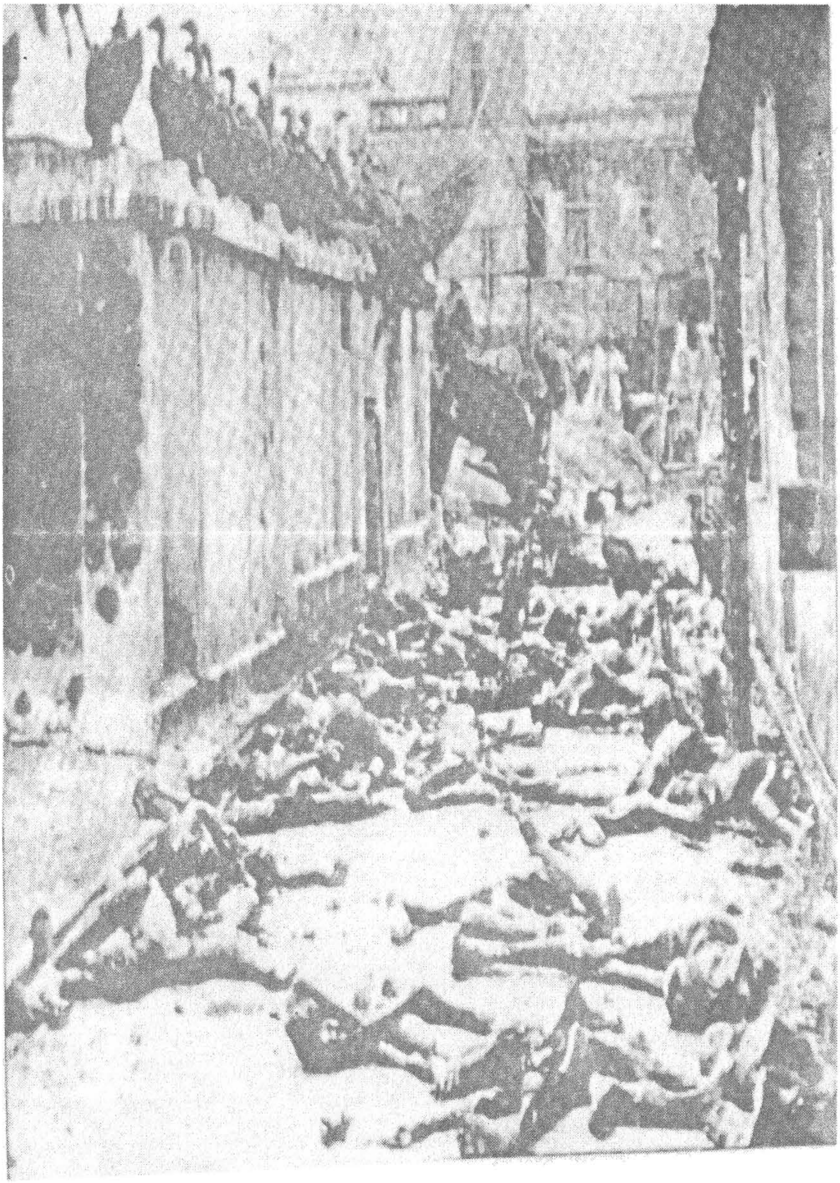

কলাবাগান বস্তি এলাকায় হিন্দুদের ছিন্নভিন্ন দেহাবশেষ;শকুনদের ভুরিভোজের ব্যবস্থা

সদ্য বিধবা ও অনাথদের মাঝে গান্ধীজী (নোয়াখালি)

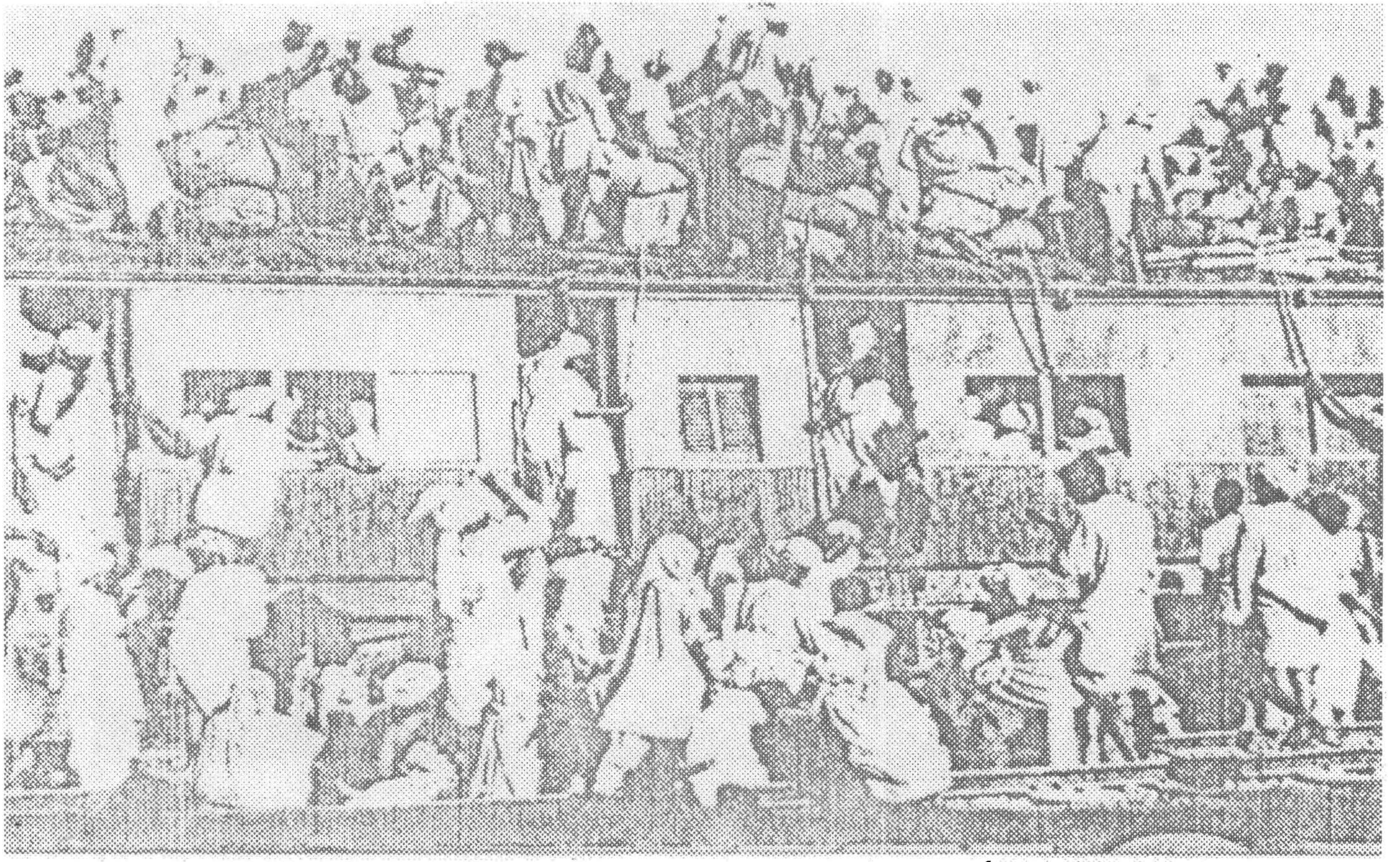

উদ্বাস্তু স্রোত—পশ্চিম থেকে পূর্বে (পাঞ্জাব)

একটি বিধ্বস্ত হিন্দু বাড়ি (নোয়াখালি)

বিধ্বস্ত দালালবাজার জমিদার বাড়ি (নোয়াখালি)

অভিশপ্ত গোপাইরবাগ দাসেদের বাড়ির পথে গান্ধীজী (নোয়াখালি)

ঢাকায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিহত হিন্দুদের মৃতদেহ—হিন্দুদের মনে ত্রাস সঞ্চারের উদ্দেশ্যে উয়াড়ির কাছে রেল লাইনের পাশে জঙ্গলে ফেলে রাখে (ফটো শ্রীরবীন্দ্রনাথ দত্ত)

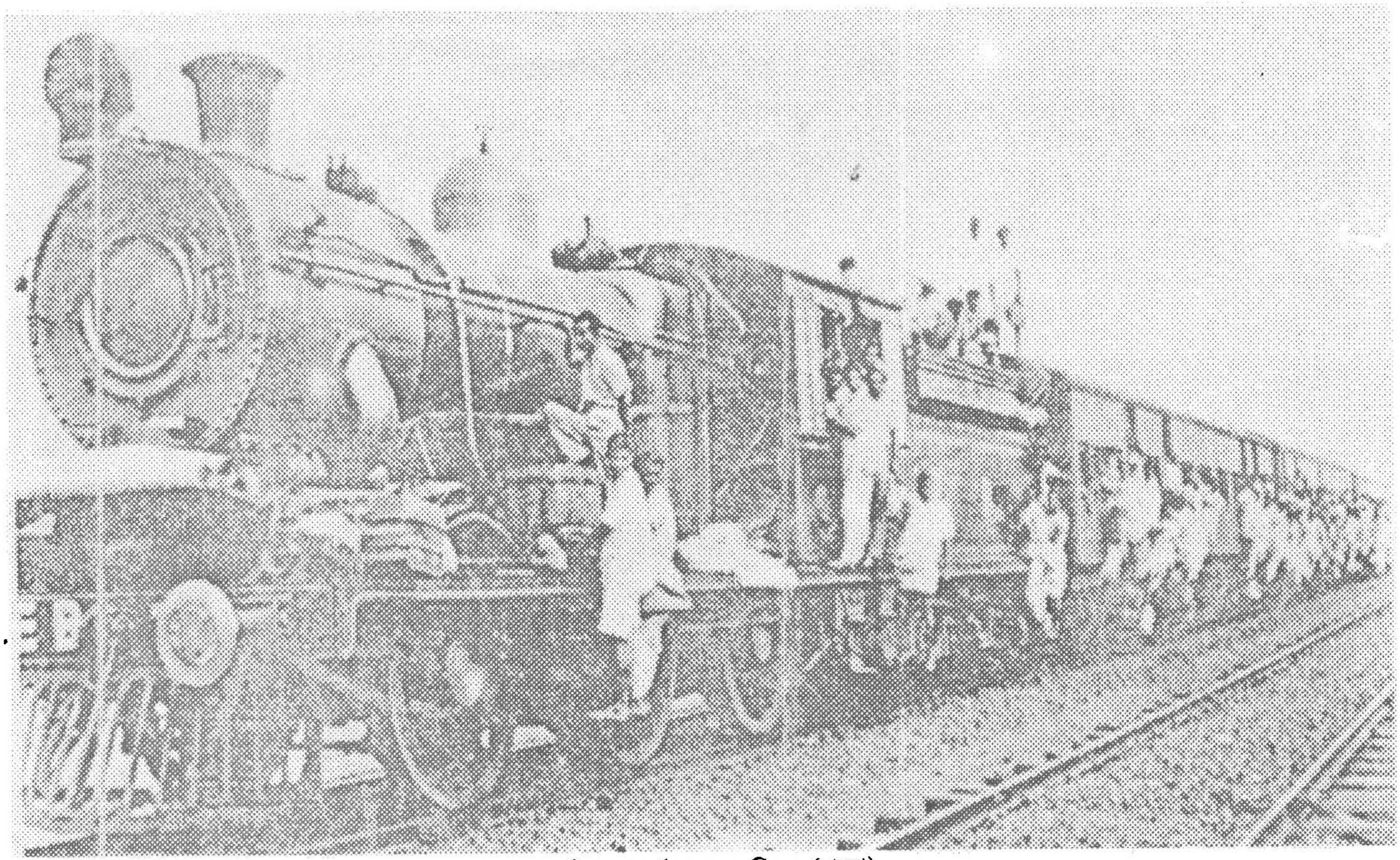

প্রাণ বাঁচাতে পূর্ব থেকে পশ্চিমে (বাংলা)

প্রথম অধ্যায়

বাংলার সীমা চৌহদ্দি : যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ : বাংলায় 'ভাগ করে শাসন কর' নীতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ : মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠায় শাসক মহলে উল্লাস

রঙ্গ ও ব্যঙ্গের রাজা কবি ঈশ্বর গুপ্ত যখন লিখেছেন "এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা", তখন কিন্তু গুপ্ত কবি ঘুণাক্ষরেও বাংলার ভবিষ্যৎ ভৌগোলিক ভগ্নদশার প্রতি ইঙ্গিত করেননি; বা বাংলার বিকলাঙ্গ ভবিষ্যতের কোনও আভাস দেননি। তাই কবির কাব্যের কথা মনে পড়লে এখন আমাদের কাটা ঘায়ে হুল ফোটে।

কাব্যের কথা থাক। মূল বক্তব্যে আসা যাক। তার আগে বঙ্গ বা বাংলা বা ইংরেজীতে 'Bengal' নামে পরিচিত অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিচয় ও প্রদেশরূপে গঠনের ইতিহাস জানা দরকার। মোগল-পাঠান যুগের সুবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার কথা ছেড়ে দিই। ইংরেজ শাসকগণ ১৮৫৪ সালে বর্তমান বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও অখণ্ড বঙ্গদেশ নিয়ে বাংলা প্রেসিডেন্সী (Bengal Presidency) নামে এক বৃহৎ প্রদেশ গঠন করে। এর আয়তন ছিল ২,৫৩,০০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৬০ লক্ষ। বড়লাট স্যার জন লরেন্সের শাসনকালে (১৮৬৩-৬৯) উড়িষ্যা অঞ্চল প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে। তখন কথা ওঠে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য বাংলা প্রেসিডেন্সীর আয়তন ছেঁটে বোম্বাই বা মাদ্রাজের মতো করা হোক। বড়লাট এই অভিমতের সঙ্গে একমত না হয়ে বলেন, বাংলার কিছু অংশ যেমন আসাম ও তার সন্নিহিত জেলাগুলিকে প্রেসিডেন্সী থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

১৮৭৪ সালে বাংলাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাসহ আসাম এক চীফ কমিশনার-শাসিত প্রদেশ বলে ঘোষিত হয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ও নগণ্য, অস্বাস্থ্যকর ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রদেশে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কোনও পদস্থ সিভিলিয়ান যেতে উৎসাহবোধ করেন না। তখন চীফ কমিশনার উইলিয়ম ওয়ার্ড ১৮৯৬ সালে চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা বিভাগের ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব

দেন। কিন্তু বাংলার এতগুলি উন্নত জেলাকে অনগ্রসর আসামের সঙ্গে যুক্ত করার বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি ওঠে। ফলে এ প্রস্তাব কিছুদিনের জন্য ধামাচাপা পড়ে।

কলকাতায় সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনা ঃ পূর্ববঙ্গে তার দ্রুত প্রসার

এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাপ্তি ঘটে। ততদিনে পূর্ববঙ্গে শিক্ষার দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এতদিন চাকুরিক্ষেত্রে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকেদেরই একাধিপত্য ছিল। এখন পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে শিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোক কর্মপ্রার্থী হয়ে কলকাতামুখী। তারা ঘরে ফেরার সময় বয়ে নিয়ে যাচ্ছে কলকাতা শহরে যে সামাজিক জাগরণ ও রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার হয়েছে তার সুর এবং অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও তার কারণ এবং কারা সেজন্য দায়ী ও কি তার প্রতিকারের পন্থা, সে সম্পর্কে যেসব খোলামেলা আলোচনা চলছে তারই বাণী। পূর্ববঙ্গের স্বভাব-উগ্র হিন্দু যুবকগণ জেলা ও শহর ছাড়িয়ে গ্রামগ্রামান্তরে সেই সুর ও বাণী ছড়িয়ে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের অগ্রবর্তী বাহিনীর ভূমিকা পালন করতে থাকে।

সমাজজীবনে যে কিঞ্চিৎ কম্পন শুরু হয়েছে, সাহিত্যে নাটকে ও সংবাদপত্রে তার প্রতিফলন ঘটছে। এখানেই শাসকগোষ্ঠীর ভয়। এই মৃদু কম্পনেই তারা শঙ্কাবোধ করল। অদূর ভবিষ্যতে যে এই মৃদু কম্পন আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে পর্যবসিত হতে পারে, তা অনুধাবন করার মতো দূরদৃষ্টির অভাব তাদের ছিল না। সুতরাং স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবাগ্নি সৃষ্টির আগে তা পায়ে দলে নিভিয়ে দেবার পন্থা অবলম্বন করাই তারা শ্রেয় মনে করল।

ভৌগোলিক অখণ্ডতা বাঙালীর শক্তির উৎস ঃ শাসকগোষ্ঠীর ভয়

ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী সবিস্ময়ে দেখল তাদের বিরুদ্ধে যেমন কলমবাজিতে, তেমনি গলাবাজিতে সারা ভারতে বাঙালীরাই উচ্চকণ্ঠ এবং অগ্রগণ্য। শাসনযন্ত্রের সর্বক্ষেত্রে যেমন তাদের একচ্ছত্র প্রাধান্য, তেমনি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টিতেও তারা মুক্তকণ্ঠ। জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দুর একাধিপত্যের অন্যতম কারণ শুধু শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকাই নয়, ভৌগোলিক অখণ্ডতাও তাদের শক্তিসামর্থ্যের অন্যতম উৎস। পূর্বদিকে শ্রীহট্ট-কাছাড়-গোয়ালপাড়া এবং পশ্চিমে মেদিনীপুর মানভূম-

সিংভূম-পূর্ণিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় বাঙালী হিন্দুর অখণ্ড অবস্থানই তাদের সর্বক্ষেত্রে সার্বিক একাধিপত্যের কারণ। শিক্ষাগত দিক থেকে পশ্চাৎপদ এবং সংখ্যালঘু মুসলমান সমাজের পক্ষে বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে এঁটে ওঠা দুষ্কর। শিক্ষাগত ও আর্থিক দিক থেকে অনগ্রসরতা হেতু হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ মুসলমানদের অসন্তোষকে কাজে লাগাতে ভেদবুদ্ধি বিশারদ ব্রিটিশ প্রশাসন এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে না কোনমতে। তারা বাঙালী হিন্দুদের ভৌগোলিক দিক থেকে দ্বিখণ্ডিত করার তাগিদ অনুভব করে। তা না হলে সঙ্ঘবদ্ধ বাঙালী হিন্দু একদিন পূর্ণশক্তিতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হলে তা রোধ করা মহা সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

বাংলা ও বাঙালীকে দুর্বল করতে বাংলাকে দুইভাগ কর ঃ কার্জনের ফতোয়া

এই পরিস্থিতিতে ভারতের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত হয়ে এলেন লর্ড কার্জন। কার্জনের আগমনের আগে থেকেই সুবৃহৎ বাংলা প্রেসিডেন্সীর ও আসাম সহ পূর্বাঞ্চলের সীমানা পুনর্বিন্যাসের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল। পূর্ববর্তী রাজপুরুষগণ যেখানে শাসনশৃঙ্খলার স্বার্থে এবং বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধার কথা মাথায় রেখে সীমানা হেরফেরের কথা ভেবেছিলেন, লর্ড কার্জন তার সঙ্গে হিন্দুদের ক্ষমতা খর্ব করার কথাটি মনে রেখে কাজের দিকে এগোলেন। যেহেতু বাংলার বুকেই কলকাতা শহরে ভারতের রাজধানী তথা শাসনকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র, সুতরাং বাঙালী সমাজে উত্তেজনার উত্তাপ রাজধানী শহরের বুকে সমবেত সারা ভারতের জনসমষ্টির মধ্যে সংক্রামিত হবার আশঙ্কা তাদের মনে দানা বাঁধতে থাকে। তার প্রভাব থেকে দেশকে রক্ষা করতে হলে বাংলার অঙ্গচ্ছেদ করে বাঙালীকে সংখ্যাগত দিক থেকে দুর্বল ও রাজনৈতিক দিক থেকে পঙ্গু করে তোলাই তারা সঙ্গত পন্থা মনে করে। ফলে বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই পুনরায় বঙ্গভঙ্গের প্রশ্ন মাথা চাড়া দেয়। বঙ্গভঙ্গের প্রাক্কালে দুঁদে সিভিলিয়ান স্যার হেনরি কটনের মতামত থেকেই এসব বক্তব্যের সমর্থন মেলে ঃ

"The object of the measure was to shatter the unity and to disintegrate the feelings of solidarity which are established in the Province of Bengal. It was no administrative reason that lay at the root of the scheme. It was a part and parcel of Lord Curzon's policy to enfeeble the growing

powers and to destroy the political tendencies of a patriotic spirit."

ভাগের সপক্ষে নানা অজুহাত খাড়া ঃ অবশেষে ব্যবচ্ছেদের খাঁড়া

১৯০০ সালে বড়লাট লর্ড কার্জন আসাম পরিভ্রমণে যান। সেখানে চা-বাগানের মালিকগণ—ইউরোপীয় তো বটেই, তাঁর কাছে চা রপ্তানির সুবিধার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর গড়ে তোলার দাবি জানান। কার্জনের মনে এক দুষ্ট অভিসন্ধি খেলে। তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারার কথা চিন্তা করলেন। অর্থাৎ ইংরেজদের অর্থনৈতিক স্বার্থে বাংলার পূর্বাংশ আসামের সঙ্গে যুক্ত করার এবং সে সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থে হিন্দুদের এক বৃহৎ অংশকে মূল বাংলা ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করার মতলব আঁটেন। বাহ্যত প্রশাসনিক স্বার্থে বাংলার আয়তন হ্রাস করার কথা বলে বেড়ালেন। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের চীফ কমিশনার প্রস্তাব দিলেন উড়িষ্যা ও সম্বলপুরকে মধ্যপ্রদেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বাংলার আয়তন হ্রাস করা হোক। অন্যান্য আমলারাও আলাদা প্রস্তাব দিলেন। কার্জন তখন মিঃ ফ্রেজারকে (ইতিমধ্যে তিনি বাংলার ছোটলাট হয়ে এসেছেন) এই বিষয়ে বিস্তৃত খসড়া তৈরি করতে বলেন। এভাবে ছোটলাট ভৌগোলিক বিভাজনের কাজে হাত দিলেন, আর বড়লাট মানসিক বিভাজনের জমি তৈরির কাজে মন দিলেন।

যা হোক, খসড়া তৈরি হল। "ঠিক হল-চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মৈমনসিং জেলা আসামে যাবে ; ছোটনাগপুর যুক্ত হবে মধ্য-প্রদেশের সঙ্গে; বিনিময়ে বাংলা পাবে সম্বলপুর ও গঞ্জাম। "এতে বাংলার লোকসংখ্যা কমবে এক কোটি নয় লক্ষ, আসাম প্রশাসনের সুবিধা বাড়বে, উড়িষ্যাবাসীরা এক শাসনাধীনে আসবে।"

এ পর্যন্ত মন্দের ভাল। কিন্তু এর সঙ্গে নতুন যে দুটি কারণ দেখান হল সে দুটিই মারাত্মক; ভবিষ্যৎ দুরভিসন্ধির পূর্বগামিনী ছায়া বলা যেতে পারে। কারণ দুটি হল ঃ (ক) কলকাতার বিপজ্জনক প্রভাব থেকে পূর্ববঙ্গ মুক্ত হবে, (খ) মুসলিম অধিবাসীদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

এতদিন বাংলার সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে শলাপরামর্শ, জল্পনা-পরিকল্পনা চলছিল মূলত শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এবার তার সঙ্গে যে নতুন দুটি কারণ যোগ করা হল, তাতেই এসব চিন্তাভাবনার পেছনে রাজশক্তির সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রথম পরিচয় পাওয়া গেল।

বলা বাহুল্য, পূর্ববঙ্গের জমিদার, আইনজীবী, ব্যবসায়ী ও সংবাদ-পত্রসমূহ বাংলার আয়তন সঙ্কোচনের প্রস্তাবের প্রতিবাদে মুখর হল। শাসকগোষ্ঠী বলল এদের স্বার্থে ঘা লাগবে বলেই এরা চেঁচাচ্ছে; সুতরাং

প্রস্তাব সঠিক এবং তা কার্যকরী করা হবে। শাসকগোষ্ঠীর অনুমান আংশিক সত্য হলেও বিশাল আয়তন ও বিপুল জনসংখ্যাই যদি বাংলার সীমানা পুনর্বিন্যাসের একমাত্র কারণ হতো, তা হলে আরো সহজপথে তারা সে সমস্যার সমাধান করতে পারতেন। যেমন, তারা বাংলাভাষী অঞ্চলকে না ছেঁটে, অতি সহজে হিন্দি ও ওড়িয়াভাষী অঞ্চলগুলি বিচ্ছিন্ন করতে পারতেন। ক্যাম্বেল ও কটন প্রমুখ আমলারা সেই পরামর্শই দিয়েছিলেন। কিন্তু রিজ্‌লে ও অন্যান্য কূটবুদ্ধিসম্পন্ন আমলাদের পরামর্শে তা গ্রাহ্য হয়নি। কারণ এসব প্রস্তাব পরিকল্পনার যিনি মূল হোতা, তাঁর অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য ছিল ভিন্নরূপ।

কার্জনের বাঙালী (হিন্দু) বিদ্বেষ

উদ্ধতস্বভাব কার্জন বাঙালীদের প্রতিবাদে কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেননি। অস্থায়ী ভারত সচিবকে লেখা চিঠিতে তিনি তাঁর উষ্মা চেপে না রেখে সরাসরি বাঙালী চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে লেখেন ঃ

"বাঙালীরা নিজেদের এক মহাজাতি বলে মনে করে এবং এক বাঙালীবাবুকে লাট সাহেবের গদিতে বসাতে চায়..... বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব তাদের এই স্বপ্নের সফল রূপায়ণে বাধা দেবে। আমরা যদি তাদের আপত্তির কাছে নতিস্বীকার করি তবে ভবিষ্যতে কোনদিনই বাংলা ভাগ করতে পারব না এবং আপনারা ভারতের পূর্বপার্শ্বে এমন এক শক্তিকে জোরদার করবেন যা এখনি প্রবল এবং ভবিষ্যতে বর্ধমান বিপদের উৎস হয়ে থাকবে।"

কার্জনের আশঙ্কা এবং ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে কোন ভুল নেই। বাংলার অবস্থা ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে। সে-সঙ্গে বাড়ছে প্রশাসনের প্রতি তাদের বিরূপ মনোভাব। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যাতে না বাড়ে সেজন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কঠোরতর করে শিক্ষা সঙ্কোচনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে আচার্য হিসাবে কার্জন বাঙালীর চরিত্রের উপর কটাক্ষ করে আবারও তাঁর গায়ের ঝাল মেটালেন। শাসকগোষ্ঠীর কিন্তু কামনা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম অধ্যুষিত পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের মতো পূর্বাঞ্চলেও একটি বশংবদ মুসলিম কর্তৃত্বাধীন প্রদেশ সৃষ্টি করা। কিন্তু যতদিন বঙ্গভাষাভাষী এলাকা অবিভক্ত থাকবে, ততদিন হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে যাবে। তাতে শাসকগোষ্ঠীর অভীষ্ট সিদ্ধ হবে না। তাই তারা হঠাৎ মুসলমানদের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করার জন্য আকুল হয়ে

ওঠে। হিন্দু-মুসলমানে সামাজিক ও ধর্মীয় বিরোধ এবং অর্থনৈতিক অসাম্যকে রাজনৈতিক রঙে রঞ্জিত করে সাম্প্রদায়িকতায় ইন্ধন জোগাতে থাকে।

মুসলমানদের তোয়াজ শুরু

কার্জন ভাবলেন তাঁদের এই মনোগত অভিপ্রায় পূর্ববঙ্গের মুসলমান নেতাদের কর্ণগোচর করা দরকার। তিনি ১৯০৩ সালে পূর্ববঙ্গ সফরে বের হলেন এবং বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে মুসলমানদের সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হলেন। একদিকে উর্ধ্বতন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে তিনি আশ্বস্ত করলেন এই কথা বলে যে অবিলম্বে বঙ্গবিভাগ না করলে "ভারতের পূর্বাংশে এমন একটি দুর্ধর্ষ শক্তিকেই দৃঢ় ও শক্তিশালী করা হইবে যাহা ভবিষ্যতে ক্রমবর্ধমান অশান্তির নিশ্চিত উৎস হইবে।" অপরদিকে তিনি মুসলমানদের আশান্বিত করে ঢাকার বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন— মুসলিমদের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য আলাদা প্রদেশ গঠনই তাঁর লক্ষ্য। ঢাকার নবাবের বাড়িতে সমবেত মুসলিম নেতাদের তিনি বলেছিলেন— "আমি আপনাদের একটি মুসলিম প্রদেশ দিচ্ছি।" মুসলিম নেতারা সোল্লাসে এই প্রস্তাবে তাদের সম্মতি দান করেন এবং কার্জনকে মোবারকবাদ জানালেন। ইতিমধ্যে ফ্রেজার, রিজলে ও ইবেটসন প্রমুখ রাজপুরুষদের পরামর্শক্রমে কার্জন বঙ্গবিভাগ পরিকল্পনাকে আরোও ব্যাপক রূপ দান করেন। সর্বশেষ ব্যবস্থামতে ঃ ৩০ বছর পূর্বেকার ব্যবস্থামতো বাংলাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলা তো আসামের সঙ্গে যুক্ত রয়েই গেছে; নতুন ব্যবস্থায় পুরো ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলাও তার সঙ্গে যুক্ত হল এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম (Eastern Bengal and Assam) নামে নতুন এক প্রদেশ গঠিত হল। আর প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগ এবং দার্জিলিং জেলা সমেত বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে Bengal বা বঙ্গদেশ নামে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর বাকী অংশ পরিচিত হল। বাংলার মাটি নিয়ে এই ছিনিমিনি খেলার পরিণতি হল বাংলাভাষী এলাকাটি প্রায় দশ আনি ছয় আনি হারে দ্বিধাবিভক্ত হল। আর তার ফলে শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘ অভিলাষ পূর্ণ হল; অর্থাৎ বাঙালী হিন্দুরা নবগঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে সংখ্যালঘু, মুসলমানরা সংখ্যাগুরু। অনুরূপভাবে বঙ্গ প্রদেশেও (Bengal) বাঙালী হিন্দুরা হল সংখ্যালঘু; হিন্দী ও ওড়িয়াভাষীরা সমবেতভাবে সংখ্যাগুরু।

বাংলা ভাগের আসল উদ্দেশ্য ঃ হিন্দুদের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি হ্রাস

বাংলার সীমানা নিয়ে এই কাটাছেঁড়া, জোড়াতালি তালিমালি একেবারে উদ্দেশ্যবিহীন ছিল না। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাদের এই পরিকল্পনার কথা গোপনও রাখেনি। রিজ্‌লের লেখা থেকে এই দুরভিসন্ধির আসল রহস্য জানা যায় ঃ

"সংযুক্ত বাংলা শক্তিশালী। বিভক্ত বাংলা ভিন্ন ভিন্ন দিকে আকৃষ্ট হবে। কংগ্রেস নেতারা এ ভয় করছেন। তাঁদের আশঙ্কা নির্ভুল, এবং এই প্রস্তাবের বড়োগুণ, আমাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, ব্রিটিশ রাজত্বের বিরোধী এক সুসংহত দলকে টুকরো করে দুর্বল করে দেওয়া।"

ব্রিটিশ শাসকশ্রেণীর মুখপত্র সেকালের স্টেটসম্যান পত্রিকা কোনও ভণিতা না করেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বাংলা ভাগের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে লিখেছে ঃ

"The object of the Partition was to foster in Eastern Bengal the growth of a Mahomedan power which, it is hoped, will have the effect of keeping in check the rapidly growing strength of the Hindu Community."

কার্জন ঢাকার নবাবকে এক লক্ষ পাউন্ড নামমাত্র সুদে ধার দিয়ে (যা ঘুষের নামান্তর) বঙ্গভঙ্গের পক্ষে টানলেন। বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তে শুধু বাংলার মাটিই ভাগ হয়নি, হিন্দু মুসলমানে মানসিক বিভাজনের পথও খোলা হল।

১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গভঙ্গ কার্যকরী হল। কংগ্রেস নেতাদের (দু'চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই হিন্দু) অজস্র প্রতিবাদ সভা নিষ্ফল হল। অখণ্ড বঙ্গভাষা সাহিত্যে শিল্প-সংস্কৃতির দোহাই কোন কাজে এল না। অরন্ধন, রাখী বন্ধন, বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথায় কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করলেন না। কলকাতায় যখন শোকের ছায়া, ঢাকায় তখন আনন্দোচ্ছ্বাস। বিক্ষুব্ধ বাঙালীর হৃদয় নিংড়ান ব্যথা প্রকাশ পেল রবীন্দ্রনাথের গানে ঃ

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
এক হোক, এক হোক, এক হোক হে ভগবান।

বঙ্গভঙ্গে মুসলমানদের উল্লাস ঃ ভাগ করে ভোগ করা নীতি

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে সামান্য দু'চারজন ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমান সমাজ সামিল হল না। ইংরেজের মন্ত্রণায়, মুসলিম নেতাদের প্ররোচনায়

তারা আন্দোলন থেকে শুধু দূরে সরেই রইল না, পটুয়াখালি, জামালপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কিশোরগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে বসল। রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতিধ্বনি তাদের কণ্ঠে ফুটল ভিন্ন ভাষায় ঃ

বাংলার মাটি বাংলার পানি
খোদা তোমার মেহেরবানী
ভাগ কর, ভাগ কর, ভাগ কর হে রহমান।

মাটি ভাগ হল, মন ভাগ হল। তাতেও শাসকগোষ্ঠীর স্বস্তি নেই। এবার মুসলমানদের রাজনৈতিক বিভাজনে তারা হাত দিল। মুসলমানদের আলাদা রাজনৈতিক সংগঠন তৈরি হল।

১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হলে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের উল্লাস চেপে রাখতে পারেনি। ভারতবৈরী আগা খাঁ এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লার অশুভ যোগসাজসে মুসলিম লীগ পার্টি প্রতিষ্ঠার পর বড়লাট লর্ড মিন্টো এক পত্রে আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করে লেখেন ঃ

"I must send your Excellency a line to say that a very big thing has happened today : a work of statesmanship that will affect India and Indian history for many a long year. It is nothing less than the pulling back of sixty-two millions of people from joining the ranks of the seditious opposition."

"আমি আপনাকে....জানাতে চাই যে আজ একটি খুব বড় ঘটনা ঘটিয়াছে—আজ এমন এক রাজনীতিক কাজ হইয়াছে, যাহার প্রভাব ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর বহু বৎসর ব্যাপী প্রবল থাকিবে। ইহার ফলে ছয় কোটি লোককে (অর্থাৎ মুসলমানকে) রাজদ্রোহীদের (অর্থাৎ হিন্দুদের) দল হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে।" বস্তুত ঐদিন থেকে হিন্দু-মুসলমানে চিরস্থায়ী বিরোধ ও বিচ্ছেদের বীজ উপ্ত হল; এবং মুসলিম রাজনীতি সাম্রাজ্যবাদের দালাল এই অপবাদ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারেনি কোনও দিন। তা নির্জলা সত্যও বটে।

বিভাগবিরোধী আন্দোলন ঃ Settled fact unsettled

যা হোক, অবশেষে হিন্দুদের অহিংস ও সহিংস আন্দোলনে উত্যক্ত ব্রিটিশ সরকার ৬ বছর পর নাকে খত দিয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করতে, 'settled

fact'-কে 'unsettle' করতে বাধ্য হল। অমিত শক্তিধর ব্রিটিশ সরকারকে বিজিত জাতির কাছে এমন নতি স্বীকার করতে হয়নি কোথাও।

ভাঙা বাংলা জোড়া দেবার নামে তিনভাগ ঃ বাঙালী হিন্দুকে কৃত্রিম উপায়ে সংখ্যালঘু তৈরি

কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি তখনো তাদের বাঙালী হিন্দুর ক্ষতিসাধন থেকে বিরত করেনি। এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জমিও তারা তৈরি করে রাখল। বিভক্ত বাংলাকে জোড়া দেবার নামে তারা বিহার-উড়িষ্যাকে বাংলা থেকে আলাদা করে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করল। তার সঙ্গে মানভূম, সিংভূম, সাঁওতাল পরগনা ও পূর্ণিয়ার বিরাট বাংলাভাষী এলাকা বিহারের সঙ্গেই যুক্ত করে রাখল। এভাবে বাংলার পূর্বাংশে বিশাল এলাকা রইলো আসামের সঙ্গে; আর পশ্চিমাংশে বিরাট এলাকা রয়ে গেল বিহারের সঙ্গে। কার্যত ভাঙা বাংলাকে জোড়া দেবার নামে তিন খণ্ডে ভাগ করা হল। বাংলার সীমানা নিয়ে বারংবার এরূপ যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের পরিণতি হল ব্রিটিশের ইচ্ছাপূরণ। অর্থাৎ বিভক্ত বাংলার দুই অংশে যেমন হিন্দুদের সংখ্যালঘুতে পরিণত করা হয়েছিল, বাংলার মূল ভূখণ্ডে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে সংযুক্ত করেও বাঙালী হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে রাখা হল। বঙ্গভঙ্গ রদে বেখুশ মুসলমানদের কিছুটা খুশি করা গেল; কিন্তু বাঙালী হিন্দুর উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে রইল বিদেশী ব্রিটিশ ও স্বদেশী মুসলমান সম্প্রদায়।

কলকাতা থেকে রাজধানী স্থানান্তর

ব্রিটিশ সরকার এই অপমানের জ্বালা ভুলতে পারেনি। এই অপমানের পর কোনও বড়লাটের পক্ষেই কলকাতায় বসে ভারত শাসন করা সম্মানজনক মনে হল না। সুতরাং কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাকেও খর্ব করা হল। আর ৪০ বছর পরে ভারতভাগের প্রাথমিক মহড়াও বাংলাভাগের উপর দিয়েই অনুষ্ঠিত হল।

স্যার আশুতোষের ক্ষোভ প্রকাশ

ভাঙা বাংলা জোড়া লাগল। সে আবেগে অনেকেই আপ্লুত হলেন। কিন্তু সে-সঙ্গে বাঙালী হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের বীজও যে পোঁতা হল সেকথা অনেকেই বুঝতে পারেননি। যাঁরা বুঝেছেন তাঁরা হায় হায় করলেন। বিভঙ্গ

অঙ্গ জোড়া দেওয়া হল বটে, কিন্তু তাকে ত প্রতিবন্ধী করে রাখলই, উপরন্তু তার মস্তকের মুকুটও কেড়ে নেওয়া হল। বাংলাকে এভাবে হতশ্রী করার বিরুদ্ধে স্বয়ং বড়লাটের সামনেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন এক অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, হাইকোর্টের মহামান্য বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ঃ

"Bengal has been for more than a century the leading province of India ; Calcutta has been the Capital in name, no less than in fact of a great empire and now these high distinctions are all at once passing away from us. Calcutta, Bengal, are discrowned and cannot help feeling desolate. The gloom of grievous bereavement lies heavy in our minds; we feel like men who have 'fallen from their high estate' ......"(Convocation Address, 1912).

যা হোক, বাংলা ও বাঙালীকে পঙ্গু করার খেলায় প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েও ফলাফলের কারচুপি করে ব্রিটেন জিতে গেল এবং ভবিষ্যতে খেলাটা ভারত বনাম ব্রিটেনের মধ্যে সঙ্ঘটিত না হয়ে, কংগ্রেস বনাম মুসলিম লীগ তথা হিন্দু বনাম মুসলমানের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবার পথ পরিষ্কার করে রাখল; আর ব্রিটিশ প্রশাসন স্থান নিল রেফারীর। বাংলার মুসলমানদের রাজনৈতিকভাবে হিন্দুদের থেকে আলাদা করে রাখার এই যে প্রক্রিয়া শুরু হল, তার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট। সেসব ঘটনা ক্রমশ প্রকাশ্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাগের রাজনীতি —১ম পর্ব ঃ মানুষ ভাগ ।। ভাজ্য—হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, ভাজক—ইংরেজ, ভাগফল—মুসলিম লীগ, অবশিষ্ট—তফশিলী হিন্দু ঃ তাদের বিয়োগের ব্যবস্থা

ধর্মগত বিভেদকে রাজনৈতিক রূপদানের সূচনা ঃ হিন্দু-মুসলমানে পৃথক নির্বাচন

বাংলার হিন্দুদের প্রভাব খর্ব করার এবং হিন্দু-মুসলমানে বিভেদ সৃষ্টির সাফল্যে উল্লসিত ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী এবার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সে বিভেদ নীতি প্রয়োগে মনোনিবেশ করে। কেমন করে সেই দুষ্টবুদ্ধি- প্রণোদিত প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে তুঙ্গে তোলা হল, তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল।

১৯০৯ ঃ ১৯০৬ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ঢাকায় All India Muslim League প্রতিষ্ঠিত হয় শুধুমাত্র মুসলমানদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে। সেদিন থেকে জাতিধর্ম নির্বিশেষে কংগ্রেসের সমগ্র ভারতবাসীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের দাবি নস্যাৎ হয়ে যায়। ১৯০৯ সালে Indian Councils Act অনুযায়ী প্রথম মুসলমানদের স্বতন্ত্র নির্বাচন অধিকার দেওয়া হয়। ফলে মুসলমানদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান ও আলাদা নির্বাচন ব্যবস্থা করে হিন্দুদের থেকে রাজনৈতিক প্রশ্নে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হল। এই দল স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী হয়ে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদের প্ররোচনায় বিভিন্ন স্থানে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধিয়ে তোলে। বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের তথাকথিত সুসম্পর্কের উপর সাম্প্রদায়িক কালনাগিনীর ছোবল পড়ে।

১৯১৬ ঃ ইংরেজের মুসলিম লীগ পোষণের পর এবার কংগ্রেসের মুসলিম লীগ তোষণ শুরু। লীগকে স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল করার দুরাশায় উভয়ের মধ্যে ‘লক্ষ্ণৌ চুক্তি’ নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঐ চুক্তিতে কংগ্রেস নিজের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা মেনে নেয়। তাছাড়া যে সমস্ত প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু, সে-সব প্রদেশে মুসলমানদের জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশি আসন

দেওয়ার-নীতিও মেনে নেওয়া হয়। এক কথায়, কংগ্রেস ইংরেজের পক্ষপাতমূলক বিভাজন নীতিই মেনে নিল। অথচ হিন্দু সংখ্যালঘু প্রদেশের হিন্দুদের জন্য এরকম কোনও বিধানই রাখা হল না। কিন্তু যে অলীক আশার ছলনায় কংগ্রেস হিন্দুদের স্বার্থহানিকর এই ব্যবস্থা মেনে নিল, তা কখনও পূর্ণ হয়নি।

১৯১৯ ঃ এই সালের শাসন ব্যবস্থায় লক্ষ্ণৌ চুক্তির সারবত্তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া হল। হিন্দু-মুসলমানে পৃথক ভোটদান ব্যবস্থাকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হল। মুসলমান সংখ্যালঘু প্রদেশে মুসলমানদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষিত হল। মুসলমানরা যেসব প্রদেশে সংখ্যাগুরু সেসব প্রদেশেও মুসলমানদের অর্ধেকের বেশি আসন দেওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থা রাখা হল।

মুসলমানদের তখন পোয়া বারো। তারা ব্রিটিশের কোলে উঠবে কি কংগ্রেসের কাঁধে চড়বে সেটাই তাদের কাছে সমস্যা। বাংলার আইন পরিষদে ১৪৪ জন সদস্যের মধ্যে সাধারণ আসন (হিন্দু)-সংখ্যা ছিল ৩৯, সংরক্ষিত মুসলিম আসন ছিল ৪৬।

বাংলা যে অনতিকাল মধ্যে পুরোপুরি মুসলিম শাসনাধীনে যাবে, তার বীজ নিহিত রয়েছে লক্ষ্ণৌ চুক্তি ও ১৯১৯ সালের শাসন ব্যবস্থায়। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো অনতিকাল মধ্যে সূচিত হল দেশবন্ধুর আশীর্বাদধন্য বেঙ্গল প্যাক্ট (Bengal Pact)। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি।

আন্দোলন-বিমুখ মুসলমান সম্প্রদায় ঃ মুসলিম তোয়াজে গান্ধীজী

লক্ষ্ণৌ চুক্তি ও ১৯১৯-এর ভারত শাসন আইন বলে মুসলিম লীগ নেতারা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্য ন্যায্য হিস্যার চেয়েও বেশি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে খুব খুশি হলেন; কিন্তু ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় কোনও আন্দোলনেই তাদের তেমন গা দেখা গেল না।

১৯২১ ঃ এবার আসরে আবির্ভাব গান্ধীজীর। তিনি মুসলিম ধর্মীয় নেতাদের তোষণের রাস্তা ধরলেন। মিস্টারদের ছেড়ে মৌলানাদের খপ্পরে পড়লেন। ইংরেজের বিরুদ্ধে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে মুসলিম জনতাকে টানবার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের স্বার্থের সঙ্গে সম্পর্কহীন খিলাফৎ আন্দোলনে ভারতীয় রাজনীতির গাঁটছড়া বাঁধলেন। কয়েকদিন হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই বলে মাতামাতি চলল। হিন্দুরা গলা ছেড়ে আল্লা-হু-আকবর ডাকতে লাগল; কিন্তু মুসলমানদের কণ্ঠ থেকে বন্দে মাতরম্ বলে চিঁ চিঁ শব্দ

বের হল কি হল না। গান্ধীজী খিলাফৎকে 'কামধেনু'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। "Gandhiji called Khilafat "The Kamdhenu" as it was for him "an opportunity of uniting Hindus and Musalmans, which would not arise in a hundred years."

মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধিতা হিন্দু বিদ্বেষে পর্যবসিত

কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল খিলাফতী কামধেনু থেকে হিন্দু-মুসলিম প্রেম-প্রীতি-ভালবাসার অমৃতধারা নিঃসরিত হয়নি। হিংসা ও বিদ্বেষের গরলধারায় ভাণ্ড পূর্ণ হয়েছে। ইংরেজ শাসনব্যবস্থার উপর ক্রোধবশে হিন্দুরা আক্রমণ করল থানা-পুলিশকে। চৌরিচরায় ২২ জন পুলিশকে পুড়িয়ে মারা হল। আর মুসলমানরা ব্রিটিশদের ছেড়ে হিন্দুদের উপর তাদের রোষ ঝাড়ল। মালাবার অঞ্চলে মোপলা মুসলমানদের হাতে সরকারী হিসাবমতে প্রায় ৬০০ হিন্দু নিহত হল; ২৫০০ হিন্দুকে বলপূর্বক ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হল। এতাবধি ইংরেজ শাসনকালে এক-তরফা মুসলমান আক্রমণে হিন্দুহত্যা ও ধর্মান্তরকরণের এমন বীভৎস রূপ আর দেখা যায়নি। আধুনিক ভারতীয় রাজনীতিতে ছোরা ও অসির আমদানি হল বলা যায় মোপলা-আক্রমণ থেকেই। গান্ধীজী অত্যাচারী ও নৃশংস মোপলাদের ধর্মানুরাগ, সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করে সার্টিফিকেট দিলেন। বললেন—"আহা ওরা উত্তেজনাবশে ওটা করে ফেলেছে, যৌনক্ষুধা মিটিয়েছে?"

মুসলমানদের ব্রিটিশ-বিরোধিতা ঃ শুরু না হতেই শেষ

ইতিমধ্যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে আন্দোলন শিকেয় উঠেছে। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে কংগ্রেসীদের একদল স্বরাজী হয়ে কাউন্সিলে ঢুকল; আরেক দল নারাজী হয়ে কারাবরণ কৃচ্ছ্রসাধন ও চরকার ঠকঠকে ব্যস্ত রইল। সুচতুর ইংরেজ মুসলিম নেতাদের গায়ে হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে তাদের আন্দোলনের পথ থেকে সরিয়ে নিল। হিন্দু-মুসলমানে কৃত্রিম ও ফস্‌কা মিলনগ্রন্থি ছিঁড়তে দেরি হল না।

এবার মুসলিম তোষণে নামলেন দেশবন্ধু ঃ বেঙ্গল প্যাক্ট

১৯২৩ ঃ বেঙ্গল প্যাক্ট। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য প্রয়াসে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গান্ধীজীর ব্যর্থতার পর এবার বাংলার সীমিত ক্ষেত্রে সে সাধনায় নামলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। পদ্ধতি সেই একই। মুসলিম তোয়াজ ও তোষণ।

কিন্তু মিষ্টি কথায় মুসলমানদের চিঁড়া ভিজানো যায় না। আগে ভাগ চাই, ভোগ চাই। তাও সিংহভাগ। কিন্তু ত্যাগের নামে অষ্টরম্ভা। জেল-খাটা ফাঁসি-যাওয়া—তার জন্য তো হিন্দু যুবকেরা আছে। তাদের ধরিয়ে দিয়ে ইনাম লাভের আশায় মুসলিম সি.আই.ডি. ও আই.বি. কর্মীরা তো একপায়ে খাড়া।

তা হোক, তবু ঐক্য চাই। না হলে স্বাধীনতা আসবে না। তাই হিন্দুদের অগ্রগতি ব্যাহত করে মুসলমানদের এগিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে দেশবন্ধু সম্পাদন করলেন 'বেঙ্গল প্যাক্ট' (১৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৩)। তিনি কথা দিলেন—"স্বরাজ লাভের পর আইন পরিষদে সংখ্যানুপাতে মুসলমানদের আসনসংখ্যা নির্দিষ্ট হবে ও স্বতন্ত্র নির্বাচন বহাল থাকবে। মিউনিসিপ্যালিটি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতিতে তারা পাবে ৬০% আসন (যদিও কলকাতা ও ঢাকা সমেত প্রায় সব মিউনিসিপ্যালিটিতেই মুসলমানরা সংখ্যালঘু)। চাকুরির ৫৫% তাদের জন্য সংরক্ষিত হবে ও যতদিন সে হার না আসে তাদের ৮০% পর্যন্ত চাকুরি দেওয়া যেতে পারে। আপাতত কলকাতা কর্পোরেশনে তাদের অধিকতর সংখ্যায় নিয়োগ করা হবে, মসজিদের সামনে গানবাজনা বন্ধ করা হবে ও ঈদের সময় গোহত্যায় বাধা দেওয়া হবে না।"

এই অশুভ ও অসম চুক্তির পরিণতিও সুখকর হয়নি। না হওয়াই স্বাভাবিক। ঘুষ ও উৎকোচ প্রদানে কাউকে কোনও শুভ কাজে অনুপ্রাণিত করা যায় না, যদি না তার সঙ্গে হৃদয়ের যোগ থাকে। কীর্তন গানে ধামা বয়ে যে চাল কুড়োয় তার মুখে হরিনাম আসে না। ফল যা হবার তাই হল। দেশবন্ধুর অকালমৃত্যুতে তাঁর বেঙ্গল প্যাক্টও বানচাল হয়ে গেল। আর তার ফলশ্রুতি হল ভয়াবহ।

মুসলিম নেতাদের সঙ্গে গুণ্ডাদের আঁতাত ঃ ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

"হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক চিড় খেল ......। প্যাক্ট পরিত্যক্ত হওয়ায় সুরাবর্দীরা ইনডিপেন্ডেন্ট মুসলিম পার্টি গড়েন। হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ফলে চক্রবর্তী-গজনভি ও মশারফ হোসেন-মিত্র মন্ত্রিসভা স্বল্পস্থায়ী হয়। স্যার আবদার রহিম (সুরাবর্দীর শ্বশুর) সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে ইন্ধন দেন। লিটনের ইঙ্গিতে জেলার আমলারা মুসলিমদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে এমন কি মুসলিম-নমঃশূদ্র রায়তদের ঐক্য গড়তে তৎপর হয়। লোক্যাল বোর্ড ও ম্যুনিসিপ্যালিটির নির্বাচনে সাম্প্রদায়িকতা বাড়ে। নানা কারণে বাংলার বাইরেও

উত্তেজনা বাড়ছিল। শেষে ১৯২৩-এ কোহাটে ও ১৯২৬ সালের এপ্রিলে কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গায় তা ফেটে পড়ে। ....

১৯২৫-এ সবসুদ্ধ ১৬টি ও ১৯২৬-এ ২৫টি দাঙ্গা হয়, যার মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা বাধে কলকাতায়। মসজিদের সামনে আর্যসমাজী শোভাযাত্রা কালে বাদ্যভাণ্ড ২—১৫ এপ্রিলের দাঙ্গার তাৎক্ষণিক কারণ। 'মোহাম্মদী'র মাধ্যমে ফজলুল হকের সাম্প্রদায়িকতা প্রচার যেমন দায়ী, তেমনি দায়ী দারোয়ান ও জমাদারদের ধর্মের জন্য প্রাণ দিতে মালব্যের ডাক। সুরাবর্দীর পাঠান গুণ্ডা আল্লাবক্স পেশওয়ারি (মীনা পেশোয়ারি?) ১৫ জুলাই-এর দাঙ্গা বাধায়। কলকাতা ডকে আবার দাঙ্গা হয় সেপ্টেম্বরে। দাঙ্গা পরে মফঃস্বলে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে জন্মাষ্টমীর সময় ঢাকার দাঙ্গা কুখ্যাত। মৈমনসিংহের হিন্দু জমিদার ও মুসলিম তালুকদার-জোতদারদের প্রতিযোগিতা, বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধনী বিলে হিন্দু-বিরোধিতা, মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধি, আর্থিক সচ্ছলতা ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের বর্ধমান আগ্রহ প্রভৃতিকে দায়ী করেছেন। কিন্তু তিনিও মুসলিম মৌলবাদকে ছেড়ে কথা বলেননি। ১৯২৬-এর সর্বাপেক্ষা দুঃখবহ ঘটনা শ্রদ্ধানন্দ হত্যা।

কংগ্রেসে দলাদলি ঃ মৌলানা আজাদের কুপরামর্শে গান্ধীজীর ভুল সিদ্ধান্ত

সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে এই অশান্তির আগুন জ্বলার মাঝে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রবল বিরোধ-বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হল। দেশবন্ধুর শূন্যস্থান কে পূরণ করবে তা নিয়ে দারুণ মতভেদ ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হল। অবশেষে গান্ধীজীর উপর ভার পড়ল দেশবন্ধুর উত্তরাধিকারী নির্বাচনের। "..........আজাদের পরামর্শে, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মস্তকে স্বরাজ দলের নেতৃত্ব, কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র পদ ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতিত্ব রূপ 'ত্রিমুকুট' পরিয়ে দেন। বলা বাহুল্য বিভেদপ্রবণ ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙালীদের অনেকেই এটা পছন্দ করেননি। সেই থেকে বাংলার কংগ্রেসী রাজনীতিতে যে দলাদলির বীজ রোপিত হল, আজ তা বিষবৃক্ষে পরিণত।"

মৌলানা আজাদের এই দুর্বুদ্ধি-প্রণোদিত পরামর্শ এবং গান্ধীজীর বিনাবিচারে তা গ্রহণ ও রূপদান, শুধু যে বাংলার কংগ্রেসের ক্ষতিসাধন করেছে তাই নয় এবং যেহেতু বলতে গেলে কংগ্রেসই হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তাই বাঙালী হিন্দুর রাজনীতিকেও পঙ্গু করে তোলে এবং প্রকারান্তরে মুসলিম রাজনীতিকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। আবার প্রায় ১০ বছর পরে আজাদের আর এক দুর্বুদ্ধি-প্রসূত

পরামর্শে গান্ধীজী বাংলার ও বাঙালী হিন্দুর যে ক্ষতিসাধন করেছেন, সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে।

পূর্ণস্বরাজ - বনাম - পৃথক বাসভূমি

১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব গৃহীত হল। "১৯২৯ -এর ৩১ ডিসেম্বর মধ্যরাত্রে বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে ইরাবতীর তীর প্রকম্পিত করে কংগ্রেস পূর্ণ স্বরাজের প্রস্তাব নিল। .... ১৯৩০-এর ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হল এবং স্বাধীনতার শপথ নিল কোটি কোটি ভারতবাসী।"

আর এই কোটি কোটি ভারতবাসীর স্বপ্ন ও সাধনাকে ব্যর্থ করতে বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার কবি স্যার মহম্মদ ইকবালের সভাপতিত্বে এলাহাবাদ শহরে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র-বাসভূমি (homeland) দাবি করে ঠিক এক বছর পর ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩০। ভারতে মুসলমানদের বৃহৎ রাজনৈতিক দল সর্বপ্রথম ধর্মের ভিত্তিতে দেশের সীমানা চিহ্নিতকরণের দাবি উত্থাপন করে ঃ

"I would like to see the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single State. Self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims, at least of North-West India. "(A Homeland for Muslims–Muhammad Iqbal, 29.12.1930, Allahabad).

হিন্দু-মুসলমানে ভাগের পর হিন্দুসমাজকে ভাগ ঃ গোল টেবিল বৈঠক থেকে খালি হাতে গান্ধীজী

ইত্যবসরে বিলাতে গোল টেবিল বৈঠকী রাজনীতি শুরু হয়েছে সাইমন কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে শাসনসংস্কার প্রশ্ন বিবেচনার জন্য। ইকবালের উপরিউক্ত মুসলিম ভারত বা মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমি (সারা ভারত যেন তাদের বাসভূমি নয়) পরিকল্পনা প্রকাশের এক মাস আগে প্রথম গোল টেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একে কি কাকতালীয় বলা হবে, না পূর্বকল্পিত কূট কৌশলী চাল, তা অবশ্যই ভেবে দেখার প্রশ্ন। "শাসন সংস্কারের জন্য ব্রিটিশ সরকার তিনটি গোল টেবিল কনফারেন্স করে, নভেম্বর ১৯৩০, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩১, আর নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৩২। প্রথম ও তৃতীয় কন্‌ফারেন্স কংগ্রেস বয়কট করেছিল। দ্বিতীয়

কনফারেন্সে গান্ধী গিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রস্তাব মুসলিম লীগ, হিন্দু অস্পৃশ্য এবং ভারতীয় রাজন্যবর্গ প্রত্যাখ্যান করে।"

একদিকে মুসলিম লীগের ভারতভূমি খণ্ডীকরণের আভাস, অপরপক্ষে হিন্দুসমাজকেও রাজনৈতিক ভাবে খণ্ডিতকরণের ছক কষা হয়ে গেছে। প্রথমে আগা খাঁ-সলিমুল্লাদের দিয়ে ধর্মের ভিত্তিতে জাতিভাগ সারা হল; তারপর ইকবালের মারফতে মাটি ভাগের দাবি পেশ করে রাখা হল। তারপর হিন্দু সমাজকে বিভাজনের কাজে হাত দিল—স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার ভিত্তিতে। বৈঠকে হিন্দু মহাসভা নেতাদের ডাকা হল; ডাকা হল দলিত নেতা ডঃ বি. আর. আম্বেদকরকে। এসব চালের উদ্দেশ্য হল এটা দেখান যে হিন্দু-মুসলমান একজাতি তো নয়ই, হিন্দুরাও একজাতি নয়। তারা নানা জাতিতে বিভক্ত। একা কংগ্রেসের পক্ষে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নেই। এক কথায় বলতে গেলে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক ভাষ্যের উপর ব্রিটিশ সরকারের সরকারী ছাপ বা অনুমোদন।

মুসলমানদের লাভের উপর উপরি-পাওনা ঃ অবৈধ সুযোগের চিরস্থায়ী ব্যবস্থা

গোল টেবিল বৈঠকে নেতারা যখন কোনও বিষয়ে একমত হতে পারেনি (বিড়ালের পিঠা ভাগের রাজনীতি বিশেষজ্ঞ ব্রিটিশ সরকার তা চায়ও নি), তখন ব্রিটিশ সরকার ঝুলি থেকে বেড়াল বের করল —Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা। তাতে সামগ্রিকভাবে হিন্দুজাতির ক্ষতিসাধন করে মুসলমানদের অতিরিক্ত লভ্যাংশের উপরও ফাও দেওয়ার ব্যবস্থা হল; আর হিন্দু সমাজকে বর্ণহিন্দু ও বিবর্ণ হিন্দুতে ভাগ করে চিরস্থায়ীভাবে দুর্বল করে দেবার সিদ্ধান্ত হল। সোজা কথায় বলতে গেলে হিন্দু-মুসলমানে তো কখনোই একসঙ্গে ভোট দিতে পারবে না, এমন কি বর্ণহিন্দু ও তফশিলী হিন্দুরাও মুসলমানদের মতোই আলাদাভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে। কোন্ সম্প্রদায় কোন্ প্রদেশে কত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করবে তাও স্থির করে দেওয়া হল। তাতে দেখা যায় মুসলমান নেতারা আশার অতিরিক্ত আসন পেয়ে বেজায় খুশি, বর্ণ হিন্দু নেতারা ন্যায্য প্রাপ্য তো পেলেনই না বরং হিন্দু সমাজকে দ্বিধা-বিভক্তকরণের শয়তানি চাল জেনে বিমর্ষ মুখে ফিরে এলেন। তফশিলী হিন্দু নেতারাও স্বতন্ত্র নির্বাচনের লাড্ডু পেয়ে বেশ খুশি মনে ফিরলেন।

বাংলার হিন্দু সমাজকে চিরতরে পঙ্গু করার ব্যবস্থা ঃ বাংলার রাজনীতি থেকে হিন্দুদের নির্বাসন

বর্ণ হিন্দু ও তফশিলী হিন্দুদের জন্য পৃথক নির্বাচনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গান্ধীজী পুনায় আমরণ অনশন শুরু করেন (২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩২)। কংগ্রেস নেতারা তফশিলী নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। চারদিন ধরে দর কষাকষির পর তফশিলী নেতা ডঃ আম্বেদকরের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এটা পুনা চুক্তি নামে খ্যাত। এর শর্তানুসারে বর্ণহিন্দু কোটা থেকে ৬৭টি আসন বেশি পেয়ে তফশিলী নেতারা সংরক্ষিত আসন সহ যৌথ নির্বাচনে রাজি হলেন। গান্ধীজী রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে গান শুনে ও কবির হাতে লেবুর রস পান করে অনশন ভঙ্গ করেন। কিন্তু বাঙালী হিন্দুর কাটা ঘায়ে যে লেবুর রস সিঞ্চিত হল সে খেয়াল করলেন না। অন্যান্য প্রদেশের ক্ষেত্রে যাই হোক, বাংলার ক্ষেত্রে এই পুনা চুক্তি হিন্দুদের ভবিষ্যৎ সর্বনাশের পথ পরিষ্কার করে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাতেই হিন্দুদের কিরকম নির্লজ্জভাবে বঞ্চিত করা হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে আসন বণ্টনের নিম্নোক্ত চিত্র থেকে ঃ

মোট আসন — ২৫০

	জনসংখ্যা শতকরা	আসন শতকরা	আসনসংখ্যা
মুসলমান	৫৫%	৪৮%	১১৯
হিন্দু	৪৫%	৩২%	৮০ (তফশিলীদের জন্য সংরক্ষিত ১০টি সমেত)
ইউরোপিয়ান	০.১%	১০%	২৫
অন্যান্য	—	—	২৬
			২৫০

মুসলিম লীগ ও তফশিলী নেতাদের মিলনের পথ প্রশস্ত

পুনা চুক্তির শর্তানুসারে বর্ণহিন্দু কোটা থেকে যে ৬৭টি আসন তফশিলী সম্প্রদায়কে ছাড়া হল তার মধ্যে ২০টিই বাংলার বর্ণহিন্দু কোটা থেকে। ফলে বাংলায় তফশিলী হিন্দুদের আসনসংখ্যা ১০ থেকে বেড়ে ৩০-এ দাঁড়াল। পুরো প্রক্রিয়াটির মধ্যেই বাঙালী বর্ণ হিন্দুদের শাসনযন্ত্রের চৌহদ্দি

থেকে দূরে রাখার চক্রান্ত অত্যন্ত নগ্নভাবে প্রকটিত। ১১৯ জন মুসলমান সদস্যের সঙ্গে ২৫ জন ইউরোপীয় সদস্য যোগ দিলেই বা বাইর থেকে সমর্থন করলেই বাংলায় চিরস্থায়ী মুসলিম শাসন কায়েমের পথ পরিষ্কার। ইউরোপীয় সদস্যগণ যদি নিরপেক্ষও থাকে, তাহলে ১১৯ জন মুসলমান সদস্য একজোট হয়ে এবং ৩০ জন তফশিলী সদস্যের মধ্যে ৮/১০ জনকে মন্ত্রিত্বের টোপ দিয়ে দলভুক্ত করতে পারলেও একচ্ছত্র মুসলিম শাসন কায়েম করা যাবে। শতাব্দীর চতুর্থ দশকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের দলকে এভাবে হাত করেই মুসলিম লীগ তার উদ্দেশ্য সফল করে। এক কথায় ১৯৩৫ সালের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্রে বাঙালী বর্ণহিন্দুকে সম্প্রদায়গতভাবে প্রশাসনিক স্তরে সম্পূর্ণ পঙ্গু করে দেওয়া হল।

বাংলার হিন্দুদের প্রতি নির্লজ্জ অবিচার ঃ ব্রিটিশ রাজপুরুষদেরও লজ্জানুভব

বাংলার হিন্দুদের প্রতি এমন নির্লজ্জ অবিচার স্থানীয় কোন কোন রাজ-পুরুষেরও অভিপ্রেত ছিল না। "বাংলার লাট স্যার জন অ্যান্ডারসনের (যিনি বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য ধিকৃত) মতে ২৫০ জনের আইন পরিষদে হিন্দুদের ভাগে ১০৭ ও মুসলিমদের ভাগে ১১১ হওয়া উচিত। ভারত সরকার কিন্তু বাংলার হিন্দুদের ৯৬টির বেশি আসন দিতে চাননি। এর মধ্যে তাঁরা মাত্র ১০টি আসন হরিজনদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে চেয়েছিলেন। উইলিংডন জানান বাংলার হিন্দুদের প্রতি বেশি সদয় হলে ইউ. পি. ও পাঞ্জাবের মুসলিমরা বিরক্ত হবে। "We Shall have the whole forces of the country against us, Hindus and Muslims.... We cannot afford wholly to be without friends."

অর্থাৎ মুসলিম বন্ধুদের মন খুশি রাখার জন্য বাংলার হিন্দুর সর্বনাশ যদি করতে হয় তাই হোক! প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন যে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা অনুযায়ী সারা ভারতে অনুন্নত শ্রেণী সারা ভারতে প্রাদেশিক আইন পরিষদে পেত ৮১টি আসন। বাংলায় তারা পেয়েছিল ১০টি আসন। গান্ধীজীর প্রাণরক্ষার বিনিময়ে সে সংখ্যা বেড়ে হল ১৪৮টি আসন। তার মধ্যে একমাত্র বাংলার কোটা থেকেই দেওয়া হল অতিরিক্ত ২০টি আসন। ফলে বাংলায় অনুন্নত শ্রেণীর আসনসংখ্যা হল ১০ + ২০ = ৩০। আর বর্ণহিন্দুদের জন্য রইল মাত্র ৫০টি আসন। ব্রিটিশ রাজপুরুষরা অনুন্নত শ্রেণীর নেতাদের বোঝাল যে, "মুসলমানও সংখ্যালঘু, তারাও সংখ্যালঘু; মুসলমানদের সঙ্গে চললে তাদের স্বার্থ বেশি সংরক্ষিত হবে। এখন থেকে

বাংলার রাজনীতিতে মুসলিম ও হরিজন এক গাঁটছড়ায় বাঁধা পড়ল।” এর পর থেকেই মুসলিম লীগ ও জিন্না অনুন্নতশ্রেণীর জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন শুরু করেন। পূর্ববঙ্গের তফশিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মুসলিম লীগের এই ফাঁদে পা দেন। তাঁতে ব্রিটিশ সরকারের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব ও পুনা চুক্তির দৌলতে বর্ণহিন্দুদের যা সর্বনাশ হবার তো হয়েই গেছে। কিন্তু যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও তাঁর সহযোগীরা মুসলিম লীগের সঙ্গে কদম কদম বাড়িয়ে ও খুশিসে গীত গেয়ে স্ব-সম্প্রদায়ের কতটুকু উপকার করেছেন পরবর্তী ইতিহাস রক্তের অক্ষরে তা লিখে গেছে।

যা করেছি, বেশ করেছি, কৈফিয়ত দেব না ঃ স্যামুয়েল হোর

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় কংগ্রেস পড়ল দোটানায়। এই বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করলে মুসলমানরা বেখুশ হবে; আবার গ্রহণ করলে হিন্দুরা অসন্তুষ্ট হবে। সুতরাং গ্রহণও নয় প্রত্যাখ্যানও নয় (না-গ্রহণ না-বর্জন) এই এক হিজড়া নীতি গ্রহণ করল কংগ্রেস। তাতে মুসলমানরা খুশি হল বটে, কিন্তু হিন্দুদের ক্ষতির কোনও পূরণ হল না। যে 'weightage' মুসলমানরা সংখ্যাগুরু সংখ্যালঘু সকল প্রদেশেই পেল, সে সুবিধা হিন্দুরা সংখ্যালঘু প্রদেশেও পেল না। অন্যান্য হিন্দু নেতাদের সমালোচনা ও প্রতিবাদে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করা প্রয়োজন মনে করেনি। বরং তাদের এই পক্ষপাতমূলক নীতির সমর্থনে যুৎসই জবাব দিতে না পেরে ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর বললেন, ‘যা করেছি বেশ করেছি, কৈফিয়ত দেব না’ ঃ

"We were left completely free to take what decision we thought fair ; I am not prepared to go into the reasons for this decision."

কৈফিয়ত দেবার দরকার নেই; তবে হিন্দু-মুসলমানে চিরস্থায়ী সাম্প্রদায়িক গুঁতোগুঁতি বজায় রাখাই যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মুখ্য উদ্দেশ্য তা ১৯২৯ সালের সাইমন কমিশনের রিপোর্টে তো পরিষ্কার করেই বলা হয়েছে ঃ

" We are clearly convinced that separate communal electorate serve to perpetuate political division on purely communal lines."

এবং এই বিভাজন নীতি যে ভারতবাসীর মধ্যে সমনাগরিকত্ব বোধ জাগরণের পরিপন্থী an undoubted obstacle in the way of the

growth of a sense of common citizenship—জ্ঞানপাপীরা সেকথা কবুল করতেও লজ্জাবোধ করেনি। কারণ সেটাই তো তাদের আন্তরিক অভিপ্রায়।

সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাতেই দেশ ভাগের বীজ নিহিত ছিল

পাঞ্জাবেও একই পদ্ধতিতে হিন্দুদের আসনসংখ্যা কমিয়ে দিয়ে তাদের রাজনৈতিক গুরুত্ব হ্রাস করে মুসলমানদের হাত শক্ত করা হয়েছে।

এই দুটি প্রদেশের হিন্দু ও শিখদের উপর ইংরেজদের জাতক্রোধ। এদের হাতে সহিংস ও অহিংস পন্থায় ব্রিটিশ প্রশাসন যে নাকানিচোবানি খেয়েছিল তারই প্রতিদান তারা দিয়েছিল দুই প্রদেশের হিন্দুদের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করে। ব্রিটিশ জাতি যে তার অপমান ও অহমিকার উপর আক্রমণ কখনও ভোলে না, তার প্রমাণ তারা হাতে হাতে দিয়ে গেল। বঙ্গভঙ্গ রদ করতে বাধ্য করা, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকীর সশস্ত্র আক্রমণ, কয়েকগণ্ডা সাহেব কর্মচারী হত্যা, বুড়ী বালামের তীরে যতীন মুখার্জীর লড়াই, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, রাইটার্সে অলিন্দ যুদ্ধ ইত্যাদি নিয়ে আমরা যতই গলা ফাটাই বা ঢাক বাজাই না কেন, ব্রিটিশ সরকার সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার এক খোঁচায় বাঙালী হিন্দুদের ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ১৯০৫ সালের ভৌগোলিক খণ্ডীকরণ বানচাল করার শোধ তুলল তারা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনে ধর্মীয় ও জাতভিত্তিক খণ্ডীকরণ নীতি প্রচলন করে। এবং আরও ১২ বছর পর শুধু বাংলা নয় ভারতকে তিন টুকরা করার বীজও পুঁতে রাখল সেই সঙ্গে।

তৃতীয় অধ্যায়

ভাগের রাজনীতি—২য় পর্ব : মাটি ভাগের রকমারি চিন্তাভাবনা : ভারত ভূমিকে খণ্ডখণ্ড লণ্ডভণ্ড করতে মুসলিম প্রতিষ্ঠান ও নেতাদের ছুরিতে শান : উত্তর পশ্চিমাঞ্চলকে আলাদা রাষ্ট্র করার সক্রিয় চিন্তা ঃ চিন্তাকর— কবি মহম্মদ ইকবাল

দেশভাগের পটভূমি ঃ অঙ্কুর থেকে মহীরুহের পথে ঃ রকমারি পরিকল্পনা

রাজনৈতিক ও মানসিক বিভাজনের পরবর্তী ধাপ যে ভৌগোলিক বিভাজনের দাবি তা তো স্বতঃসিদ্ধ। ভারতের মুসলিম রাজনীতিও তার ব্যতিক্রম নয়। এ কথা ঠিক যে প্রতিষ্ঠানগতভাবে ইকবালই সর্বপ্রথম মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে ভারতকে মুসলিম-ভারত ও হিন্দু-ভারতে ভাগ করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত স্তরে তার অনেক আগে থেকেই কোন কোন মুসলিম নেতার মাথায় এই বিভাজন প্রক্রিয়া কাজ করতে শুরু করেছে। একে একে সেসব পরিকল্পনার সংক্ষেপে উল্লেখ না করলে দেশভাগ প্রশ্নে মুসলিম মানসিকতার সঠিক পরিচয় পাওয়া যাবে না। এ প্রসঙ্গে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, একবার বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে হাত পুড়িয়ে ব্রিটিশ সরকার আর দেশভাগ বা প্রদেশভাগের কথা মুখে আনেনি। তারপর থেকে সে অপকর্মটা তারা মুসলমান নেতাদের মুখ দিয়েই বলাতে থাকে। যেমন ঃ

(ক) ১৯১৭ ঃ স্টকহোমে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমাজবাদী সম্মেলনে আবদুল জব্বার ও আবদুল সাত্তার নামে দুই ভারতীয় প্রতিনিধি মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রস্তাব রাখেন।

(খ) ১৯২১ ঃ নাদির আলি নামে আগ্রার জনৈক আইনজীবী ভারত বিভাজনই হিন্দু মুসলিম সমস্যার একমাত্র উপায় বলে এক পুস্তিকা প্রকাশ করেন।

(গ) ১৯২৪ ঃ মৌলানা মহম্মদ আলি (গান্ধীজীর ডান হাত) আলিগড়ে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন—“হিন্দু-মুসলিম সমস্যার সমাধান না হলে ভারতবর্ষ হিন্দু-ভারত ও মুসলমান-ভারতে বিভক্ত হবে।”

(ঘ) ১৯৩০ ঃ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ সম্মেলনে স্যার মহম্মদ

ইকবাল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানকে একত্র করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে স্বশাসিত এক রাষ্ট্র অর্থাৎ Muslim Homeland-এর দাবি তোলেন।

(ঙ) ১৯৩১ ঃ On January 1,1931 Maulana Muhammod Ali dictated from his sick-bed a letter to Ramsay Mac-Donald, the then Prime Minister of England, in which he pointed out, "The real problem before us is to give full power to Musalmans in such Provinces as those in which they are in a majority.....Unless in these few provinces Muslim majorities are established by the new Constitution, I submit, not as a threat, but as a very humble and friendly warning, there will be civil war."

এখানেই গুরু ও চেলার দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। গুরু (গান্ধীজী) বলছেন Non-violence ও Civil Disobedience-এর (অহিংস আইন অমান্য) কথা; আর চেলা (মহম্মদ আলি) বলছে civil war-এর (গৃহযুদ্ধের) কথা। মহম্মদ আলি অবশ্য বেঁচে থাকেননি, তবে ১৬ বছর পর (১৯৪৬-৪৭) তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছে।

(চ) ১৯৩৩ ঃ ২৮ জানুয়ারি— চৌধুরী রহমত আলি নামে কেম্ব্রিজে অধ্যয়নরত জনৈক ছাত্র ও তার তিনবন্ধু ১৯৩৩-এর জানুয়ারী মাসে ভারত বিভাগ ও পাকিস্তান সৃষ্টির এক পরিকল্পনা গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত মুসলমান নেতাদের সামনে পেশ করে। 'Now or Never' নামক এক পুস্তিকায় রহমত আলি লেখে—"in the name of our common heritage and on behalf of our thirty million Muslim brethren, who live in Pakistan by which we mean the five northern units of India, viz., Punjab, North-West Frontier Province (Afghan Province), Kashmir, Sind and Baluchistan"– এই প্রদেশগুলির ইংরেজী বানানের আদ্যক্ষর নিয়ে এই 'Pakistan' নামকরণ করা হয়েছে। যেমন-পাঞ্জাবের P, আফগান এলাকার (সীমান্ত প্রদেশ) A, কাশ্মীরের K, সিন্ধুর S, এবং বেলুচিস্তানের "Stan" নিয়ে এই "Pakistan." ইকবালের প্রস্তাবে ভারতের মধ্যেই একটা আলাদা এলাকার কথা বলা হয়েছে। রহমত আলি ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের কথা বলে। সমবেত মুসলিম নেতারা এই প্রস্তাবকে অবাস্তব ও বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত বলে খারিজ করে দেন। অদৃষ্টের নিষ্ঠুর

পরিহাস সাত বছর পরে এই নেতারাই রহমত আলিদের প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করার সঙ্কল্প নেন।

(ছ) ১৯৩৩ ঃ পাঞ্জাব প্রদেশের লীগ নেতা স্যার মহম্মদ শাহনওয়াজ 'জনৈক পাঞ্জাবী' ছদ্মনামে 'Confederacy of India' নামে এক পুস্তিকায় পাঁচভাগে ভারত বিভাজনের এক পরিকল্পনা পেশ করে। সে বিভাগগুলি হল ঃ

(1) The Indus Region's Federation with the Punjab (minus its eastern Hindu tracts), the Sind, the N.W.F.P., Kashmir, Baluchistan, Bahawalpur, Amb, Dir, Swat, Chitral, Khairpur, Kalat, Las Bela, Kapurthala and Malerkotla as its federal units.

(2) The Hindu India Federation with the United Provinces, Central Provinces, Bihar with some portions of Bengal, Orissa, Assam, Bombay and an Indian States other than the Rajasthan and the Deccan States included in the States Federations as its federal units.

(3) Rajasthan federation with the various states Rajputana and Central India as its federal units.

(4) The Deccan States Federation comprising the Hyderabad, Mysore and Bastar States.

(5) The Bengal Federation : The Prominent Muslim tracts of the Eastern Bengal and Goalpara and Sylhet districts of Assam as its provincial unit and Tripura and other states lying within the provincial unit or cut off by its territories from the Hindu India, as its state units.

সারা ভারতকে এই পাঁচটি স্বয়ংশাসিত ফেডারেশনে ভাগ করে তাদের কয়েকটির মধ্যে যোগাযোগের জন্য Corridor-এর ব্যবস্থা করে এবং পাঁচটি ফেডারেশন স্বেচ্ছায় যদি কোনও Confederation-এ যুক্ত হতে চায়, তবে সে বিষয়েও নানা প্রকার সুপারিশ ও শলাপরামর্শ দেওয়া হয়েছে। সে সব সুপারিশের জঙ্গল ভেদ করে কোনও আধুনিক রাষ্ট্র উন্নয়নের পথে এগোতে পারে কিনা সে সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ রয়েছে। তবে এসব পরিকল্পনা থেকে এদের রচয়িতাদের মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভেদবুদ্ধি এবং বিচ্ছিন্নতাবোধ বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করলে কারও মস্তিষ্কে এ ধরনের পরিকল্পনা দানা বাঁধতে পারে না।

(জ) আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক সৈয়দ জাফরুল হাসান এবং ডঃ মহম্মদ আফজল হাসান কাদরী ভারতবর্ষকে ছয়টি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে বিভক্ত করার এক পরিকল্পনা পেশ করেন। প্রস্তাবিত ছয়টি রাষ্ট্র হল ঃ (১) পাকিস্তান, (২) বঙ্গ, (৩) হিন্দুস্থান, (৪) হায়দরাবাদ, (৫) দিল্লী এবং (৬) মালাবার।

(ঝ) ১৯৩৮ ঃ হায়দরাবাদের ডঃ সৈয়দ আবদুল লতিফ সমগ্র দেশকে ধর্ম ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিতে একটি হিন্দু এবং চারটি মুসলিম ব্লকে ভাগ করার এক পরিকল্পনা পেশ করেন। তার প্রস্তাবিত ব্লকগুলি নিম্নরূপ ঃ

(1) North-West Block Consisting of Sind, Baluchistan, the Punjab, North-West Frontier Province and Kashmir, Khairpur and Bahawalpur.

এই অঞ্চলের হিন্দু ও শিখদের পাতিয়ালা ও সন্নিহিত দেশীয় রাজ্যের মুসলমানদের সঙ্গে লোক বিনিময় মারফত অঞ্চলটিকে সম্পূর্ণরূপে ইসলামী রূপ দেওয়া হবে।

(2) North-East Block—Right on the other side of India, there is a solid block of Muslims in Bengal and Assam of over 30 millions, who may be assigned a free political existence.

বাংলা ও আসামকে নিয়ে মুসলিম প্রধান স্বতন্ত্র উত্তর-পূর্ব ব্লক, যা চিরস্থায়ীভাবে মুসলিম শাসনাধীনে থাকবে।

(3) Delhi-Lucknow Block— The great bulk (of the Muslims) belonging at present to the United Provinces and Bihar number about 12 millions may be concentrated in a block extending in a line from the western border of United Provinces to Lucknow and rounding up Rampur on the way. This zone should be contiguous to the Punjab Muslim Block but will leave out the Hindu religious centres of Mathura, Banaras, Haridwar and Allahabad.

অর্থাৎ যুক্ত প্রদেশের (বর্তমান উত্তর প্রদেশ) পশ্চিম সীমানা থেকে

রামপুর নবাব স্টেট নিয়ে লক্ষ্ণৌ পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা। এর অধীনস্থ হিন্দুতীর্থ মথুরা, বারাণসী, হরিদ্বার এবং এলাহাবাদকে অবশ্য বাদ দেওয়া হবে। আর বিহার ও যুক্ত প্রদেশের বাকী অংশের ১ কোটি ২০ লক্ষ মুসলমানকে তুলে এনে দিল্লী-লক্ষ্ণৌ ব্লকে বসতি দেওয়া হবে।

(4) The Deccan Block — For the Muslims below the Vindhyas and Satpura a zone is to be carved. The Dominions of Hyderabad and Berar may provide such a zone with a narrow strip of territory restored to them in the south, running down via Kurnool and Cuddapah to the city of Madras.

অর্থাৎ বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণীর দক্ষিণে অবস্থিত মুসলমানদের জন্য হায়দরাবাদ ও বেরারকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র ব্লক তৈরি হবে। সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পূর্বে মাদ্রাজ শহর পর্যন্ত অথবা পশ্চিমে বিজাপুর হয়ে মালাবার উপকূল পর্যন্ত জমির ব্যবস্থা করতে হবে।

(5) Hindu Zone—The rest of India will now be in a position to resolve itself into cultural zones for the Hindus according to the several languages spoken by them, viz, Bengali, Hindi, Oriya, Rajasthani, Gujarati, Maharattee, Telegu, Tamil, Canuarese and Malayalam or in any manner the Hindus may decide upon.

অর্থাৎ নিজেদের হিস্যা বুঝে নেবার পর এবার হিন্দুরা নিজেদের প্রাপ্য অংশ নিয়ে যা খুশি করুন।

সংখ্যালঘুদের পরিপূর্ণভাবে স্থানান্তরের প্রস্তাব ঃ কমিটি গঠন

ডাঃ লতিফের সবচেয়ে মারাত্মক সুপারিশ হল পূর্বোক্ত মুসলমান ব্লকগুলি থেকে সব হিন্দু হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চলে চলে যাবে; আর হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল থেকে সব মুসলমান মুসলিম ব্লকগুলিতে গিয়ে বসতি স্থাপন করবে—যাতে ইসলামিক তমুদ্দিন ভিত্তিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠন করা সহজ হয় মুসলিম শাসকদের পক্ষে।

আশ্চর্যের বিষয় এই কিম্ভূতকিমাকার এবং ছিন্নভিন্ন খণ্ডবিখণ্ড ও লণ্ডভণ্ড করার সুপারিশ প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য ১৯৩৯ সালের ২৫শে মার্চ তারিখের মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটি নিম্নোক্ত সদস্যদের নিয়ে এক সাব-কমিটি গঠন করে।

(১) মিঃ এম. এ. জিন্না, (২) স্যার সিকান্দার হায়াৎ খাঁ, (৩) খাজা স্যার নাজিমুদ্দীন, (৪) সৈয়দ আবদুল আজিজ, (৫) স্যার আবদুল্লা হারুন, (৬) সর্দার ঔরঙ্গজেব খাঁ, (৭) নবাবজাদা লিয়াকত আলি খাঁ— অর্থাৎ মুসলিম লীগের সব জবরদস্ত নেতারা। এমন একটা বাস্তববোধ বিবর্জিত প্রস্তাব বিবেচনার জন্য যে উচ্চশিক্ষিত মুসলমান নেতাদের কাছে গৃহীত হতে পারে তা-ই আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু হিন্দুদের এই আশ্চর্য হওয়াই তাদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতার লক্ষণ। তারা মুসলিম মানসিকতা কখনই ঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারেনি বলে পদে পদে অপদস্থ ও পরাভূত হয়েছে।

তবে এখানেই শেষ নয়। মুসলিম সমাজের মাতব্বরদের থেকে এরপরও নানা প্রকার প্রস্তাব উত্থাপিত হতে থাকে।

(6) ১৯৩৮—"...by mid-summer of 1938, some young men established in Lahore a society under the name of Majlis-i-Pakistan to propagate the idea of Pakistan aiming at separating the Provinces of the Punjab, N.W.F.P, Sind, Kashmir and Baluchistan from India and uniting them under a free and independent Government. Its founder secretary was Mian Bashir Ahmed.

(7) The resolution adopted at the Sind Provincial Muslim League on 7.10.1938 considered it absolutely essential.... that India may be divided into two federaions, viz. the Federation of Muslim states and the Federation of non-Muslim states.

আরও আছে। "আলিগড়ের ডঃ জাকিউদ্দীন, ডঃ ফরহান আহমদ ও উবেদউল্লা দুরানী, অধ্যাপক হাসানসহ ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর জিন্নার কাছে এক আবেদন প্রসঙ্গে ভারতের মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিতে একাধিক স্বাধীন মুসলিম অঞ্চল গঠনের কথা জোরালো ভাষায় বলেন। এর কিছু দিনের মধ্যেই দশ দিন একটানা আলোচনার পর কয়েকজন মুসলমান সংবিধান বিশেষজ্ঞ উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে পৃথক জাতীয়তার ভিত্তিতে মুসলিম অঞ্চল গঠনের জন্য জিন্নার কাছে গোপনে এক পরিকল্পনা পাঠান। সিন্ধুর স্যার আবদুল্লা হারুনের কমিটিও লীগের আহ্বানে অপর একটি ভারত বিভাজনের পরিকল্পনা রচনা করেন।

সরকারী নথিপত্রে 'পাকিস্তান' ঃ বিলাতে দরবার হিটলার ' মুসোলিনীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা

মুসলমান নেতারা শুধুমাত্র ভারতের মধ্যেই তাদের হোমল্যান্ড বা স্বতন্ত্র বাসভূমির প্রচার ও পরিকল্পনা সীমাবদ্ধ রাখেনি। তারা মুসলিম দেশগুলিতে তো বটেই, বিলাতে গিয়েও ব্রিটিশ রাজপুরুষদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও দরাদরি শুরু করেছেন। এমন কি হিটলার-মুসোলিনী চক্রের সঙ্গেও তারা যোগাযোগ স্থাপনে চেষ্টা করেন। আরও লক্ষণীয় এই যে **'Pakistan'** শব্দটি সরকারি গোপন নথিপত্রেও স্থান পেতে শুরু করেছে এবং তাদের লক্ষ্য পূরণে সরকারি প্রেরণা ও যুক্তি-পরামর্শের নিদর্শনও পাওয়া যায়। বক্তব্যের সমর্থনে একে একে কিছু প্রমাণ দেওয়া গেল ঃ

(১) I think that the Pakistan scheme received its first real ventilation at the recent meeting of the Muslim League at Meerut, but I have no doubt that we shall hear more about it, or its variants, from other sources. (Linlithgow to Zetland 12.4.39)

(২) I agree with what you say .... re : 'Pakistan" and similar schemes. So far as I know, nothing really concrete on these lines has yet seen the light of the day. (Zetland to Linlithgow--4.4.39).

ইংরেজ রাজপুরুষগণ 'পাকিস্তান' প্রস্তাব দিনের আলো দেখার অপেক্ষাতেই আছেন। তবে বেশিদিন তাদের অপেক্ষা করতে হয়নি। ইত্যবসরে ভাইস্রয় লিনলিথগো করাচী থেকে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত এক সংবাদ জানতে পেরে ভারত সচিব জেটল্যান্ডকে জানাচ্ছেন ঃ "....an intelligence report has just come to hand from Karachi which suggests that Jinnah is communicating with Khalikuzzaman and Siddiqui who, as you know, are still in Europe, and ordering them to get into touch with Hitler and Mussolini to whom they are to put the case of the Muslims in India, Goodness knows what Jinnah and his friends expect to get from this contact but while I take the report with a grain of salt—I judge it by no means impossible that there is something of substance in it, given the

present mood of acute, but rather formless apprehension, which is at the moment so evident amongst Muslims throughout India."

চৌধুরী খালিকুজ্জমান এবং আবদুর রহমান সিদ্দিকী ভারত সচিব লর্ড জেটল্যান্ডের সঙ্গেও অখণ্ড ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনাধীনে মুসলমানদের অবস্থা এবং পাকিস্তান সম্পর্কে আলোচনা করেন। ভাইসরয় লিনলিথগো-কে সে আলোচনার সারবস্তু জানিয়ে জেটল্যান্ড লেখেন ঃ

"I had a visit some few days ago from the two Indian Muslims ..... Mr. Siddiqui and Mr. Khalikuzzaman. They talked vaguely about the Pakistan problem and then turned to what they obviously really wished to discuss with me, namely the position of the Muslim community in India in the event of a scheme of federation in accordance with the provisions of the Act of 1935 coming into existence. They spoke very strongly on the question and told me that they did not think it would be possible for the Muslim to acquiesce in the introduction of the scheme.

I asked them whether in these circumstances they had any alternative suggestion of a constructive character to put forward. They replied that they had. They were very vague.... when we came to details, but I rather gathered that there was in their minds was a federation of the Muslim Provinces and States in North-West India, a further federation of Bengal and Assam and possibly Bihar and Orissa in the east; and a further federation or possibly more than one further federation of the other Provinces and States in the remaining part of India. They clearly had failed to consider the practical difficulties in the way of such a scheme, but I gather from them that many Muslims were thinking on this line."

হিন্দুদের দাবিয়ে রাখতে মুসলমানদের তোল্লা দিতে হবে

এ শুধু অনুমান নয়, অতীব সত্য কথা। বেশির ভাগ মুসলমানই ভারতকে কয়েকটি মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে বিভক্ত করার পক্ষপাতী। আর এই পরিকল্পনা

বাস্তবায়নের বিপক্ষে যারা মত পোষণ করে সে কংগ্রেস হোক, আর ইংরেজ হোক, তাদেরই তারা শত্রুপক্ষ বিবেচনা করে। কংগ্রেস বা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানরা বিরূপ ধারণা পোষণ করলে ইংরেজদের কিছু যায় আসে না। কিন্তু ইংরেজদের প্রতি মুসলমানরা যদি বিদ্বেষভাব পোষণ করে, তাহলেই ভয়ের ব্যাপার। এই পরিস্থিতি তথা আশঙ্কা সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে ১৯৩৯-এর ৬ এপ্রিলে লর্ড লিনলিথগো-কে লেখা যুক্ত প্রদেশের গভর্নর এইচ. পি. হেইগ-এর গোপন চিঠিতে ঃ

" We may I think start from the premise that the Indian Muslims have no sentimental attachment to the British connection, though the recollection of a long period of friendly relations will not be without its influence. They have at various times supported the British strongly against revolutionary movements, but the support has been given on a calculation of thier interests and was based on the view that a victory by the Congress over the British would mean the establishment of complete Hindu domination in the country."

সুতরাং মুসলমানদের এই কংগ্রেস ভীতিকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের চামড়া বাঁচাবার পরামর্শ দিয়ে মিঃ হেইগ লিখেছেন ঃ

"The Muslims feel to some extent that they have been betrayed (by the British). They are in a bad temper, and in such a frame of mind that they might take unwise decisions. If, however, it came once more to an open struggle between the British and the Congress...I should hope it might be possible to rally the support of the Muslims... But it is possible that their support would only be given on terms, and the British Government will have to consider very carefully how far they are prepared to make certain political concessions to the Muslims in order to secure that support."

মুসলমানরা যাতে কোনও পরিস্থিতিতেই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্তভাবে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে মিঃ হেইগ তাঁর পত্র শেষ করেন ঃ

"It might seem inconceivable that in the present state of feeling Hindus and Muslims would unite against us. But it is not necessary to contemplate a Hindu-Muslim alliance. It is not impossible, if situation were unwisely handled, that we should find Hindus fighting us on their policy, and the Muslims on theirs. A situation like this would be very difficult to hold."

P-A-K-I-S-T-A-N-এর স্বপ্নদ্রষ্টা পূর্বোক্ত রহমত আলি কিন্তু বসে নেই। মুসলিম সমাজে এবং শাসক ব্রিটিশ মহলে পাকিস্তান প্রস্তাবের পক্ষে যখন অনুকূল মনোভাব ও সক্রিয় ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছে, তখন তিনি আবার আসরে আবির্ভূত হলেন তাঁর পরিকল্পনাকে আরও ব্যাপক আকার দিয়ে। "The Millat of Islam and the Menace of Indianism" নামক কিতাবে মুসলমানদের ভারতীয়ত্ব সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করে মুসলমান অধ্যুষিত ও শাসিত অঞ্চলকে "তিন নামে তিনটি অংশে বিভক্ত রাষ্ট্ররূপে দেখানো হয়। উত্তর-পশ্চিমাংশের নাম যথারীতি 'পাকিস্তান'। বঙ্গ ও আসাম মিলে 'বঙ্গ-ই-ইসলাম।' নিজামের উসমানী বংশের নামে হায়দ্রাবাদ "উসমানীস্তান' নামে পরিচিত হবে প্রস্তাব করা হয়।"

সারা ভারতে বর্তমানে যে বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সন্ত্রাসের রাজত্ব চলছে, তাতে বিভাগ-পূর্বকালে মুসলমান নেতাদের পূর্বোক্ত পরিকল্পনাসমূহের সাদৃশ্য দেখা যায় না কি?

চতুর্থ অধ্যায়

ভাগের রাজনীতি— তৃতীয় পর্ব ঃ দেশের মাটি তিন ভাগ করার সুনির্দিষ্ট লাহোর প্রস্তাব ঃ প্রস্তাবক — মহম্মদ আলি জিন্না

জিন্নার ভারতে পুনরাগমন ঃ লীগ রাজনীতির ভারগ্রহণ

১৯৩৪ সালে মিঃ জিন্না তাঁর কয়েক বছরের লণ্ডন প্রবাস সেরে দেশে ফিরলেন। তিনি স্বেচ্ছায় ফিরলেন, না তাঁকে ট্রেইনিং দিয়ে পাঠান হল, তা বোঝা দুষ্কর নয়। সে সময় দেশে মুসলিম লীগ নেতৃত্বে যে কিছু ঘাটতি ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। জিন্না সে ঘাটতি পূরণ করলেন। সে সময় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে কিছু মুসলিম ছাত্র ও যুবক কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকছিল ঃ "Muslims young and old, and the Muslim press, are full of this self-analysis, and the desire to get out of the communal rut and line up with the forces of freedom and progress is strong within them."

জিন্না এসে এই গতিরোধ করেন এবং অনতিবিলম্বে মুসলিম লীগের একচ্ছত্র কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত হন। জিন্নাকে মুসলিম লীগ তথা মুসলিম রাজনীতির সর্বময় কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং বিভাজনপন্থী রাজনীতিতে পোক্ত করে তুলতে পাঞ্জাবী কবি মহম্মদ ইকবালের অবদান অস্বীকার করা যায় না। একের পর এক চিঠি লিখে, যুক্তি পরামর্শ দিয়ে, 'সারা জাঁহাসে আচ্ছা'র কবি পুরো দস্তুর সাহেব জিন্নাকে কাঠমোল্লা-মৌলবীদের কাছাকাছি আসার পথ নির্মাণ করে দেন। জিন্না ভারতে ফিরে কিছুদিন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতিবাচক ও জাতীয়তাবোধের কথা বললেন বটে, কিন্তু ক্রমেই তিনি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির খপ্পরে নিজেকে সমর্পণ করলেন। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় মুসলমানদের প্রতি প্রাপ্যের অধিক অনুগ্রহ (Weightage) প্রদর্শনের বিনিময়ে মুসলিম জনতাকে ব্রিটিশের অনুকূলে টেনে আনার এবং পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যে স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতাবোধ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে কংগ্রেসের একচ্ছত্র ব্রিটিশ-বিরোধিতায় ফাটল ধরাতে জিন্নার মতো পাকা খেলোয়াড় আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না।

জিন্নার পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে একদা বহু আলোচিত ও প্রত্যাখ্যাত ১৪ দফার বেশ কয়েকটি দফাও ব্রিটিশ শাসকরা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অন্তর্ভুক্ত করে দেয়। প্রতিদানে ইংরেজের বদলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের ব্রিটিশ-বিরোধী তথা স্বাধীনতা আন্দোলন ঠেকাবার ভার নেয়।

দিনরাত সকাল-সন্ধ্যা সাম্প্রদায়িকতা প্রচারের সিদ্ধান্ত

জিন্না সে দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করার জন্য মুসলিম লীগকে কেমনভাবে গড়ে তুলবেন তার কিছুটা আভাস তিনি বোম্বাই-এর গভর্নর লর্ড ব্রাবোর্নের সঙ্গে আলোচনা কালে তাঁকে জানিয়েছিলেন ঃ

"Jinnah went on to tell me some of his plans for consolidating the Muslim League throughout India and how he is doing his utmost to awaken the Mohammedans to the necessity of standing on their own feet more than they do now. His policy is to preach communalism morning, noon and night and to endeavour to net Mohammedans to found more schools, to open purely Mohammedan Hospitals, Children Homes etc. and to teach them generally " to stand on their own feet and make themselves independent of the Hindus." (5.6.1937)

মুসলিম আসনে কংগ্রেস প্রার্থী ঃ জিন্নার গোঁসা ঃ লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধি বলে দাবি

এল ১৯৩৭ সালের নির্বাচন—১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন তথা Communal Award অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ভিত্তিতে। নির্বাচনে কংগ্রেস মুসলিম আসনে প্রার্থী দেওয়ায় লীগ ও জিন্না অত্যন্ত কুপিত হন। কংগ্রেস সরাসরি মুসলিম রাজনীতির সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে।

মুসলিম লীগ কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম প্রদেশেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। কিন্তু হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশে সব কটি মুসলমান আসন দখল করল। আবার কংগ্রেস একটিও মুসলমান আসন দখল করতে সমর্থ হল না; কিন্তু লীগের সঙ্গে মনোমালিন্য সৃষ্টিই সার হল এবং মুসলিম লীগই মুসলমানদের একমাত্র সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এই দাবি করার পথ পরিষ্কার করল।

জিন্নার দাবি মতো কংগ্রেস মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করল; কারণ তাহলে কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নেওয়া হয়, যা কংগ্রেসের পক্ষে কোনও মতেই সম্ভব ছিল না। সুতরাং ঐ পথে না গিয়ে নিজেকে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠানের দাবি প্রতিষ্ঠাকল্পে কংগ্রেস মুসলিম জনতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের (Muslim mass contact) পরিকল্পনা করে। কংগ্রেসের সে কর্মসূচী নিম্নরূপ ঃ

কংগ্রেসের মুসলিম জনসংযোগের কর্মসূচী

1. The first thing to be done is to concentrate on enrolling Muslim members of the Congress. ......to pay special attention to this matter and take immediate steps to organise enrolment of Muslim members.

2. Each Provincial Congress Committee should appoint a special committee to consider and take in hand this work of increasing Congress contact with Muslim masses, rural and urban.

3. The office of the A.I.C.C. is starting a separate department for this purpose and we shall gladly help with advice, leaflets, pamphlets, etc.

4. To issue notices of meetings etc. in Urdu in all areas where there is an Urdu reading population. (31. 3. 37)

কংগ্রেসের প্রতি হুশিয়ারি ঃ মুসলিম রাজনীতি থেকে হাত ওঠাও

মুসলমান নেতারা এমনিতেই মনোকষ্টে ছিল নির্বাচনে আশানুরূপ ফললাভ না হবার জন্য। কংগ্রেসের মুসলিম আসনে প্রার্থী দেওয়ার গোঁসা তখনও কাটেনি। এমন সময়ে মুসলিম জনতার সঙ্গে যোগাযোগের সিদ্ধান্ত নিতেই তারা তেলেবেগুনে চটে উঠে। এবং "Hands off Muslim politics" অর্থাৎ 'মুসলমানদের সঙ্গে পীরিত করার মতলব ত্যাগ করো' বলে হুঁশিয়ারি ছাড়ে। তাতেও নিরস্ত না হয়ে মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস তথা হিন্দু-বিরোধী মনোভাব গড়ে তুলতে মসজিদে মসজিদে মোল্লা মৌলবীদের নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়। তারা নামাজের জমায়েতে নিরক্ষর শ্রোতাদের

কাছে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সত্যমিথ্যা নানান অলীক কাহিনী বলে ওয়াজ করতে থাকে এবং ইসলাম বিপন্নের ফতোয়া দিতে থাকে। এ বিষয়ে মুসলিম লীগ নেতাদের বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় ঃ

"The recent orientation of their (Congress's) policy towards Muslims and the Muslim League is bound to fail and lead to disaster ... This policy, I venture to say, will set back the national advance of the country"—Mr. Jinnah "All that is being said and written in the Press about Muslim mass contact and the Muslim League, would have been very amusing if it was not so tragic and full of danger ... Efforts like this, will only widen the gulf and lead to a fearful catastrophe" — Maulana Shaukat Ali.

মুসলিম রাঁজনীতিতে উচ্চস্তরে উচ্চশিক্ষিত মুসলমান নেতাদের সঙ্গে নিম্নস্তরে আধুনিক শিক্ষা-বিমুখ ধর্মান্ধ মোল্লা-মৌলবীদের এই অশুভ যোগাযোগে এযাবৎ 'হিস্যার' রাজনীতিতে ব্যস্ত লীগ নেতারা হিংসা ও বিদ্বেষের রাজনীতির পথে পা বাড়ালেন।

কংগ্রেসের 'মুসলিম জনসংযোগ' নীতি গ্রহণে জিন্না ও লীগ নেতাদের ক্ষিপ্ত হবার কারণ আছে। অস্বীকার করার উপায় নেই যে উত্তর ভারতে নেহরুর সভায় মুসলমানরা বেশ ভাল সংখ্যাতেই উপস্থিত থাকত এবং নেহরুর মুখে অশিক্ষার অবসান, দারিদ্র্যদূরীকরণ, কৃষিব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ে লম্বা লম্বা কথা শুনে উদ্বুদ্ধ হতো। মুসলিম লীগ নেতারা কখনো অর্থনীতি-নির্ভর রাজনীতিতে অভ্যস্ত ছিল না। তাদের দৌড় মসজিদের দোরগোড়া পর্যন্ত। কিন্তু কংগ্রেসের সভায় মুসলমান শ্রোতার উপস্থিতি দেখে নেহরু ও জিন্না দুজনেরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। নেহেরু ভাবলেন মুসলমানরা তাঁর সমাজতন্ত্র গিলছে; আর জিন্না ভাবলেন নেহরু তাঁর মুসলিম সমাজকে লীগ রাজনীতি থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে।

নেহরু-জিন্না বাক্‌যুদ্ধ

তখন শুরু হল কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল ও লীগ সভাপতি জিন্নার মধ্যে পত্র-যুদ্ধ, বিবৃতির লড়াই, বক্তৃতার বোমাবাজি, সাক্ষাৎকারের তীরক্ষেপ, সাংবাদিক সম্মেলনে চাপান-উতোর। জিন্না ও লীগ নেতারা মুসলমান জনতাকে বোঝাল যে কংগ্রেসের সঙ্গে গেলে তোমাদের দারিদ্র্য

দূর হোক বা না হোক, ধর্ম ও তমুদ্দুন যে বিপন্ন হবে সেদিকে খেয়াল থাকে যেন। সে সঙ্গে 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত ও কংগ্রেস পতাকায় যে ইসলাম-বিরোধী রূপ, রস ও গন্ধ রয়েছে সেদিকে তাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হল।

ব্যাস, আর যায় কোথায় সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক খেলে গেল। মুসলিম জনতা নেহরুর সভা ছেড়ে লীগ ও জিন্নার সভায় ছুটল। 'বিপন্ন ইসলাম'-কে তো রক্ষা করতেই হবে!

আর এই বিবৃতি বক্তৃতার লড়াই-র ফাঁকে ফাঁকেই মুসলিম লীগের হোমল্যাণ্ড বা শরিয়তী শাসনাধীন পৃথক বাসভূমি তথা পাকিস্তান দাবি ক্রমেই জোরদার হতে থাকে। কারণ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র ব্যতীত শরিয়তী প্রথায় শাসনব্যবস্থা জারি করা যাবে না যে ঃ But the enforcement and development of the Shariat of Islam is impossible in this country without a free Muslim State or States. — Mohammad Iqbal.

আপনি কি সেই জিন্না? —গান্ধীজী

কিছু লোকের ধারণা গান্ধীজী ও নেহরুজী জিন্নার সঙ্গে আর একটু বোঝাপড়ার মনোভাব দেখালে, আর একটু নমনীয়-কমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করলে জিন্না সাহেবের দিমাগ একটু নরম হতো। তাঁরা ভুলে যান মুসলিম লীগের একচ্ছত্র কর্তৃত্বলাভের পর জিন্না সাহেব অহমিকার এক অচলায়তনে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ভাঙেন তো মচকান না। কোনও জীববিশেষের লেজে নাকি বারো বছর ঘি মালিশ করলেও যেই বাঁকা সেই বাঁকা। জিন্না ছিলেন সেই ধাতের মানুষ। তাঁর বোলচাল-বাতচিতের রকমসকম দেখেই গান্ধীজী তাঁকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—যে জিন্নাকে আমরা একদা হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত বলে জানতাম, আপনি কি সেই জিন্না?

"In your speeches I miss the old nationalist. When in 1915 I returned from the self-imposed exile in South Africa, everybody spoke of you as one of the staunchest of nationalists and the hope of both Hindus and Muslims. Are you still the same Mr. Jinnah? If you say you are, in spite of your speeches, I shall accept your word." (3.2.38).

কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ায় জিন্নার শর্ত

কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে জিন্না কি কি শর্তে আলোচনায় বসতে রাজি। তা তাঁর নিজের হাতে তৈরি 'নোট' থেকেই বোঝা যায় এককালের জাতীয়তাবাদী জিন্নার রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা কেমন প্রবল ছাপ ফেলেছে ঃ

1. The Congress must recognise the Muslim League on a footing of complete equality as the authoritative and representative organisation of the Musalmans of India.

2. The Muslim mass contact movement, on behalf of the Congress, should cease.

3. The League cannot recognise any other Muslim organisation or individual Musalman as representative of the Musalmans.

4. 'Bande Mataram' should be abandoned in all public institutions.

5. 'Bande Mataram' should not be sung in mixed gatherings.

6. Hindi should not be made compulsory.

7. Congress Flag should not be forced in any public institution.

8. The Muslim members of the Congress should not be considered to represent the Muslims.

9. Stop persecution of the Muslim Press and members and workers of the League.(20.5.38)

কোনও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এবং ৫৩ বছরের রাজনৈতিক ঐতিহ্য সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এসব অন্যায় আবদার মেনে নেওয়া সম্ভব কি? দেশভাগের পর অবশ্য হিন্দুত্ব-বিরোধী নেহরু মুসলমানদের দিল খুশ করতে উপরিউক্ত শর্ত কিছু কিছু মেনে নিয়েছিলেন।

তারপর যত দিন গেছে জিন্নার এই মনোভাব কঠোর থেকে কঠোরতর হয়েছে। উপরিউক্ত দাবি সনদের সঙ্গে পরে যুক্ত হয়েছে সারা ভারতে গো-কোরবানির অবাধ অধিকার এবং মসজিদের সামনে জনসাধারণের চলাচলের পথেও বাজনা বাজিয়ে প্রতিমা নিরঞ্জনের উপর সম্পূর্ণ

নিষেধাজ্ঞা। তখন থেকেই বাক্‌যুদ্ধ ও মসীযুদ্ধের পর অসিযুদ্ধ ও পেশী প্রদর্শনের রাজনীতির প্রাক্-প্রস্তুতি শুরু হয়েছে লড়কে লেঙ্গে, মারকে লেঙ্গে বুলিতে—যার মধ্যে নমনীয়তা বা বোঝাপড়ার ছিটেফোঁটাও ছিল না।

লাহোর প্রস্তাব ঃ ভারতকে তিনভাগ করতে হবে

এবার এল সেই ঐতিহাসিক দিন। এতদিনের কেরকেরির পর অবশেষে মুরগী 'পাকিস্তানী আণ্ডা' প্রসব করল। ব্রিটিশের এগিয়ে দেওয়া খড়কুটোর পর মুসলিম লীগ ডিমে তা দিতে বসল। সব দ্বিধা-সঙ্কোচ কাটিয়ে, মুখোশ সরিয়ে ভারতের মাঝেই আলাদা বাসভূমির দাবি নাকচ করে, এবার সরাসরি ভারতকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভাগ করে মুসলমানদের জন্য আলাদা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপিত হল লাহোরে মুসলিম লীগ সম্মেলনে ১৯৪০ সালের ২৪শে মার্চ। মূল প্রস্তাবটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

"...that geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the north-western and eastern zones of India, should be grouped to constitute 'independent states' in which the constituent units shall be autonomous and sovereign :"

পঞ্চম অধ্যায়

অরাজনৈতিক ৭৭নং বাড়িটি ঃ শিক্ষাবিদ্ শ্যামাপ্রসাদ ঃ বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ছায়া ঃ ৭৭নং বাড়িতে রাজনীতির প্রবেশ

অরাজনৈতিক পরিবেশে শ্যামাপ্রসাদের জন্ম ঃ শিক্ষা ও ছাত্রজীবন

কলিকাতায় ভবানীপুরের ৭৭নং বাড়িটির কোনও রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না। ভেতরে ভেতরে জাতীয়তার ফল্গুধারা প্রবাহিত থাকলেও এ বাড়ির কেউ প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। চিকিৎসাবিদ্যা, অঙ্কশাস্ত্র ও আইনচর্চা এবং শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারে এ বাড়ির তিন পুরুষ একান্তভাবে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিলেন। এ বাড়িরই ক্ষণজন্মা পুরুষ বাণীর বরপুত্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী যোগমায়া দেবীর দ্বিতীয় পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০১ সালের ৬ জুলাই ঐ ঐতিহাসিক বাড়িতে (বর্তমানে ৭৭নং আশুতোষ মুখার্জী রোড)। পরিবারস্থ সকলের স্নেহ-মমতায় বাল্যকাল অতিবাহিত করে শ্যামাপ্রসাদ স্কুলে ভর্তি হন। ১৯১৭ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে আই.এ.তে ভর্তি হন। দু'বছর পর "১৯১৯ সালে আই.এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২১ সালে বি.এ.তে ইংরেজী অনার্স-এ প্রথম শ্রেণীতে শীর্যস্থান লাভ করেন। আই.এ. এবং বি.এ.-দুই পরীক্ষাতেই বাঙলাতেও প্রথম হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রৌপ্য ও স্বর্ণপদক পারিতোষিক পান। বাঙলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর ছিল গভীর অনুরাগ। মাত্র তিন বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ভাষাগুলিতে এম.এ. পরীক্ষাগ্রহণের ধারা প্রবর্তিত হয়েছে। মেজদাও ১৯২৩ সালে বাঙলাভাষায় এম.এ. পরীক্ষা দিলেন। তাতেও শীর্যস্থান অধিকার করেন। সেই পরীক্ষায় দুই 'পেপার'-এর পরিবর্তে তিনি যে 'থিসিস'— মৌলিক প্রবন্ধ রচনা করেন তা ছিল গিরিশচন্দ্রের সামাজিক নাটকগুলি সম্বন্ধে—"The social plays of Girishchandra."—(উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ)।

পিতার ইচ্ছা পূরণে বাংলায় এম.এ. পাশ

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সারা ভারতে স্যার আশুতোষের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বপ্রথম মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের ব্যবস্থা করে। এই যুগান্তকারী বিধানকে স্বাগত না জানিয়ে শিক্ষিত সমাজের একাংশ "বাংলা ভাষায় এম.এ. পাশদের নিয়ে নানা রঙ্গব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশ করতে থাকে পত্রপত্রিকায়। নিজ মাতৃভাষার গৌরবে গৌরব বোধ না করে তাকে হেয় করার মনোবৃত্তিতে স্যার আশুতোষ দুঃখিত হলেন; কিন্তু দমলেন না। বাংলা বিষয়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর মধ্যমপুত্র ইংরেজী ভাষায় বি. এ. অনার্সে সর্বোচ্চ স্থানাধিকারী শ্যামাপ্রসাদকে বাংলা এম. এ. ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন। .... (তিনি) 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়' নীতি পুরোপুরি মেনে চলতেন। এখনকার রাজনীতি-নির্ভর নেতাদের মতো 'আংরেজি হঠাও' বলে নিজ পুত্র-পৌত্রকে নার্সারি, কে.জি., ইংলিশ মিডিয়ামে প্রেরণ করতেন না।"— (আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা —ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ)।

পারিবারিক ঐতিহ্য শিক্ষা ও আইন ব্যবসায় ছেড়ে কেন রাজনীতিতে এলেন—পরবর্তীকালে একথা তাঁকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে শ্যামাপ্রসাদ গম্ভীর হয়ে বলতেন— 'কি করবো বল—বাবা আমার ভাত মেরে গেছেন। তাঁর আদর্শ রক্ষা করতে গিয়ে বাংলায় এম. এ. পাশ করেছি। কিন্তু বাংলার এম.এ.-কে চাকরি দেবে কে? তাই তো রাজনীতিতে এসেছি অন্ন সংস্থানের আশায়।'—বলেই উচ্চরোল হাসি।

আশুতোষের আকস্মিক মৃত্যু ঃ পিতার শূন্যস্থানে শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাপ্রসাদের ছাত্রাবস্থাতেই আশুতোষ তাঁর সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ, বিধিবিধান, কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে কথাবার্তা আলোচনা করতেন। তাঁর প্রতিভা যাতে শুধু শিক্ষাক্ষেত্রেই নয়, সর্বতোমুখী হয়ে বিকশিত হয়, সেদিকে আশুতোষের প্রখর দৃষ্টি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে অটুট স্বাধীনতা ও অম্লান মর্যাদা সংরক্ষণের প্রেরণা তিনি পিতৃদেবের নিকট থেকেই লাভ করেন।

কিন্তু পুত্রকে কর্মজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার আগেই বিনামেঘে বজ্রাঘাত। ১৯২৪ সালের ২৫শে মে পাটনা শহরে অকস্মাৎ আশুতোষের জীবনদীপ

নির্বাপিত হয়। শ্যামাপ্রসাদ তখন ট্রেনে—সিমলা থেকে ছুটে আসছেন পিতৃদেবের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে। সঙ্গে ডাঃ নীলরতন সরকার। এসে দেখেন— "বাবা শুয়ে আছেন। মাথার কাছে গীতা আর তুলসী গাছ। মাটিতে বসে প্রমথ আর বড়দা। সব শেষ।" শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন, "১৯২৪ সালের ২৫শে মে থেকে জীবনের গতি সব পরিবর্তন হয়ে গেল। এক রাত্রির মধ্যে সব চাপল্য, খেলাধুলা যেন শেষ হয়ে গেল। নতুন জীবনের অধ্যায় আরম্ভ হল।"

তখন শ্যামাপ্রসাদের বয়স মাত্র ২৩ বছর। এম.এ. ও ল' পাশ করেছেন। সবে আইন ব্যবসায়ে যোগদান করেছেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হন। পরে আশুতোষের শূন্যস্থলে বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের সদস্যও নির্বাচিত হন। ১৯২৬ সালে তিনি বিলাত যান—এবং ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরে আসেন।

বিলাত থেকে ফিরে এসে শ্যামাপ্রসাদ আইন ব্যবসায়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আংশিক সময়ের জন্য অধ্যাপনায় এবং সেনেট/সিন্ডিকেটের সদস্য হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেন। তাঁর কর্মনিষ্ঠা ও একাগ্রতা লক্ষ্য করে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আশুতোষের মৃত্যুর একবছর না পেরোতে শ্যামাপ্রসাদকে লিখেছিলেন, "University-র সাধারণ কাজে তুমি দেখি বাপ্‌কা বেটা হইয়াছ। কেননা এত অক্লান্ত পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগ কেহই করিতে রাজী নয়।"

সেনেট/সিন্ডিকেট সদস্য হিসাবে তাঁর প্রথম অক্ষয় কীর্তি পরলোকগত পিতার অসমাপ্ত কাজের পূর্ণতা দান; অর্থাৎ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার স্বীকৃতি।

রাজনীতির সঙ্গে স্বল্পকালীন যোগাযোগ

১৯২৯ সালে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। তার আগে দেশের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। সদস্য নির্বাচিত হওয়ার কিছু দিনের মধ্যে কংগ্রেসের কাউন্সিল বর্জনের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি পদত্যাগ করেন। কিন্তু ১৯৩০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকেই নির্দল সদস্যরূপে তিনি পুনরায় আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর সরকারি থাবা প্রায় পুরোপুরি বসান হয়েছে। শ্যামাপ্রসাদ তখন বিশ্ববিদ্যালয়

সেনেট / সিন্ডিকেটের সবচেয়ে কর্মদক্ষ ও কর্মব্যস্ত সদস্য। বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে সরকারের মতিগতি অন্ধিসন্ধি জানা বিশেষ আবশ্যক বিধায় তিনি আইন পরিষদের সদস্য থাকাই যুক্তিযুক্ত মনে করেছিলেন।

বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য ঃ বাপকা বেটা

১৯৩৪ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। বয়স তখন তাঁর মাত্র ৩৩ বছর। পরপর দু'বার অর্থাৎ ১৯৩৮ পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন থাকেন। উপাচার্য হিসাবে তাঁর কার্যকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ফিরিস্তি দেবার অবকাশ এখানে নেই। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন, বাংলা বানান সংস্কার, বাংলা পরিভাষা সমিতি গঠন, রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণদানে আহ্বান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নের পরিবর্তন ইত্যাদি ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা আজ অনেকেরই হয়তো জানা নেই। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে কলকাতা, বোম্বাই, পাটনা, বেনারস ইত্যাদি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণগুলিতে।

দেশের প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্যপদে অধিষ্ঠিত হয়ে এবং প্রতিকূল সরকার ও বিরোধী পক্ষের চাপের মাঝেও জ্যেষ্ঠসুলভ বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে, তরঙ্গ-সঙ্কুল তটিনীর বুকে তরণী চালানর মতো যেভাবে তিনি দক্ষহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরেছিলেন তাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন কর্মকর্তারাও বিস্মিত হয়েছিলেন।

দক্ষ ও দলনিরপেক্ষ উপাচার্য

১৯৩৪-৩৮ এই চার বছর তিনি উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই চার বছরের মধ্যে তিনি বহু সুদূর-প্রসারী ও সুচিন্তিত পরিকল্পনা গ্রহণ ও রূপায়ণ করে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় চৌহদ্দির বাইরে যে রাজনীতির টানা-পোড়েন চলছিল, সে সম্পর্কে বাহ্যত তিনি কোনও কৌতূহল দেখাননি। ছাত্রসমাজের মাঝে জাতীয়তাবোধ শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করা, পঠনপাঠনের উন্নতি ঘটিয়ে তাদের দেশের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী হিসাবে গড়ে তোলাতেই তিনি তাঁর সমস্ত শ্রম ও নিষ্ঠা নিয়োজিত করেন। উপাচার্য হিসাবে তাঁর কাছে হিন্দু মুসলমান

ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে কোনও ভেদ বিচার ছিল না। পারিবারিক ও পৈতৃক সূত্রে তিনি যে উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও মানবিক গুণাবলীর উত্তরাধিকার লাভ করেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে সে ধারা বজায় রেখেই তিনি প্রতিকূল ও বিরুদ্ধবাদী সেনেট সদস্যদের নিয়ে স্বচ্ছন্দে কার্য পরিচালনায় দক্ষতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সে সময়কার দু'একটি ঘটনা তাঁকে বাংলার ভবিষ্যৎ রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে সচেতন করে তোলে।

শ্রী ও পদ্ম ঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে বিশ্রী আন্দোলন

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নটি (crest) পরিবর্তন করার ব্যাপারে বেশ কিছু কাল ধরে আলাপ-আলোচনা চলছিল। কারণ, দেশ যখন ক্রমশঃ স্বায়ত্তশাসন লাভের দিকে এগোচ্ছে তখন ব্রিটিশ রাজশক্তির দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের দ্যোতক সম্বলিত প্রতীক চিহ্নটি সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিরে শোভাবর্ধন করতে দেখা অনেকের কাছেই দৃষ্টিনন্দন ঠেকেনি। সুতরাং অনেক কমিটি, মিটিং, বৈঠক ও বিশেষজ্ঞদের মতামত জানার পর প্রস্ফুটিত পদ্মফুলের ওপর বাংলায় 'শ্রী' অক্ষর শোভিত প্রতীক চিহ্নটি গৃহীত ও প্রচলিত হয়।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়ল। এই পদ্মোপরি 'শ্রী' লাঞ্ছিত প্রতীকটি নাকি ইসলাম-বিরোধী; এতে নাকি পৌত্তলিকতার স্পর্শ রয়েছে, এটা নাকি মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে নিদারুণ আঘাত করেছে ইত্যাদি।

'শ্রী ও পদ্ম' নিয়ে বাক্‌বিতণ্ডার মাঝেই 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত নিয়ে তুমুল হট্টগোল তোলা হল। ভাবখানা এমন যেন মুসলমানরা দেশের জন্য জান লড়িয়ে দিতে একপায়ে খাড়া, কেবল বন্দে মাতরম্ গানটাই পথের কাঁটা। এরই সঙ্গে আপত্তি তোলা হল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত কংগ্রেস পতাকা নিয়ে যা জাতীয় পতাকা বলে অধিকাংশ ভারতবাসীর কাছে পরিচিত।

একেবারে ত্র্যহস্পর্শ যোগ। নতুন রাজনৈতিক অধিকার লাভে আত্মহারা এবং হিন্দুদের চিরকালের জন্য শাসন ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে রাখার ব্যবস্থায় উল্লসিত মুসলিম নেতা, ধর্মীয় নেতা এবং ছাত্র ও শিক্ষিত সমাজ বাংলায় ইসলামী রাজ কায়েম হয়েছে মনে করে সাহিত্যে শিল্পে সঙ্গীতে সংস্কৃতিতে সর্বত্র হিন্দুয়ানির ছায়া দেখে আঁৎকে উঠল এবং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হল। ১৯৩৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায়

রবীন্দ্রনাথকে বাংলা ভাষায় সমাবর্তন ভাষণ দানের আহ্বান জানিয়ে শ্যামাপ্রসাদ ইতিহাস সৃষ্টি করেন। মুসলমান ছাত্ররা সেই সমাবর্তন বর্জন করে কবির প্রতি অসৌজন্য প্রকাশেও পেছপা হয়নি।

‘শ্রী’ লুপ্ত, বন্দে মাতরম্ খণ্ডিত

অবশেষে শিক্ষাক্ষেত্রে স্থিরতা আনা ও শৃঙ্খলা রক্ষার খাতিরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্ন থেকে ‘শ্রী’ অপসৃত হল। বলতে গেলে তখন থেকে বাঙালীজীবন থেকেও শ্রী ও সৌন্দর্য অন্তর্হিত হল।

আর কংগ্রেস নেতারা মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সামিল করার অলীক আশায় শত শহীদের কণ্ঠে উচ্চারিত ‘বন্দে মাতরম্’ সঙ্গীতকে কর্তন করে অদূর ভবিষ্যতে জন্মভূমি কর্তনের মঙ্গলাচরণ করে রাখলেন। সে সঙ্গে প্রকাশ্য স্থানে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ওড়াবার ক্ষেত্রেও স্ব-আরোপিত বিধি-নিষেধ জারি করেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয় মর্যাদার প্রতি এই তাচ্ছিল্য, ফাঁসির মঞ্চে উচ্চারিত ‘বন্দে মাতরম্’-এর উপর ছুরি চালনা, তেরঙা ঝাণ্ডা হাতে পুলিশের ডাণ্ডায় রক্তাপ্লুত স্বদেশসেবকদের স্মৃতি বিজড়িত পতাকার প্রকাশ্য উত্তোলনে বাধানিষেধ প্রত্যেক দেশপ্রেমী ভারতবাসীর বুকে বড় বেজেছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে শ্যামাপ্রসাদ এই মুসলিম মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার নগ্নরূপ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেন।

১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে তাঁর উপাচার্য পদের মেয়াদ শেষ হতেই মুসলিম লীগ সরকার একজন মুসলমান উপাচার্য নিযুক্ত করে; রাইটার্স বিলডিংসের মতো দারভাঙ্গা বিলডিং-এও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির পথ প্রশস্ত করার খেলায় মাতে।

অদূরদর্শী কংগ্রেস ঃ হিন্দুদের সর্বনাশের সূচনা

সর্বোপরি কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের মূঢ়তায় বাংলার হিন্দুর সর্বনাশের ষোল কলা পূর্ণ হল ১৯৩৭ সালের নির্বাচনী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে ফজলুল হক সাহেবের কৃষকপ্রজা পার্টির সঙ্গে কংগ্রেসের যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতি না দিয়ে। এই আত্মহননকারী সিদ্ধান্তের তিন পাণ্ডা ছিলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, নলিনীরঞ্জন সরকার ও জি. ডি বিড়লা। নলিনী সরকার ও বিড়লা নিজেদের ব্যবসার স্বার্থে এবং মৌলানা আজাদ

সাম্প্রদায়িক মুসলিম রাজনীতির নাফার স্বার্থে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রায় পাকাপাকি সিদ্ধান্ত কাঁচিয়ে দেন। ব্যাপারটা একটু খোলসা করেই বলা যাক।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি প্রদেশেও একক শক্তিতে ক্ষমতা দখল করার মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থা জঙ্গী মুসলিম অধ্যুষিত পাঞ্জাবে ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে তারা পায় মাত্র ১টি। বাংলায় মুসলিম ভোট কার্যত তিন ভাগ হয়ে যায়। ফজলুল হকের একান্ত ইচ্ছা কংগ্রেসের সঙ্গে একত্রে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কারণ মাঝে মাঝে আবোল-তাবোল বললেও লোকটা ছিল মনেপ্রাণে খাঁটি বাঙালী। বাংলার মুসলিম জন-মানসে তাঁর একটা আলাদা আসন ছিল। মুসলিম লীগের জঘন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতির তিনি পুরোপুরি অংশীদার হতে চাননি। গান্ধীজীও বাংলার কংগ্রেসীদের এ ব্যাপারে এগিয়ে যাবার সম্মতি দিয়েছেন বলে জানা যায়।

মৌলানা আজাদের কুপরামর্শ ঃ বাংলার দুর্দশার সূচনা

কিন্তু পেছন থেকে কলকাঠি নাড়তে শুরু করেন তথাকথিত জাতীয়তাবাদী মুসলমান মৌলানা আজাদ সাহেব। তাঁর বক্তব্য— যেসব প্রদেশে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব প্রদেশে কোনও মুসলিম দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলে একাধিক মুসলিম দল মিলে মুসলমান মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেওয়া উচিত। মুসলমানদের কোন এক দলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভায় যোগদান করা ঠিক হবে না। তাতে বৃহত্তর মুসলমান সমাজ বেখুশ হবে।

আজাদ গান্ধীজীর কাছে কাছে থাকতেন, আর তাঁর কানে কানে জাতীয় স্বার্থের চেয়ে মুসলিম স্বার্থ বিষয়ে ফুসমন্তর দিতেন। গান্ধীজী তাকেই কোরান-বাক্য বলে মনে করতেন। তিনি আজাদের এই কুমন্ত্রণা শুনে বাংলার কংগ্রেসীদের ফজলুল হকের সঙ্গে মিলিত মন্ত্রিসভা গঠন করতে নিষেধ করেন। তিনি এ ব্যাপারে এমনকি কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে আলোচনা করাও প্রয়োজন বোধ করেননি। দু'চারজন বাদে বাংলার ভেড়ুয়া কংগ্রেসীরা কংগ্রেস High Command-এর এই অপরিণামদর্শী 'low command' নত মস্তকে মেনে নিল। আজাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল, নলিনী সরকারের মন্ত্রিত্ব জুটল, আর বিড়লাদের ব্যবসায়িক স্বার্থ নিরাপদ রইল। ভোটের ফলাফলে ক্ষমতার অলিন্দ থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়া

মুসলিমলীগ ফজলুল হকের অনিচ্ছুক কাঁধে চড়ে বীরদর্পে রাইটার্স বিলডিংসে ঢুকল। ১৯৪৭-এর ১০ বছর আগে বাংলায় পাকিস্তান-এর জয়যাত্রা শুরু হল। তারপর আর তাকে রোখে কে?

সুভাষচন্দ্রের তীব্র প্রতিবাদ

কংগ্রেস সভাপতির অগোচরে গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তনে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত সুভাষচন্দ্র অত্যন্ত কড়া ভাষায় গান্ধীজীকে লেখেন ঃ

"আপনার চিঠি পাইয়া গভীরভাবে বিচলিত হইলাম। বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে বহুবার আপনার সহিত আলোচনা করিয়াছি। কিছুদিন পূর্বে ওয়ার্ধাতে এ বিষয়টি পুনরায় আমাদের মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। আমার দাদা শরৎ বসুও এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের দুই জনেরই পরিষ্কার মনে আছে যে আপনি বরাবর কংগ্রেস ও কৃষক প্রজা পার্টির যুক্ত মন্ত্রিসভা সমর্থন করিয়াছেন। ওয়ার্ধায় আমাদের সাক্ষাতের পর কি কারণে আপনার মতের এরূপ গুরুতর পরিবর্তন হইয়াছে জানি না। বেশ বোঝা যাইতেছে যে আজাদ, নলিনী সরকার ও বিড়লার সহিত কথাবার্তার ফলেই আপনার মতের এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। তাহা হইলে ব্যাপারটা দাঁড়াইতেছে এই যে, যাহাদের উপর বাংলাদেশের কংগ্রেস চালাইবার দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে তাহাদের মতামতের চেয়ে উল্লিখিত তিনজনের মতই আপনার নিকট বেশি মূল্যবান।" (দূরদর্শী রাজনীতিক শ্যামাপ্রসাদ-শ্যামলেশ দাস)

কংগ্রেসের হঠকারী সিদ্ধান্তে বাংলার সর্বনাশ—শ্যামাপ্রসাদ

তখনকার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন ঃ "After the 1937 election, the Congress swept the polls so far as Hindu seats were concerned. In Bengal, as elsewhere, the Muslim League did not cut much ice. Fazlul Haq was certainly stronger here and his Krishak Praja Party came to the Legislature with a fairly large representation . He defeated Nazimuddin at Patuakhali and it looked as if the reactionary elements among the Muslims had received a death blow.

Fazlul Haq, lovable and emotional as he is, was dying for

power ... He did not wish to fall into the arms of the League. He implored the Congress to form a coalition ministry in Bengal with himself as Premier. If this had been done, Bengal would never have gone under the heels of League-cum-British conspiracy. The province would have developed into a strong and healthy province with the common efforts of representative Hindus and Muslims. The High Command of the Congress did not allow this to be done." (Leaves from a Diary— Syamaprasad Mookerjee).

কংগ্রেসের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের পরিণতি যা হবার তাই হল। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রথম পরীক্ষাতেই বাংলায় কার্যত মুসলমান শাসন স্থাপিত হল। ব্যাপারটা কি রকম বিসদৃশ তা ভেবে দেখা যাক। বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনীতি ইত্যাদি জনজীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে হিন্দুরা অগ্রবর্তী ভূমিকায়; কিন্তু প্রাদেশিক শাসন ব্যবস্থায় তাদের কোন কার্যকরী ভূমিকা নেই—বিধানসভায় আলঙ্কারিক ভাষায় গরম গরম বক্তৃতা দেওয়া ছাড়া। এদিকে মুসলমান সম্প্রদায় নিজেদের শাসকের আসনে অধিষ্ঠিত দেখে আহ্লাদে আটখানা—হঠাৎ নবাবি প্রাপ্তিতে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকে। শহরে গ্রামে কারণে অকারণে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চলতে থাকে। সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে হিন্দুদের প্রভাব খর্ব করার কাজও শুরু হয়। উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা বাছবিচার না করে সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে সমতানীতি চালু হল। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল বিল মারফত অন্যায্যভাবে কর্পোরেশনে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব হ্রাস করা হয়। সেকেণ্ডারী এডুকেশন বিল মারফত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার থেকে সরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে ভাতে মারার এবং সেকেন্ডারি বোর্ডে মুসলমানদের কর্তৃত্ব স্থাপনের পাকাপাকি ব্যবস্থা রাখা হল—যদিও শিক্ষাক্ষেত্রে তাদের অবদান শতকরা পাঁচ ভাগও নয়।

লীগ গভর্নমেন্টের শিক্ষাক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ

মুসলিম লীগ সরকারের এসব দুরভিসন্ধি ও পক্ষপাতদুষ্ট সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মতো সাংগঠনিক দৃঢ়তা কংগ্রেসের মধ্যে দেখা গেল

না। শ্যামাপ্রসাদ তখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কোন দলীয় রাজনীতিতে যুক্ত নেই। শিক্ষাক্ষেত্রকেই তিনি তাঁর বিচরণক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন। কিন্তু হিন্দুস্বার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে দেখে তিনি কংগ্রেস নেতাদের দ্বারস্থ হলেন ; তাঁরা যেন সক্রিয়ভাবে হিন্দু স্বার্থবিরোধী সরকারী নীতির প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করেন। কিন্তু পাছে কংগ্রেসকে কেউ সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলে এই লোকভয়ে কংগ্রেসের পক্ষে সংখ্যালঘু হিন্দুদের স্বার্থরক্ষা নিয়ে কথা বলা সম্ভব হল না; যদিও শুধুমাত্র হিন্দুদের ভোটেই কংগ্রেসীরা নির্বাচনে জিতে এসেছে। এই সময়কার পরিস্থিতি সুন্দরভাবে পর্যালোচনা করে শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন ঃ

"1939 continued to be a year of Hindu oppression at the hands of a communal ministry with Fazlul Haq at its head. Legislative and administrative measures were either adopted or advocated which aimed at a deliberate curtailment of Hindu rights. So long as such activities related to departments other than education, I had my protests recorded in the Assembly but did not find it possible to mobilise public opinion outside.

The reasons were mainly two fold. My tendencies lay in the sphere of educational administration and I did not feel attracted by the noisy and dusty career of a politician. I thought the best way to serve my country would be through the path of education. Secondly, I belonged to no active political party whose platform I could utilise for rousing public opinion outside the legislature.

The party which evoked my sympathy and support was the Congress. The Congress, however, lamentably betrayed the interest of the Hindus." (Leaves from a diary–S. P. Mookerjee.)

হিন্দুস্বার্থ বিনাশে নির্বিকার কংগ্রেস ঃ বিচলিত শ্যামাপ্রসাদ

হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণে কংগ্রেসের উদাসীনতার— যা বিশ্বাসহন্তার নামান্তর— সুযোগ নিয়ে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগ প্রশাসন কেমন করে বাংলার হিন্দুদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে তুলেছিল তা তুলে ধরেন শ্যামাপ্রসাদ ঃ

"In regard to the Communal Award, its (Congress) policy of non-committal was a grave blunder. In Bengal it did not allow a coalition ministry and thereby greatly strengthened the Muslim League and in fact consolidated it. It hesitated to oppose Acts and Bills, avowedly anti-Hindu and anti-national, lest it should be dubbed a communal body. It represented Hindu electorates and yet it faltered in its sacred duty of defending Hindu rights. The ratio of communal representation in respect of the services; the defilement of Hindu images; the suppression and supercession of better qualifications in respect of Hindus, and preferential treatment of Muslims in educational and other technical spheres; the passing of laws specially jeopardising Hindus; the encouragement of riots; attacks on Hindu women ; were some of the glaring instances of our suffering . (Leaves from a Diary —S P Mookherjee.)

কিন্তু কংগ্রেস নির্বিকার। হিন্দুদের বঞ্চনা ও অবিচারে তাঁদের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক হয়নি। তাঁরা তাঁদের চরিত্র অর্থাৎ সতীত্ব অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক ভাবমূর্তি রক্ষা করতেই ব্যস্ত। শ্যামাপ্রসাদের আবেদনে তাঁরা সাড়া দিলেন না। তারপরই এল দু'টি কালা কানুন ঃ

"Then came two black Bills. The Calcutta Municipal Bill and the Secondary Education Bill. It was really, the latter which forced me out of my academic seclusion. Where education was made the plaything of party and communal politics, I felt it my duty to rouse public opinion. I approached both Sarat Bose and Subhas Bose and requsted them to take up the Hindu cause. I asked them to do so, not on any ground of communal favouritism but in order to fight against oppression and injustice. The Congress in Bengal was already divided. Subhas being almost driven out of the Presidentship has started his rival Forward Block and had thrown out a challenge to Gandhi. The Official Congress was decidedly a weaker body in Bengal. But both were reluctant to stand by the Hindu cause openly." (Leaves from a Diary–S. P. Mookerjee)

হিন্দুস্বার্থ সংরক্ষণ সংগ্রামে কংগ্রেস যোগদানে অসম্মত

শ্যামাপ্রসাদ এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারমুক্ত, কিন্তু বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বাঙালী হিন্দুর অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাঁর চিত্ত চিন্তাভারাক্রান্ত। কংগ্রেস নেতারা সবাই হিন্দু; কিন্তু হিন্দুস্বার্থ বিপন্ন দেখেও তাঁরা উদাসীন। হিন্দু জনতা কংগ্রেস বলতে অজ্ঞান। তারা কংগ্রেসের হাতে নিজেদের ভবিষ্যৎ সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্তে বসে আছে। এদিকে সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়নের পর কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিধাবিভক্ত; কেউ সুভাষবাদী, কেউ গান্ধীবাদী। তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে বিবাদে ব্যস্ত। বাঙালী হিন্দুর ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার অবকাশ কোথায়? যখন Calcutta Municipal Bill এবং Secondary Education Bill-এর মতো 'কালাকানুন' পাশ করানোর উদ্যোগ চলল, তখন শ্যামাপ্রসাদ বাধ্য হয়ে তাঁর শিক্ষাজগতের নির্বাসন থেকে রাজনীতিতে সক্রিয় অংশ নিতে তৈরি হলেন। তখনও পর্যন্ত তাঁর যে দলের প্রতি সমর্থন ছিল, সে হল কংগ্রেস। তিনি শরৎচন্দ্র ও সুভাষচন্দ্র বসু ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট গিয়ে বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হবার আবেদন জানান। কিন্তু কংগ্রেসের উভয় গোষ্ঠীই সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত হবার ভয়ে আধমরা। স্বজাতি স্বধর্মাবলম্বীর অস্তিত্ব বিপন্ন হোক ক্ষতি নেই, কিন্তু কেউ যেন সাম্প্রদায়িক বলে মার্কা না মারে। ফলে কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীই কম্পিটিশনে মুসলিম তোষণে নেমে পড়ে। কেউই খোলাখুলি হিন্দুদের স্বার্থসংরক্ষণে এগিয়ে এল না। উপরন্তু কলকাতা কর্পোরেশনের শাসনভার সুভাষচন্দ্র হিন্দু মহাসভার সঙ্গে আসনসংখ্যা নিয়ে খেয়োখেয়ি করে মুসলিম লীগের হাতে অর্পণ করলেন।

কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ ঃ রাজনৈতিক দেউলেপনার চরম নিদর্শন ঃ হিন্দু মহাসভায় যোগদানের চিন্তাভাবনা

ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে। ভারতবাসীর মতামত না নিয়ে ভারতকে যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিভিন্ন প্রদেশের কংগ্রেস সরকারগুলি পদত্যাগ করে বসল। এরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত কোনও রাজনৈতিক দল করতে পারে বলে কেউ ভাবতে পারেনি। ইংরেজ ও মুসলিম লীগের আহ্লাদের সীমা-পরিসীমা রইল না। মুসলিম লীগ মুক্তিদিবস পালন করল, আর ব্রিটিশরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে কেউ এমন খালি মাঠ ছেড়ে দেয়, বিশ্বে বোধ হয় এর দ্বিতীয় নজির নেই। গান্ধীজীর রাজনীতি ক্ষেত্রে পদার্পণের পর একের পর এক পাহাড়প্রমাণ পর্বতপ্রমাণ ভুলের সঙ্গে আর একটি নতুন ভুল যুক্ত হল। কংগ্রেসের ক্রমাগত ভুল সিদ্ধান্তে হিন্দুদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে থাকলেও সেদিকে নেতাদের খেয়াল নেই। এই পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ দেখলেন একমাত্র হিন্দু মহাসভাই হিন্দুদের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কিছু ভাবনাচিন্তা করছে, সম্ভাব্যক্ষেত্রে প্রতিবাদ করছে। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি হিন্দু মহাসভার দিকেই ঝুঁকলেন। এসব ঘটনাবলী ঘটাকালেই তিনি হিন্দু মহাসভার নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। ১৯৩৯ সালের আগস্ট- সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দু মহাসভার সভাপতি বীর সাভারকর বাংলায় আসেন এবং মহাসভার নতুন আদর্শ ও নীতির কথা প্রচার করেন। বীর সাভারকরের বক্তব্য তাঁর মনে রেখাপাত করে এবং ক্রমশঃ সেই প্রভাব বিশ্বাসের গভীরে প্রবেশ করে। তখন সাভারকর খুলনায় মহাসভার প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করছিলেন। এই সম্মেলন হিন্দুদের মনে প্রবল উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। তারপর শ্যামাপ্রসাদের কথায় ঃ

"He (Savarkar) presided over the Khulna Provincial Mahasabha Session. Being then greatly perturbed at the helpless position of Bengal Hindus— whom the Congress failed to rouse and protect— some of us were drawn to Savarkar's influence and it gradually took root. Nirmal Chatterjee, S. N. Banerjee, Asutosh Lahiry and others pressed me to join the Mahasabha"

হিন্দু মহাসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত

শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের পেছনে নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জি, এস. এন. ব্যানার্জি, আশুতোষ লাহিড়ী প্রমুখ হিন্দু মহাসভা নেতাদের যথেষ্ট চাপ ছিল। তাছাড়া শ্যামাপ্রসাদ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীর নিকট উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করেন। স্বামী প্রণবানন্দ হিন্দু মহাসভার রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে পরস্পরের অনু-পূর্বক ও পরিপূরক করতে চেয়েছিলেন। প্রায়ই তিনি বি. সি. চ্যাটার্জি, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ প্রমুখকে আহ্বান করে উৎসাহ দিতেন।

"তাৎকালিক রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের ভয়াবহতা ও হিন্দুদের আসন্ন বিপর্যয় আচার্যকে এতই উদ্বিগ্ন করে তোলে যে ধর্মগুরু হয়েও তিনি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিন্দু মহাসভার সহিত সংযোগ রক্ষা করে চলতে দ্বিধাবোধ করেননি। তিনি মহাসভার রাজনৈতিক আন্দোলন এবং ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সংগঠন আন্দোলনকে পরস্পর অনুপূরক ও পরিপূরকরূপে গ্রহণ করেন। এবং বলেন—হিন্দু মহাসভা রাজনৈতিকভাবে সংগ্রাম করুক, আর আমরা করি গ্রামগুলির সংগঠন। তিনি বি. সি. চ্যাটার্জি, স্যার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে প্রায়শঃ ডেকে আনতেন নিজের কাছে, উৎসাহ দিতেন, অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতেন। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ জানতেন তাঁর আয়ুষ্কাল স্বল্প। তাই ডঃ শ্যামাপ্রসাদের কণ্ঠে আপন কণ্ঠস্থিত মালা পরিয়ে দিয়ে তাঁকে করেন আশীর্বাদ ও করেন শক্তিসঞ্চার। স্বীয় বিশ্রামকক্ষে এসে প্রসন্ন হাস্যে বলেন—"বিশ্বহিন্দুর সম্মুখে দাঁড়াতে পারে সেই নেতা ঠিক করে দিয়ে গেলাম।" (বঙ্গের হিন্দু ও সমাজ বিবর্তন—স্বামী নির্মলানন্দ, প্রণব, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৩)।

ষষ্ঠ অধ্যায়

'অখণ্ড ভারত অমর রহে' ঃ ভারতভাগের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ শ্যামাপ্রসাদ ঃ বিভাগবিরোধী কম্যুনিস্ট পার্টির 'গ্রেট' ডিগবাজি'

রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ ঃ প্রথম পদক্ষেপেই সর্বোচ্চ চূড়ায়

১৯৩৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বাংলার মুসলিম লীগ শাসনে হিন্দুদের প্রতি যেসব বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে এবং তার ফলে হিন্দুমনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটছে, তার স্বরূপ উদঘাটন করে এক বিস্তারিত প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সেই প্রস্তাবে তিনি হিন্দু স্বার্থহানিকর নিম্নলিখিত সরকারী ব্যবস্থা ও নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলেন ঃ

"The Hindu Mahasabha records its strong protest against the openly communal and reactionary policy of the present Ministry in Bengal as evidenced by its various legislative enactments and administrative measures calculated to curb the rights and liberties of the Hindus of Bengal and triffle their economic strength and cultural life.

As instances may be mentioned the following ঃ

(i) The passing of the Calcutta Municipal Amendment Act which is not only anti-Hindu but also anti-national with introduction of separate electorates in the constitution of the Corporation of Calcutta ;

(ii) Introduction of the communal ratio in the public services ;

(iii) Undue preference to Mohammadans in the recruitment to public services in defiance of the recommendations of the Public Service Commission or without reference to them ;

(iv) Discriminatory treatment against Hindu Officers in public services ; posting, transfering and promoting of officers on communal considerations ;

(v) Muslimization of certain services, especially the educational service ;

(vi) Lowering of the standard of efficiency and integrity of the administration by the introduction of the principle of minimum qualification ;

(vii) Discrimination against Hindus in the matter of educational grants from the Public exchequer of purposes of relief and in respect of agricultural and industrial loans ;

(viii) Abuse of political power for the purpose of economic strangulation of the Hindus ;

(ix) Discrimination against Hindus in the matter of licence and contracts ;

(x) Attempting to corrupt the Bengali language and undermine the foundation of Hindu culture ;

(xi) Persistent negligence in the matter of checking widespread destruction and desecration of Hindu temples, idols and places of worship ;

(xii) Unwarranted interference with the peaceful performance of Hindu religious hold (rites) and ceremonies in private houses and public festivals ;

(xiii) Subsidizing Mohammadan newspapers out of public funds for purpose of communal propaganda ;

(xiv) Interference with liberty of speech, freedom of Press and freedom of association of Hindus ;

(xv) Failure to take effective steps for the prevention of crime against Hindu women and for the protection of Hindu property against Muslim aggression.

মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব ঃ স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই

শ্যামাপ্রসাদের সক্রিয়ভাবে হিন্দুমহাসভায় যোগদানের চারমাস আগে ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরু। আবার হিন্দু মহাসভা অধিবেশনের তিন মাসের মাথায় লাহোরে মিঃ জিন্নার

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে (২৪ মার্চ ১৯৪০) মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ভারত ভাগ করার এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন বাংলার প্রধান মন্ত্রী মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক; যিনি 'হক সাহেব' নামেই সাধারণ্যে পরিচিত। প্রস্তাবের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ (গুরুত্ব বিবেচনায় পুনর্মুদ্রিত) ঃ

"......that geographically contiguous units are demarcated into regions, which should be so constituted with such territorial readjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority, as in the north-western and eastern zones of India, should be grouped to constitute "independent states" in which the constituent units shall be autonomous and sovereign...."

লাহোর প্রস্তাব ইকবালের এলাহাবাদ প্রস্তাবেরই বর্ধিত রূপ

মুসলিম লীগের এই সর্বনাশা প্রস্তাবই 'লাহোর প্রস্তাব' নামে খ্যাত। অবশ্য এই প্রস্তাব গ্রহণের ১০ বছর আগেই ১৯৩০ সালের ৩০ ডিসেম্বর এলাহাবাদে মুসলিম লীগ অধিবেশনে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি, অর্থাৎ পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তান নিয়ে ভারতের বাইরে বা ভারতের মাঝেই মুসলমানদের জন্য এক স্বতন্ত্র বাসভূমি (Homeland) গঠনের দাবি উত্থাপিত হয়। সভাপতির ভাষণে কবি ইকবাল বলেন ঃ

" I would like to see the Punjab, North-West Frontier Province, Sind and Baluchistan amalgamated into a single State -Self-government within the British Empire or without the British Empire, the formation of a consolidated North-West Indian Muslim State appears to me to be the final destiny of the Muslims at least of North-West India."

একেই বলে কবি ও দার্শনিক— যিনি পথ প্রদর্শন করেন, কিংবা ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার পূর্বাভাস দিতে পারেন। ইনিই আবার— 'সারা জাঁহাসে আচ্ছা'র লেখক; অথচ পাকিস্তানের নীলরেখা ইনিই অঙ্কিত করে দিয়ে গেছেন। ১০ বছর পরে তাঁর স্বপ্নকেই বাস্তবে রূপদানের দাবি তোলা হয় লীগের লাহোর অধিবেশনে।

ছত্রভঙ্গ কংগ্রেস ঃ শ্যামাপ্রসাদের সাবধান বাণী ঃ হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদে শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভায় যোগদানের এক বছরের মধ্যেই একই সঙ্গে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলার হিন্দু মহাসভার সভাপতি পদে বৃত হন। রাজনীতিতে একে এক অভূতপূর্ব অভ্যুদয় বলা চলে। আর ঘটনাচক্রে মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী রাজনীতির প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও বিরোধিতার ভারও তাঁরই উপর পড়ে। কারণ মুসলিম রাজনীতির বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব ও তার গুরুত্ব কংগ্রেস নেতারা ১৯৪০ সালেও অনুধাবন করতে পারেনি। মুসলিম লীগ যখন 'পৃথক বাসভূমি'র দাবি তোলে তখন জরাগ্রস্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্র বসুকে দল থেকে বিতাড়িত করে আত্মপ্রসাদে বুঁদ হয়ে আছে। বাংলার কংগ্রেস 'সুভাষপন্থী' আর 'গান্ধীপন্থী'তে বিভক্ত হয়ে পারস্পরিক কুৎসা ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে ব্যস্ত। দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ বিপদসঙ্কেত থেকে সতর্কতা অবলম্বনের কোনও চিন্তা-ভাবনাই তাদের মধ্যে দেখা যায়নি। ঈশান কোণে একখণ্ড কালো মেঘ যেমন ভয়ানক ঘুর্ণিবাত্যার সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম লীগ যে বিচ্ছিন্নতার সোর তুলেছে, তা যে অদূর ভবিষ্যতে ভারতকে খণ্ডবিখণ্ড করার পূর্বাভাস মাত্র, তা বুঝতে পেরেছিলেন মাত্র একজন— তিনি ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। রাজনীতিতে সদ্য আগত এই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রাজনীতিক মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবে অশনিসঙ্কেত দেখতে পেলেন। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার ১৫ দিনের মধ্যে ১৯৪০ সালের ৬-৭ এপ্রিল শ্রীহট্টে অনুষ্ঠিত "সুরমা ভ্যালী এণ্ড শিলং হিল ডিস্ট্রিক্ট হিন্দু কন্ফারেন্স"-এ তাঁর প্রথম সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন ঃ "The danger in front of us are many ; the latest addition in the shape of a movement for Pakisthan should not be lightly brushed aside. This preposterous claim must be nipped in the bud by all lovers of Hindusthan."

অর্থাৎ দেশভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির অশুভ দাবিকে অঙ্কুরে বিনাশ করা অত্যাবশ্যক।

গায়ের জোরে ভারত ভাগ ঠেকাব না ঃ গান্ধীজী

কিন্তু অঙ্কুরে বিনাশ করা তো দূরের কথা, গান্ধীজী ঐ বিষবৃক্ষের বীজে সযত্নে জল সিঞ্চন করে ও সার প্রদান করে তার দ্রুত বৃদ্ধিতে সাহায্য করলেন। শ্যামাপ্রসাদের মতোই ঠিক ১৫ দিনের মাথায় তিনি লাহোর প্রস্তাবের উপর তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন ৬ এপ্রিল ১৯৪০ সালের "হরিজন" পত্রিকায় ঃ

"Unless the rest of India wishes to engage in internal fratricide, the others will have to submit to the Muslim dictation, if the Muslims will resort to it. I know no non-violent method of compelling the obedience of eight crores of Muslims to the will of the rest of India, however powerful a majority the rest may represent. The Muslims must have the same right of self-determination that the rest of India has. We are at present a joint family. Any member may claim a division."

তিনি আরো বলেন ঃ

"As a man of non-violence, I cannot forcibly resist the proposed partition if the Muslims of India really insist upon it. But I never can be a willing party to the vivisection.... For it means the undoing of centuries of work done by numberless Hindus and Muslims to live together as one nation. Partition means a patent untruth. My whole soul rebels against the idea that Hinduism and Islam represent two antagonistic cultures and doctrines... But that is my belief. I cannot thrust it down the throats of the Muslims who think that they are a different nation."

অর্থাৎ জাতির জনক কার্যত স্বীকার করে নিলেন যে ভারতে দুটি জাতি (two nations) আছে; তিনি মাত্র একজাতির জনক, দুই জাতির নন।

বামফ্রন্ট আমলে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্মান ও স্মৃতিরক্ষা

এদিকে বামফ্রন্ট নিয়ন্ত্রিত কলিকাতা পৌরসভা ভারতে 'দুইজাতি' নীতির উদগাতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের জনক স্যার সৈয়দ আহম্মদ খাঁ এবং মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমি (Homeland) তথা দেশভাগের প্রবক্তা কবি মহম্মদ ইকবালের সম্মানে রাস্তার নামকরণ করে জাতীয় সংহতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে!

পাকিস্তান সম্পর্কে গুরু-চেলা অভিন্ন মত

সেকথা থাক। গান্ধীজীর পর তাঁর প্রধান চেলা জহরলাল নেহেরু লাহোর-প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করেন ঃ

"He was pleased, not because he liked it [the Lahore Resolution]–on the contrary he considered it to be the most insane suggestion –but it very much simplified the problem. They were now able to get rid of the demands about proportionate representation in legislatures, services, cabinets, etc...[He] asserted that if people wanted such things as suggested by the Muslim League at Lahore, then one thing was clear, they and people like him could not live together in India. He would be prepared to face all consequences of it but he would not be prepared to live with such people."

একদিন পরে (১৫এপ্রিল ১৯৪০) নেহেরু এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য আরও দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন ঃ

"Many knots of the Hindu-Muslim problem had been merged into one knot, which could not be unravelled by ordinary methods, but would need an operation .... he would say one thing very frankly that he had begun to consider them [Muslim Leaguers] and people like himself, as separate nations."

গুরু-শিষ্যের এই রাজী-নারাজী মনোভাব আঁচ করতে পেরেই ঝানু কংগ্রেসী নেতা রাজাগোপালাচারী এক কদম এগিয়ে গেলেন। ১৯৪২ সালের এপ্রিল মাসে মাদ্রাজ আইন সভায় তিনি লীগের লাহোর প্রস্তাব মেনে নিয়ে স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করার সপক্ষে এক প্রস্তাব পেশ করেন ও তা গৃহীত হয়। সেই প্রস্তাব কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছে প্রেরিত হলে তাদের প্রতিক্রিয়া হল নিম্নরূপ ঃ

"It cannot think in terms of compelling the people of any territorial unit to remain in the Indian Union against their declared and established will."

অর্থাৎ দুই বছর আগেকার গান্ধীজীর অভিমতের হুবহু প্রতিধ্বনি।

গান্ধীজী বা নেহরু কারো বক্তব্যেই দেশবিভাগের তীব্র বিরোধিতা দেখা যায়নি। এই অবস্থায় ডঃ মুখার্জীই তাঁদের পালের হাওয়া কেড়ে নিলেন ঃ "…..definitely the Congress in Bengal has lost considerable prestige which has been gained by Hindu Mahasabha and it was more due to strenuous effort of Dr. Shyama Prasad Mukherjee" (সরকারী গোপন রিপোর্ট)।

'পাকিস্তান' সম্পর্কে সাবধান হোন ঃ হিন্দুদের প্রতি শ্যামাপ্রসাদ

সুর্মাভ্যালী কনফারেন্সের সাত দিন পরে ১৪ এপ্রিল, ১৯৪০ তারিখে শ্যামাপ্রসাদ Bihar Provincial Hindu Conference-এ যে ভাষণ দেন, তাতেও তিনি রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন আমদানিকৃত এই পাকিস্তান প্রস্তাবের ভবিষ্যৎ সর্বনাশা রূপ সম্পর্কে হিন্দুদের সতর্ক করে বলেছেন ঃ

"The danger of the Moslems consolidating themselves into a separate entity drawing its inspiration from Moslem countries abroad is obvious to the future of India and specially of Hindus. None can tell what the future will be. But none can say today that it will be a fairy tale to assert that some future Moslem leaders of the Pakisthan movement may dream of a possible alliance with some independent Moslem State for the preservation of Moslem interests or for the spread of Islam in India. The Hindus must be prepared for any contingency."

পাকিস্তান প্রস্তাব গ্রহণের দু'সপ্তাহের মধ্যে এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাত বছর আগে যিনি এমন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাওয়া আশঙ্কা প্রকাশ করতে পারেন, তিনি শুধু দূরদর্শী নন, ভবিষ্যৎদ্রষ্টাও বটে।

লাহোর প্রস্তাব সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের তীব্র প্রতিক্রিয়ার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে ব্রিটিশ গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হয়েছে ঃ "It was only the Hindu Mahasabha……. reacted sharply against Pakistan Resolution."

যা হোক, ঐ বছরই ৭ ডিসেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত "মহাকোশল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভা কন্‌ফারেন্সে" সভাপতির ভাষণ দান কালে শ্যামাপ্রসাদ

পুনরায় মুসলিম লীগের দ্বিজাতিতত্ত্ব এবং পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দাবি প্রসঙ্গে বলেন ঃ

...... We have noticed that at least one big community residing in this country namely, the Muslim, has not openly identified itself to any appreciable extent with this movement (Freedom movement) ; on the other hand, its demand for special treatment which was readily acceded to, originally made on the ground of educational and political backwardness, has now developed into an insistent call for the division of India on the basis of a "two nations" theory and a claim for separate independent Muslim States within the boundaries of Hindusthan."

ক্রিপস্ প্রস্তাবে হুবহু লাহোর প্রস্তাবের ছাপ

এই পরিস্থিতিতে ১৯৪২ সালে যুদ্ধে পর্যুদস্ত ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ভারত আগমন এবং ভারতীয় সমস্যা সমাধানে প্রস্তাব পেশ। তিনি মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাবের গায়েই যেন ব্রিটিশ সরকারের সীলমোহর লাগিয়ে আনেন; লীগের লাহোর প্রস্তাবকে পরোক্ষে সরকারী সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তাঁর প্রস্তাবের মোদ্দা কথা হল ঃ

"(i) the right of any province of British India that is not prepared to accept the new Constitution to retain its present constitutional position, provision being made for its subsequent accession if it so decides.

With such non-acceding provinces, should they so desire, His Majesty's Government will be prepared to agree upon a new Constitution, giving them the same full status as Indian Union, and arrived at by a procedure analogous to that here laid down."

অর্থাৎ পুরোপুরি ভারত ব্যবচ্ছেদ ও পাকিস্তান স্থাপনের নিখুঁত এক পরিকল্পনা; তাতে ব্রিটেনের ভূমিকা পিঠা বণ্টনকারী বানরের মতো।

ব্রিটিশ নিজ হাতে যা গড়েছে, নিজহাতেই ভাঙছে ঃ শ্যামাপ্রসাদ

হিন্দু-মুসলমানে মানসিক ও রাজনৈতিক বিভাজনের পর ব্রিটিশ সরকার ভৌগোলিক বিভাজনের পথে পদক্ষেপ করল। ব্রিটিশ সরকারকে এই সর্বনাশা ভেদনীতি প্রয়োগের জন্য অভিযুক্ত করে শ্যামাপ্রসাদ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে বলেছিলেন ঃ

"You are breaking with your own hand the one great achievement of the British in India —the political unity of India as a whole." He, (Cripps) realised the weakness of his scheme but said this was the least H.M.G. could do to placate the Muslim League." অর্থাৎ মুসলিম লীগকে খুশি করার জন্য ভারত ভাগ করতেই হবে— তার ফলাফল যাই হোক না কেন।

যে রোগের যে ঔষধ ঃ রাজাজী ফর্মুলা

ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের পর "ভারত ছাড়" আন্দোলনের ডাক দিয়ে কংগ্রেসীরা তো বীরদর্পে জেলে ঢুকে প্রথম শ্রেণীর কয়েদী হিসাবে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে লাগলেন। এদিকে গান্ধীজীর বেয়াই চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী (সি.আর.নামেই সমধিক পরিচিত) তাঁর কুখ্যাত প্রস্তাব নিয়ে রাজনীতির আসরে হাজির হলেন। এই প্রস্তাবের মোদ্দা কথা হল ঃ

"... the 'Pakistan' Rajagopalachari envisaged was to be created out of Muslim majority districts, not out of undivided Muslim Provinces. His proposal necessarily entailed the partition of the Punjab and Bengal. But there was a further catch : the decision to cut out of India, as Rajagopalachari envisaged, would be taken not just by the Muslims but by a plebiscite of the entire population even in the Muslim majority districts and this might well have diluted their enthusiasm about going their own separate way. None of this was what Jinnah wanted : it threatened to show up all the weaknesses in his demand. So he merely shurgged off this initiative, telling the Council that it was intended to "torpedo" the Lahore resolution; it was the grossest 'travesty,' a 'ridiculous proposal', offering a shadow and a husk, a maimed, mutiliated and moth-eaten Pakistan and thus trying to pass off having met our Pakistan scheme and Muslim demand."

রাজাজী কিন্তু মোক্ষম অস্ত্র ছেড়েছেন। এই তামিল ব্রাহ্মণকে কি আর সাধে চাণক্য আখ্যা দেওয়া হয়েছিল! জোঁকের মুখে যেমন চুন, তেমনি জিন্নার মুখেও চুন। খেই হারিয়ে জিন্না আবোল-তাবোল বকতে লাগল।

রাজাজীর প্রস্তাবের সার কথা — তুমি বাপু যে যুক্তিতে দেশভাগ চাইছ, হিন্দুরাও সেই যুক্তিতে প্রদেশ ভাগ চাইতে পারে।

পাকিস্তান অযৌক্তিক, অবাস্তব ঃ শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভা দেশভাগেরই বিরোধী; আর রাজাজী ফর্মুলাতে দেশভাগের সঙ্গে প্রদেশভাগেরও সঙ্কেত রয়েছে দেখে তাঁরা রাজাজী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদ জানান। শ্যামাপ্রসাদ এই প্রস্তাবের পেছনে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের একাংশের মৌন উপস্থিতি দেখতে পেলেন। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'অল ইণ্ডিয়া এরিয়ান কংগ্রেস' অধিবেশনে (২০-২২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৪) শ্যামাপ্রসাদ আবারও পাকিস্তান প্রস্তাবের অন্তঃসারশূন্যতা এবং জনস্বার্থহানিকর দিকের প্রতি দৃষ্টি-আকর্ষণ করে বলেন ঃ

"None knows better than the protagonists of the Pakisthan scheme that it is wholly inconsistent with logic and practicability. The League is not prepared to allow the Hindus who form about three-fourths of India's population to determine the constitution of India. It was not even prepared that Hindus and Mussalmans throughout India should jointly settle India's constitution, for in both cases, it asserts that it involves the tyrannical rule of majority over a minority."

জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন না ঃ গান্ধীজীর প্রতি শ্যামাপ্রসাদ

৬ই মে ১৯৪৪, গান্ধীজী জেল থেকে ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়েই তিনি মিঃ জিন্নার সাক্ষাৎপ্রার্থী হলেন। রাজাজী ফর্মুলার ভিত্তিতেই তিনি জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। তাঁর অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন যমুনার জলে বিসর্জিত হল। এ.আই.সি.সি.'র সদস্যদের ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া এবং বিপুল ভোটাধিক্যে রাজাজী ফর্মুলা বাতিল হলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমী বিপুল সংখ্যক কংগ্রেস সদস্যের মতামত উপেক্ষা করে জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় বসলেন। ভারতের ভাগ্য যেন সেদিনই স্থির হয়ে গেল। ৯ অক্টোবর ১৯৪৪, রাজাজী প্রস্তাব নিয়ে

গান্ধী-জিন্না বৈঠক বসে। ১৯ জুলাই ১৯৪৪ তারিখে শ্যামাপ্রসাদ গান্ধীজীকে এক সুদীর্ঘ পত্র লেখেন। তার ছত্রে ছত্রে শ্যামাপ্রসাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, স্বদেশপ্রেম, দেশের ভবিষ্যতের জন্য দুশ্চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন ঃ

"সত্যি কথা বলতে কি রাজা গোপালাচারী জিন্নার কাছে যে সূত্র (Formula) দিয়েছেন তাতে আমি বিচলিত হয়ে উঠেছি। আমরা হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধানে আগ্রহী। কিন্তু গোপালাচারী যেভাবে বিষয়টির ইতি টানতে চাইছেন আমরা তাঁর সাথে একমত নই। আপনার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে জিন্না কোনও সমাধানে আগ্রহী নন। তিনি নিজেকে ভারতীয় বলে মনে করেন না। স্বাধীনতার জন্য প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে আত্মাহুতি দিয়ে চলেছে তাতেও জিন্নার কোন আগ্রহ নেই। বাংলা এবং ভারতের যে কোনও ধরনের বিভাজন আমরা তীব্রভাবে ঘৃণা করি।"

গান্ধীজীকে ব্যক্তিগতভাবে আহ্বান জানিয়ে তিনি লেখেন— "আমরা আপনাকে কংগ্রেস থেকে আলাদা মনে করি; কিন্তু এ বিষয়ে আপনার অঙ্গীকার আমাদের প্রচণ্ড অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে। আমাদের ভয় জিন্না এই প্রস্তাবকে 'Spring Board' হিসাবে ব্যবহার করবেন এবং হিন্দুস্থান ভাগ ও পাকিস্তান গঠনের কাজে এই 'Spring Board'-কে কাজে লাগাবেন। ফলে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার সৃষ্টি হবে।..... জিন্নাকে খুশি করা যাবে না। কারণ তিনি এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান চান না। মাঝখান থেকে আপনার এই অনুমোদন ভবিষ্যতের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। আপনার প্রস্তাব পুনরায় ভেবে দেখার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি। মাত্র কয়দিন আগে আপনি নিজেই 'হরিজন' পত্রিকায় লিখেছেন যে দেশভাগের যে কোনও চিন্তা-ভাবনা আমাদের মধ্যে নতুন ধরনের বিবাদ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করবে।"

শ্যামাপ্রসাদের এই বক্তব্যের হুবহু সমর্থন ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিভাগের গোপন নথিপত্রেও পাওয়া যায় ঃ

"It seems clear that Dr. Shyama Prasad Mukherjee puts his case very strongly to Gandhi and did not mince matters. Former is the most determined character who will stick at nothing and I shall say he will get a good deal of

support from many Congressmen, especially in Bengal. One report states that he reminded Gandhi that he had said on one occasion that indivisibility of India is his God and vivisect me before you vivisect India."

গান্ধীজীর কথা ও কাজে মিল নেই ঃ শ্যামাপ্রসাদ

কিন্তু এ সবই অরণ্যে রোদন। সুভাষচন্দ্রের পুনরাগমন আশঙ্কায় ভীত কংগ্রেস যেন-তেন-প্রকারেণ মুসলিম লীগের সঙ্গে সমঝোতা করে সুভাষের দিল্লী আসার আগেই গদিতে বসে পড়তে বদ্ধপরিকর। ভাবগতিক দেখে শ্যামাপ্রসাদ হতাশ হলেন; কিন্তু দমলেন না। দিন গড়িয়ে যায়, এদিকে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিও উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে ওঠে। অপরদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তো ইন্ধন জুগিয়েই যাচ্ছে। মুসলিম লীগের আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে হাতজোড় করা কংগ্রেসীদের অসহায় অবস্থা দেখে করুণার উদ্রেক করে। সে সময়কার অবস্থা পর্যালোচনা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন ঃ

" It was not till March 1940 that the first demand for Pakisthan was made at the Lahore session of the Moslem League. Since that time the Hindu Mahasabha has systematically opposed this pernicious doctrine and has declared its readiness to resist by every possible means the imposition of this highly destructive principle on the frame-work of the Indian Constitution.

It was only recently that Gandhiji's acceptance of what is commonly known as the C. R. formula has given a last flicker to a dying and decaying doctrine, which was being slowly repudiated by large sections of Moslems themselves, anxious for the progressive welfare of their country.

The breaking of India into Hindusthan and Pakisthan practically means wiping out of India as such from the map of the world. Gandhiji himself recognises this when he declares that there must be a central authority in India to remain in charge of such essential departments as Defence, Foreign relations, Customs, Communications etc.

If this is so, how does he in the same breath concede to Mr. Jinnah the right of carving out of India a sovereign independent state under some conditions?"

সাম্রাজ্যবাদের দালাল জিন্নাই স্বাধীনতার পথে কাঁটা ঃ শ্যামাপ্রসাদ

গান্ধী-জিন্না বৈঠক ব্যর্থ হলেও রাজাজী ফর্মূলা যে পরিত্যক্ত হয়নি, এবং ভবিষ্যতে তাই হবে সব আলোচনার ভিত্তি— সেটা অনুমান ও আশঙ্কা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন ঃ

" Although the talks have broken down, Gandhiji's commitment and the C. R. formula remain and they may well become the starting point in future negotiations with Mr. Jinnah or between the latter and Government. The Hindu Mahasabha unhesitatingly repudiates any scheme of India's partition as a sin and a patent untruth which must not admit of any compromise.

The sooner Mr. Jinnah understands that Pakisthan in any form or shape will be resisted by Hindus and many others with the last drop of their blood, the better for him, for he will then quietly descend on realities and himself plead for a just and equitable settlement. None but an agent of Imperialism will so block the path of Indian unity and freedom as Mr. Jinnah is doing."

জিন্নাকে নাম ধরে এভাবে অভিযুক্ত করতে ও তার মুখোশ উন্মোচন করতে কোনও কংগ্রেস নেতাকে কখনো দেখা যায়নি। বরং গান্ধীজী সমেত তাঁকে তোয়াজ করতেই তাঁরা ব্যস্ত ছিলেন।

ব্রিটিশ সরকার যেভাবে মিঃ জিন্নাকে তোল্লা দিয়ে দেশভাগ ও পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করিয়ে, তারপর ক্রিপ্‌সের মারফত সেই প্রস্তাবকে কার্যকর করার পথে এগোচ্ছে, তাতে বিচলিত শ্যামাপ্রসাদ ক্ষুব্ধ স্বরে বলেছেন ঃ

" Today none can deny that even the Pakisthan scheme has received at least indirect support from responsible and influential persons who speak on behalf of the British Government from time to time. It is significant that this nefarious proposal has not been disapproved much less

condemned in any of the official pronouncements recently issued either from India or from England."
(মহাকোশল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু সভা কনফারেন্স—৭ ডিসেম্বর, ১৯৪০)

একশ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানই স্বাধীনতার পথে বাধা

সমগ্র ১৯৪০ সালটিই শ্যামাপ্রসাদ হিন্দু মহাসভা ও তার শাখা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সম্মেলনে হিন্দুদের উপর মুসলমানদের আক্রমণ; তাতে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর পরোক্ষ সমর্থন এবং কংগ্রেসের মুসলিম তোষণ নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। মাদুরায় অনুষ্ঠিত ''অল ইণ্ডিয়া হিন্দু ইয়ুথ কনফারেন্স''-এ (২৯ ডিসেম্বর, ১৯৪০) তিনি যুব সমাজকে বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করতে আহ্বান জানিয়ে বলেন :

There is a section of reactionary Moslems who, acting with the indirect support of the Birtish power, desire to impede the cause of our liberation and to dominate the Hindus, specially in provinces where the Hindus are in a minority.

There are the increasing instances of Hindu women being kidnapped and outraged and of Hindu lives and properties destroyed in a planned and systematic manner specially in provinces where they are in a minority."

এই পৈশাচিক বর্বরতার বিরুদ্ধে নীরব নিষ্ক্রিয় হিন্দুদের প্রতি অভিযোগের আঙ্গুল তুলে শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন :

" The Hidus themselves, often blinded by a false notion of nationalism, have not the capacity to stand against an evil that seeks to destroy the very foundation of that truly liberal and nationalistic spirit which must sustain any permanent movement for the independance of their country."

জিন্নাকে প্রধান মন্ত্রী করলেও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য হবে না : শ্যামাপ্রসাদ

ভ্রান্ত জাতীয়তাবাদী এসব দুর্বলচিত্ত হিন্দুদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনের জন্যই যেন শ্যামাপ্রসাদ দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

" If you believe that communalism stands as an ever rising hindrance to the attainment of our goal, let me

remind you that a surrender to the demands of reactionary Moslems, even to the length of offering to the President of the League the Prime Ministership of India, will not restore Hindu-Moslem unity." (All India Youth Conference, Madura, 29 ডিসেম্বর, 1940.)

একেবারে ঋষিবাক্য। সাত বছর পরে ১৯৪৭ সালে গান্ধীজী মিঃ জিন্নাকে প্রধানমন্ত্রী পদ দিয়ে ভারত ভাগ এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। ভারত ভাগ করার জন্যই যাকে দীর্ঘদিন 'ট্রেনিং' দেওয়া হয়েছিল, সেই ইংরেজ প্রভুরা মিঃ জিন্নাকে তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হতে কি ছেড়ে দেবেন! কারণ তারা একই বিছানায় পরিচিত শয্যাসঙ্গী যে! তাদের উপায় আলাদা হলেও ইচ্ছা যে একই — "As I said, the British Government does not want the Hindus to remain strong and united for it looks upon them as staunch enemies of Birtish imperialism."

সুতরাং শত্রুতা সাধন করতে ঘরের শত্রু বিভীষণ প্রয়োজন। ব্রিটিশ সরকার মুসলিম লীগ ও জিন্নাকে সে উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করেছে। নির্বোধ কংগ্রেস নেতারা মিথ্যা আশায় তাদের পেছনে চরকির মতো ঘুরেছে। 'ও কিছু নয় সাপ' বলে উষ্ট্র-নীতি অবলম্বন করেছে।

বাংলায় সাম্প্রদায়িকতার কালোছায়া—ঢাকার দাঙ্গা

ব্রিটিশ ও মুসলিম লীগ—এই দুই অশুভ শক্তির মস্তিষ্কপ্রসূত বিভাজন নীতি এবং পাকিস্তানী ভাইরাস মুসলিম মানসিকতাকে কিভাবে আচ্ছন্ন করেছে এবং তার পরিণতিতে গ্রাম বাংলার বিশেষত পূর্ব বাংলার হিন্দু জনজীবন কেমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, তার উল্লেখ করে "বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল হিন্দু মহাসভা"র বর্ধমান অধিবেশনে (৩০শে নভেম্বর, ১৯৪০) শ্যামাপ্রসাদ তার বর্ণনা দিয়ে বলেন ঃ

" The last one year has witnessed distressing events in the history of this province. The riots that occurred in some parts of the province, specially Dacca, opened the eyes of the Hindus to the stern realities of the situation. Lawlessness of a large scale was allowed to spread its malign influence in different parts of the province and the

upholders of law and order were openly accused of becoming the supporters of disorder and lawlessness.

The evil mentality of Pakisthan spread its flame-like influence into the interior of the province and awakened the Hindus from their suicidal slumber."

পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

সে সময় পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে (যেমন ঢাকা ও নোয়াখালি) হিন্দুদের দুরবস্থার কাহিনী শ্যামাপ্রসাদ তাঁর ডায়েরীতে উল্লেখ করে গেছেন ঃ

"In 1940-41 there are serious allegations of oppression of the Hindus specially in Noakhali. In 1941 the Dacca riot had broken out... The whole city of Dacca was in flames.There were accusations on the part of the Hindus that the Police was helping the Muslims and by indiscriminate arrests preventing Hindus from defending themselves. Early in April, ... a terrible devastation took place in the rural areas in the Narayanguange sub-division. Nearly eighty villages were burnt and looted; about 3000 people fled for their lives to the nation State of Tipperah,... Leaflets were circulated that Pakistan had come, Muslim rule had been re-established and Hindus, if they chose to live, must live as converts to Islam. Fresh conversions took place."

পাকিস্তান—আর্থিক বৈষয়িক রাজনৈতিক সব দিক থেকে সর্বনাশা

সারা ভারতব্যাপী হিন্দু মহাসভার প্রাদেশিক সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ ভারত ভাগের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তান নামে মুসলিম হোমল্যাণ্ড যে হিন্দু ও মুসলমান কারো স্বার্থানুকূল নয়, তার উপর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। পাঞ্জাবের লায়ালপুরে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব প্রভিন্সিয়াল হিন্দু কনফারেন্সে (১-২ মে ১৯৪৩) তিনি মুসলিম লীগের কাছে 'পাকিস্তান' প্রস্তাবের তাৎপর্য এবং পরিকল্পিত পাকিস্তানে হিন্দুদের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট বক্তব্য দাবি করে বলেন ঃ

" We have made it clear beyond dispute that a division of India is no solution of India's communal problem. Financially, it is unworkable, Economically, it is disastrous, Politically, it is ruinous for India as a whole."

পারস্পরিক সহনশীলতা ও বোঝাপড়ায় আসুন ঃ মুসলমানদের প্রতি শ্যামাপ্রসাদ

কিন্তু এসব সঙ্গত প্রশ্নের জবাব মুসলিম লীগ নেতাদের কাছ থেকে আশা করাই বৃথা। কারণ জবাব দেবার মতো মুখ তাদের নেই। তারা তো প্রকৃত পক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপাত্ররূপেই কাজ করছে; তাদের উদ্দেশ্য সাধন করছে; বিদেশী জোঁককে নিজের শরীরের রক্তপানে সাহায্য করছে।

কয় মাস পর—২৬ ডিসেম্বর ১৯৪৩ তারিখে অমৃতসরে অনুষ্ঠিত "অল ইণ্ডিয়া হিন্দু মহাসভা অধিবেশনে"ও তিনি অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তান প্রস্তাবের অসারতা ব্যাখ্যা করে এবং সুখী সমৃদ্ধ ভারত গঠনে হিন্দু-মুসলমানের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে আবার বলেন ঃ

"Today, the Moslem League which is acknowledged by the Government as perhaps the only spokesman of Moslem view-point in India, has raised the cry of breaking India into fragments as a condition precedent to political settlement. None knows better than the British Government itself that Pakisthan is a sheer impossibility. We oppose it not merely because Hindus cannot tolerate the idea of vivisection of their Motherland but because both economically and politically such a division will be dangerous to the welfare of India as a whole.

Ultimately the choice before the two communities must be either peace based on mutual tolerance and understanding or civil war. I plead with all the emphasis at my command that the former may be the final outcome of Hindu-Moslem relationship in India, ...If ever that settlement comes, Hindus must watch and see that their rights are properly protected. If on the otherhand, goaded

by the present anti-Hindu policy of our rulers, the Pakisthani mentality deepens amongst Moslems of India, there can be no peaceful settlement of the Hindu-Moslem problem in this country."

এভাবে ১৯৪৩ সালও শেষ হল। ইতিপূর্বে ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে কংগ্রেস খুব বাহবা নিল; কিন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রত্যাখ্যান প্রস্তাবের মধ্যেই প্রকারান্তরে তার নির্যাস অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থনের ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া গেল। যেমন ঃ

"The Committee cannot think in terms of compelling the people in any territorial unit to remain in the Indian Union against their declared and established will."

পাকিস্তান হিন্দু মুসলমান কারও পক্ষে শুভঙ্কর নয় ঃ হিন্দুরা কি ক্রীতদাসের জীবন যাপন করবে?

বাংলায় তখন চরম দুর্ভিক্ষাবস্থা। লাখে লাখে লোক না খেয়ে মারা যাচ্ছে। হিন্দুদের কথা ছেড়ে দিই; কিন্তু গরীব মুসলমানরা অন্নহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় যখন লাখে লাখে মারা যাচ্ছে, তখন তাদের কানে 'ইসলাম বিপন্ন' আর 'পাকিস্তান' জিন্দাবাদ ধ্বনি ও তৎসহ হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করে তাদের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেবার সযত্ন প্রয়াস চালাচ্ছে মুসলিম লীগ সরকার।

শ্যামাপ্রসাদ বিরোধী পক্ষের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে যেমন আইন পরিষদের ভিতরে ও বাইরে তাঁর দায়িত্ব পালন করছেন, তেমনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি হিসেবে বহির্বঙ্গেও তিনি মুসলিম লীগ ও ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছেন। লায়ালপুরে অনুষ্ঠিত পূর্বোক্ত হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে তিনি শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবির অসারতা ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

"It (Muslim League) has put forth the theory of two nations for Hindus and Moslems in India. It demands a separate homeland for Moslems and on this basis it has raised the standard of Pakisthan. But it is not Moslems alone who will live in this separate homeland.....where several crores of Hindus, though a minority, will continue to live..."

দেশভাগ করে, পাকিস্তান সৃষ্টি করে যে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা মিটবে না সেকথা স্পষ্টাক্ষরে তিনি ঘোষণা করেন ঃ

"In Pakisthan area Hindus will continue to live and in Hindusthan area Moslems will remain as they are. We have get to know how the differences between the two communities are proposed to be solved within each such area."

সুতরাং মুসলিম লীগের প্রস্তাবিত পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের কি দশা হবে, তারা কি স্বাধীন নাগরিক হিসাবে নিজস্ব ধর্মসংস্কৃতি বজায় রেখে মানসম্মান নিয়ে বসবাস করতে পারবে, না ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট ক্রীতদাসের জীবন যাপন করবে, মিঃ জিন্না ও লীগ নেতাদের কাছে তিনি তার সুস্পষ্ট জবাব চান ঃ

"The Hindus in provinces where they are in a minority have every right to ask for a full and frank statement from the protagonists of Pakisthan explaining the manner in which Hindu rights and privileges will be protected. Will they live as free men or serfs?"

ভারতভাগ না করে সীমানা বিন্যাসে আসুন ঃ শ্যামাপ্রসাদ

তারপর তিনি মুসলিম নেতাদের কাছে এক যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব রাখেন যে তারা যদি প্রকৃতই মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে পাকিস্তান পরিকল্পনা রূপায়ণে বদ্ধপরিকর হন, তাহলে ভারত ভাগ না করেও তা করা যেতে পারে। প্রাদেশিক সীমানা পুনর্বিন্যাস করে অখণ্ড ভারতের কাঠামোর মধ্যেও তারা প্রকৃত মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি নিয়ে পাকিস্তানের সাধ পূর্ণ করতে পারেন ঃ

"We can legitimately ask that if the communal problem is really capable of an amicable adjustment under Pakisthan scheme, why should not that adjustment be made in existing or re-distributed provincial spheres without the vivisection of India. If the claim is put forward that certain zones predominantly Moslem should remian under the control of their own government so as to advance Moslem interests, it is possible to achieve this, if

desired, by a proper redistribution of the provincial boundaries which will not be harmful to the solidarity and stability of a particular zone."

সংখ্যালঘু হিন্দুদের জন্য উদ্বেগ

কিন্তু উপরিউক্ত পদ্ধতিতে প্রাদেশিক সীমানা পূনর্বিন্যাস করলেও মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে যে সমস্ত হিন্দু থেকে যাবে তাদের ভাগ্যে কি ঘটবে, সে প্রশ্ন শ্যামাপ্রসাদ না তুলে পারেন নি ঃ

"But even in such an event, there will still be a small percentage of non-Moslem inhabitants enjoying equal citizenship and one may well ask what exactly will be the method of safeguarding their rights and privileges."

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অঞ্চলের হিন্দুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে শ্যামাপ্রসাদের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ আছে। দেশের ভবিষ্যৎ যে দ্বিবিধ বিপদের সম্মুখীন তা তাঁর নজর এড়ায় নি। তিনি তাঁর আশঙ্কা ও উদ্বেগের কথা পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেন ঃ

"I have analysed in some details the two dangers that stand in the way of our future national progress. One is British determination to keep us in bondage as long as it possibly can. The other is the growth of an undefined Pakisthan outlook which, if not counteracted, is bound to inflame more and more the minds of masses and their leaders with a dream of Moslem Raj in India."

আসুন মিলেমিশে বাস করি ঃ শ্যামাপ্রসাদ

তিনি ভারতে মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার আজব খোয়াব ত্যাগ করে হিন্দু-মুসলমান মিলে সমবেতভাবে ভবিষ্যৎ স্বাধীন সুখী ও সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তোলার আহ্বান জানান ঃ

"It is only when Hindus and Moslems will stand together, strong, fearless and well-trained, both understanding each other's point of view and realising that it is not Hindusthan and Pakisthan they now live in but

Englishthan in the truest sense of the word, they will then unite for the attainment of their country's freedom."

আর সে উদ্দেশ্য সাধনে দুই সম্প্রদায়কে যেভাবে বোঝা-পড়ার মাধ্যমে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে সে পথনির্দেশও করেছেন ঃ

"Let each of them follow his own religion, pursue his own culture, contribute to the growth of a common civilisation, imbibing the best elements of both. Let them regard themselves not as belonging to two separate nations that cannot amicably live together, but as two arms of the great mother which by virtue of their strength and unity will protect her truest interests now and for generations yet unborn."

দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপিত হবার পর থেকেই হিন্দু মহাসভা এই সর্বনাশা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে; যখন অন্য কোনও রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি তা নিয়ে মাথা ঘামান প্রয়োজন বোধ করেনি। ১৯৪৪ সালের ৭ ও ৮ অক্টোবর গোরক্ষপুরে অনুষ্ঠিত United Provinces Hindu Conference-এ শ্যামাপ্রসাদ পুনরায় পাকিস্তান প্রস্তাবে হিন্দু মহাসভার বিরোধিতার কথা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে বলেন ঃ

"It was not till March 1940 that the first demand for Pakisthan was made at the Lahore session of the Moslem League. Since that time the Hindu Mahasabha has systematically opposed this pernicious doctrine and has declared its readiness to resist by every possible means the imposition of this highly destructive principle on the frame-work of the Indian constitution."

গান্ধীজীর দোদুল্যমান চিত্ত

এই পাকিস্তান প্রস্তাবের প্রতিষেধক হিসাবে যে রাজাগোপলাচারী ফর্মুলা (C.R. Formula) উত্থাপিত হয়েছে শ্যামাপ্রসাদ তারও বিরোধিতা করলেন। তিনি বললেন দু'টি প্রস্তাবেই ভারতভাগের বীজ নিহিত রয়েছে, সুতরাং দু'টিই পরিত্যাজ্য ঃ

"The principle of Pakisthan did not indeed receive any serious support from any responsible non-Moslem

quarter. It was only recently that Gandhiji's acceptance of what is commonly known as the C.R. formula has given a last flicker to a dying and decaying doctrine, which was being slowly repudiated by large sections of Moslems themselves, anxious, for the progressive welfare of their country. It is true that the talks between Gandhi and Jinnah have broken down for the time being, it is also true that the letters written by Gandhiji and his subsequent statements include some of the strongest possible arguments against the vivisection of India. But a careful and detached perusal of these very documents will disclose how strikingly inconsistent Gandhiji has sometimes proved himself to be. Indeed it would appear while he was conceding to Mr. Jinnah, his brain was sometimes providing arguements which his heart did not really subscribe to. In any case, he has not yet repudiated his approval of the C.R. Formula which Hindus will never accept either in its present or in any modified form."

রাজাজী ফর্মুলার দোষত্রুটি ঃ হিন্দু মহাসভার চোখে

রাজাগোপালাচারী ফর্মুলা সম্পর্কে গান্ধীজীর এই দোনামোনা মনোভাবের প্রতি ইঙ্গিত করে হিন্দু মহাসভা থেকে তার তীব্র সমালোচনা করা হয় ঃ

"The Hindu Mahasabha strongly criticised the C.R. formula on the following basis :

1. It is a misapplication of the principles of self-determination.

2. It will break up the geographical, political, cultural and historical unity of Hindusthan.

3. It makes impossible the very object for which it is devised, namely Hindu-Muslim unity.

4. It will endanger the defence of Hindusthan.

5.It will create autonomous tracts which will be economically bankrupt.

6. There will be no protection to the minorities in the said tracts.

7. Separate, autonomous, uneconomical tracts will give rise to clash of interests and therefore civil war and chaos.

8. This scheme is defective in as much as it does not make clear where those separate and autonomous tracts will remain.

9. This scheme is of the result of ruinous appeasing policy followed by the Congress towards the Muslims in this country.

10. The preamble is misleading since it, in reality, is a call to the members not to help Hindusthan's freedom but help themselves to establish Pakistan."

ভুলাভাই দেশাই'র দৌত্যের বিরোধিতা

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সি. আর. ফর্মুলার বিচার-বিশ্লেষণ করে হিন্দু মহাসভা ঐ ফর্মুলার ভিত্তিতে যে কোনও ধরনের আলোচনার বিপক্ষে মত প্রকাশ করে। মহাসভার কার্যকরী সমিতির সভায় শ্যামাপ্রসাদ এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন; তাতে মিঃ ভুলাভাই দেশাইর মারফতে যে আলাপ-আলোচনার প্রচেষ্টা চলছে তার সাফল্য সম্পর্কে গভীর সংশয় প্রকাশ করা হয় ঃ

"At the Working Committee meeting in Delhi on 20 and 21 January, 1945, Dr. S. P. Mukherjee stated :

We hear again of a move for a fresh Congress-League settlement through the efforts of Mr. Bhulabhai Desai though the detailed plans are not officially known to us. Let me say unhesitatingly that Hindu-Muslim problem will never be solved by the spokesman of the Congress bartering away the rights of the Hindus and agreeing to increased percentage of representation to the League in the Central and Provincial government either on a higher basis than their population justifies or on a scale higher than what Muslims are entitled to even under the present constitution."

তখন যে কোনও শর্তে মুসলিম লীগের সঙ্গে আলোচনায় বসতে কংগ্রেসের ব্যগ্রতা দেখে শ্যামাপ্রসাদ প্রমাদ গুনলেন।

শ্যামাপ্রসাদের আশঙ্কা যে কতদূর অভ্রান্ত তা অনতিবিলম্বেই প্রমাণিত হয়েছে। ততদিনে সারা ভারতে মুসলিম লীগের জঙ্গীপনা শুরু হয়ে গেছে। কোথাও মুসলিম লীগ শাসনে, কোথাও ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের প্রত্যক্ষ মদতে হিন্দুরা নানাভাবে নির্যাতিত হয়ে চলেছে। তাদের হয়ে কথা বলার কেউ নেই। হিন্দুর হয়ে কথা বলা কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ। তাই হিন্দু মহাসভার উপরই হিন্দুর স্বার্থ ও নিরাপত্তার বার্তা ঘোষণার দায় চাপল। শ্যামাপ্রসাদ লুধিয়ানায় 'পাঞ্জাব প্রভিন্সিয়াল হিন্দু মহাসভা কনফারেন্স' (১২-১৩ নভেম্বর ১৯৪৪) খোলাখুলি ভাবেই বলেন ঃ

"The tyranny of the Moslem League Ministries on Hindus and even on Moslems who do not agree with Moslem League politics, backed by powerful British support, is a positive slur on the country's administration.

It is my firm conviction that if Bengal and the Punjab remain united, they will provide their mother country, with two strong arms which will make Pakisthan a sheer impossibility."

ভারতভাগ প্রশ্নে কংগ্রেসের নমনীয় মনোভাবে ক্ষোভ

কিন্তু একান্ত গান্ধীজী-নির্ভর বৃদ্ধ কংগ্রেসী নেতাদের মধ্যে ভারতভাগ ঠেকাবার কোনও সুদৃঢ় মনোভাব দেখাই যাচ্ছে না। ব্রিটিশের কূটনীতির জালে জড়িয়ে গান্ধী ও কংগ্রেসের মধ্যে এমন একটা ভাব সৃষ্টি হয়েছে যেন জিন্না ও লীগকে খুশি করতে পারলেই স্বাধীনতা হাতে তুলে দেবার জন্য ব্রিটিশ সরকার তৈরি হয়ে বসে আছে। ফলে কংগ্রেসের মুসলিম ও জিন্না তোষণ-নীতি চলছে অব্যাহত ভাবে; আর জিন্নার ঔদ্ধত্য ও অহমিকা বেড়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে। তখনকার অবস্থা বর্ণনা করে বিলাসপুরে অনুষ্ঠিত "অল ইণ্ডিয়া হিন্দু মহাসভা" অধিবেশনে (২৪ ডিসেম্বর ১৯৪৪) শ্যামাপ্রসাদ জিন্না ও লীগের পুনরুজ্জীবনে গান্ধীজীর অবদানের কথা ক্ষোভের সঙ্গে উল্লেখ করে বলেন ঃ

"In any case Gandhiji's support of what is now known as the Raja Gopalachari formula offered to Mr. Jinnah a few month ago, has greatly confused the situation.

Mr. Jinnah's dream of Pakisthan was fading away even from the minds of a section of his own followers. His prestige and that of the Moslem League were on the wane, when Gandhiji came forward to give his blessing to what is called the C.R. formula and thus gave the League a fresh lease of life. Mr. Jinnah has rejected even this scheme and asks for further surrender."

জিন্না চরিতের মূল্যায়ন ঃ রাজপুরুষদের চোখে জিন্না

একদিকে কংগ্রেসের ছত্রভঙ্গ অবস্থা, অপরদিকে জিন্নার ক্রম-উত্থানই এ সময়কার রাজনৈতিক আবহাওয়া। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ তার এক সঠিক চিত্র এঁকেছেন, যা শ্যামাপ্রসাদের অভিমতকেই সমর্থন করে ঃ

".... the Muslim League under Jinnah is making every effort to enroll all Muslim opinion under its banner and to make it militant. Jinnah has seized the opportunity of the Congress eclipse to strengthen the position of the League, with great success...... Beyond Pakistan I do not think he has any constructive ideas about Pakistan itself. He is an ambitious politician.... He has probably however, the power to stir up a lot of trouble and will do so in pursuit of his ambitions." (Memorandum by Secretary of State for India, 11.5.44).

জিন্না চরিত্রের এই মূল্যায়নে কোনও ভুল নেই। কারণ জিন্না তো তাদেরই হাতে গড়া পুতুল। সুতরাং তাঁর নাড়ীনক্ষত্র ও মানসিক গঠন তাদের নখদর্পণে। তেমনি মুসলিম লীগও তাদের হাতে তৈরি প্রতিষ্ঠান। সুতরাং মূল্যায়ন ভুল হবার কথা নয় ঃ

"The Muslim League's influnce has increased greatly and is still increasing. Pakistan which began as an undergraduate "squib", is now a serious plan, though nobody— Muslim or Hindu — is at all definite about the boundaries of the Muslim "home land". Jinnah is rapidly consolidating his position through the Governments of the Muslims majority Provinces..... It is hardly too much to say that

Jinnah is the Muslim League. He is a vain, shallow and ambitious man who would probably think the present time inopportune for any rapproachment with the Hindus." (Memorandum by Lord Wavell, 15.9.43)

এই আত্মম্ভরী জিন্নাকে তোয়াজ করে যে কোনও লাভ নেই সেকথা শ্যামাপ্রসাদ বার বার বলে গেছেন।

হিন্দুরা নিজেরা সাবধান হোন ঃ শ্যামাপ্রসাদ

এই পরিস্থিতিতে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের সতর্ক করে বলেন ঃ

" Let me repeat that a proposal agreeing to a division of India, no matter on what ground, is not only against the interset of Hindus but of India as such. Once we allow religious considerations to determine the sovereignty of particular areas in India which will by no means be confined to one-single community following one religion. There will be no peace and progress for us.

Let us not delude ourselves by ignoring the fact that the urge for Pakisthan is to see Islam re-established in India as the sovereign power. To placate it is to let loose the worst type of fanatical zeal. It is nothing short of a cancerous growth and the sooner it is uprooted and cured, the better it is for all concerned."

এই বিষয়ে কংগ্রেসের সত্য কথা বলার সৎসাহসের অভাব ও 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতির প্রতি কটাক্ষ করে শ্যামাপ্রসাদ হিন্দুদের সঠিক পথে চলার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন ঃ

"The Congress sometimes dares not speak out the truth lest it should be dubbed as pro-Hindu and communal in outlook. The Mahasabha on the other hand, can afford to point its finger towards the history of India and of the world and organise public opinion throughout the country to oppose ruthlessly any scheme that may lead to the dismemberment of the Indian nation. It asks for the support of all non-Hindus in this great task of national

service. It offers its hand of co-operation to all communities particularly Muslims, and it is prepared to work with them for building up a common national life for the whole of India."

ঘুষ দিয়ে ঐক্য হয় না, চাই ভারতীয়ত্ব বোধ ঃ শ্যামাপ্রসাদ

কোন কোন মহল থেকে জিন্নাকে প্রধান মন্ত্রী করে সরকার গঠন পূর্বক অচলাবস্থা দূরীকরণের সুপারিশ করা হলে শ্যামাপ্রসাদ ঘুষ দিয়ে এ ধরনের মেকী ঐক্য ও সংহতির অসারতা ব্যাখ্যা করে পাঁচ বছর আগেই বলেছেন ঃ

"If you believe that communalism stands as an ever-rising hindrance to the attainment of our goal, let me remind you that a surrender to the demands of reactionary Moslems, even to the length of offering to the President of the League the Prime-Ministership of India, will not restore Hindu-Muslem unity. I am not agaisnt Hindu-Moslem unity. But this unity must be built on the fundamental concept that Hindusthan is indivisible, that Hindusthan is the fatherland of all communities claiming the citizenship of this country and that a free Hindusthan where minority rights will be scrupulously protected must always remain primarily in the hands of the childern of the soil themselves." (Madura, 29.12.40)

অর্থাৎ অন্তরে বিভেদ ও বিদ্বেষের বিষ লুক্কায়িত রেখে বাইরে বাইরে রাঙ-ঝাল দেওয়া ঐক্য ও মিলনের চেষ্টা ক্ষণস্থায়ী হতে বাধ্য। ভারতের অখণ্ডতা অবিভাজ্য এবং ভারতের নাগরিক হিসাবে সুখদুঃখের সমভাগী হবার গৌরববোধ মনে না জাগলে, কোনও চুক্তি বা সমঝোতাই স্থায়ী হয় না। পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনের নয় মাসের মধ্যেই শ্যামাপ্রসাদ যে অভিমত ব্যক্ত করেন ছয় বছর পর তা অক্ষরে অক্ষরে ফলেনি কি? ভারতীয় বলে গর্ববোধ এবং ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার কোনও তাগিদ জিন্না সমেত মুসলিম লীগ নেতারা কখনো কি দেখিয়েছেন? এক হাতে বক্‌রী আরেক হাতে ছোরা নিয়ে কসাই-খানার কসাইর মতো তারা সবসময় ভারত-মাতার দেহ ছিন্ন করতেই উদ্যত-হস্ত ছিলেন। দেশ ও দেশবাসীর

বৃহত্তর স্বার্থ নিয়ে একটি কথা নেই; মুখে সব সময় শুধু "মুসলমানের ভাগ দাও, হিস্যা দাও" রব।

মুসলমানরা পাকিস্তান চাইলেই পাবে—ব্রিটিশ অরাজি নয় : আর. জি. কেসীর কুমন্ত্রণা

মুসলমানদের এই 'ভাগ চাই, ভাগ চাই" রবের পেছনে ছিল ইংরেজ রাজপুরুষদের পূর্ব মদত ও উস্কানি। ৬ নভেম্বর ১৯৪৪ তারিখে বাংলার লাট আর. জি. কেসী বড়লাটকে লিখেছেন :

"They (the Muslims) have been our friends and supporters for many years. I would envisage it being said privately but authoritatively to Jinnah and to any other Muslims of consequence ..... that if Muslims want Pakistan, they can have it, so far we are concerned."

এ যে একেবারে 'মিঞা বিবি রাজী' নয়, 'বিবি ও কাজী'ই রাজী; মিঞা একেবারেই 'আউট'। এরপর আর জিন্নাকে পায় কে? পাকিস্তান প্রাপ্তির পথের বাধা হিন্দুদের টিট করার কাজে লেগে গেলেন কোমর বেঁধে। জিন্নার সঙ্গে সব আলাপ আলোচনাই নিরর্থক। তবু কংগ্রেস নেতারা পুরানো অভ্যাস মতো জিন্নার সঙ্গে বারংবার দেখা-সাক্ষাৎ করে অযথা কালক্ষেপ করেছেন, তাঁর দেমাক বাড়িয়েছেন। আর আশ্চর্যের বিষয়, এহেন কেসীর সঙ্গে গান্ধীজী কলকাতায় দিনের পর দিন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা 'heart to heart talk' করেছেন; কিন্তু তার মনের কথা কিছুই আঁচ করতে পারেন নি।

কম্যুনিস্টদের 'গ্রেট' ডিগবাজি

হিন্দু মহসভা ছাড়া সে সময় পাকিস্তান প্রস্তাবের অন্যতম বিরোধী ছিল ভারতের কম্যুনিস্ট দল। প্রস্তাব গ্রহণের পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে ১৯৪০-এর ৫ই মে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত ৭নং নিউজলেটারে পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলা হয় :

"We oppose Pakistan not because we are opposed to the right of the Muslim people to full freedom to develop their own culture and languages, and practise their own

religion. We oppose Pakistan because it is a slogan to mislead the Muslim masses, to split them away from national struggle, to disrupt that struggle and to perpetuate the rule of imperialism. In fact those who promise in Pakistan freedom to the Muslim masses are cheating them. They are setting them to their own enemies." (ভারতবিভাগ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় নেতৃত্ব — শ্যামলেশ দাশ)

কিন্তু বছর দুই না যেতেই কম্যুনিস্ট পার্টির 'বদলে গেল মতটা'।

১৯৪২ সাল থেকে তারা খোলাখুলিভাবে মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করা শুরু করলেন। **People's War**-এ লেখা হল ঃ

"Pakistan is a just demand for the Muslim Homeland, so it must be given the right to secession, the right to form an independent Govt." তারা আরও বল্লেন যে এই right to secession বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকারকে যারা জিন্নার খামখেয়াল বলে মনে করেন (Special fads of Jinnah) বা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে কতিপয় কম্যুনিস্টের ভারত বিভাগের ষড়যন্ত্র বলে মনে করেন, তাঁরা দেশের মুসলিম নবজাগরণকে অস্বীকার করেই তা করেন। (People's War 9. 8. 42)".

অনেকেই পার্টির এই 'গ্রেট' ডিগবাজির কারণ খুঁজে পান না।

"পাকিস্তান সম্পর্কে পার্টির সুচিন্তিত প্রস্তাবটি চাপা পড়ে গেল। সামনের সারিতে চলে এলো ডঃ অধিকারীর থিসিস, সাজ্জাদ জাহীরের পুস্তিকা। সেগুলিই দলের নীতি বলে প্রাধান্য পেল। দেশসুদ্ধ মানুষ জানলো কম্যুনিস্ট পার্টি পাকিস্তানের সমর্থক। এর পিছনে কি কারণ ছিল তা আজও রহস্যাবৃত।" (ঐ)

এই রহস্য ভেদ করা তেমন কঠিন কাজ নয়। শুরু থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টিতে মুসলিম মৌলবাদের সংশ্রব ঘটেছিল। হিন্দু কমরেডরা হিন্দুত্ব বর্জন করবে; কিন্তু মুসলিম কমরেডরা তাদের ইসলামিয়ানা বজায় রাখবে— এটাই হল অঘোষিত নীতি। প্রথমদিকে দলের মূল শক্তিকেন্দ্র ছিল মুসলিম শ্রমিকশ্রেণী। পাকিস্তান দাবি জোরদার হয়ে উঠতেই দেখা গেল মুসলমান শ্রমিকরা কমরেডদের সভা ছেড়ে লীগের সভায় ছুটছে। তখন তাদের হাতে রাখতেই কম্যুনিস্ট পার্টির লীগের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেশভাগ ও পাকিস্তান দাবি সমর্থন করা ছাড়া উপায় ছিল না। "পাকিস্তান মানতে হবে, তবেই

ভারত স্বাধীন হবে” বলে চোঙ্গা ফোঁকা শুরু হল। কম্যুনিস্টদের সেই যে মুসলিম তোষণের শুরু, আজও তা চলছে অব্যাহত গতিতে—এমন কি হিন্দুস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে। এই মনোভাব থেকেই কম্যুনিস্ট পার্টি দেশভাগের মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছিল (জুন, ১৯৪৭); কিন্তু পুরো বাংলা পাকিস্তান না হওয়ায় বেদনাহত চিত্তে ধ্বনি তুলেছিল—“বাংলাভাগ করল কে—শ্যামাপ্রসাদ আবার কে?”

১৯৪৫-৪৬-এর নির্বাচন

নেতাজীর জন্য কংগ্রেসীদের মায়াকান্না ঃ হিন্দুদের বোকা বানিয়ে বাজিমাত ঃ হিন্দুদের নিজপায়ে কুড়াল মারা

এভাবে ১৯৪৪ সালও শেষ হল। ১৯৪৫ সালটি যুদ্ধে মিত্রশক্তির জয়, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের ভারত অভিযানের কাহিনীর প্রকাশ, আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সেনা ও সেনানীদের বিচার, তাদের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী আন্দোলন, নেতাজীর তথাকথিত মৃত্যুকাহিনী, বাংলায় মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার পরাজয় ইত্যাদি ঘটনায় কাটল। সারা ভারতে তখন টালমাটাল অবস্থা। ব্রিটেনেও রক্ষণশীল দলের পরাজয় ও শ্রমিক দলের ক্ষমতা লাভ। এই ডামাডোলের মাঝে দেশে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট নিরসন মানসে ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসন পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ লড়ল পাকিস্তানের দাবিতে, হিন্দু মহাসভা লড়ল পাকিস্তান তথা দেশবিভাগের বিরুদ্ধে; কংগ্রেস কিসের জন্য লড়ল তারাই জানে। মুসলিম লীগ দেশমাতাকে জবাই করতে ছুরি শানাচ্ছে; তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে সেকথা তারা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করেছে; সে তুলনায় কংগ্রেসের নির্বাচনী ইস্তাহারখানা যেন প্রাইমারী ছাত্রের গরু সম্পর্কে রচনা। আসন্ন বিপদ ও সঙ্কট সম্পর্কে একটি কথা তাতে নেই। নেহরু সমেত কংগ্রেসীরা অব্যবহৃত কালো কোট পরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ মামলায় দাঁড়ালেন এবং নেতাজীর রণধ্বনি ‘দিল্লী চলো’ ও ‘জয় হিন্দ্’ চুরি করে হিন্দুদের বোকা বানালেন। বেকুব হিন্দুরা শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যে কান না দিয়ে আবেগে ভেসে গিয়ে কংগ্রেসকে উজাড় করে ভোট দিলেন। সে সঙ্গে নিজেদের পায়ে কুড়াল মারলেন। ওদিকে পাকিস্তান দাবিতে মুসলিম লীগের জয় জয়কার। পাকিস্তান কায়েমের পথে তারা কয়েক কদম এগিয়ে গেল। তাদের রাজনৈতিক ভাবে প্রতিহত করার জন্য কোনও হিন্দু প্রতিষ্ঠান রইল না। কারণ, নির্বাচনে হিন্দু

মহাসভার ভরাডুবি ঘটল। বাঙালী, পাঞ্জাবী ও সিন্ধী হিন্দু-শিখের এক তরফা মার খাবার পথ প্রশস্ত হল।

মন্ত্রী মিশনের আগমন ঃ মুসলিম লীগকে পাকিস্তান খেলাতের ব্যবস্থা

১৯৪৬-এর মার্চ মাসে বিলাত থেকে মন্ত্রী মিশন এসেছে। তারা ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। মুখে তাদের স্মিত হাসি। তাদের ঔরসজাত মুসলিম লীগ ততদিনে হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ যুবকে পরিণত। ইংরেজের বকলমে হিন্দুদের উচিত শিক্ষা দেবার তাগদ আয়ত্ত করেছে। মন্ত্রী মিশন ভারতকে অখণ্ড রাখার মোড়কে তিন খণ্ড করার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে এনেছে। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা বলা হয়। কিন্তু শয়তানের মস্তিষ্ক যে কত বড় কারখানা তৈরি করতে পারে তার প্রমাণ এই মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা। এতে ক্রিপস্ প্রস্তাবকে আরও সুসংহত রূপ দান করা হয়েছে। মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবিকে পুরোপুরি সংবিধান সম্মত স্বীকৃতি দান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে ভারত যাতে কখনোই নিজ পায়ে দাঁড়াতে না পারে এবং সর্বক্ষণ দুই সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি পারস্পরিক কলহবিবাদ ঝগড়াকাজিয়ায় ব্যস্ত থাকে, তারই সুনিপুণ পটভূমি তৈরি করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানে মতবিরোধ ঃ ছোরা হাতে মুসলিম লীগ ঃ Direct Action বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক

মিশন প্রস্তাব কার্যকর করার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য যে অন্তর্বর্তী সরকার গড়ার বিধান রয়েছে, তাতে যোগদান নিয়ে ও সংবিধান রচনার প্রক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। দুই দলের ব্যাখ্যা ও বোঝাপড়ায় দারুণ মতভেদ সৃষ্টি হল। কংগ্রেস প্রস্তাবের এক অর্থ করে সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিল; মুসলিম লীগ তার সঙ্গে একমত না হয়ে মন্ত্রিসভায় যোগদানে বিরত থাকল এবং ১৬ই আগস্ট, ১৯৪৬ তারিখে ভারতভাগ ও পাকিস্তানের দাবিতে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস পালনের ডাক দিল। প্রথমে কলকাতায় ও পরে নোয়াখালি, ত্রিপুরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে হিন্দুদের উপর একতরফা আক্রমণ, লুটপাট, নারীজাতির লাঞ্ছনা, খুনজখম, অগ্নিসংযোগের অগুনতি ঘটনা ঘটল।

কলকাতার নৃশংস দাঙ্গার পরেও শ্যামাপ্রসাদ দেশভাগের সপক্ষে কোনও কথা বলেননি। ২০ সেপ্টেম্বর বাংলার বিধান সভায় সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনাকালেও বাংলাভাগ তো দূরের কথা, ভারতভাগের পক্ষেও কোন কথা বলেননি। বরং তিনি হিন্দু মুসলমানের ঐক্যের উপরই জোর দিয়ে বলেছেন ঃ

"After all, forget not who suffered most during the Calcutta-killing. It was mainly the poorer people, both amongst the Hindus and Muslims, ninety per cent of them were poor and innocent and if the leaders lose their heads and go on creating a situation which they cannot ultimately control, the time will soon come when the common man will turn round and crush the leaders instead of being themselves crused."

যা হোক, পরবর্তী পর্বে ১৬ আগস্টের কলকাতা দাঙ্গা— যা 'Great Calcutta killings নামে অভিহিত, সে সম্পর্কে কিছু কথা।

সপ্তম অধ্যায়

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঃ নৃশংস ১৬ আগস্ট ঃ মাটি ভাগের দাবিতে মানুষ কাটা শুরু ঃ কলকাতার দাঙ্গা (দি গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংস্)

কলকাতার দাঙ্গা, নোয়াখালির দাঙ্গা ইত্যাদি কথাগুলি একশ্রেণীর ইতিহাস কারবারী অত্যন্ত অবহেলাভরে উল্লেখ করে থাকে—যেন ওসব তেমন কোনও ব্যাপারই নয়। কেউ বা এসব ব্যাপারে একেবারেই মুখ খোলে না; খুললেও দাঙ্গার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে সমভাবে দায়ী করে থাকে। অনেকক্ষেত্রে হিন্দুদের উপরই দোষারোপ করে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দেয়। এই দাঙ্গা কারা আরম্ভ করেছিল, কেমন তার প্রস্তুতি, কোথায় তার সূত্রপাত, কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এসব ব্যাপারে তথ্যবিকৃতি ও সত্যের অপলাপে পারদর্শিতা প্রদর্শনই এখন প্রগতিশীলতার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আধুনিক ভারতের জন্মলগ্নের নগ্ন ইতিহাস যে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়, সেকথা ইতিহাস কারবারীরা (ঐতিহাসিক নামে কথিত) ভুলিয়ে রাখতে চায়; ঘাতকের রক্তাক্ত জোব্বার উপর সাদা চাপকান চড়িয়ে প্রভুদের মনোরঞ্জন করে। এবারে সে চাপকান একটু সরিয়ে ঘাতকের আসল রূপটি দেখা যাক।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক

স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্কালে মুসলমানরা তাদের হিস্যা বুঝে নিতে ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট নারকীয় তাণ্ডবের সৃষ্টি করেছিল কলকাতার বুকে। পরে এই বর্বরতার বহ্নিশিখা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তার সাময়িক সমাপ্তি ঘটে একবছর পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। এমন স্বপ্নের স্বাধীনতার শুভাগমন আশায় অধীর লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধ নরনারীর নৃশংস হত্যাকাণ্ড, শত সহস্র মা-বোনের মান-সম্ভ্রম নষ্ট, অগণিত যুবতী নারীর অপহরণ, লক্ষ লক্ষ সোনার সংসার শ্মশানে পরিণত করার ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে কোথাও ঘটেছে বলে শোনা যায়নি। ধন-সম্পত্তি লুটপাটের হিসাব করা মানুষের

সাধ্যাতীত, কিন্তু প্রায় দুই কোটি লোকের প্রাণ ও মান বাঁচাবার তাগিদে বাস্তুত্যাগের দ্বিতীয় কোনও নজীরও ইতিহাসে জানা নেই। নদীমাতৃক বঙ্গ দেশ আর পঞ্চনদের পাঞ্জাবের কত লক্ষ নরনারী শিশুর রক্তের বিনিময়ে এই 'বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা' অর্জিত হয়েছিল, তার পরিমাপ কে করবে? আর আমরা সে রক্তাক্ত দিনকে বিস্মৃত হয়ে তারই ফলশ্রুতিতে লব্ধ ১৫ই আগস্ট নিয়ে মাতামাতি করছি। ইতিহাস কি আমাদের ক্ষমা করবে?

ঘটনার সূত্রপাত ১৯৪৬ সালের ২৭-২৮ জুলাই তারিখে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের "Direct Action" কিংবা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম প্রস্তাব গ্রহণ থেকে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন স্থির হয় ১৬ই আগস্ট। এই সংগ্রাম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে নয়—কংগ্রেস তথা হিন্দুদের বিরুদ্ধে। কারণ, তারাই পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। ব্রিটিশ তো পাকিস্তান দিতে এক পায়ে খাড়া। সুতরাং পাকিস্তান প্রাপ্তির পথে বাধাদানকারী হিন্দুদের উচিত শিক্ষা দিতে হবে। তার প্রস্তুতি চলে জোর কদমে।

আমাদের হাতে পিস্তল আছে, তা ব্যবহার করতে জানি ঃ জিন্না

জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের উদ্দেশ্য গোপন রাখেন নি। বেকুব হিন্দুরা তার মর্মার্থ অনুধাবন করতে না পেরে হাজারে হাজারে মারা গেল, তাদের অপরিমিত ধনসম্পত্তি বিনষ্ট হল, নারীজাতির মান-ইজ্জত ধূলিসাৎ হল। জিন্না কোন রাখঢাক না রেখেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন—"What we have done today (the day when the League Council passed the Direct Action resolution) is the most heroic act in our history. Never have we...done anything except...by constitutionalism. But now...we bid goodbye to constitutional methods."

নিয়মতান্ত্রিক পন্থা বর্জন করে যে অনিয়মতান্ত্রিক পন্থার আশ্রয় গ্রহণ করা হবে, তার স্বরূপ ব্যাখ্যা করে জিন্না বলেছেন--"Now the time has come for the Muslim Nation to resort to direct action. I am not prepared to discuss ethics. We have a pistol and are in position to use it."

অর্থাৎ 'আমাদের হাতে পিস্তল আছে, সে পিস্তল ব্যবহার করার তাগতও আছে।' কাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে তা ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

"Jinnah said he did not restrict Direct Action to non-violence, we have also forged a pistol that is non-violent. We mean every word of it. We do not believe in equivocation."

বাংলার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী এবং মুসলিম লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা স্যার খাজা নাজিমুদ্দীনও খোলাখুলি ভাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। বলেন—

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম মানে কি মুসলমানরা জানে ঃ নাজিমুদ্দীন

Mr. Nazimuddin,ex-CM.of Bengal and one of the most prominent members of the Muslim League said in course of a speech :

" There are a hundred and one ways in which we can create difficulties, specially when we are not restricted to non-violence. The Muslim population of Bengal know very well what "Direct Action" would mean and so we need not bother to give them any lead"

(আজাদ, মর্নিং নিউজ, ১১/৮/৪৬)

Mr. Gazdar (President, Sind.Muslim League)– "But I regret that certain top-ranking Congress leaders are out to make the earliest opportunity to crush the League by turning British guns and police bayonets on Muslims. I warn them that they will have to pay for Muslim lives thus lost in Hindu Blood with compound interest." (Morning News, 12.8.46)

অসৎ সঙ্গী সুরাবর্দী ঃ বড় ভাই-এর তিরস্কার

এই প্রত্যক্ষ দিবস পালনের জন্য বেছে নেওয়া হয় বাংলার রাজধানী কলকাতাকে। বাংলায় তখন হোসেন শহীদ সুরাবর্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ শাসন। কলকাতার মুসলমান গুণ্ডাদের সঙ্গে তাঁর দহরম মহরম ওঠাবসা। তিনি মেদিনীপুর শহরের এক শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারের সন্তান। নিজেও উচ্চশিক্ষিত—একদা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ঘনিষ্ঠ ও

বিশ্বাসভাজন কর্মী। কিন্তু কালক্রমে তাঁর রাজনীতি ও ব্যক্তিগত জীবনের ধারা ভিন্ন খাতে বইতে শুরু করে। মন্ত্রী হবার আগেই তিনি অসুস্থ রাজনীতি ও অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের সর্দার হয়ে পড়েন। তাঁর বড়ভাই ডঃ হাসান সুরাবর্দী (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাগীশ্বরী' অধ্যাপক) তজ্জন্য তাঁর উপর অপ্রসন্ন। মাঝে মাঝে তাঁকে তিনি তিরস্কারও করতেন। এক প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে জানা যায় ঃ ''আমি সর্বদা সকাল নটা নাগাদ ওঁর (হাসান সুরাবর্দী) বাড়ী যেতাম। কোনো কোনো দিন ঐ সময় ওঁর ছোটো ভাই শহীদ হুসেন কিছুক্ষণের জন্য ওঁর ঘরে এসে বসতেন। তিনি থাকতেন ওয়েলেস্‌লী স্কোয়ারের নিকট একটা বাড়ীতে। উপরে তাঁর বৃদ্ধ পিতার সঙ্গে দেখা করে, ফেরার পথে দাদার সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটিয়ে যেতেন। আমার উপস্থিতিতে, তিন-চার বার তিনি এসেছিলেন। প্রতিবারই আমার সুমুখে অধ্যাপক সুহরাওয়ার্দি ছোট ভাইকে তাঁর অবাঞ্ছিত রাজনীতি, ও অবাঞ্ছিত সাঙ্গপাঙ্গের জন্য তিরস্কার করতেন। শহীদ হুসেন মাথা দুহাতে চেপে ধরে চুপ করে দাদার বকাবকি শুনে যেতেন। দাদার মুখের ওপর একটাও কথা বলতেন না। একটু বসে থেকে — আচ্ছা ভাইসাব, আমি যাচ্ছি বলে বিদায় নিতেন।''

(বিনয়জীবন ঘোষ—'হয়েছিল পরিচয়')

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচী

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়া হয়েছিল সারা ভারতব্যাপী; কিন্তু তার মূল কেন্দ্র হিসাবে বাছা হয়েছিল কলকাতাকে। কারণ সারা ভারতের মধ্যে একমাত্র বাংলাতেই মুসলিম লীগের একাধিপত্য। বাংলার শাসনযন্ত্র তাদের সম্পূর্ণ কব্জায়। প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দী বাংলায় মুসলিম লীগের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা; গুণ্ডামি মিশ্রিত সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্যতম হোতা। সুতরাং হিন্দুদের যথোচিত শিক্ষা দিতে যথাযোগ্য আড়ম্বরে প্রত্যক্ষ দিবস পালনের প্রস্তুতি শুরু হল কলকাতাতেই। কারণ, একই সঙ্গে রক্ষক ও ভক্ষকের রূপ তো আর কোথাও দেখা যাবে না। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নিম্নবর্ণিত কর্মসূচী 'স্টার অফ্‌ ইন্ডিয়া' নামে মুসলিম লীগের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল ঃ

STAR OF INDIA–13.8.46

PROGRAMME FOR DIRECT ACTION DAY

The Secretary of the Calcutta District Muslim League notifies :

The All-India Direct Action Day, declared by the All-India Muslim League, will be jointly observed in Calcutta, Howrah, Hooghly, Matiaburz, 24-Parganas mill areas under the direction of the Calcutta District Muslim League. The programme for the Day is as under :

(1) Complete hartal and general strike in all spheres of civic, commercial and industrial life save and except the essential services of water works, hospitals, physicians, clinics, maternity centres, light, electricity, gas and postal services.

(2) Processions, "Kafelas" and "Akharas" with music bands and Tabaljungs will start from all mohallas in Calcutta, Howrah, Hooghly, Matiaburz and 24-Parganas and converge at the foot of the Ochterlony Monument between 3 and 6-30 p.m.

(3) Joint mass rally and meeting of Calcutta, Howrah, Hooghly, Matiaburz and 24-Parganas will be held at foot of Ochterlony Monument from 3 p.m. on Friday the 16th August. Hon'ble Mr.H.S. Suhrawardy, leader Bengal Muslim League Parliamentary Party and Prime Minister Bengal has consented to preside.

ময়দানের লীগ সভায় জ্যোতি বসু ও যোগেন্দ্র মণ্ডল

মুসলিম লীগের এই জনসভায় ডাকা হয়েছিল কম্যুনিস্ট, তফশিলী সম্প্রদায়, আদিবাসী ও খ্রীস্টানদের ঃ

(4) Representatives of minorities, suppressed and oppressed people and anti-Fascist parties who have been unjustly bypassed by the British Government and who are ready to make common cause with the League in its fight for the equal freedom of the Muslims, the Hindus, the Scheduled Castes, the Adibasis, the tribals, the Christians and other peoples are welcome in the meeting.

ঐ জনসভায় কমরেড জ্যোতি বসু ও লীগ মন্ত্রিসভার সদস্য যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল হাজির ছিলেন। যোগেন্দ্র বাবুর উপস্থিতি স্বাভাবিক; মন্ত্রিত্বের দায়ে তাকে থাকতেই হবে; কিন্তু জ্যোতিবাবুর বক্তব্য অনুসারে তিনি ঐ সময় নারকেলডাঙ্গা রেলশ্রমিক কলোনীতে ছিলেন। জনৈক সাংবাদিকের বক্তব্য কিন্তু জ্যোতিবাবুর বক্তব্যের পরিপন্থী।

বিশদ কর্মসূচী

পাড়ায় পাড়ায় মসজিদগুলির তালিকা তৈরী হয়। প্রতি মসজিদে তিনজন করে পাণ্ডা প্রচারক প্রেরিত হয়, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে ও করণীয় কর্তব্য সম্পর্কে তালিম দিতে ঃ

(5) Every ward and branch league must prepare a complete list of mosques in its area, depute three workers in every mosque on Friday, the 16th August to explain the new policy and action plan of the League before JUMA prayers and to report to the District League about this arrangement. A manifesto on the subject has been specially published and is available from 8, Zakaria Street, Calcutta.

১৬ আগস্ট শুক্রবার জুমার নামাজের পর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাফল্য ও ঈপ্সিত পাকিস্তান লাভের কামনা করে বিশেষ মুনাজাত বা প্রার্থনার বয়ান ছাপিয়ে বিলি করা হয় ঃ

(6) Special Munajat (Prayer) should be offered in every mosque on Friday after Juma prayers for the freedom of Muslim India, the Islamic world and the peoples of India and the East in general. The "Munajat" has been printed and published and is available from 8, Zakaria Street, Calcutta.

সেই বিশেষ প্রার্থনার বয়ান নিম্নরূপ ঃ

"By the grace of God we are ten crores in India but through bad luck we have become slaves of the Hindus and the British.

We are starting a **jehad** with Your Name in this very

month of Ramjan. We promise before You that we entirely depend on You. Pray make us strong in body and mind. Give Your helping hand in all our actions, make us victorious over the Kafirs."

(ইনসাল্লাহ্ আমরা দশ কোটি মুসলমান; বদ নসিব হেতু হিন্দু ও ব্রিটিশের দাসে পরিণত হইয়াছি।

আল্লাহ্, আমরা তোমার নামে জেহাদ শুরু করিতেছি এই রমজান মাসেই। আমরা তোমার কাছে কসম খেয়ে বলছি যে আমরা তোমার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, আমাদের দেহে মনে বলবান কর এই আরজ্ জানাই। আমাদের সকল কাজে তোমার মদত দান কর—আমরা যেন কাফেরদের উপর জয়লাভ করতে পারি।)

নমাজ ও মুনাজাতের পর কোন্ কোন্ এলাকা থেকে কিভাবে শোভাযাত্রা করে মনুমেন্টের নিচে জনসভায় জড়ো হতে হবে সেকথা ঃ

"I appeal to the Musalmans of Calcutta, Howrah, Hooghly, Matiaburz and 24-Parganas to rise to the occasion and make the rally a unique success. We are in midst of the rainy season and the month of Ramazan fasting. But this is a month of real Jehad of God's grace and blessings, spiritual armament, and the moral and physical purge of the nation. It is a supreme occasion of our trial. Let Muslims brave the rains and all difficulties and make the Direct Action Day meeting a historic mass mobilization of the Millat."

সবশেষে মুসলমানদের অতীত শৌর্য বীর্যের কাহিনী এবং রমজান মাসে মক্কা জয়ের অসীম সাহসিকতার কথা স্মরণ করিয়ে প্রত্যক্ষ দিবসেও পৌত্তলিক হিন্দুদের বিরুদ্ধে এককাট্টা হয়ে লড়াই করার আহ্বান জানিয়ে বলা হয় ঃ

"Muslims must remember that it was in Ramazan that the Quran was revealed. It was in Ramazan that the permission for Jehad was granted by Allah. It was in Ramazan that the Battle of Badr, the first open conflict between Islam and Heathenism was fought and won by

313 Muslims and again it was in Ramazan that 10,000 Muslims under the Holy Prophet conquered Mecca and established the kingdom of Heaven and the cmmonwealth of Islam in Arabia. The Muslim League is fortunate that it is starting its action in this holy month."

ময়দানের সভায় জমায়েতের পথে কি ধ্বনি তোলা হবে, শোভাযাত্রা কেমনভাবে পরিচালিত হবে সে নির্দেশ দিয়ে বলা হল ঃ

"The slogan should be — To the Maidan ; To the Maidan ; To the Maidan ; Brethren of Islam ! Please explain this circular to the people of your *elaka, mohalla*, in mosques, schools, colleges, clubs, tea-stalls and hotels. Ask them to awake, arise and unite under the banner of the Muslim League and make this *hartal* a success. Assemble at the foot of the Ochterlony Monument in procession with the accompaniment of bands at 3 P.m. Lead the procession in such strength and enthusiasm that even the blind, deaf and dumb can appreciate their strength and determination."

(ময়দান চলো! ময়দান চলো! ময়দান চলো! ইসলামি বেরাদরগণ, এই-ইস্তাহারের বয়ান তোমার এলাকায় মহল্লায় মসজিদে, স্কুলে, কলেজে, ক্লাবে, চা-স্টলে এবং হোটেলে হোটেলে ব্যাখ্যা কর, প্রচার কর। তাদের বল—ওঠো, জাগো; মুসলিম লীগের পতাকাতলে সামিল হও এবং হরতাল সফল করো। বিকাল তিনটায় অক্টারলোনি মনুমেন্টের তলায় বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে জমায়েত হও। এমন তাগদে এবং জোসে শোভাযাত্রা পরিচালিত করো, যা দেখেশুনে এমন কি অন্ধ, কালা- বোবারও আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।)

সারা বাংলার আকাশ-বাতাস তখন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্পে আচ্ছন্ন। নারায়ে তকদির, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, পাকিস্তান জিন্দাবাদ জিগিরে কান পাতা দায়। হিন্দুদের ধনপ্রাণ মান-ইজ্জতের কোনও নিশ্চয়তা নেই, নিরাপত্তা নেই। বাংলার শাসন ব্যবস্থায় হিন্দুরা সম্পূর্ণ দূরীভূত। একমাত্র সিডিউল্ড কাস্ট ফেডারেশনের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলই মুসলিম লীগের দোসর। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে কম্যুনিস্টরাও পাকিস্তান দাবির

সমর্থক। কংগ্রেস তখনও মুসলমানদের তোষামোদে ব্যস্ত। কংগ্রেসের মোহাবিষ্ট হিন্দুরা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরে বসে আছে। এমন সময়ই মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক। এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম উদ্‌যাপনের কেমন সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা তৈরী হয়েছিল তা দেখা যাক।

উত্তেজনা সৃষ্টিতে ধর্মের দোহাই দিয়ে প্রচারাভিযান

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঘোষণা হতেই তার প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায়। প্রথমে প্রচার পুস্তিকা বক্তৃতা বিবৃতিতে মুসলমানদের ঘরে ঘরে এই লড়াইর বাণী পৌঁছে দেওয়া হয়। পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় ঃ

"On 4th August 1946, a rally of 400 of the Muslim National Guards was held in the compound of the Calcutta Madrassa..... They urged the audience to get ready to make sacrifice for the achievement of Pakisthan." (Suhrawardy was present in the meeting)."

"A meeting of 500 Muslims was held at the maidan on the night of the 4th-5th August 1946. ...Direct Action was described by the speakers as a revolution against the British and the Hindus."

জনতাকে উত্তেজিত করতে মুসলিম সংবাদপত্রগুলি জ্বালাময়ী ভাষায় হিন্দুবিরোধী সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতে থাকে ঃ

In the editorial headed "Direct Action" the Asre Jadid (Urdu newspaper) dated the 1st of August 1946, refers to the decision of the Muslim League to resort to Direct Action and remarks "these Britishers who do not exercise their votes in the Constituent Assembly Election are responsible for the present state of affairs."

It condemns the Europeans for appeasing the Congress and conspiring by putting Hindus against Muslim interests... Direct Action should be taken against them. To the Muslims Direct Action means a fight and a fight implies

violence. Direct Action may not be civil disobidience but will be in the nature of revolt."

প্রগতিশীল আবুল হাসিমের মুখে হিন্দুবিরোধী রণহুঙ্কার

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম যে কংগ্রেসের নিরামিষ অহিংস আইন অমান্য হবে না, সে কথা স্পষ্ট করেই বলে দেওয়া হয়েছে। পুলিশের গোপন রিপোর্টে বাংলার মুসলিম লীগ সম্পাদক আবুল হাসিমের বক্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে ঃ

"Abul Hashim, Secretary, Bengal Provincial Muslim League, remarked that it was in the fitness of things that the Muslims had bidden adieu to constitutionalism and negotiations. They had declared war against British Imperialism and so on."

"There are many instances of British ingratitude to the Muslims and hence the decision of the British to hand over power to Congress is not surprising."—(Asre Jadid). It condemns British imperialism for their alliance with the worst enemies of the Muslim, namely, the Congress and observes that " if the Muslim nation is not yet dead, they will not allow the Pandit and the Bania Government to go on even for a moment. Government of Pandit Nehru will be the forerunner of a great bloodshed in the country creating a storm which will sweep off not only the British but also the high caste Hindus. The entire responsibility for this bloodshed would rest with British-Bania conspiracy. Muslims should prepare now to fight for their rights at the cost of their lives."

রমজান মাস জেহাদের মাস

ইসলাম ধর্মে রমজান মাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে এবং রমজান মাসেই পাকিস্তান দাবির সমর্থনে জেহাদ ঘোষণার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে ঃ

"In this holy month of Ramzan, Mecca was conquered

from the infidels and in this month again a Jehad (Crusade) for the establishment of Pakistan has been declared. It has been directed by the All India Muslim League Council at its Bombay session that Jumma, the 18th Ramzan 1365, Hijri, i.e. the 16th August, 1946, will be observed as a day of All-India Hartal. "–(English translation of the Urdu article issued by the Calcutta District Muslim League).

"Muslims, unite under the Banner of the League. Let this circular be explained to Muslims in every mosque on Friday (16th August 1946) and everybody be directed to assemble at the foot of the Ochterlony Monument in their tens and thousands at 3 p.m. on that date. The assemblage by its vastness and grandeur must proclaim to the world at large that the Muslims are awake, that they are brave people and that they are determined to secure their freedom."

রমজান মাসেই কাফেরদের খতম করা হয়েছিল

ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলিম জনতাকে লড়াইর ময়দানে জমায়েত হতে এবং হিন্দুদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে আর একখানা হ্যাণ্ডবিলে বলা হয় ঃ

"Brethren of Islam, let it be remembered that in this holy month of Ramzan, the Holy Koran revealed itself, and Ummat Mohammed appeared as the Prophet. In this month, the Kaffirs (non-believers) were annihilated in the great battle of Badr and Mecca was wrested from their hands. The Holy Koran was freed from the hands of the infidels and the foundation of Islam was laid. It is by the grace of God that the All India Muslim League has selected this very month during which the Holy Koran revealed itself, Mecca was conquered and the battle of

Badr was won, for a crusade for the establishment of Pakistan and has resolved that 16th of the August should be observed as an All India Hartal day. This will be direct Action Day and will be the signal for the beginning of an All india fight for the establishment of Pakistan.

Explain the importance of the two resolutions of the All india Muslim League Council which were adopted at its Bombay session on the 29th July, so that men and women, the aged and the young, adult and children all may make themselves ready for the supreme sacrifice to be offered in a crusade for the attainment of Pakistan. Let them exhibit by their action that they are ready to sacrifice themselves like the great martyrs Serajuddoulla, Syed Ahmed Barpalvi, Tipu Sultan and that they are all prepared to be annihilated rather than be slaves of the British and the Hindus, and that they will not rest until India is freed from British domination and the Brahmin-Bania grip." (উর্দু থেকে অনুবাদ)।

এবার লড়াইর দিন এসেছে

এ ধরনের রক্তক্ষরা হ্যাণ্ডবিল বা লিফলেটের কি শেষ আছে? কায়েদে আজমের নাম করে আরেকখানায় হিন্দুদের বিরুদ্ধে সম্মুখসমরে অবতীর্ণ হতে আহ্বান জানিয়ে বলা হয় ঃ

"The call to the revolt comes to us from the Quaide-e-Azam of the Muslim leaders. Brave, this is what we want. This is the policy for the nation of heroes. For so long we have been acting like beggars. We are glad from the core of our hearts to hear this magnificient news. This is what we have been eagerly waiting. God has granted to the Muslims in the month of Ramzan what they have been clamouring for. The day for an open fight which is the greatest desire of the Muslim nation has arrived."

এভাবে মুসলমানদের উত্তেজিত করে, জোস্ বাড়িয়ে অবশেষে চলো ময়দান ঃ

"Muslims unite under the Banner of the League. Let this circular be explained to Muslims in every mosque on Friday (16th August 1946) and every body be directed to assemble at the foot of the Ochterlony Monument in their tens and thousands at 3 p.m. on that date. The assemblage by its vastness and grandeur must proclaim to the world at large that the Muslims are awake, that they are brave people and that they are determined to secure their freedom. Let the blind see, the deaf hear and the dumb speak out that the Muslims are a living nation and will not rest till freedom is achieved."

অসি হস্তে জিন্নার ছবি ঃ কাফেরগণ (হিন্দুরা) তোদের দিন ঘনিয়ে এসেছে

অসি হস্তে জিন্নার চিত্রাঙ্কিত আর একখানা প্রচারপত্রে বলা হয়েছে— "Oh Kafir, your doom is not far and the general massacre will come. We shall show our glory. Will have a special victory.

(হে কাফেরগণ, তোদের দিন ঘনিয়ে এসেছে, তোদের ঝাড়েবংশে খতম করা হবে। আমাদের তাগদ দেখিয়ে ছাড়ব।)

এই পবিত্র জেহাদে অংশগ্রহণ করে বেহ্স্তে প্রবেশের জন্য কাদের আহ্বান করা হয়েছিল শুনুন ঃ

The day for an open fight which is the great desire of the Muslim nation has arrived.

Come those who are simple, wanting in peace of mind and who are in distress. Come those who want to rise to heaven. By fighting you will go to heaven in this holy war.

পাগল ও নিরেট বুদ্ধিদের যখন হিন্দু-নিধনে ডাকা হয়েছে, তখন চোর, ছেঁচড়, গুণ্ডা, চরিত্রহীন এবং যারা নামাজ-রোজা পালন করে না তারাও কি বাদ থাকতে পারে? তাদেরও বেহ্স্তের হুরীপরীর লোভ দেখিয়ে পবিত্র দাঙ্গায় অংশীদার হতে আহ্বান জানান হয়েছে ঃ

Those who are thieves, goondas, those without the strength of character and those who do not say their prayers–all come. The shining gates of heaven have been opened. Let us entry by thousands. Let us all cry out victory to Pakistan.....

অসংখ্য প্রচারপুস্তিকা থেকে এটুকু মাত্র উদ্ধৃত হল। এগুলি ১৬ আগস্টের কয়দিন আগে দিনের পর দিন রাস্তার মোড়ে মোড়ে মসজিদে মসজিদে বিতরিত ও পঠিত হল। মুসলিম জনমতকে চাঙ্গা করে, গুণ্ডাদের সঙ্ঘবদ্ধ করে এবং তাদের হাতে অস্ত্রশস্ত্র তুলে দিয়ে নির্দিষ্ট দিনক্ষণের অপেক্ষায় রাখা হল। কে কোন্ এলাকার ভার নেবে তাও স্থির হল। হিন্দু দোকান ও বাড়ি চিহ্নিতকরণ হল। গাড়ির জ্বালানি এবং ঘরবাড়ি দোকান জ্বালাবার জন্য পর্যাপ্ত পেট্রোলের ব্যবস্থা হল। মার্কামারা লীগপন্থী পুলিশ-দারোগা দিয়ে মুসলমান অধ্যুষিত এবং মিশ্র এলাকার থানাগুলিকে ভরতি করা হল।

সংগ্রামের সশস্ত্র প্রস্তুতি ঃ বাইর থেকে গুণ্ডা আমদানি ও অস্ত্রসজ্জা

শুধু 'মুখেন মারিতং জগৎ' বলে লুঙ্গি খিঁচে খালি হাতে মাঠে নামলেই তো হয় না। হরতাল সফল করতে, হিন্দুদের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া করতে, হাতে তো হাতিয়ার থাকা একান্ত আবশ্যক। তাই ১৬ই আগস্টের কয়দিন আগে দেখা গেল ঃ

1. Influx of large number of Muslims from outside into Kalabagan and other dangerous areas just before the 16th. (বাইরে থেকে প্রচুর সংখ্যক মুসলমান আমদানি করা হয়েছিল)।

2. Sharpening of weapons before 16th in various places, viz. Belgachia, Rajabazar, Kalabagan bustee, Canal West Road, Park Circus, Entally, Dharmatolla etc. (বেলগাছিয়া, রাজাবাজার, কলাবাগান বস্তি, ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, ধর্মতলা, পার্কসার্কাস, এন্টালি প্রভৃতি এলাকায় কিছুদিন ধরে মুসলমানদের অস্ত্রে শান দিতে দেখা গিয়েছে।)

3. একই রকম সাইজের ছোরা বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। (Daggers of uniform size)

4. বি. টি. রোডে লাঠি, ছোরা ও তরোয়াল ভর্তি লরি দেখা গেছে।

5. মানিকতলায় ক্যানাল ওয়েস্ট রোডে অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি ঠেলাগাড়ি দেখা গেছে। Sharpening of daggers went on the night of 15th.

6. হত্যাকাণ্ডে কসাইখানার কসাইদের সক্রিয় ভূমিকায় লাগান হয়েছে।

7. In Rajabazar boys were found sharpening weapons.

8. In Lalabagan bustee found sharpening daggers and knives on 15th.

9. A number of houses in Dharamtolla St. were reserved for goondas.

10. On a search in Belgachia area, a large number of swords, lathis and daggers were recovered (after the riot).

11. In Kidderpore area a large number of swords and daggers were recovered (after the riot).

12. Muslim shops were marked 'Pakistan'.

13. League people in the lorry used swords, knives, daggers and lathis.

14. Instruction had been issued to several Muslim hostels to make preparation to set fire to tram cars and military lorries on the 16th.

15. During 16th –18th or 19th August, Muslim lorries with lathis and weapons and brickbats were found in Barrackpur Trunk Road. Weapons were stored in 8, Zakaria Street and Nakhoda Mosque.

16. All the railings which were surrounding the Ripon Square had been uprooted and turned into sharp weapons.

17. বেলগাছিয়ায় লাঠি ও তরোয়াল বহনকারী লরিসমূহ দেখা গেছে। Muslim goondas found sharpening weapons on 15th in Belgachia.

18. ১৬ তারিখ এবং পরে মুসলমানরা বিরাট সংখ্যক লরি কাজে লাগিয়েছিল।

19. এ সমস্ত লরির জন্য কলকাতার মেয়র ওসমান, প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দী প্রমুখ পেট্রোলের ঢালাও কুপন ইস্যু করে—বিশেষত ১৫ থেকে ১৮ আগস্ট পর্যন্ত। তখন পেট্রোলের ভীষণ অনটন চলছিল।

20. মুসলমান গুণ্ডাদের পরিবহণ ও লুটপাটের কাজে এসব লরি ব্যবহৃত হয়।

21. কলকাতার মেয়র হিসাবে ওসমান কর্পোরেশনের লরি ব্যবহারের ঢালাও ব্যবস্থা করে। মুসলমান গুণ্ডারা সেসব লরি চেপে মনের সুখে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ও হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যায়।

22. মুসলিম লীগ সরকারের চাউল সংগ্রহের অন্যতম এজেন্ট ইস্পাহানি তার ব্যবসায়ে নিযুক্ত লরিগুলি মুসলিম লীগ ভলান্টিয়ারদের ব্যবহারের জন্য দেয়। মুসলিম লীগের পতাকা খাটিয়ে এসব লরি বৌবাজার ও সেন্ট্রাল এভিনিউ-র পেট্রোল পাম্প থেকে জোরপূর্বক পেট্রোল আদায় করে।

একদিকে যেমন অস্ত্রশস্ত্র মজুত করা হল, অপর দিকে লুটপাটের সুবিধার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা হল। কলকাতার গুণ্ডাবাহিনী ছাড়াও বাইরে থেকে গুণ্ডাশ্রেণীর লোক আমদানি করা হল। অস্ত্রশস্ত্র ও লোক জড়ো হবার পর এবার কলকাতার মহল্লায় মহল্লায় ১৫ই আগস্ট রাত্রিবেলা তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হল। হিন্দুরা যখন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন, তখন কলকাতার মসজিদগুলিতে কেমন সাজ সাজ রব পড়েছিল, তার বিবরণ প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকের রচনা থেকে ঃ

১৫ আগস্ট গভীর রাতে

''আমি তখন বিবেকানন্দ রোড ও কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের মোড়ে একটি মেসে থাকতাম। সেখান থেকে হেঁটে বর্মন স্ট্রীটের অফিসে যাতায়াত করতাম। মুসলমান এলাকাটি দিয়ে গেলে কম হাঁটতে হত, তাই ওই পথটিই ছিল পছন্দ। যাতায়াতের সময় মসজিদটি চোখে পড়ত দু'বেলা, কিন্তু কোনওদিনই সেখানে বিশেষ লোক সমাগম দেখিনি। ১৫ই আগস্ট রাতে কাজ শেষ করতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছিল। কয়েক সপ্তাহ ধরে কাজের চাপ বেশি হওয়ায় ছুটি নেওয়া হয়নি। ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন ছিল শুক্রবার। সেদিন সরকারি ছুটি এবং দোকানপাটও সব বন্ধ থাকবে। কাজেই খবরকাগজেও কাজ কম থাকবে এই অনুমানে আমাকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। শনিবার ছিল সাপ্তাহিক ছুটির দিন। পর পর দু দিন ছুটি। তাই বেশ হালকা মেজাজে অফিস থেকে রাত প্রায় বারোটায় যখন বেরুলাম তখন টিপ্‌টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে দেখেও মন খারাপ হল না। রাস্তা প্রায় জনশূন্য, বৃষ্টি পড়ছে বলে ফুটপাতে যাঁরা ঘুমোন তাঁরাও উধাও। আর একটু এগিয়ে মসজিদের সামনে পৌঁছে অবাক হয়ে গেলাম। মসজিদটি যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। মসজিদের সামনে একটি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। ট্রাকভর্তি মানুষ। তাঁদের সকলেই প্রায় সশস্ত্র-হাতে সড়কি, ছোরা, নিদেনপক্ষে লাঠি।

গোটা ট্রাকটাই মুসলিম লিগের পতাকায় সজ্জিত। ট্রাক থেকে মাঝে মাঝেই "পাকিস্তান জিন্দাবাদ" "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" স্লোগান দেওয়া হচ্ছে। দৃশ্যটা অনেকটা মহরমের তাজিয়া মিছিলের মতো। ট্রাকে যাঁরা ছিলেন তাঁদের হাতে অত অস্ত্র দেখে মনে খটকা লাগলেও অস্বাভাবিক কিছু দেখিনি। অস্বাভাবিকতা যা ছিল সবই মধ্যরাতে ওই ঘুমন্ত মসজিদটির জেগে ওঠায়। বাইরে থেকে যে মসজিদে লোক দেখা যেত না সেই মসজিদ থেকে লোক তখন উপচে পড়ছে। মসজিদ থেকে বেরিয়ে লোক ট্রাকে উঠছেন, ট্রাক থেকে নেমে মসজিদে ঢুকছেন। সব মিলে একটা অস্বাভাবিক ব্যস্ততা, কেন তা বোঝার উপায় নেই। দাঁড়িয়ে একটু দেখলাম, ট্রাকের আরোহীরা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। পাশের পুলিশ থানা তখন অন্ধকার, সবাই যেন ঘুমোচ্ছেন।

মসজিদের পাশ দিয়ে এগিয়ে চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ-এ পড়ে যখন উত্তরমুখো চলেছি তখন হঠাৎ পাশ দিয়ে মুসলিম লিগের পতাকা উড়িয়ে একটি ট্রাক চলে গেল। ট্রাক বোঝাই লিগ সমর্থক, তারা ছোরা, লাঠি ও সড়কি আস্ফালন করছে, পাকিস্তানের সমর্থনে স্লোগান দিচ্ছে। মনে হল, একটু আগে মসজিদের সামনে যে ট্রাকটি দেখেছিলাম সেটিই বুঝি চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে উত্তর কলকাতার দিকে গেল। আমি বিবেকানন্দ রোডে পৌঁছানোর আগেই এরকম আরও দু'-একটা ট্রাক মুসলিম লিগের স্লোগান দিয়ে আমার পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ায় মনে করলাম যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক সফল করার জন্য মুসলিম লিগের স্বেচ্ছাসেবকরা সারা কলকাতা ও শহরতলিতে ছড়িয়ে পড়ছেন। ট্রাকগুলি সবই চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ দিয়ে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাচ্ছিল, বিপরীতমুখী কোনও ট্রাক দেখিনি। ট্রাকের আরোহীরা যতই অস্ত্র আস্ফালন করে থাকুক বা মুখে জঙ্গি স্লোগান দিক তারা শান্তিভঙ্গ করেনি। ওই নির্জন রাস্তায় আমার ক্ষতি করার কোনও চেষ্টা করেনি।" (শংকর ঘোষ— হস্তান্তর)

শুধু একটি মসজিদ নয়, কলকাতার সমস্ত মসজিদে সে রাতে এরূপ সশস্ত্র কর্মতৎপরতা দেখা গেছে। সে সব মসজিদ আজও বহাল তবিয়তে বর্তমান আছে; বরং দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতায় তাদের বহুগুণ বাড়বাড়ন্ত হয়েছে; রূপে নক্শায় চেকনাই এসেছে।

এবার ঝাঁপিয়ে পড় ঃ ঘুম চোখে হিন্দুদের সামনে মৃত্যুদূত

১৬ই আগস্ট মুসলিম লীগ ডাকল হরতাল। সুরাবর্দীর লীগ গভর্নমেন্ট ঘোষণা করল সরকারী ছুটি। উদ্দেশ্য সরকারী ও বেসরকারী মুসলমান

জনতা যাতে নিজ নিজ এলাকায় সঙ্ঘবদ্ধ থেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন—বেলগাছিয়া মুসলমান বস্তিকে কেন্দ্র করে বেলগাছিয়া অঞ্চল বিধ্বস্ত করা। রাজাবাজার অঞ্চলের মুসলমানদের জন্য নির্দিষ্ট হল মানিকতলা থেকে শিয়ালদহ-বৌবাজার-কলেজ স্ট্রীট এলাকা। কলাবাগান বস্তির মুসলমানরা ভার পেল হ্যারিসন রোড-বড়বাজার-ঠনঠনিয়া, মার্কাস স্কোয়ার-ফলপট্টি অঞ্চল। কলুটোলা, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীট, নাখোদা মসজিদ, টেরিটি বাজার, ফিয়ার্স লেনের গুণ্ডাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হল লালবাজার থেকে চিৎপুর হয়ে ক্যানিং স্ট্রীট-এজরা স্ট্রীট অঞ্চল। ধর্মতলা-তালতলা-ওয়েলেসলি হয়ে পার্ক সার্কাসের দিকে এগিয়ে গেল এক দল। ওদিকে এন্টালি থেকে শুরু করে বেলেঘাটা সমেত সমগ্র পূর্ব কলকাতা ঘিরে বালিগঞ্জের কাছাকাছি পর্যন্ত আর এক দলের শিকারক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছিল। আর খিদিরপুর ওয়াটগঞ্জ-মেটিয়াবুরুজের ভার পেল পোর্ট ও ঐ এলাকার গুণ্ডারা।

১৬ই তারিখে ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই উপরিউক্ত বিস্তীর্ণ এলাকার অপ্রস্তুত ও অসাবধান হিন্দুদের উপর আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলিম লীগ গুণ্ডাবাহিনী। লুটপাট, খুন-জখম, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগে মেতে উঠল সরকারী মদতপুষ্ট মুসলিম লীগ ক্যাডার ও জনতা। বড়বাজার এলাকায় তাদের শিকার মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী শ্রেণী; অন্যত্র বাঙালী হিন্দুরা। সেদিন সকাল থেকে লালবাজার পুলিশ কন্ট্রোল রুমে বসে সুরাবর্দী, ওসমান, লালমিয়া, সেরিফ খান প্রমুখ মুসলিম লীগ নেতা ও মহল্লা সর্দাররা (area commanders) দাঙ্গা পরিচালনা করে।

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় জমে উঠল লাশের পাহাড়। ফিয়ার্স লেন এলাকার গুণ্ডাদের আক্রমণে টেরিটি বাজার এলাকার ভাটিয়া ও দোসাদরা নির্বিচারে নিহত হল। লালবাজার থেকে ১০০ গজের মধ্যে অবস্থিত টেরিটি বাজারের ঘটনা দু'দিনের মধ্যেও পুলিশ জানতে পারেনি। শেষে পচাগলা মৃতদেহের দুর্গন্ধ লালবাজারের কন্ট্রোল রুমে গিয়ে ঢুকলে তাদের টনক নড়ে।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় খুনজখমের রিপোর্ট

তিন সপ্তাহ ধরে পরিকল্পনা মাফিক প্রস্তুতিপর্ব শেষ হতেই অনুষ্ঠানসূচী শুরু হল বিস্‌মিল্লাহ বলে ঃ

1. Stabbing commenced at 4-30 a.m.
2. Between 6-30 and 7-30 large number of armed

Muslims attacked Manicktola Bazar. Two Hindu ladies attacked. One Hindu gentleman stabbed to death.

তারপর মিনিটে মিনিটে লালবাজার পুলিশ হেড কোয়াটার্সে যে খুন-জখম লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের খবর আসতে থাকে তার কিঞ্চিৎ বিবরণ ঃ

7-00 — মানিকতলায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে।

7-30– Sergent E. Williams of Lalbazar Telephone office reported that he was escorting lady operators in a police truck along Central Avenue and the same lorry was obstructed by Muslim youths.

7-35– বৌ-বাজার ও লোয়ার সার্কুলার রোডের সংযোগ স্থলে (শিয়ালদহ) বিরাট সংখ্যক মুসলমান লাঠি ও লোহার রড হাতে জমায়েত হয়েছে।

8-25– টেরিটি বাজারে দাঙ্গা চলছে।

8-30– লোয়ার চিৎপুরে সিটি সিনেমার কাছে দাঙ্গা শুরু হয়েছে।

8-32– লোয়ার চিৎপুর রোডে দাঙ্গা চলছে।

9-00– শিয়ালদহ অঞ্চলে ভয়াবহ অবস্থা।

9-05– ওয়ার্ডস্ ইনস্টিটিউশন স্ট্রীটে দাঙ্গা চলছে।

9-12– রিপন স্ট্রীট, ওয়েলেসলি স্ট্রীট, মল্লিকবাজারে ছুরিকাঘাত চলছে।

9-15– উত্তরে শ্যামবাজার ও দক্ষিণে ওয়াটগঞ্জ সব জায়গা থেকে দাঙ্গা-হাঙ্গামার খবর আসছে।

9-30– বড়তলা থানা মুসলমানদের দ্বারা আক্রান্ত। থানা থেকে সশস্ত্র পুলিশের সাহায্য চাওয়া হয়েছে লালবাজারের কাছে।

9-55– বড়তলা থানা থেকে আবার সাহায্যের জন্য অনুরোধ।

10-10– দমদম রোডে কয়েক হাজার হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় লিপ্ত। মুসলমানরা গুলি বর্ষণ শুরু করেছে।

10-12– গড়পার, যোগীপাড়া লেন অর্থাৎ ক্যানাল অঞ্চলে গোলমাল চলছে।

10-30– Information received that Muslims of Maniktola and Narkeldanga had stabbed some of the Hindus and looted Hindu's shops.

10-30– হ্যারিসন রোডে গোলমাল। রিপন কলেজের সামনে দু'পক্ষে লড়াই চলছে।

11-08– স্প্যাশিয়াল ব্রাঞ্চ অফিসার জানাচ্ছেন ২১২, বিবেকানন্দ রোডে কমলা বস্ত্রালয়ে আগুন লাগান হয়েছে।

11-05– রিপন কলেজের সামনে সাংঘাতিক দাঙ্গা চলছে।

11-50– মুসলমানদের এক বিরাট শোভাযাত্রা শিয়ালদহের দিক থেকে দোকানপাট লুট করতে করতে বৌবাজারের দিকে আগুয়ান। আর একটি শোভাযাত্রা হিন্দু-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে এবং দোকান-পাট লুট করতে করতে আপার সার্কুলার রোড ধরে ময়দানের দিকে এগিয়ে চলেছে। লাঠি ও উন্মুক্ত অসি হস্তে একটি শোভাযাত্রা শ্যামবাজার থেকে হাতিবাগান পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে।

1-30– মুসলমান এলাকার নিকটবর্তী ষষ্ঠীতলায় হিন্দুদের ঘরবাড়িতে অগ্নিসংযোগ; নারকেলডাঙ্গা মেইন রোডের কাছে পাঁচটি মৃতদেহ।

3-00– গড়পার এলাকায় ভয়ানক হত্যাকাণ্ড শুরু হয়েছে। খালের পশ্চিমপাড়ে হিন্দুদের পাইকারি হারে হত্যা করা হচ্ছে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

ময়দানে মনুমেন্টের নিচে বিশাল মুসলিম জমায়েত। তাদের মধ্যে বিরাট সংখ্যক গুণ্ডার উপস্থিতি। তারা মিটিং থেকে সটকে পড়ে এবং মিটিং না ভাঙতেই হিন্দুদের দোকানপত্র লুট ও পোড়াতে থাকে। (মিলিটারী রিপোর্ট)।

4-05– লাইট হাউস সিনেমার পার্শ্ববর্তী সমস্ত দোকান ভাঙ্গা ও লুট-পাট চলছে।

4-20– মুসলিম জনতা বেঙ্গল ক্লাব আক্রমণ করেছে।

4-30– মেট্রো সিনেমার পাশে কে. সি. বিশ্বাসের বন্দুকের দোকান ভেঙ্গে মুসলিম জনতা অস্ত্রশস্ত্র লুট করে নিয়েছে। ঐ অঞ্চলে আরো লুটপাটের খবর।

4-42– ধর্মতলা স্ট্রীটে বিখ্যাত 'কমলালয় স্টোর্স' লুটপাট হয়ে গেছে।

5-10– আশপাশের রাস্তায় নৃশংস হত্যা ও লুণ্ঠন চলছিল। ধর্মতলা স্ট্রীটে চাঁদনীচক বাজার মুসলমান গুণ্ডাদের দ্বারা লুণ্ঠিত। ইন্দ্র রায় রোডের বস্তি থেকে সশস্ত্র মুসলিম গুণ্ডার দল বেরিয়ে আসছে।

মির্জাপুর স্ট্রীটে ও আপার সার্কুলার রোডের সংযোগস্থলে সশস্ত্র ও উত্তেজিত মুসলিম জনতায় পরিপূর্ণ।

ওয়েলেসলী স্ট্রীটে বাটা সু কোম্পানী ও সেন এন্ড ল'র দোকান লুণ্ঠিত।

৮ নং তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীটে গমের কলে হিন্দুদের খুন করা হয়েছে।

১৫২ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে লক্ষ্মীকান্ত দাসের সাইকেল দোকান লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত। রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটের হিন্দুদের প্রায় সমস্ত বসতবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ক্যানিং স্ট্রীটে হত্যা ও লুণ্ঠন

At 55, Canning St. an aluminium shop was looted, saw several hundred people going away with various articles looted from shops of Hindus. Picked up 6 dead and 7 injured persons, mostly Hindus from Canning St. area.

ওয়েলেসলী এলাকায় লুটতরাজ

Marquis St., Elliot Rd., Royd St. are all badly affected areas.

Mass looting by Muslim crowd continued on Corporation St. and Wellesly St.

ধর্মতলায় ধ্বংসলীলা

Khan Sahib Khalilur Rahman, D. C. North, reports "chaos and disorders going on in Dhurrumtolla St., Wellesly St., Market St., Corporation St. and Free School St. Local Police had been simply overpowered. Shops are being looted and murders and assaults are being continued. It is difficult to control the situation unless military is requisitioned."

সরকার ও কর্পোরেশন থেকে দাঙ্গায় সহায়তা ঃ মুসলমান ব্যবসায়ীদের গুণ্ডাদের দরাজ হাতে সাহায্য

On 16th and dates thereafter, a large number of lorries and private cars brought into service by the muslims.

Mr. Osman, Mayor of Calcutta, Minister, and the Chief Minister issued special coupons for Muslim League goondas

for work from 15th–18th. A very large number of these coupons issued in the name of Mr. H.S. Suhrawardy, used for the purpose of obtaining petrol during 15th–18th. These lorries used for the purpose of looting and carrying Muslim League Volunteers.

Mr. Osman, the Mayor, utilised his position to get corporation lorries to carry League Volunteers.

Mr. Ispahani, one of the Agents of Grain Procurement, supplied lorries to carry League Volunteers on the 16th at 10 a.m. Muslims with League flags hoisted in cars and lorries were demanding petrol on special coupons issued by the Chief Minister. Then the petrol pump was damaged, proprietor was attacked. Petrol pumps at Bowbazar, Central Avenue and Tarachand Dutt St. were looted.

মিটিং-এর পথে পথে দাঙ্গা ঃ বন্দুকের দোকান লুট

It was apprehended that a critical period might be on the conclusion of the meeting at the Ochterlony Monument. People went there armed with lathis and other weapons.

Before 3 p.m. which was the time of meeting, looting and murder had already commenced. On way to meeting shops in Dharamtolla were looted.

Firey speeches were made by Suhrawardy, Osman and Nazimuddin at the meeting. Instead of trying to pacify the crowd, they have excited them further to violence.

At about 16·00 hrs. a very large Muslim crowd, the largest ever seen in Calcutta, was present at the Ochterlony Monument. It included large number of Muslim goondas. These slipped away and swelled by others after the meeting finished, looted and burnt Hindu shops. At that time ferocious murder and looting going on all along the street.

Ammunition shop of K.C. Biswas was looted immediately after the meeting in the presence of the police officers.

"২৪ ঘণ্টা সময় দিলাম ঃ যা করতে পারিস কর"—সুরাবর্দী

Suhrawardy at the Ochterlony Monument on the 16th told his audience that 24 hrs. time had been given to them to establish Pakistan.

Mr. Ispahani, a very staunch Muslim Leaguer, made inflamatory speech at the maidan.

মানিকতলা - উল্টাডাঙ্গা এলাকা বিধ্বস্ত

Found a mob of about 1000 Hindus and Muslims Fighting on Ultadanga Bridge and many fires blazing on the east side of the canal. Cleared the bridge and went over to the east side of the canal and was then informed that women and children were being murdered in the bustees by the local Muslims.

Premises Nos. 11 and 25 of Raja Dinendra Street were attacked by two thousand Muslims and burnt.

Telephone message from Subodh Roy of 244/C, Vivekananda Road (at the crossing of Raja Dinendra Street and Vivekananda Road) complaining that a crowd numbering 300 attacked his house. Telephone message from one N. K. Mallik of 39, Ultadanga Road informing that there was fire and disturbance at Daspara. Sarat Chandra Das and Bhuban Mohan Sodh living at 14/4, Uzir Chowdhury Road and 39, Ultadanga Main Road are said to be in danger and they want them to be removed.

On 17th August 1946 at about 2-30 am. I was sent to Ultadanga and found about 50 to 60 huts burning and the whole place looted. These burning huts belonged to the Hindus and the Mohammedans who were to the north had set the same afire. I noticed a crowd of Mohammedans with blazing torches still setting fire to the other huts.

On 18th August 1946 .....we were informed that people were

looting some houses and also setting fire to them; we proceeded to the spot and found looters coming out of the house with loot.

হিন্দু বস্তি ভস্মীভূত— অগ্নিতে শিশু নিক্ষেপের অভিযোগ

I proceeded into Ultadanga Main Road with my patrol, the bustees on either side of the road were in flames with crowds of Muslims gathered around. I noticed a group applying a lighted torch (মশাল) to a shop room... I then cleared the mob down Ultadanga Road to their own locality and then returned to the burning bustees. There about 40 Hindu women, children and old men who had been too frightened to leave by the Muslim mob, were rescued from the fire and taken to the comparative safety of the west side of the canal. This whole bustee area was subsequently razed to the ground and these people would undoubtedly have been burnt to death. I was informed by the local Hindus that a number of children had been thrown into the fire.

One Subodh Chaudhuri of 37, Maniktalla Rd. reported looting of cloth shops by the Muslims. Telephone message received from Subodh Roy of Vivekananda Rd. that a crowd of 300 Muslims attacked his house. ... from about noon, arson, looting on an extensive scale was perpetrated by Muslims in Hindu dwelling houses and shops on either side of Maniktalla Main Road between its junction with Upper Circular Road (মানিকতলা মোড়) and the concrete bridge.

Hindu shops of all sorts on Vivekananda Road from 2-storied building (250, Vivekananda Road – a soap factory and 256 a modi shop) from that point upto Upper Circular Road, all the shops on the southern side of the footpath of the Vivekananda Road were looted and some were burnt, 37, Manicktalla Road was looted on 16th at 9-30 a.m. 260, Vivekananda Road – a kerosene shop was looted and burnt.

Bad characters of Maniktalla-Bagmari area : Salim alias Salma, Ghausa, Abdus Haque, Ghulam Nabi, Kalimuddin Chaudhuri, Ishaque Sardar, Abu Jan.

নারকেলডাঙ্গা গড়পার এলাকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত ঃ ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের বাড়ি আক্রমণ

21, Narkeldanga Main Rd. house of Rai Bahadur S. N. Mukherjee, Dy. Commissioner, Calcutta Police, was attacked. I received information from Goodman & Co. at 44/1, Canal East Rd. to the effect that they were being attacked at their workshop.

At about 1-30 p.m. Hindu houses at Sashtitolla near the junction of Muslim locality were set on fire. Three men were stabbed. Five men were found dead near Narkeldanga Main Road.

By 11 a.m. on 16.08.46 Bipradas St. was invaded by crowd of Muslims armed with lathis, daggers, swords, soda water bottles and so on and shouting slogans like Allaha-ho-Akbar and so on. There was a regular invasion of the Hindu locality in Bipradas St. by Mahommedans including the house of Mr. D. K. Das, a well-known advocate and a Flight Lieutenant in the Air Force during the war.

রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ও গড়পারে ধ্বংসলীলা

Muslims collected on Raja Dinendra St. and Garpar area all armed with lathis and they are in a threatening attitude to attack the Hindus of the locality. Hindus had suffered greatly on Narkeldanga Main Rd. including the house of Rai Bahadur S. N. Mukherjee situated on the east side of the railway line–opposite Moghalbagan bustee inhabited by Muslims.

The trouble to the east of the canal started fairly early on the 16th but it received certain amount of attention in the afternoon of the 16th when Rai Bahadur S. N.

Mukherjee crossed over the border... But by the time certain amount of attention was bestowed, the whole area had been devastated.

"A large Muslim crowd numbering over one thousand had collected on Narkeldanga area, and was trying to set fire to Hindu dwelling houses, including my residence and my house was surrounded by a Muslim mob. (S. N. Mukherjee, D. C. North) ... between 11 and 12 noon (16. 8. 46) there was serious arson in Raja Dinendra St. and for which a crowd of two thousand Muslims were responsible; they were attacking Hindu houses and setting fire to Hindu dwelling houses on Raja Dinendra Street between 11 and 12 noon.

Important houses looted and gutted were No. 11 and 25, Raja Dinendra street–at the crossing of Dinendra street and Garpar."

রেডক্রশের ঝাণ্ডা উড়িয়ে গুণ্ডামি ঃ গাড়িতে অস্ত্রশস্ত্র

At about 8-30 p.m. 4 Muslims were brought to the District office under arrest. These 4 Muslims were challenged on Upper Circular Rd. near its junction with the Mirzapur Street, by the Military while they were proceeding from south to the north, in a jeep No. BLB 7536, displaying the Red Cross flag without permission. The jeep also displayed Muslim League Flag; a dagger was found on the foothold of the jeep by the military and taken charge of. On further search of the jeep two big sized choppers were found in its side pocket.

কসাই বস্তির গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্য ঃ দেবদেবীর মূর্তি ড্রেনে নিক্ষেপ

Kasai bustee in Sashthitala St. at the crossing of Narkeldanga and Sir Gurudas Rd. is a very big bustee.

Suhrawardy visited this bustee and area around Narkeldanga Main Rd. and Maniktalla Main Rd. on 16th and 17th. In the morning (19. 8. 46) 4 Hindus and 1 Muslim

were reported to have been stabbed at Narkeldanga area as a result of a clash that took place due to the incitement of one Rajab Ali of Belliaghatta.

A Muslim mob who tried to set fire to a house in Ṣashthitala (Narkeldanga) occupied by the Hindus who were locked inside the house–one Rajab Ali, a local Muslim leader of Kasai bustee, Narkeldanga, was instigating the Muslims of that area.

Rajab Ali was the leader of the Muslim mob from Kasai bustee, which set fire to the two Hindu bustees in Sashthitala. Mohammedans of the locality defiled the Hindu idol of Shibalinga at 13/1, Shasthitala Rd.–they desecrated the idols Shitala Mata and Shiba and threw them into the drains.

গ্যাস স্ট্রীটে হিন্দুদের হত্যা ঃ মৃতদেহ খালে নিক্ষেপ

At 11a.m. on 17th Hindus on Gas St. were murdered in broad day light on the street itself and their corpses were thrown into the canal.

Muslims goondas brought out Hindus one by one from certain premises Nos. 2 and 3 Gas St. and so on and murdered them in the street and also in their rooms.

যত্রতত্র হিন্দুদের মৃতদেহ ঃ নির্বিচারে ছোরা তরোয়াল ব্যবহার

Report at 8-25 a.m. "Indiscriminate stabbings are going on Gas St. and the crossing of Raja Dinendra St. One dead body of a Hindu was found lying on the footpath of Gas St. Another body was found on Belliaghata Main Rd. Three Hindu-looking dead bodies were found inside shops at 1, Narkeldanga Main Rd.

At about 3 p.m. there had already been horrible cases of massacre and burning in Garpar area just on the west of the canal. Swords were much in evidence as a weapon being used by rioters. There were some murders of Hindus near the railway bridge on Maniktalla Main Rd.

Picked up injured Hindus on the morning of the 17th. Hindu bustees had already been burnt in Bagmari.

গুণ্ডা কবলিত বেলেঘাটা

Received information (at 11-20 pm. on 18.8.46) that certain parties were gathering in the area of Chingrihatta Railway bridge (Belliaghata) and their intention was to raid the Narkeldanga area by way of railway lines... Patrol Staff searched the vicinity and found a large number of men lying concealed in between the lines and iron girders supporting the railway bridge. They were all found to be in possession of dangerous weapons viz, iron bars and large bamboo poles with butchers' knife, tied to its end,... One person, Mir Sahib was arrested with a bamboo pole with butcher's knife tied to its end.

মধ্যরাত্রে সুরাবর্দীর গুণ্ডা সন্দর্শনে যাত্রা

... at about midnight we met the Hon'ble Chief Minister being conducted by Mr. Barnes, Dy. Commissioner of Police, Special Branch, at Lichibagan by the side of the Pen Factory of F. N. Gupta. ... we produced the man Mir Sahib who was arrested with the dangerous weapons. He questioned the arrested man (Mir. Sahib) who stated that the dangerous weapon was left by one old offender Rafique. The Hon'ble Chief Minister suggested a fixed picket.....

হেস্টিংস থানার দারোগা বেলেঘাটায় কি উদ্দেশ্যে? বাসভর্তি গুণ্ডাদের নিয়ে কোথায় যাচ্ছিল?

I Further reported to him that I saw three buses taking the people from the Muslim locality near the mosque at 7, Belliaghata Main Road to Anjuman Mofidul Islam at Beniapukur. This naturally created certain amount of panic. These parties were escorted by Officer-in-Charge S. I. Nurul Huda Bhuiya (of Hare St. P.S.) who on being

questioned stated that he was doing so under orders of His Excellency and the Hon'ble Chief Minister.

Houses which were looted near the Pareshnath Temple itself are mostly pucca buildings owned by the Hindus.

রাজাবাজার এলাকায় বীভৎস হত্যালীলা

২৫নং বুদ্ধু ওস্তাগর লেনে নরমেধ যজ্ঞ ঃ হত্যাকারীদের ছেড়ে দিতে সুরাবর্দীর নির্দেশ

In the early hrs. of the 17th morning, a Hindu household at 25, Buddhu Ostagar Lane was attacked by a Muslim mob and 25 out of 37 members of the family murdered– the house was ransacked and set on fire and properties looted. Police arrested some Muslims of the locality. (Suhrawardy worte to the Police Commissioner to release the Muslims)

বিখ্যাত গণিতজ্ঞ যাদব চক্রবর্তীর বাড়িতে দু'দিন ব্যাপী অমানুষিক অত্যাচার

A number of persons with injuries from the house of Mr. Chakraborty situated at 85, Upper Circular Rd. took shelter at the thana. Trouble in front of that house started quite early about 7 a.m. on the 16th and continued throughout the 16th and 17th unabated and five hundred to six hundred Muslims entered the house, molested women, robbed them of their ornaments and one of the beasts raped a woman.

ঠেলাগাড়িতে হিন্দুদের মৃতদেহ ঃ আমার নাম শেফালী

While I was going, a handcart came from Kali Shome St. between Keshab Sen St. and Mirzapur St. I stopped my lorry and I found injured persons and dead bodies on the handcart. One girl was alive and she gave her name as Shefali.

I went to Kali Shome St. from where the cart was drawn and found also other bodies injured and dead. Found a handcart containing 5 bodies (3 females & 2 males); found 2 more women and men lying on the street.

শিয়ালদহ্ বৌবাজারে তাণ্ডবলীলা

At 2-31 p.m. the O. C. Muchipara informed that a big procession coming from Sealdah proceeding via Bowbazar, were looting shops.

Another procession from Upper Circular Rd. shouting belligerent anti-Hindu slogans and looting shops on the route proceeding towards Maidan.

The slogans are :

1. Larke Lenge Pakistan (লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান)
2. Marke Lenge Pakistan (মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান)
3. Sala Hindu Lok ko Mar dalo (শালা হিন্দু লোক-কো মার ডালো)

বাগমারী এলাকা বিধ্বস্ত ঃ হিন্দুদের বন্দুক আটক

Licenced guns from Hindu houses in Bagmari area were taken away by the police of Maniktalla P. S. Gun was taken away from 241/A, Bagmari Rd. from Tarapada Ghosh's house by force by Basu Mian and Hafiz, known bad character.

বাগমারী ভিলায় দু'দিন ব্যাপী হত্যালীলা লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগ

Bagmari Villa :– a very palatial and an expensive building well furnished, was attacked and looted towards the morning of the 17th. No mention of the incident in the records, no step to stop wanton destruction and looting at Bagmari Villa; for three days this looting arson and murder continued in Bagmari Villa.

Bagmari Villa is about 600 to 700 yards from Maniktalla P. S. Police was all along been aware of looting arson and of the most brutal murders including the murder of women and men at Bagmari Villa and in other places in Bagmari both on the 17th and on the 18th.

Charges of murder, arson , and looting against A. K. M. Fazlul Kabir Chaudhury, the O. C. of Manicktalla himself.

ভারত মিহির প্রেসে হত্যা ও ধর্ষণ

Disgusting incident happened at Bharat Mihir Press on Upper Circular Rd. near Rajabazar— two Hindus were killed and also there was a case of rape.

ময়দানের মিটিং থেকে ফেরার পথে পার্ক স্ট্রীটে লুন্ঠন

16th August 1946 :

5-45 p.m. Received telephone message from some gentlemen of Park Street intimating some disturbance on Park Street. While on rounds, it was noticed that supporters of Muslim League, when they were returning from the general meeting, miscreants of the passing crowd, broke open the following shops on Park Street :

(1) Messrs. S. K. Ghosh Ltd. Wine Merchant of 46 Park St.

(2) Jalajoga of Park St. Sweetmeat shop.

(3) R. K. Datta & Bros. of 80 Park St. (Poddar shop)

(4) Dairy Shop of 82 Park St.

(5) Paresh Nath Ghosh of 82 Park St. Sweetmeat shop.

এণ্টালী ও ফুলবাগান এলাকায় লুটপাট

17th August, 1946

1-30 a.m.– Received information that looting and disturbances going on at Phulbagan area. Before the arrival of the police party the local mob had already looted the shops of Hindus in the locality. In course of rounds several shops of Hindus on Dehi Sree Rampore Road, Dr. Suresh Sircar Road and Phulbagan Road were seen looted. About 2000 Hindu male, female and children were rescued from the different areas of the elaka and sent in private lorries to Bhowanipore police station area.

বেনিয়াপুকুর এলাকা ছেড়ে হিন্দুদের পলায়ন

18th August, 1946

From early morning Hindu males, females and children were rescued from Beniapukur Road, Beniapukur Lane, Cremation Street, Linton Street and various quarters and

given shelter on the thana premises. They numbered about 4000.

In the day time some stray stabbing took place and two bodies of Hindus were found on Beniapukur Road, one body of a Hindu was found on Lower Range, one body on Congress Exhibition Road.

মল্লিক বাজারে ব্যাপক লুটতরাজ

Looting in Mullick Bazar started about 5 p.m. Hooligans started looting the shops in Mullick Bazar and set fire and there were stray assaults. On that stretch of road Circular Road where Mullick Bazar is, there were a lot of Bihari Hindus—Hundreds of them who had their shops— motor accessories and utensils— all these shops were looted and these Bihari shop-keepers were rescued and taken to St. Xavier's College. On Circular Road itself opposite the Cemetery there was wholesale looting of Hindu shops. Mullick Bazar area was looted for 2 days. On the 17th August, 1946 I left Head quarters at about 2 a.m. at about 2-30 a.m. we noticed some persons looting a wine shop–R.K. Shaw & Co.—wine merchant of 39, Free School Street. 5 persons were arrested whose names are :

Abdul Majid, Liaquat Hossein, Gulam Rasul, Majir Ali and Mahommed Akram. Sharkh Abdul of 35, Gorachand Rd.—a notorious fellow.

পার্ক সার্কাস অঞ্চলে বিশিষ্ট হিন্দুগৃহে লুটপাট, অগ্নি সংযোগ ও নারী নির্যাতন

Every respectable Hindu houses in Park Circus had been ransacked and burnt. Many of these houses had not only been looted but are inhabited by goondas.

Mr. S.K. Banerjee's house was ransacked at 7 a.m. on 17th.

H.L. Basu's house was ransacked at 5 p.m. A retired Judge by the name of B.K.Roy murdered. Mr. Banerjee, a

Judge of Dharamtalla was killed while protecting a little boy.

Eminent physician, Dewan Bahadur Hira Lal Basu, Retired Principal of the Medical College, Dr. U.P.Basu, Late P.C. De of the Indian Civil Service, B.C. Dutta, an Advocate of the Calcutta High Court— all these houses were ransacked and burnt and family members molested.

In the case of the house of the late Mr. P.C. De, a relation of Sir Nazimuddin was leading the mob which ransacked it. Park Circus was kept free for depredations, if necessary, by Muslim goondas upon Hindu families.

Some other families and houses affected in Park Circus :

Mr. J. C. Gupta's house
Dr. Sachin Bose's "
Capt. P. K. Sengupta's house
Prof. S. C. Mahalanabish's house

মিলিটারী পাঠাতে দেরি ঃ ফলে লুটতরাজ, খুন ও গৃহদাহে সুবিধা

Belated decision of sending military to Park Circus, Corporation St., Wellesly St. Park St. and Free School St. at 18-50 hrs. on 17th. Riots increased in intensity in all these places when there was murder, arson and looting on a very large scale.

Dy. Commissioner of Police, Security Control, arrested 6 persons, having in their possession, dangerous weapons in Gope Lane (Entally).

Telephone message from Mr. J. C. Gupta to Lal Bazar : Mobs are moving about in Circus Avenue looting houses; at the present moment, they have attacked a house near the old residence of Fazlul Haq in Jhowtala Road. PL. send police at once.

..... serious trouble on the 16th broke out in Phulbagan area from at least 1-30 p.m. and trouble was taking place near the crossing of Phulbagan and Hatibagan Road, near

the crossing of Dr. Suresh Sircar Road and Deb Lane and on Phulbagan Road itself, in Gope Lane, in Ismail Street and Beniapukur Road.

লুটপাট—বাড়িপোড়া—গাড়িপোড়া

Shops of Hindus had been looted in Phulbagan area. There was not a single shop which was not looted. During the night of 16th, 17th say between 2 and 2-30 a.m. the Mohammedans in that area were dragging motor cars out of garages, setting fire to them and attacking Hindu houses.

হিন্দুদের বন্দুক কেড়ে নেওয়া হল

Before 12 noon of the 17th pillage, ransacking, loot of Hindu's houses had practically been completed. Lal Mia (Moazzem Hossain of Park Circus) Nasrullah, Parliamentary Secretary were in Control room–Lal Mia and Saleem collected guns from Hindus in Park Circus.

পার্ক সার্কাস কড়েয়া অঞ্চলে ব্যাপক হত্যা ও লুটতরাজ

With the lifting of curfew at 04.00 hrs. (17th morning) trouble began to flare up again particularly in the Park Circus, Entally and Corporation St. Trouble created by looting by Muslim gangs. In Park Circus a large number of Hindu houses looted. Not a single Muslim house looted.

At 9-20 hrs. on 20.8.46 serious disturbances in the Karaya Market area, when a large body of Muslims from Beckbagan came in and killed some Hindus.

Sukumar Ray of Lansdowne Rd. phoned to the police Commissioner on 16th saying that his uncle's house, (at European Assylum lane) was being attacked and the situation was very serious and asked to send help, but no help sent.

ছবি বিশ্বাসের বাড়ি ও দিলখুসা এলাকা আক্রান্ত

Serious trouble there had been on Dilkhusha St. Chhabi Biswas and other people living in Dilkhusha

Street were in great danger. Their properties were looted and they were attacked, their houses were attacked.

বি. কে. রায়ের নৃশংস হত্যা ঃ আক্রম খাঁর অমানুষিকতা

"The houses of Mr. B. K. Ray at P.81, Mrigendra Lal Mitter Road is just opposite to Maulana Akram Khan's house. They were in friendly and neighbourly terms. An assurance was given by Maulana Akram Khan (President, Bengal Provincial Muslim League) that they could safely stay. But the house was repeatedly attacked. The last attack which ended with the murder of Mr. Ray started at 4 p.m. when 500 Mahammedans armed with metal rods, axes and so on attacked this house. Mr. Akram Khan was in his own verandah when these people belonging to the Roy family were imploring him to use his influence with the crowd. The distance between the two balconies would be about hardly 25 to 30 feet. Mr. Akram Khan turned round and went into his own house. When the opposite house was being ransacked and people therein were being murdered inside, the Maulana was inside his house.

While on rounds received information that premises No. 81, Mrigendra Lal Mitra Road, were attacked by Muslims and *domes* of Jannagar Rd. .... A police armed squad in charge of Sgt. P. Flynn was passing by that way and at once went to rescue and opened fire. ...Five men were arrested inside the premises No. P.81, Mrigendra Lal Mitra Rd. The whole house was looted by the rioters and Babu Basanta Kumar Roy, a retired Sub-Judge was stabbed to death and two sons of Basanta Kumar, Sisir Kumar Roy and Lt. A.K. Roy were also stabbed. Sisir Kr. Roy and Lt. A. K. Roy were removed to Chittaranjan Hospital where they were dressed and discharged."

দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার ও সুরাবর্দী কর্তৃক মুক্তিদান

18th August, 1946

"At about 7-15 p.m. this evening I arrested eight

Muhammedans who were engaged in looting food stuffs from the Mullick Bazar market. The goods were being removed in motor lorry BLL 152 driven by one Mohammed Yunus of 57, Lower Chitpur Road without a license. Names and addresses of the looters are ঃ

Muhammad Yunus–driver, 57, Lower Chitpur Rd., Ali Hossain— 135, Park Street.

Shaik Girjan — 57, Lower Chitpur Rd.

Mahommed Rouf — 99, Lower Chitpur Rd.

Kadir — 71, Lower Chitpur Rd.

Abdul Majed Khan — 135, Lower Chitpur Rd.

Shaik Mohammed Ishak — 99, Lower Chitpur Rd.

... Some of the party were wearing Red Cross arm bands. On questioning them as to the nature of the work they are to perform for the Red Cross, I was informed that they were to remove dead bodies from the streets. I took the arrested persons to the Park Street P. S. .....

The thana gate being locked, awating the arrival of the man with the key when the Chief Minister arrived at Park Street P.S. and one of the thana officers called me into the P.S. as the Chief Minister wanted to see me. After reporting the whole incident to the Chief Minister in the presence of Dy. Commissioner, Police Vehicle Department (Mr. H.S.Ghosh Choudhury), he ordered the immediate release of the arrested persons."

কলেজ স্ট্রীট — হ্যারিসন রোড — মেছুয়াবাজার — কেশব সেন স্ট্রীট অঞ্চলে নরক গুলজার ঃ

ঘাতকদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা

18th August, 1946 : 03-03 hours

"While on duty at the crossing of Central Avenue and Harrison Rd. I heard terrible screams coming from behind the Police Morgue (Kalabagan bustee). Broke open the flimsy door and out rushed several Muslims armed with knives and lathis. It was necessary to open fire on them. I

found 9 women and 11 men in the room all Hindus. The rescued Hindus were taken to Mullick Street in Bowbazar." (বলাই বাহুল্য, এদের জবাই করার জন্য ঐ ঘরে আটক করা হয়েছিল)

কুমিল্লা ইউনিয়ন ব্যাঙ্কে আগুন

By 11-25 hrs. there was considerable trouble at the crossing of Mechuabazar and Cornwallis St. crossing and a very violent Mahammedan mob with iron rods, lathis and big knives came from Mechuabazar side and rushed into Keshab Sen St.

The Mahammedans set fire to Comilla Union Bank branch at Cornwallis St. They also looted some shops.

100, Harrison Road is a block of Buildings—many Hindu families live there; attacked and looted.

ভারত কলাভাণ্ডার লুণ্ঠিত

At 11-50 a.m. a large Muslim crowd was seen breaking the premises No. 147 Harrison Road—Bharat Kala Bhandar — a very fashionable store. Looting started before 11 a.m. and continued till 5 p.m. and then it was set on fire. This was one of the biggest general store in Calcutta.

Kalabagan bustee on both sides of Harrison Rd. described as danger points. They made preparation for Direct Action Day.

কলাবাগান বস্তী থেকে বেরিয়ে যদৃচ্ছা ছোরা মারা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট

Situation at Mechuabazar and College Street very grave at 1 p.m. Serious disturbances in Keshab Sen St. Stray cases of stabbing of Hindus by Muslims of Kalabagan; situation grew worse and stabbing of Hindus by Muslims, arson, looting etc. continued with unabated fury.

কালীমন্দির ব্যাঙ্ক আক্রান্ত—আটক হিন্দুদের উদ্ধার

The Hindus complained that the Muslims were trying to attack the Kali temple and had actually defiled the Puja which was going on in the Comilla Union Bank. After separating two mobs we rescued about 100 Hindus who had locked themselves in two small rooms in the Comilla Union Bank.

..... a Constable came running from College St. side and reported that some cloth shops in the market had been broken into and were being looted.

ডালিয়া ও লক্ষ্মী স্টোর্স লুণ্ঠিত

At the crossing of College St. and Mechuabazar St. the famous Tailoring shop "Dalia" was looted and gutted in the presence of the police.

In Harrison Rd. big fires : Hindu houses were burning by large Muslim mob.

Lakshmi Stores — a famous shop on the crossing of College St. and Harrison Rd. was looted, burnt and razed to the ground. A Hindu house at the junction of Amherst St. and Keshab Sen St. was attacked by a Mahammedan mob.

বড়বাজারের উপর সাঁড়াশি আক্রমণ ঃ একদিকে কলাবাগান অপর দিকে কলুটোলা — চিৎপুর থেকে বিশিষ্ট বাঙালী ও মাড়োয়ারী পরিবারের উপর নির্মম হামলা

Many Hindu houses of big and respectable Hindus were burnt at Tarachand Dutta Street. There are houses of rich Marwaries and Bengali gentlemen. Barring one or two Hindu family houses every one of them was set on fire or looted by Muslim goondas coming from Kalabagan bustee.

Poddar families of Tarachand Dutta St (Dayaram Poddar's house) : Anandi Lal Poddar—Ex-Mayor of Calcutta : From his house properties worth Rs. 50 lakhs of rupees have been looted.

The depredation was such that a big iron safe, five or six mounds in weight had been thrown down from storey to the street. Womenfolk of that place in order to save them had to jump into the next house and then had to pay Rs. 5000 to the Sergent in order to escort them to safer place.

রাজা-প্রজা কেউ রেহাই পায়নি

There are some respectable Bengali Houses, viz. house of Raja Debendra Mullick and Kumar Kartic Chandra Mullick's house. This house has been looted. Taraknath Mullick of Clock Tower House was arrested for filing statement before the Enquiry Committee.

সাহায্যপ্রার্থী বিশিষ্ট নাগরিককে লালবাজারে গলাধাক্কা

Many men specially Marwarees came to the police Commissioner to secure help. They brought their own lorries and sought only escort. D. P. Khaitan came to request the Chief Minister to provide some escorts for him and for certain Marwarees. He was refused admission into the Control Room. Police Commissioner said—"In fact I had shoved him off and pushed him off the verandah."

ক্যানিং স্ট্রীট অঞ্চলে লুটপাট, হত্যা ও অগ্নিসংযোগ

Area around Lalbazar–Teretti Bazar, Phears Lane, Chitpur, Ezra St. Canning St. all were burning.

At 10-45 p.m. after the curfew a crowd of 100 Moslems armed with spears was found in Canning St.

আমড়াতলা স্ট্রীটে হিন্দু বাড়ি ও দোকানের উপর আক্রমণ

In Amratalla St. trouble began as early as 6-30 a.m. when Muslim mob incited the local Mohammedans to commit violence on the Hindus and forced Hindus to close their shops. By 10 a.m. a Hindu had been killed in

Lower Chitpur Rd. and looting of Hindu shops began in Canning Street and Lower Chitpur Road.

সিন্দুরিয়াপট্টী মসজিদ থেকে গোলাবর্ষণ

Mohammedans from Shinduriapatti Mosque fired at people at the Punjab Hindu Hotel and people at Bangur building.

29, Ezra St. / Ezra St.– Trertti Bazar and Lower Chitpur crossing, near City cinema on Lower Chitpur Rd. — scene of devastating riot.

মেছুয়াবাজার এলাকায় ধ্বংসলীলা

Found large mobs on Mechuabazar St. and Burman St. where there was a large area on fire.

Five garages were set on fire and the body of a woman who had obviously been killed. Found a large building on the east side of the Central Avenue had been looted. Signs of a serious conflict were observed i.e. general disorder and blood on the floor, though the house was empty of persons and no bodies could be found.

বড় রাস্তা ছোট গলি সবই আক্রান্ত

Mr. Kashiprasad Jharia, 8A, Rajmohan St. reported that a mob set fire to the neighbouring houses at the junction of Tarachand Dutta St. and Chitpur.

B. N. Agarwalla of 2, Tarachand Dutta St. reported at 2-15 p.m. that large crowd had assembled there and is trying to set fire to houses.

I was then engaged in removing injured and dead persons from Chitpur Rd., Burman St., Bal Mukund Makkar Rd., Nilmadhab Sen Lane and Harrison Rd.

Message received from Mr. Saligram, a man of position used to live at 4, Tara Chand Dutta St. reporting that in front of his house a mob consisting of Moslems are looting the shops and houses of Hindus and throwing soda-water bottles. They have broken a petrol pump and just now set fire to his house.

—Serious rioting is in progress in Tarachand Dutta St. premises No. 8 and 6 are being set on fire. —Murder took place at Tarachand Dutta St.—dead bodies are lying on the road. Murder was committed at the flour mill at 8, Tarachand Dutta St., a gentleman called Mr. Venkateshwaran living at, 13, Tarachand Dutta St.

—Hindus were moving from or leaving Zakaria St. Many Hindus' shops and Hindus' houses have been looted and set on fire in Colootola, Tarachand Dutta St.

Premises Nos. 3 & 4 Tarachand Dutta St. and some neighbouring houses were looted and burnt.

Havoc was going on in Mandir St. and also in Phears Lane within the Green Area of Zakaria St.

পুলিন সেনের হত্যা ঃ কন্যা নিগৃহীতা

Pulin Sen was murdered in his house in Chitpur Rd. a little south of Zakaria St. crossing near Nakhoda Mosque. His dead body was thrown out on the street and his daughter was brutally assaulted.

কতশত বা সহস্র হিন্দুর সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয়েছে, জীবনহানি হয়েছে, নারীহত্যা হয়েছে আমার জানা নেই — পুলিশ কমিশনার

"How many hundreds if not thousands, of Hindus have lost their properties and lives and had their women butchered I have no accurate figure."

টেরিটি বাজারে নির্বিচারে হিন্দুহত্যা ঃ মৃতদেহের স্তূপ—পচা গন্ধ লালবাজারে

In Tiretti Bazar within the view of Lal Bazar—50 to 100 yards away from the police Headquarter, there had been a regular massacre of Hindus in the morning of the 16th. Ravages commenced at 7-30 a.m. on the 16th from the Muslim League office at 22, Teretti Bazar Street.

In the afternoon of that day there was looting of stalls at that place and murder had begun. On that day the streets had been littered with corpses and stolen property. (রাস্তা মৃতদেহ ও লুণ্ঠিত দ্রব্যে পরিপূর্ণ)।

The police in Lalbazar did not know that there had been such wholesale murder in Tiretti Bazar until they could smell corpses, unless one got a smell of decomposed bodies.

A divide and rule principle was followed. First the Doshads and other people were asked not to interfere and the Bhatias of the locality were killed. Having finished their depredation on Bhatias and other Hindus, they started general massacre of Doshads on 17th.

On 18th August, 1946, a large number of Hindu shopkeepers and residents of the bazar were also killed. The bustee was set on fire–daggers, lathis and guns were used.

People of that locality who saved their lives had to pay Rs. 4000 to a certain alleged meeting of Muslims and goondas.

মৃতদেহের পচা গন্ধে পুলিশের টনক নড়ে ঃ পুলিশের কাজে সুরাবর্দীর হস্তক্ষেপ

দাঙ্গার দু'দিন পর পুলিশ ১০০ গজ দূরের এই নারকীয় কাণ্ডের খবর পায়—তাও গন্ধবহ মারফত। পুলিশ কমিশনার নিজমুখে স্বীকার করেছেন ঃ "As far as I remember my first information was when the smell of decomposed bodies began to creap in my Control Room."

পুলিশ প্রধানের নাকে যখন পচা লাসের সুবাস পৌঁছেছে, তখন সে খুসবু নিশ্চয়ই শাসকদলের প্রধান তথা প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর নাকেও লেগেছে। কারণ তিনিও তখন সে কন্ট্রোল রুমে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসেছেন ঃ

" Mr. Suhrowardy working day and night without food or sleep for 3 or 4 days, locking himself up in the Control Room."

কন্ট্রোল রুমে বসে তিনি পুলিশের কাজে কি রকম হস্তক্ষেপ করেছেন তার কিছু নমুনা ঃ

"Chief Minister made suggestions /directions in Control Room on sheets of paper to the Police Commissioner, Police Commissioner was unable to do anything

owing to constant interference and orders by the Chief Minister." What can I do? The Chief Minister is sending in slips and interferring all the time."

মা কালী তোমাদের রক্ষা করবে ঃ এস. ও. এস.-এর জবাবে পুলিশ

তার ফলে চারদিক থেকে আক্রান্ত হিন্দুদের প্রাণরক্ষার আবেদন জানিয়ে ফোনের জবাবে পুলিশ নির্বিকারচিত্তে জানাল ঃ "No orders to interfere, No instructions, Can't do anything" ইত্যাদি এবং এসব সুরাবর্দীর সাক্ষাতেই। কোনও কোনও পুলিশকর্তা আবার রসিকতা করে জবাব দিলেন ঃ

(a) Congress will give you protection.
(b) Goddess Kali will give you protection.
(c) Help yourself, we cannot do anything.
(d) কেয়া বোলেগা মিস্টার, আপ্ যো মাংতা হ্যায় উস্ রকম কা সার্জেন্ট তো আপ্‌কা হি হুকুম্ কে সাথ্ ইণ্ডিয়া কুইট কর গয়া! (অর্থাৎ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেন্ট পাঠানোর অনুরোধের বিদ্রূপাত্মক প্রত্যুত্তর)

(P. S. Mathur, Illustrated Weekly of India, 19.8.73)

মেটিয়াবুরুজে নির্বিচারে উড়িয়াদের হত্যা ঃ হত্যাকাণ্ডের মাঝে মিলিটারী প্রত্যাহার ঃ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির বিধ্বস্ত ও অগ্নিদগ্ধ

At 8 a.m. it was reported that rioting had broken out near Metiaburuz where shops of all denominations had been looted and casualities were estimated at—35 killed and 76 injured, done exclusively by the Muslims.

At 16 hrs. Garden Reach area—situation beyond control of police.

There was a mass massacre of Hindus and looting in that area by Muslims. Qriyas were asked to come in by a different gate and as soon as they stepped in they were massacred. Thirty dead bodies were seen to have been deposited on Lower Circular Rd.

Orissa Minister Biswanath Das was sent to investigate into the killings of Oriya labourers of Kesoram Cotton Mills.

The Lakshminarayan temple of Metiaburuz was burnt down.

Trouble started at 8 p.m. and the Military patrol was withdrawn at 10 p.m. ... when Muslims were still reported to be murdering Hindus.

নিস্তারিণী ছাত্রাবাসে গণছাত্রহত্যা

At Nistarini Hostel (নিস্তারিণী ছাত্রাবাস) at Ratu Sarkar Lane. —Killing of all but one student of the hostel. According to report in the press 17 or 18 out of 19 students had been butchered by the Mohammedans.

Marwari Students Mess—Chhatra Niwas was attacked.

রিপন হোস্টেলে ছাত্রহত্যা

Two students of Ripon Hostel at 24, Harrison Rd. named Kirtibhushan Gupta and Parimal Dutta were shot dead on the night of 16th/17th or rather in the early morning of 17th at 1-30 a.m.

বিজ্ঞান কলেজ হোস্টেলে ছাত্রহত্যা

Around 13-50 hours Asst. Commissioner, North Suburbs was informed that several University Students were in danger at the Post-graduate Hostel at No.2. Raja Rajnarain Street, which had been attacked several times by a Muslim mob. The Assistant Commissioner with Sergent Grant from section E and police squad proceeded to the spot and inside the hostel found 4 men lying bleeding on the floor. Two of them were already dead and the rest were found gasping with agonies while profuse blood was oozing out from stab wounds. Thick fresh clots of blood were found from this right up to the entrance door of the houses of S. K. Ismail of 3, Saheb Bagan (Raja Rajnarain Street).

বিজ্ঞান কলেজ আক্রমণ ঃ ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় চড়াও

At about 1-30 a.m. (17.8.46) Dy. Commissioner of Spl. Branch phoned Dy. Commissioner, North District (S. N. Mukherjee) that a mob was trying to enter the Science College.

Simultaneously Mr. S. M. Bose of Bose's Laboratory informed that the mob was trying to enter inside the Brahamo Balika Vidyalay.

Information came from one Mr. P. C. Ghosh of 7, Girish Vidyaratna Lane at 5-48 a.m. (17.8.46) that Science College has again been attacked. On arriving at the spot, I found a mob of over one thousand Muslims throwing stones and some of whom brandishing big torches (মশাল) were attempting to set fire to the Science College premises.

অধ্যাপক মাখনলাল রায়চৌধুরীর নালিশ

Professor Makhanlal Roychaudhury, Supdt. P. G. Hostel, reported to the Dy. Commissioner, North, that six senior University Students were in great danger of their lives at 2, Raja Raj Narayan St. which was several times attacked by Muslim mob, being a Muslim locality.

অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবীশের চিঠি

Prof. P. C. Mahalanabis wrote a letter stating his experience in the Presidency College. He saw a contingent of Muslim National Guards marching down Central Avenue with wireless Vans.

Brahmo Girl's School is being attacked— message.

সৈয়দ নৌশের আলির বাড়ি আক্রমণ

"On the 16th August, 1946 at about 2-30 p.m. I was informed that the house of Syed Nausher Ali at 66/1A, Baithakkhana Road had been raided by the Mahommedans in that locality and that he and his family were in fear of their lives. I proceeded to the spot and found a huge crowd of about 300 Mahommedans there. I fired one gas shell and dispersed the crowd. I found the house of No. 66/1A with all windows and doors broken. At the request of one of the members of the house I entered and found that all furniture etc. have been broken up and the inhabitants had taken

refuge in one room. I saw Syed Nausher Ali and he informed me that as he had the Congress flag flying in his house, the local Mahommedans pulled it down and wanted to fly the League flag. He and the female members asked me to evacuate them as they feared they would be killed. I took all to Amherst Street Police Station."

(Mr. A. F. Kinchin, Inspector, Motor Vehicle Dept.)

মৌলানা আজাদের দৃষ্টিতে

দাঙ্গার প্রথম দিনেই মৌলানা আজাদ দিল্লী যান। তিনি দাঙ্গার পুরো ধ্বংসলীলা দেখেননি। তবু অনুমানের উপর ভর করে ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন ঃ

"He (Maulana) began by speaking of the recent riots in Calcutta. He alleged that Suhrawardy had organised the hooligans of Calcutta's underworld into his supporters, and that the declaration of a public holiday made them believe that they had the licence of the Government to act as they liked. He said that though on Friday there had been more Hindus among casualties, since then the Muslim casualties had been greater."
(Note on interview with Moulana Azad, 19.8.46)

১৬ আগস্ট কলিকাতা যখন জ্বলেছে, তখন মৌলানা আজাদের মতো নেতার কলিকাতা ছেড়ে দিল্লী যাওয়া বিজ্ঞোচিত হয়েছে কিনা তা পাঠক- বর্গের বিচার্য।

শ্রী জি. ডি. বিড়লার চিঠিতে দাঙ্গার ভয়াবহ বর্ণনা ঃ

ভারতের ইতিহাসে এমন ভয়াবহ দাঙ্গার নজির নেই — বিড়লা।

22 Aug., 1946

"My dear Major Henderson, Calcutta,

I am writing this when the things are quietening down. The riots started on the morning of Friday, the 16th. For three days there was a regular orgy of murder, loot and arson. According to the moderate estimates, nearly 6000 persons are killed and an equal number injured. The number of killed perhaps may be more. There are some who estimate that the killed may be as

many as 15000. Many corpses have been thrown into the manholes and the river and hence it is difficult to make an accurate estimate. The roads were virtually littered with corpses which could not be removed for six days.

I had seen the riots of 1926 which were very serious. But the present one has no parallel in the history of India. Cruelty and fury was let loose without restraint.

The Muslim mind was worked up to a very high pitch. The "Direct Action Day" was to be the starting point. If Sir Nazimuddin's interview is to be taken as reflecting the mind of the League, a copy of which I enclose herewith, then complete preparation seems to have been made for violence. Sir Nazimuddin's interview was a clear hint to Muslims as to what was expected of them. It is reported that the night before the riot started, motor lorries belonging to the Government of Bengal paraded the streets occupied by Muslim Leaguers for directing the mob."

রক্তাক্ত হাতের সঙ্গে করমর্দন নয় ঃ তোয়াজ করে সমাধান নয়— নেহরু

২২ আগস্ট তারিখে নেহরু ওয়াভেলকে এক ব্যক্তিগত ও গোপনপত্র লেখেন। দেখা যাচ্ছে কলকাতা কাণ্ডের পর লীগের সঙ্গে বোঝাপড়ায় নেহরু-প্যাটেলদের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমেই কঠোর হচ্ছে ঃ

"Calcutta has been a terrible shock to you and to all of us. And yet may I say that it has a personal significance for us which it cannot have even for you ? Our friends and relatives are involved in these bloody murders, and our children and dear ones may have to face the assassin's knife at any time. It is this grim reality that we face. We shall face it, of course, without shouting, but we are not going to shake hands with murder or allow it to determine the country's policy. We shall still continue to reason with Hindu and Moslem and Sikh and others and try to win them over to the path of friendly cooperation, for there is no other way for the advancement of India. But we do not believe that cooperation will come out of appeasement

of wrong-doing. Hence my dislike of approaches, direct or indirect, which have an appearance of this type of appeasement and are always likely to be misunderstood. The time will surely come when all of us, or most of us, will cooperate together. It will be retarded by wrong tactics and approaches. We may have rough weather ahead. We must have a strong and stable ship if we are to face it with confidence."

মহিষাদল রাজবাড়ি ও মল্লিক বাজার লুণ্ঠনের প্রত্যক্ষদর্শী ফজলুল হকের বক্তব্য ঃ কলকাতায় যেন নাদির শাহের আবির্ভাব ঘটেছে

বাংলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধেয় নেতা ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এ. কে. ফজলুল হক (হক সাহেব) তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"In the afternoon (of 16th), Mullick Bazar which was within half a mile from my house was looted, I was then standing on the veranda and I found people rushing in great merriment on all sides and the police paharawallas accompanying them. Everyone was happy, as if they were accompanying a marriage procession. In the same night the Park Circus Market was looted ..... on the next day, I believe, the Mahisadal Rajbati was attacked. There was a Traffic out-post nearby. In spite of that all the belongings of the house were looted within two hours, and the police were looking on. Men were carrying this looted properties and I had reports that a member of the Provincial service had been found carrying a silver tray in his hand.

It seemed to me that during those days, not only the British rule had ended, but that some learned Nadir Shah had come over Calcutta and had let loose his hordes of plunder and loot." (Bengal Legislative Assembly Minutes)

হক সাহেব হক কথাই বলেছেন। নাদির শাহের দিল্লী লুণ্ঠন ও নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের সঙ্গেই তুলনা চলে ১৬–১৯ আগস্টের কলকাতা লুণ্ঠন ও হত্যালীলার।

দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী কমরেড জ্যোতি বসু

"আমাদের পার্টি নেতৃত্ব আশঙ্কা করেছিলেন, ১৬ই আগস্ট অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে। সে কারণেই শান্তিরক্ষার জন্য আগের দিন সন্ধ্যা থেকে পার্টির নেতৃস্থানীয় কমরেডদের কলকাতার শ্রমিক-অধ্যুষিত ও মিশ্র এলাকাগুলিতে বিশেষ করে উপস্থিত থাকার জন্য বলা হয়েছিল।

পার্টি নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী আমি নারকেলডাঙ্গায় শ্রমিক-লাইনে চলে যাই। আমার সঙ্গে ছিল তৎকালীন রেলওয়ে ইউনিয়নের নেতা কৃষ্ণমূর্তি এবং নিখিল মৈত্র (নিখিল মৈত্র পরে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন)। নারকেলডাঙ্গায় রেলওয়ে কলোনিতে আমরা ১৬ই আগস্ট সন্ধ্যা পর্যন্ত কাটাই। তখন আমি রেলওয়ে ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

নারকেলডাঙ্গার রেলওয়ে কলোনিতে বসে আমরা বাইরের কোনো খবর পাচ্ছি না। মাঝে মাঝেই দেখছি—ধ্বনি দিতে দিতে মিছিল যাচ্ছে। রেলওয়ে শ্রমিকরা বললেন—আপনারাও আক্রান্ত হতে পারেন, আপনারা চলে যান। তাঁরা বললেন, চারিদিকে দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে, বাড়িঘর পুড়ছে, লুটতরাজ চলছে। আমরা কোনো প্রকারে শিয়ালদহ স্টেশনে এলাম। তারপর পায়ে হেঁটে লোয়ার সার্কুলার রোড দিয়ে এগুতে থাকলাম। রাস্তার দু পাশে মৃতদেহ পড়ে আছে, ফুটপাথে আক্রমণকারীরা ঘোরাফেরা করছে। চারিদিকে আগুন জ্বলছে। আমরা ফুটপাথ দিয়ে না গিয়ে রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। অনেক কষ্টে শিয়ালদহ লরেটো স্কুলের পাশে ১২১ নং লোয়ার সার্কুলার রোডে আমাদের পার্টির কলকাতা জেলা কমিটির অফিসে এসে পৌঁছলাম। এখানে পার্টি কমরেডদের কাছে খবর পেলাম—সারা কলকাতা জ্বলছে। জেলা কমিটির অফিসেই আমাদের রাত কাটাতে হলো। ঐ এলাকাও নিরাপদ ছি না; সবসময়েই আমরা আক্রমণের আশঙ্কা করছিলাম।"

(জনগণের সঙ্গে—জ্যোতি বসু)

কমরেড জ্যোতি বসু যে এলাকা দিয়ে গেছেন এবং যাদের মৃতদেহ দেখেছেন তারা সবাই হতভাগ্য হিন্দু। আর যেসব মুসলমান কমরেড তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দিলেন তাঁরা ও তাঁদের ভাই বেরাদররাই নারকেল-ডাঙ্গা এলাকা হিন্দুশূন্য করেছিল। 'লীগ মুসলমান' আর 'কমরেড মুসলমান' সবাই একজোট হয়ে হিন্দু বিনাশে মেতেছিল। তাতে যে ধুতিপরা হিন্দু কমরেডদেরও জীবন বিপন্ন হয়েছিল, সেকথা জ্যোতিবাবুও অস্বীকার করতে পারেন নি। বঙ্কিম মুখার্জী, প্রমোদ দাসগুপ্ত,

নীরোদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণবিনোদ রায় প্রভৃতি হিন্দু কমরেডরা কেমন নিশ্চিত মৃত্যুমুখ থেকে রক্ষা পেয়েছেন সেকথা জ্যোতিবাবু "জনগণের সঙ্গে" পুস্তিকায় বর্ণনা করেছেন।

সেদিন মানিকতলা মোড় থেকে আপার সার্কুলার রোড ধরে রাজাবাজার শিয়ালদহ বৌবাজার মোড় এবং লোয়ার সার্কুলার রোড ধরে মৌলালি হয়ে পার্কসার্কাস পর্যন্ত; রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট থেকে রাজাবাজার হয়ে নারকেল ডাঙ্গাগড়পার রোড, ক্যানাল ইস্ট এবং ওয়েস্ট রোড ও বাগমারী এলাকায় এরকম অসংখ্য মৃতদেহ পড়েছিল। অগুনতি মৃতদেহ খালে ফেলা হয়েছিল। হিন্দুহত্যায় কসাইবস্তির কসাইরা অন্যতম মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এসব মৃতদেহের প্রায় সবই হিন্দু মৃতদেহ। শুধু জ্যোতিবাবু কেন, এই বীভৎস দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেছেন সুরাবর্দীর ভগ্নী বেগম শায়েস্তা সুরাবর্দী ইক্রামুল্লাও।

সুরাবর্দীর ভগিনী দাঙ্গার প্রত্যক্ষদর্শী

১৬ আগস্ট বেলা একটার সময় দমদম বিমানবন্দর থেকে তিনি মোটরে বাড়ি ফেরেন। তার চলার রাস্তা দমদম থেকে যশোর রোড ধরে, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, মানিকতলা, রাজাবাজার, শিয়ালদহ হয়ে পার্কসার্কাস বা থিয়েটার রোড। পথে যে দৃশ্য তিনি দেখেছেন তা তাঁর নিজের কথায় ঃ

"From Dum Dum to the city of Calcutta we passed through suburbs most of which consisted of clusters of mud hut with straw roofs. These were all ablaze ..... As we entered the town further ghastly sights of violence met our eyes, dead bodies lay strewn everywhere. I clearly saw the body of a person lying on the marble steps of the porch of a house, his white drill suit splattered with blood, his head was neatly severed from his body and lying a few feet away.

I saw a Sikh clad only in shirt and shorts, without his turban, being chased by a man with an unsheathed sword, panting after him like an animal after its quarry."

কারা আক্রান্ত আর কারা আক্রমণকারী সুরাবর্দীর বোনের সাক্ষ্যই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। ধড় থেকে মুণ্ডবিচ্ছিন্ন ড্রিল পোশাক পরিহিত দেহটি কার, এবং শিখ ব্যক্তির পেছনে উন্মুক্ত অসি হস্তে ধাবমান লোকটি কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত, তাও কি বলে দিতে হবে?

এরপর মহাজাতি সদন-মার্কাস স্কোয়ারের মোড় থেকে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে হ্যারিসন রোড মোড়, মহম্মদ আলি পার্ক, কলুটোলা মোড় পর্যন্ত রাস্তার দুধারে অগুনতি হিন্দুর মৃতদেহ পড়েছিল। আবার ওদিকে হ্যারিসন রোড—চিৎপুর রোড ক্রশিং থেকে লালবাজারের গা পর্যন্ত একই দৃশ্য। এ দুটি রাস্তার অর্থাৎ চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ও চিৎপুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলের কয়জন হিন্দু প্রাণরক্ষা করতে পেরেছিল, তা যারা এখনো বেঁচে আছে তারাই বলতে পারে। তারাচাঁদ দত্ত স্ট্রীট, জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের, কলুটোলা স্ট্রীট ও অন্যান্য অলিগলির হিন্দুরা বেঘোরে প্রাণ হারিয়েছে। ক্যানিং স্ট্রীট ও তার আশপাশের রাস্তা হিন্দু মৃতদেহে পরিপূর্ণ ছিল। টেরেটি বাজার এলাকার হিন্দু দোসাদ ও ভাটিয়াদের গলিত মৃতদেহের দুর্গন্ধে লালবাজার পুলিশ হেড কোয়ার্টারে থাকা দুষ্কর হয়ে পড়েছিল। রাস্তাগুলির ও গলিসমূহের দুইদিক বন্ধ করে নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করা হয়েছিল। সমস্ত রাস্তা মৃতদেহে আবৃত হয়ে গিয়েছিল।

মৃতদেহ সরিয়ে/মৃতদেহের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়েছি ঃ পি. এস. মাথুর

তার প্রমাণ মেলে তৎকালীন বাংলা সরকারের তথা সুরাবর্দীর একান্ত বিশ্বাসভাজন প্রচার সচিব পি. এস. মাথুরের বর্ণনায়। তিনি লালবাজারে কন্ট্রোল রুমে সুরাবর্দীর সঙ্গী ছিলেন। মাথুর সাহেব দুপুরের পরে বৌবাজার, কলেজ স্ট্রীট, শিয়ালদহ, মানিকতলা, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ হ্যারিসন রোড ইত্যাদি এলাকা ঘুরতে গিয়ে যে নিদারুণ দৃশ্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা তিনি নিজেই লিখে গেছেন ঃ

"I drove through streets littered with dead bodies. At places I stopped the vehicle to remove the corpses to the pavements but then it became impossible to remove all of them. I even drove over dead bodies–I was helpless." *(Illustrated Weekly of India–19.8.73)*

ময়দানে লীগের মিটিং-এ কমরেড জ্যোতি বসু ঃ হাবভাব দেখে পলায়ন

"১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট। মুসলিম লিগের 'পাকিস্তান' দাবি আদায়ের জন্য শহিদ সুরাবর্দির 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস।' ওই দিবস উপলক্ষে সুরাবর্দি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, নিখিল ভারত সিডিউল কাস্ট ফেডারেশনের নেতাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন মুসলিম লিগের ময়দান সমাবেশে যোগদানের জন্য। আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিল শিডিউল কাস্ট ফেডারেশন ও কমিউনিস্ট পার্টি। সুরাবর্দি ফেডারেশন ও কমিউনিস্ট পার্টির দু'জন এম. এল. এ. নেতাকে পুলিশ প্রহরায় ময়দানে

মনুমেন্টের নিচে তাঁর সমাবেশে হাজির করিয়েছিলেন। ওই দু'জনের একজন হলেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এবং অন্যজন জ্যোতি বসু। যোগেন মণ্ডল 'পাকিস্তান' দাবির সমর্থনে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু জ্যোতি বসু তা করেননি। তিনি পুলিশ প্রহরায় পিছনে দাঁড়িয়েই দেখলেন যে সুরাবর্দির গুণ্ডাবাহিনী চৌরঙ্গির উপরে হিন্দুদের খোলা দোকানগুলি আক্রমণ করে, লুট করে, আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। এই দৃশ্য দেখেই জ্যোতিবাবু কৌশলে পুলিশ প্রহরায় বউবাজারে পার্টি অফিসে দ্রুত ফিরে গেলেন।" (বাংলা ঃ ফজলুল হক থেকে জ্যোতি বসু—সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)

এসব কথা পড়ে আজকের অনেক 'হঠাৎ কমরেডের' মনে হয়তো সন্দেহ জাগতে পারে। কিন্তু ব্যাপারটা নির্জলা সত্য। মুসলিম লীগের হাত ধরেই যে ১৯৪৬ সালে জ্যোতিবাবু প্রথম বঙ্গীয় আইন সভায় প্রবেশ করেন, একথা সেকালের সাংবাদিকরা অনেকেই জানেন। মুসলিম লীগ সরকারের কুকর্মের প্রতি তাঁর নরম মনোভাবের রহস্য ওখানেই নিহিত।

জ্যোতি বসু কাদের প্রতিনিধি?—শ্যামাপ্রসাদ

"২৫ অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী (প্রিমিয়ার) সুরাবর্দি রাইটার্স বিল্ডিংসে 'শান্তি বৈঠক' ডাকলেন। সুরাবর্দি শান্তি বৈঠকে যোগদানের জন্য ডাকলেন কংগ্রেস নেতা কিরণশঙ্কর রায়, শরৎচন্দ্র বসু, হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতা জ্যোতি বসুকে। খবরের কাগজে এই আমন্ত্রিত লোকদের নাম প্রকাশিত হল। শ্যামাপ্রসাদ সুরাবর্দির কাছে লিখিতভাবে জানতে চাইলেন, জ্যোতি বসু 'শান্তি বৈঠকে' কোন্ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করবেন? হিন্দুর? মুসলমানদের? কিংবা হিন্দু ও মুসলমানের উভয়ের। শ্যামাপ্রসাদ ওই চিঠিতে লিখলেন, কংগ্রেস হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবে। হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করবেন হিন্দু মহাসভার পক্ষে শ্যামাপ্রসাদ। মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করবেন সুরাবর্দি নিজে। সুতরাং জ্যোতি বসু কার প্রতিনিধিত্ব করবেন? জ্যোতি বসু 'শান্তি বৈঠকে' আমন্ত্রিত হলে শ্যামাপ্রসাদ ওই বৈঠকে যোগ দেবেন না। জ্যোতি বসুর কৌশল টিকল না। সুরাবর্দি জ্যোতি বসুকে পাঠানো চিঠি প্রত্যাহার করে নিলেন"। (ঐ—সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত)

শ্যামাপ্রসাদের নামে জ্যোতি বসুদের গায়ে যে বিছুটি ফুটবে তাতে আর আশ্চর্য কি! জ্যোতিবাবুরা অবশ্য গায়ের জ্বালা মিটিয়েছেন; শ্যামাপ্রসাদের মৃত্যুর পর 'স্বাধীনতা'য় চার লাইনে তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছাপিয়েছেন।

একথা তো ঐতিহাসিক সত্য যে চিরদিন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার

পৃষ্ঠপোষক ও হিন্দুদের সর্বনাশকারী কম্যুনিস্ট দল পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপনমাত্র ভারতভাগের যৌক্তিকতা স্বীকার করে নেয়। কম্যুনিস্টরা সোল্লাসে ঘোষণা করল—" The Pakistan is a just, progressive and national demand." আর এই দলের চেলাচামুণ্ডারা মুসলিম লীগের পাণ্ডাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে রাস্তাঘাটে জিগির দিতে থাকে— "পাকিস্তান মানতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে।"

অথচ জ্যোতিবাবু এখন সাফাই গেয়ে বলছেন ঃ

"আমাদের পার্টি সে সময় দেশবিভাগের তীব্র বিরোধিতা করেছে এবং নিজস্ব সীমিত শক্তি নিয়েও কংগ্রেস-লীগ ঐক্য, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য লাগাতার অভিযান চালিয়ে গেছে।

আমরা বলতে পারি, হিন্দু ও মুসলিমদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দেশ বিভাগ চাননি—এমন কি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের একাংশও দেশ-বিভাগের বিরোধী ছিলেন।"— (জনগণের সঙ্গে-জ্যোতি বসু)

জ্যোতি বসুরা কবে দেশভাগের বিরোধিতা করেছেন?

জ্যোতিবাবুদের পার্টি কবে কোথায় দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছে সে খোস খবরটি কিন্তু তিনি জানাননি। "মুসলমানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার' 'বিভক্ত ভারতে অবিভক্ত বাংলা' তাদের এসব স্লোগানের অর্থ কি? যে সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার জঘন্য ক্রিয়াকলাপে হিন্দু মুসলমানে চিরন্তন বিচ্ছেদ ঘটে গেল, তার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতেও জ্যোতিবাবুদের সাহসে কুলায়নি। গাঁজাখুরি গল্প বলে নতুন প্রজন্মকে অন্ধকারে রাখার এই প্রয়াস কেন?

আর হিন্দুদের কথা বাদ দিই, কিন্তু "মুসলিমদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দেশবিভাগ চাননি"—এই আষাড়ে গল্প জ্যোতিবাবু বানাতে যাচ্ছেন কেন এই বৃদ্ধ বয়সেও। মুসলমানরা যদি দেশবিভাগ নাই চাইবে, তাহলে ১৯৪৬ সালে নির্বাচনের পর দিল্লীতে সারা ভারতে মুসলিম লীগের টিকিটে নির্বাচিত এম. এল. এ.-দের যুক্ত অধিবেশনে সুরাবর্দী যে নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি তোলেন এবং যা সর্বসম্মতিক্রমে কর্ণবিদারী আল্লা-হো-আকবর ধ্বনির সাথে গৃহীত হয়, তার অর্থ কি?

" Whereas the Muslims are convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindus and in order to afford them full scope to develop

themselves according to their genius, it is necessary to constitute a sovereign independent state comprising Bengal and Assam in the North East Zone, and the Punjab, North -West Frontier Province, Sind and Balochistan in the North West Zone."

এর পরেও কি জ্যোতিবাবুরা বলবেন মুসলমানরা দেশবিভাগ চায়নি? সত্যি কথা বলতে গেলে মুসলমানদের মতো জ্যোতিবাবুদের কম্যুনিস্ট পার্টিও ভারত বিভাগ চেয়েছে; কিন্তু বাংলাভাগ চায়নি। তারা পুরো বাংলার পাকিস্তানভুক্তি চেয়েছিল। আবার কিছুদিন পর যখন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর আন্দোলনের জোয়ারে 'স্বাধীন বাংলার' বেনামে 'পাকিস্তানী বাংলা' বানাবার কারসাজি ভেস্তে গেল, তখন জ্যোতিবাবুরা 'চাচা, আপন প্রাণ বাঁচা' নীতি অবলম্বন করে বাংলা ভাগের পক্ষে ভোট দিয়ে বসেন। আর এদিকে দলের চেলাদের "বাংলা ভাগ করল কে?— শ্যামাপ্রসাদ আবার কে" বলে জোরসে চোঙ্গা ফোঁকায় লাগিয়ে দিলেন। জ্যোতিবাবুরা শুধু দ্বিচারিতা নয়, ত্রিচারিতায়ও বিশ্বশ্রী।

অহিংসা সত্ত্বেও রক্তস্নান আসতে পারে ঃ গান্ধীজী
নোয়াখালি—বিহার—পাঞ্জাবের পূর্বাভাস

ক্ষমতা হস্তান্তরের বছরখানেক আগে থেকে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং প্রস্তাবিত পাকিস্তানের দুই বলিষ্ঠ বাহু বলে পরিগণিত বাংলা ও পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখদের উপর যে বর্বরোচিত আক্রমণ চলে, সে সব নির্দয় আচরণ ও নির্মম অত্যাচারের কণিকামাত্র বর্তমানকালের পাঠকের গোচরীভূত না করলে, প্রাক্-ক্ষমতা হস্তান্তরকালীন পরিস্থিতি এবং দেশভাগের মানসিক প্রস্তুতির পটভূমিকা অনুধাবন করা অসম্ভব।

একদিকে হিংসায় উন্মত্ত মুসলিম লীগ, অপর দিকে নির্লজ্জ মুসলিম তোষণে সদা তৎপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণে গান্ধীজীও ধৈর্যহারা হলেন। আইনের প্রয়োগে ও ডাণ্ডার বলে মুসলিম লীগের গুণ্ডামির মোকাবিলা না করে, তারা কখন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দোহাই দিয়ে কখনও গভর্নরের বিশেষ ক্ষমতার অজুহাতে, কখন বা সংখ্যালঘুর অন্যায় দাবির প্রতি অযৌক্তিক নমনীয়তা দেখিয়ে, এবং মন্ত্রী মিশনের সুপারিশের অপব্যাখ্যা করে মুসলিম লীগের মনোরঞ্জন করতে থাকে। এক এক জন প্রাদেশিক গভর্নরের কার্যকলাপে তাদের লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য বলে ভ্রম হতে পারে। সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, পাঞ্জাব, বালুচিস্তান ও বাংলায় মুসলমানদের হাতে

হিন্দুদের নির্যাতন ও নিপীড়নে অনেক ব্রিটিশ প্রশাসকই যেন মনে মনে বেজায় খুশি। ভাবখানা এমন যেন "এতদিন তো আমরা তোমাদের মুসলিম অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছি। এখন আমরা তো বিদায়ের মুখে। এখন তোমরা মুসলিম প্রতিবেশীর আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা কর। আমরা আর তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে নেই।" কলকাতার দাঙ্গা থেকেই ইউরোপিয়ান কর্মচারীদের এরকম নিস্পৃহ মনোভাব স্পষ্ট হতে থাকে।

গান্ধীজী অনুভব করতে থাকেন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী দেশ থেকে বিদায় না হলে এ সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর হবে না। বহুক্ষেত্রেই এদের কুমন্ত্রণাতেই মুসলিম লীগের নেতারা পরিচালিত হচ্ছে। লীগ নেতারা ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীকেই নিজেদের 'Friend, Philosopher and Guide' বলে মনে করে। তারাও সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে মুসলিম লীগের কোলে ঝোল টানতে কার্পণ্য করে না। এ রকম পরিস্থিতিতে ওয়াভেলের সঙ্গে আলোচনা কালে তাঁর একদেশদর্শিতায় ক্ষুব্ধ নেহরু ও গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া স্বয়ং ওয়াভেল লিপিবদ্ধ করেছেন ঃ

"The argument went on for sometime, and we did not make much progress. Nehru at one time got very heated and said that this was simply 'bullying' by the Muslim League. Gandhi said that if a blood bath was necessary, it would come about in spite of non-violence."

অহিংস সন্ন্যাসীর মুখে এই হুঙ্কার শুনে ওয়াভেল বিস্মিত হয়েছিলেন

ওয়াভেলের সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার ঘটে ২৭শে আগস্ট ১৯৪৬; কলকাতা দাঙ্গার ১১ দিন পরে— তখনো নোয়াখালির দাঙ্গা ঘটেনি এবং পাঞ্জাবের দাঙ্গা ঘটে আরো ৬ মাস পরে। কিন্তু ব্রিটিশের ভেদনীতির সমর্থনপুষ্ট মুসলিম লীগের অতি-জঙ্গীপনায় সমগ্র উত্তর ভারতে যে রক্তগঙ্গা বইবে, গান্ধীজী অবচেতন মনে যেন তারই কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন। কলকাতার পর সে ধ্বনি শোনা গেল নোয়াখালি থেকে।

বিঃ দ্রঃ— দাঙ্গা সম্পর্কীয় উদ্ধৃতিগুলি Calcutta Disturbances Commission of Enquiry–Record of Proceedings এবং Transfer of Power-এর বিভিন্ন volume থেকে গৃহীত।

অষ্টম অধ্যায়

বিভীষিকাময় ১০ অক্টোবর ঃ হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণ-ধর্মান্তর ঃ নোয়াখালির দাঙ্গা

১৯৩৭ সালে বাংলায় মুসলিম লীগ শাসন কায়েম হতেই নোয়াখালি জেলায় স্থানে স্থানে হিন্দুদের উপর একশ্রেণীর মুসলমান নির্যাতন শুরু করে। ঐ নির্বাচনে গোলাম সরওয়ার নামে এক লীগ সদস্যের উস্কানিমূলক বক্তৃতাই এসব সাম্প্রদায়িক অশান্তির মূল। সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত মুসলিম লীগের সদস্য হবার দরুন তার সকল অপকর্মেই সরকার চোখ বুজে থাকে। সে সময় হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ ছাড়া অন্য কোনও দলই হিন্দুদের উপর অত্যাচারের কোনও প্রতিবাদ করেনি। সমকালীন পত্রপত্রিকায় এসব হিন্দু নির্যাতনের কাহিনী কিছু কিছু প্রকাশিত হয়েছিল।

নোয়াখালি দাঙ্গার আগেও পূর্ববঙ্গে বিচ্ছিন্ন ভাবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ

কবিগুরুর মর্মবেদনা ঃ মুসলমান নেতাদের কাছে ব্যর্থ আবেদন

অবশ্য ১৯৪৬-এর ১৫/২০ বছর আগে থাকতেই পূর্ব ও উত্তর-বঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দুরা গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলমানদের হাতে কারণে অকারণে নির্যাতিত হচ্ছিল। কোন কোনও স্থানে এই নির্যাতন ও অত্যাচার এমন বীভৎস আকারে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল যে স্বয়ং কবিগুরু পর্যন্ত ধৈর্যহারা হয়েছিলেন এবং হিন্দুদের অসহায়ভাবে মার খেতে দেখে ধিক্কার দিয়েছেন; কখনো বা প্রতিরোধের পরামর্শ দিয়েছেন। সমকালীন সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভ ও বেদনা যেভাবে ব্যক্ত হয়েছিল, তার কিছু নমুনা দেওয়া গেল।

"৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১/ ২১ভাদ্র ১৩৩৮

বাঙ্গলায় নৃশংসতার তাণ্ডব

ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অশ্রদ্ধার কারণ

পাপ দূরীকরণে মুসলমান সম্প্রদায়কে আহ্বান
রবীন্দ্রনাথের আবেদন

বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে সম্প্রতি যে নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে, ঐ সম্বন্ধে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিম্নোক্ত মর্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন ঃ

বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে পর পর যে সকল নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে, উহা কেবল যে, আমাদিগকে দুঃখিতই করিয়াছে তাহা নহে, অসহনীয় লজ্জার বোঝাও আমাদের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে। ইহা অতীব দুঃখের বিষয় যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ছিল এই সকল অত্যাচার-উৎপীড়নে তাহা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। বার বার অনায়াসে গ্রামের পর গ্রামে শহরের পর শহরে এই সকল নৃশংসতার অনুষ্ঠানে ব্রিটিশ সরকারের নৈতিক মর্যাদা অতিমাত্রায় আহত হইয়াছে।

কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যেরই কোন দল বিশেষকে যখন আমরা আমাদেরই মধ্যে বিদ্বেষের আগুন উস্কাইয়া তুলিতে ও আমাদের জাতীয় ইতিহাসকে চিরদিনের মত কলঙ্কিত করিতে দেখি, তখন লজ্জায় সঙ্কোচে আমরা নির্বাক হইয়া পড়ি। এতৎ সম্পর্কে আমি সমবেত চেষ্টা দ্বারা নিজদিগকে রক্ষা করিবার কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে, বলিতে ইহাই বুঝাইতে চাই যে একটি কার্যতৎপর নীতিসঙ্ঘ গঠন করিয়া আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়ের জনসাধারণকে রক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। উত্তেজনা-অন্ধ আত্মঘাতী দল এই সকল নৃশংস অত্যাচার-উৎপীড়ন দ্বারা আমাদের দেশের সকল সম্প্রদায়েরই অত্যাচারী ও অত্যাচারিত সকলেরই সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে, শান্তি ও সভ্যতার ভিত্তিমূল বিধ্বস্ত করিয়া থাকে।

বহু দূরে অবস্থিত এক দ্বীপের অধিবাসীর পক্ষে চিরকালের জন্য ভারতের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভবপর হইবে না, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা ভারতীয় হিন্দুমুসলমান একই দেশমাতৃকার সন্তান। চিরকাল পাশাপাশি বাস করিয়া এই সম্মিলিত রাজতন্ত্র গড়িয়া তুলিব, জয়-পরাজয়ের সমান অংশ সমভাবে বাঁটিয়া লইব। এই নিদারুণ সঙ্কট মুহূর্তে আমাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি দোষারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না। সমস্ত সাধু-মুসলমানগণকে তাঁহাদের মহান ধর্মের নামে, তাঁহাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার নামে ও বিপন্ন মানব-সমাজের নামে আমি আমাদের সহিত সহযোগিতা করিয়া, যে পাপ ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগের উন্নতির সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় ডুবাইয়া দিয়া সমস্ত জগতের চক্ষে আমাদিগকে হীন ও উপহাসাস্পদ করিয়া ফেলিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে, উহার উচ্ছেদ সাধনে যত্নবান হইতে অনুরোধ করিতেছি।

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৩১/ ২৯ ভাদ্র ১৩৩৮

চট্টগ্রামের অনাচারে কবির দুঃখ
শ্রীযুত সেনগুপ্তের নিকট তার

গত ৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চট্টগ্রামে শ্রীযুত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নিকটে নিম্নমর্মে তার প্রেরণ করিয়াছিলেন ঃ

আমি বুঝিতেছি যে, অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। দেশের ভবিষ্যৎ দুর্দিন ও অকথ্য অনাচারের কথা চিন্তা করিয়া আমার মনে দারুণ কষ্ট হয়। আমি সব সময়েই এ সম্পর্কে চিন্তা করিতেছি। আমার বর্তমান স্বাস্থ্য লইয়া আপনার প্রস্তাব মত কোন সভায় যোগদান করা অসম্ভব।

১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৩১/৩০ ভাদ্র ১৩৩৮

চট্টগ্রামের বিপন্ন হিন্দু
রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি

চট্টগ্রামে সম্প্রতি হিন্দুদিগের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার হইয়াছে, উক্ত ঘটনায় কবি রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছেন। তিনি চট্টগ্রামের উৎপীড়িত অধিবাসীদিগের সাহায্য কল্পে অগ্রসর হইয়াছেন। ফ্রী প্রেস সানন্দে জানাইতেছেন যে, কবি রবীন্দ্রনাথ গত সোমবারের গীত উৎসবের উদ্বৃত্ত টাকা হইতে উক্ত উৎপীড়িতদের সাহায্যার্থে ১০০০ টাকা দিবেন এরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। —ফ্রী প্রেস।

সমগ্র পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের অসহায়ভাবে মুসলমানদের হাতে নিপীড়িত হওয়ার এক করুণ চিত্র বর্ণিত হয়েছে তৎকালীন আনন্দবাজার পত্রিকার পাতায়—

১৮ সেপ্টেম্বর ১৯৩১/১ আশ্বিন ১৩৩৮

উপদ্রুত-হিন্দু

চট্টগ্রামের উপদ্রুত হিন্দুদের সাহায্যের জন্য কবি রবীন্দ্রনাথ অভিনয়লব্ধ অর্থ হইতে সহস্র মুদ্রা দান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। সংখ্যাল্প ও নানাভাবে দুর্বল হিন্দুর উপর এই অকথ্য পীড়নের সংবাদে কবির হৃদয় ব্যথিত হইয়াছে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভাও সমগ্র হিন্দুসমাজকে চট্টগ্রামের হিন্দুদিগকে সাহায্য করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন এবং অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা দেখিতেছেন। আমরা কিছুদিন পূর্বে বঙ্গীয় সঙ্কটত্রাণ সমিতিকে এই

দুর্বিষহ সঙ্কটে অবিলম্বে সাহায্য প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহারা এ পর্যন্ত সে বিষয়ে নীরব রহিয়াছেন।

পাবনা, ঢাকা, কিশোরগঞ্জ এবং চট্টগ্রামে কয়েক বৎসরের লুঠতরাজ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইতে ইহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, উত্তর ও পূর্ববঙ্গের সংখ্যাল্প শতধাবিচ্ছিন্ন হিন্দুরা আত্মরক্ষায় অক্ষম। ধর্মের ধুয়া ছলনা মাত্র— রাজনৈতিক কারণই মুখ্য। রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতা আজ রাষ্ট্রনীতিতে প্রবল হইয়া যে ভেদবাদের সৃষ্টি করিয়াছে, যেভাবে বিদ্বেষ মর্মান্তিক করিয়া তুলিতেছে, এ সকল তাহারই অভিব্যক্তি। ইহার জন্য শাসকবর্গকে দোষ দিবার চেষ্টা নিষ্ফল। পরাধীন জাতির কোন অংশ যদি ভ্রান্ত স্বার্থবুদ্ধিতে পরিচালিত হইয়া এইরূপ নিষ্ঠুর আত্মঘাতী নীতি অবলম্বন করে, তাহা এক কূট চাতুরী হিসাবে গ্রহণ করা রাজনীতিতে একান্ত দুর্নীতি নহে। এজন্য শাসকবৃন্দকে দায়ী করিয়া অথবা লজ্জা দিয়া কোন ফল লাভ হইবে না! বিলাপ করিলে, ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়িলে, 'তৃতীয় পক্ষ' কিম্বা "মস্তিষ্কে"র চিত্তে করুণা বা অনুতাপের উদয় হইবে, ইহা আকাশকুসুম প্রত্যাশার মতই অলীক। আজ স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতে হইবে, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের মধ্যে পাপ আছে— এবং তাহা আছে বলিয়াই এককে অপরের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা সহজ! এই পাপ যতদিন দূর না হইবে, ততদিন এই শ্রেণীর উৎপাত ও লাঞ্ছনার জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে!

কি কৌশলে, কি উপায়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রশমিত হইতে পারে, এবং এই শ্রেণীর পৈশাচিক অত্যাচার নিবারিত হইতে পারে, তাহা লইয়া দেশের অনেক বড় বড় রাজনৈতিক চিন্তা করিতেছেন। কিন্তু এ পর্যন্ত তাহার কোন মীমাংসা হইল না। শীঘ্র যে হইবে, সে ভরসাও অল্প।

পূর্ববঙ্গের অবস্থাই অতি শোচনীয়। পাবনা হইতে চট্টগ্রাম কোথাও হিন্দু আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। কেবল তাহাই নহে—এই সকল উপদ্রব ক্রমে অধিকতর পৈশাচিক ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেছে এবং আশ্চর্য ও ক্ষোভের বিষয় এই যে, দুষ্কৃতকারীদের দমন ও শাসন সম্পর্কেও কি কর্তৃপক্ষ ও কি স্থানীয় জননায়কগণ দুইপক্ষই উদাসীন।

সর্বত্রই দেখা যায়, বিশেষভাবে চট্টগ্রামের পর আরও স্পষ্টভাবেই দেখা যাইতেছে, লুণ্ঠিত সম্পত্তি উদ্ধার অথবা হরণকারীদের অভিযুক্ত করা সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য নাই। আমাদের নেতৃস্থানীয় যাঁহারা, তাঁহারা মনে করিতেছেন, পীড়িত হিন্দুদের পক্ষে পীড়া গোপন করাই আজিকার দিনে

বুদ্ধিমানের কার্য। অপর দিকে অনেক সম্যক্‌দর্শী মুসলমান নেতা দাঙ্গা ও লুণ্ঠনের নিন্দা করিতেছেন। কিন্তু তথাপি এই সকল ঘটনার পুনরভিনয় হইতেছে।

যাহারা লুণ্ঠন করিয়াছে এবং করিতেছে তাহারা ক্রমে দেখিতেছে, ইহা বেশ লাভজনক ব্যবসায়। ঢাকায়, কিশোরগঞ্জে অতি অল্প লোকই শাস্তি পাইয়াছে, লুণ্ঠিত দ্রব্যের অতি সামান্য অংশেরও পুনরুদ্ধার সম্ভব হয় নাই। এমতাবস্থায় পূর্ববঙ্গের শহরগুলি এবং সমৃদ্ধ হিন্দু গ্রামগুলি লুণ্ঠন করিবার প্রলোভন হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষত এমন ধারণাও যখন অপ্রতুল নাই যে, শাসকগণ এরূপক্ষেত্রে পক্ষপাতমূলক স্নেহ প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করিবেন না।

ঘটনা-পরম্পরার তিক্তস্মৃতি হইতে আমরা বারম্বার বলিয়াছি, —আজ হিন্দু সমাজকে উপদ্রুত হিন্দুদের রক্ষার উপায় বিধান করিতে হইবে। সমগ্রের সাহায্য ও সহানুভূতি ব্যতীত হিন্দু আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। আমরা সকলের প্রতি দয়াহীন আত্মপরায়ণ, সামাজিক কর্তব্যবোধহীন এবং বিচ্ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিব—আর আমাদিগকে রক্ষা করিবে পুলিশ, এমন ভ্রান্তধারণা পোষণ করার মত মূঢ়তা আর নাই! সংখ্যাল্প বলিয়া নহে, এই মূঢ়তাই হিন্দুকে আজ বিপন্ন করিয়া রাখিয়াছে। বিশেষত বাঙ্গালী হিন্দুর শিক্ষা ও চরিত্রগত এক অতি নিন্দনীয় ত্রুটি,—তাহাকে উদারতার নামে মনে ও মুখে এমন ভণ্ড করিয়া তুলিয়াছে যে, সে নানা বড় বড় কথার আবরণে, উপস্থিত বিপদের দায়িত্ব এড়াইয়া ব্যক্তিগতভাবে নিরাপদ হইতে চাহে এবং সমষ্টির বেদনা ভুলিতে চেষ্টা করে।

বাঙ্গালী হিন্দুসমাজ কত ভীত, আর্ত ও জীবন্মৃত চট্টগ্রামই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাহার সর্বনাশের কথা, সবখানি কথা সে মুখ ফুটিয়া বলিতেও পারে না! রাজদ্বারে অভিযোগ করিবার কথা স্মরণ করিতেও সে অধিকতর বিপদের ভয়ে শিহরিয়া উঠে! মুখে অস্বীকার করিলেও, সে জানে এমনি কীটতুল্য দয়ার পাত্র হইয়া কোন জাতি, কোন সম্প্রদায় পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার দাবি করিতে পারে না! মাটি আঁকড়িয়া মুখ বুজিয়া পড়িয়া থাকিলেও, মরিতেই হয়। পূর্ববঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুসমাজ যে ধীরে ধীরে মরিতেছে তাহা তাহারাও বুঝিতে চাহে না—বাহিরের বিশাল হিন্দুসমাজও ভাবিতে চাহে না। এই শোচনীয় আত্মবিস্মৃতি হিন্দু-সমাজকে সর্বত্রই করুণার পাত্র করিয়া তুলিয়াছে!

এই আত্মবিস্মৃতির মোহ হইতে হিন্দুকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্যই

হিন্দু-সংগঠন আন্দোলন। নিজেদের অভ্যন্তরীণ সামাজিক আবর্জনা ও ভেদনীতি পরিহার সম্পর্কে সমগ্র সমাজকে অবহিত করিয়া তুলিবার জন্য হিন্দু মহাসভার আন্দোলন এখনও বাঙ্গালী হিন্দু তেমনভাবে গ্রহণ করে নাই। এবং তাহা করে নাই বলিয়াই আজ চট্টগ্রামের সাহায্য প্রত্যাশী উপদ্রুত হিন্দু সমগ্র সমাজের নিকট বিশেষ সাহায্য ও সহানুভূতি পাইতেছে না। কেবল পরের দোষের প্রতি অহোরাত্র সচেতন থাকিয়া সমালোচনা করাই হিন্দুকে রক্ষা করার পথ নহে, ইহা অতি-বুদ্ধিমান বাঙ্গালী হিন্দু প্রধানগণ যত শীঘ্র বুঝিতে পারেন, দেশের পক্ষে ততই কল্যাণ। (আনন্দবাজার পত্রিকা)

মুসলমানদের বাঙ্গালীয়ানা লোপ

তখনও বাংলার মুসলমানদের আচার-আচরণে পুরো ইসলামীয়ানার প্রকাশ ঘটেনি। কিন্তু ম্যাকডোনাল্ড এ ওয়ার্ড বা সাম্প্রদায়িক রোয়েদাঁদের ফলে বাংলার রাজনীতি মুসলমানদের করতলগত হবার পরেই তাদের মধ্যে উৎকট ইসলামীয়ানার প্রভাব পড়তে দেখা যায়। গান্ধীভক্ত সাহিত্যিকের কলমে তার চিত্র পাওয়া যায় ঃ

"সাম্প্রদায়িক রোয়েদাঁদের চার বছরের ভিতরেই মুসলিম মানসে একটা ভাব বিপ্লব ঘটে যায়। হিন্দুয়ানীর কোনো ধারই তারা ধারবে না। সেটা যদি হয় বাঙালীয়ানা তা হলেও না। উচ্চপদস্থ নিম্নপদস্থ সব স্তরের মুসলমানকে আমি ধুতি পরতে দেখেছিলুম। নামও অনেকের হিন্দু নাম। কিন্তু ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যেন মুসলিম আমলের পুনরারম্ভ।" (অন্নদাশঙ্কর রায় —যুক্তবঙ্গের স্মৃতি)

এই শাসকসুলভ মানসিকতার প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে ক্ষমতাসীন হবার দু'বছরের মধ্যে হতভাগ্য নোয়াখালির হিন্দুদের উপর।

নোয়াখালিতে হিন্দুদের অবস্থা

১৯৪৬-এর দাঙ্গার আগে

"আমরা সম্প্রতি নোয়াখালির একজন প্রতিষ্ঠাবান্ কংগ্রেস-কর্মীর নিকট হইতে নোয়াখালির হিন্দুদের অবস্থা সম্বন্ধে ইংরেজীতে লিখিত একটি বিবৃতি, তথাকার একজন ব্যবস্থাপক সভার মুসলমান সদস্যের হিন্দুদের প্রতি বিদ্বেষ-উত্তেজক ও ভয়প্রদর্শক একাধিক বক্তৃতার রিপোর্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র পাইয়াছি। লেখক স্বয়ং আমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া অনেক

কথা জানাইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, তিনি কলিকাতার প্রধান প্রধান কাগজের সম্পাদকদিগকে এবং কোন কংগ্রেস-নেতাকে এই সকল কাগজপত্র দিয়াছেন। বিষয়টি মহাত্মা গান্ধীরও গোচর করিয়াছেন। যদি সমুদয় কাগজ গান্ধীজী দেখেন, তাহা হইলে তিনি কি বলেন ও করিবেন, জানিতে ইচ্ছা হয়।

ব্যবস্থাপক সভার জনৈক মুসলমান সদস্যের বক্তৃতার যে নমুনা দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রবাসীতে ছাপিবার যোগ্য নহে। এরূপ বক্তৃতার কথা জেলার ও ডিবিজনের কর্তৃপক্ষ অবগত থাকা সত্ত্বেও সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকার পক্ষ হইতে কোন মকদ্দমা বা অন্য ব্যবস্থা হয় নাই, আমাদিগকে প্রদত্ত কাগজগুলিতে ইহা লিখিত আছে। তাহাতে নানাবিধ ভয় প্রদর্শনের ও তদনুরূপ অত্যাচারের বর্ণনাও আছে। ব্যবস্থাপক সভার উল্লিখিত মুসলমান সদস্য প্রকাশ্য বক্তৃতায় ইহা বলিয়াছে বলিয়া কাগজগুলিতে দেখিলাম যে, তাহার প্রভাবে নোয়াখালির একজন হিন্দু জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটকে বদলী হইয়া রাইটার্স বিল্ডিঙে কেরানী (অর্থাৎ সেক্রেটরী) হইতে হইয়াছে! ইহা কি সত্য? এই সমুদয়ের সত্যাসত্য নির্ধারণের নিমিত্ত প্রকাশ্য তদন্তের জন্য কমিশন নিযুক্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

দৈনিক কাগজে দেখিলাম, ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি প্রমুখ হিন্দু নেতাদের কুমিল্লা সফর কালে তথায় যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে—যাহার মধ্যে কতিপয় মুসলমান ছাত্রও জড়িত আছে, ঐ সম্পর্কে তদন্তের জন্য বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক ২রা অক্টোবর রাত্রিতে কুমিল্লা রওনা হইয়া গিয়াছেন। (—এ. পি.)

ইহা সত্য হইলে, বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী কিসের তদন্ত করিতে গিয়াছেন? হিন্দু নেতাদের একজন সঙ্গী যে আহত হইয়াছিলেন, সেই বিষয়ের? না, শান্তিভঙ্গকারী মুসলমান জনতাকে যে পুলিস তাড়া করিয়াছিল, তাহার? নোয়াখালির সব ব্যাপার কুমিল্লার ঘটনাটার চেয়ে সহস্রগুণ অধিক সঙ্গীন ও গুরুতর; অতএব তাহার তদন্ত অবিলম্বে হওয়া আবশ্যক। অন্যান্য মন্ত্রীরাও এই বিষয়টিতে মনোযোগ করিলে ভাল হয়।

অবশ্য কুমিল্লার ঘটনাটার জন্য দোষী ব্যক্তিদের সম্বন্ধেও সমুচিত ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক।

(প্রবাসী—কার্তিক ১৩৪৬)

নোয়াখালির অবস্থা

নোয়াখালির হিন্দুদের নানা অভিযোগের কথা খবরের কাগজে প্রকাশ পাইয়াছে। তৎসমুদয়ের যথাযোগ্য অনুসন্ধান এবং, প্রমাণিত হইলে, প্রতিকারের চেষ্টা অপেক্ষা ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী সেগুলা উড়াইয়া দিতে চাহিতেছেন মনে হইতেছে।

নোয়াখালি মহকুমার মুসলমান হাকিমের বদলীর হুকুম সরকারী গেজেটে বাহির হয়। তাহার পর আইনসভার একাধিক মুসলমান সদস্যের তদ্বিরে বদলী স্থগিত আছে! হাকিমটির জায়গায় কাজ করিবার যোগ্য অন্য হাকিম নাকি পাওয়া যাইতেছে না—তিনি এত বেশী লায়েক! অথচ তাঁহার উপরওআলা তাঁহার যোগ্যতার বিরুদ্ধে কিছু লিখিয়াছিলেন কি না আইন-সভায় জিজ্ঞাসা করায় উত্তর দেওয়া হইয়াছে, এ রকম সব চিঠি গোপনীয় (Confidential)। এর মানে যা, তাই!! বঙ্গের মন্ত্রীদের কীর্তি অতুলনীয় হইয়াছে কি না, তাহা ভাবিবার বিষয় হইয়াছে।

(প্রবাসী—মাঘ, ১৩৪৬)

নোয়াখালির হিন্দুদের উপর অত্যাচারের পুনরভিযোগ ঃ হিন্দুদের পাশে শ্যামাপ্রসাদ

"খবরের কাগজে এবং আইন-সভায় ও অন্যত্র বক্তৃতায় এইরূপ অভিযোগ একাধিক বার করা হয় যে, নোয়াখালির হিন্দুদের উপর নানাবিধ অত্যাচার হইয়াছে। অভিযোগসমূহের তদন্তের দাবিও করা হয়। তদন্ত এ পর্যন্ত হয় নাই। কেবল হইয়াছে এই যে, স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন আইন-সভায় একটি বক্তৃতায় অভিযোগগুলি উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করেন। সেই বক্তৃতাকে উপলক্ষ্য করিয়া এবং তাহার উত্তরে শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটি দীর্ঘ বিবৃতি দৈনিক কাগজে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে শুধু সাধারণ ভাবে অত্যাচারের অভিযোগ করা হয় নাই, বহু দৃষ্টান্তও দেওয়া হইয়াছে এবং খাজা নাজিমুদ্দিনকে অনেকগুলি চোখা প্রশ্নও করা হইয়াছে। তদন্তের দাবি পুনর্বার করা হইয়াছে। খাজা সাহেবের আগেকার বক্তৃতায় তদন্তের দাবি উড়িয়া যায় নাই। তিনি আবার একটা বক্তৃতা করিলেও পুনরুত্থাপিত দাবি উড়িয়া যাইবে না। নিরপেক্ষ প্রকাশ্য তদন্ত চাই। মন্ত্রীরা তদন্তের ব্যবস্থা করুন। গবর্ণর বাহাদুরও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা রক্ষার নিমিত্ত তাঁহার বিশেষ দায়িত্ব ও ক্ষমতা শিকায় তুলিয়া না রাখিয়া স্মরণ, পালন ও প্রয়োগ করিলে প্রশংসাভাজন হইবেন।"

বিবৃতির শেষ কিয়দংশ দৈনিক "ভারত" হইতে নিচে উদ্ধৃত হইল।

"কোন অঞ্চলস্থিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষার অক্ষমতা সম্পর্কিত গুরুতর অভিযোগ কোন গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে আনা হইলে, সেই গবর্ণমেন্টের কোনো দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মন্ত্রী যে তদন্ত করিতে অসম্মত হইতে পারেন, তাহা আমরা ভাবিতেই পারি না। এইরূপ ক্ষেত্রে তদন্তে অসম্মতির অর্থই হইতেছে নিজের নিন্দাবাদ নিজেই করা।

আমরা মনে করি নোয়াখালিতে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে, সেইরূপ অবস্থায় শুধু তদন্তের দাবি উত্থাপন করিয়া ক্ষান্ত হইলেই কর্তব্য সম্পন্ন করা হয় না; অত্যাচারিতদের দুর্গতি দূরীকরণার্থ দেশের সর্বত্র হইতে যাহাতে সাহায্য আসিতে পারে, তজ্জন্য জনমতকে জাগ্রত করিতে হইবে। গবর্ণমেন্ট যদি তাহাদিগকে রক্ষা করিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাঁহারা যেন হিন্দুদিগের রক্ষার ভার হিন্দুর উপরই ন্যস্ত করেন, যেন এই কাজে তাঁহারা হিন্দুদের বাধা না দেন। আমরা মনে করি, উপদ্রুত অঞ্চলে অস্ত্রশস্ত্র রাখা সম্পর্কে বিধানাবলীর কঠোরতা হ্রাস করিয়া হিন্দুদিগকে উহা রাখিবার অনুমতি দিলেই এই কাজ করা হইবে। নিশ্চয়ই যে গবর্ণমেন্ট তাহাদের নিরাপত্তা ও বৈধ অধিকার রক্ষায় অক্ষম হইয়াছেন, সেই গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে তাহারা এই অনুগ্রহটুকু দাবি করিতে পারে।

স্বাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
বি. সি. চট্টোপাধ্যায়"

ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্যে আরও বলেন ঃ

"হিন্দু-মুসলিম মতানৈক্য সমস্যার সমাধানকল্পে একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য প্রধান মন্ত্রী উদ্বিগ্ন হইয়াছেন। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই একটি স্থায়ী ও সম্মানজনক আপসের আন্তরিক প্রচেষ্টাকে সমর্থন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। কিন্তু ব্যাপার হইতেছে ইহাই যে শুধু মাত্র মিষ্ট এবং আশ্বাসবাণীতে পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন সাধন হইবে না। হিন্দুদের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে—বিশেষতঃ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দ্বারা যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহাতে হিন্দুদের অন্তঃকরণ তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদিগকে যদি 'একটি পরিষ্কার শ্লেটে' অঙ্ক কষিতে হয়, তাহা হইলে বহু দাগকে মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা নহে, কার্যের দ্বারা আমরা অন্তঃকরণের পরিবর্তন দেখিতে পাই। গোল টেবিল বৈঠক আহ্বানের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পরেও আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হিন্দুদের অভিযোগ সম্পর্কে ন্যায়সম্মত মতামত প্রকাশের ব্যাপারে

এখনও ভারতশাসন-আইনের প্রয়োগ অব্যাহতরূপে চলিতেছে। নোয়াখালি-সম্পর্কিত সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা হইয়াছে। অবিলম্বে এই সমস্ত ব্যাপারের অবসান হওয়া সঙ্গত। নোয়াখালির ব্যাপার আজ নিখিল বঙ্গীয় সমস্যারূপে পর্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু মন্ত্রিসভা এবং তাহার সমর্থকবৃন্দ জোরপূর্বক ঘোষণা করিতেছেন যে, নোয়াখালিতে অস্বাভাবিক ব্যাপারের কোন অনুষ্ঠান হয় নাই। আমরা দৃঢ়তার সহিত ইহার নিন্দাবাদ করিতেছি এবং বলপূর্বক এইরূপ ঘোষণার প্রচেষ্টা আর যাহাতে না হয়, সেই জন্য দাবি জানাইতেছি। শান্তি, ঐক্য এবং ন্যায়ের নবযুগ প্রবর্তনে প্রকৃতই যদি আমরা উদ্বিগ্ন হইয়া থাকি, তাহা হইলে সততা এবং সাহসের সহিত সত্য ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইবে।

স্বাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।"

(প্রবাসী — ফাল্গুন, ১৩৪৬)

ঢাকার দাঙ্গা ঃ শ্যামাপ্রসাদের ঢাকা পরিদর্শন ঃ সরকারের বাধাদান

হিন্দুদের উপর নির্যাতনের মতো তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার মতো সময় তখন আত্মদ্বন্দ্বে দীর্ণ বাংলার কংগ্রেস নেতাদের ছিল না। গান্ধীপন্থী আর সুভাষপন্থী যেই হোক, তারা কে কত বেশি মুসলিমপ্রেমী তার প্রমাণ দিতেই ব্যস্ত। ১৯৪১ সালে ঢাকা শহর ও পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় হিন্দুদের উপর চলে অমানুষিক অত্যাচার। সেদিন ঢাকার হিন্দুদের পাশে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ছাড়া আর কোনও হিন্দু নেতাকে দেখা যায় নি। তিনি সরকারী নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেই বিমান থেকে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং যে দৃশ্য দেখেছেন তা স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করেন ঃ

"I went there as the first Hindu non-official from outside. It was at first suggested by the Governor that the Muslim ministers, against whom there were allegations of instigating and fomenting the riots, would not go to Dacca; nor should I, the situation being left in charge of the local officers."

কিন্তু গভর্ণরের অভিপ্রায়কে আমল না দিয়ে "Fazlul Haq, the Nawab of Dacca and Shahabuddin however, went to Dacca." তখন শ্যামাপ্রসাদকেও নিরস্ত্র করা গেল না। তিনি ঢাকা

ছুটলেন— "I followed Haq in a private plane driven by a Marwari friend, Lohia." তিনি উপর থেকে দেখলেন — "Before I got down I could see the whole city in flames."

কিন্তু বিমান থেকে অবতরণেও তাঁকে বাধা দেওয়া হয়। "Blair, Commissioner, at first would not allow me to enter Dacca as I was like a red rag to the bull, and the Muslims would become uncontrollable if I remained there. I told him the Governor knew I was coming and he had no right to stop me. However I was ultimately allowed to go."

ঢাকায় অবস্থানকালে শ্যামাপ্রসাদ নিজ কার্যকলাপ সম্পর্কে লিখেছেন— "I stayed there four or five days. We organised the Hindus, arranged for relief, and helped to bring pressure on the officials so that they would not show any partiality."

কিন্তু ঢাকা শহরে হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গায় খুব সুবিধা না করতে পারায় গুণ্ডার দল মুসলিম লীগের উস্কানিতে আবার কয়েকদিন পর ঢাকার গ্রামাঞ্চলের হিন্দুদের উপর চড়াও হল। শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন ঃ

"Early in April, that is a fortnight later, a terrible devastation took place in the rural areas in the Narayangunge subdivision. Nearly eighty villages were burnt and looted, about 3000 people fled for their lives to the nation State of Tippera. Hindus were about fifteen percent here, Muslims fifty five percent. Leaflets were circulated that Pakistan had come, Muslim rule had been re-established and Hindus if they chose to live, must live as converts to Islam." Fresh conversions took place." (Leaves from A Diary– Dr. S. P. Mukherjee)

সুতরাং প্রথমে নোয়াখালি, পরে ঢাকায় মুসলমান সম্প্রদায়ের একাংশ দাঙ্গায় হাত পাকিয়ে, এবার পূর্ণোদ্যমে পূর্ববঙ্গের বিশেষত নোয়াখালি জেলার হিন্দুদের উপর সর্বাত্মক আক্রমণের অপেক্ষায় রইল।

১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের অভূতপূর্ব জয়লাভের পর পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের উপর নতুন করে জুলুমবাজি শুরু হয়। এ সম্পর্কে নমুনা হিসাবে দু'টি ঘটনার উল্লেখ থেকে গোটা পরিস্থিতি অনুধাবন করা সহজ হবে।

(ক) টাঙ্গাইলের হিন্দুদের দুর্দশা

Professor Nirmal Kumar Bose's Diary and Gandhi papers, in the Asiatic Society, Calcutta; Gandhi - Bose Papers, Vol. II (1945 to 1947), Ms, –E–83, In 1946-pp. 139–203; 'Communal Rule in Bengal : Some Facts and Figures : 1937 – 46 in retrospect' — Typed Copy, 469. অধ্যাপক নির্মল কুমার বসুর ডায়েরী থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে, হিন্দু -মুসলিম সম্পর্ক নিয়ে মহাত্মা গান্ধীর নিকট যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় ঃ "In many portions of Bengal, the cultivators are Muslims and the proprietors Hindus. Recently in some places, the Muslim tillers have refused to till the land under Hindu owners. What should the Hindu owners should do under the circumstances? (Gandhi-Bose paper," Vol-II, P-139)

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ জানুয়ারী কংগ্রেস কর্মীরা মহাত্মা গান্ধীকে বলেন, পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক অবস্থার অবনতি হওয়ায় হিন্দুরা আক্রান্ত হচ্ছে। মসজিদের সামনে বাজনা বন্ধ নিয়েও বিরোধ হচ্ছে (Ibid; pp143-145) ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী বরিশাল থেকে কংগ্রেস নেতা সতীন সেন মহাত্মা গান্ধীকে একই মনোভাব ব্যক্ত করে লেখেন, মুসলিম লীগ আক্রমণাত্মক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে (Ibid; p-185) ময়মনসিংহের টাঙ্গাইল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধীকে লেখা হয় ঃ "Some interested people of scheduled caste, specially Namasudras are trying to induce the scheduled caste people to go against the caste Hindus. These are being done in connection with election campaign ..... Agents of Muslim League are trying to stop to cultivate lands owned by the caste Hindus. In many places they have become successful. Please show us how to deal with this problem." (Ibid, P-187)

(খ) ঢাকায় হিন্দুদের ধর্মকর্মে বাধা

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৪ জানুয়ারী বিক্রমপুরের (ঢাকা) কংগ্রেস কর্মীরা মহাত্মা গান্ধীকে লেখেন ঃ "The communal situation in Eastern

Bengal, particularly Dacca, is worsening day by day. .... In almost all the riots in Bengal the Hindus suffer the most.... In many places in East North Bengal, the immersion ceremony of images could not be held owing to the demand of the Moslems to stop music before mosques. Formerly they demanded the stopping of music only during prayer-time, but now they demand it for all time. This has been the cause of disturbances almost every year. Please advise us what to do in the matter" (Ibid, pp-199-203).

এসব ছোটখাট ঘটনার কিছুদিন পরেই ঘটে কলকাতার দাঙ্গা (১৬ই আগস্ট '৪৬); এবং তার প্রায় দু'মাস পরে ১০ই অক্টোবর থেকে ঘটে নোয়াখালি-ত্রিপুরার দাঙ্গা।

পূর্ববঙ্গের অবস্থা ভয়াবহ ঃ বারোজ / ওয়াভেল

কলকাতা ও নোয়াখালী দাঙ্গার মধ্যবর্তী কালে মফঃস্বল বাংলার শহরগুলির হিন্দুরা বিশেষত পূর্ববঙ্গের, যে কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল, বারোজ গোপন পত্রে ওয়াভেলকে তা অবহিত করেন। ওয়াভেল আবার পেথিক-লরেন্সকে পূর্ববঙ্গে আসন্ন ঝড়ের পূর্বাভাস দিয়ে জানান ঃ

"Burrows in his last letter points out how little attention has been attracted to the riots in the mofussil towns of Bengal where there have been 300 killed. I am afraid Eastern Bengal is a really dangerous spot, and if "direct action" by the Muslim League started, a large number of Hindus there would be massacred. Communal tension and bitterness is acute everywhere in India and unless we can get a settlement with the League, the consequences may be very serious." (From Wavell to Pethick-Lawrence ; dt. 10.9.46)

কিন্তু ঐ পূর্বাভাসই সার। সতর্কতামূলক কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হয়নি। ক্ষমতায় আসীন মুসলিম লীগ। নির্যাতিত হচ্ছে হিন্দু। তাতে আহ্লাদ বই আফসোসের কিছু নেই ব্রিটিশের। সুতরাং ঝড় আছড়ে পড়ল পূর্ববঙ্গের, বিশেষত নোয়াখালি-ত্রিপুরার একাংশে হিন্দুদের উপর।

বিভীষিকাময় ১০ অক্টোবর ঃ নোয়াখালির দাঙ্গা

১৯৪৬-এর ১৬ই আগস্টের রক্তস্নাতা কলকাতার পর বাঙালী হিন্দুর জীবনে আর একটি দুঃস্বপ্নময় স্মরণীয় শোকদিবস ঐ বছরেরই ১০ই অক্টোবর। শহুরে হিন্দুদের জীবনে নারকীয় বিভীষিকা সৃষ্টির পর মুসলিম লীগ সরকার ও তার পোষা গুণ্ডাবাহিনীর শকুনদৃষ্টি পড়ল বাংলার শান্তিনিকেতন পল্লীগ্রামের হিন্দুদের শান্তিময় জীবনকে তছনছ করার দিকে। ১৬ই আগস্টের কলকাতার দাঙ্গার বদলা হিসাবে নোয়াখালিতে হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গার ষড়যন্ত্র শুরু হয় অব্যবহিত পরেই।

"Guilty Man of 1946" নামে পরিচিত "Great Calcutta Killing"- এর নায়ক বাংলার প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী তাঁর শাসনযন্ত্রের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও সহায়তায় পরিচালিত কলকাতার দাঙ্গার হিসাব-নিকাশ করে দেখল যে, দাঙ্গায় মুসলমানদের ক্ষতির পরিমাণও কম নয়। তখন মুসলমান সমাজের কাছে নিজের মুখরক্ষা ও ক্ষতিপূরণের জন্য কুকর্মের ক্ষেত্ররূপে বেছে নিল অবিভক্ত বাংলার বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ (৮২%) অথচ ক্ষুদ্রতম ও দুরধিগম্য নোয়াখালি জেলাকে। সেখানে হিন্দুরা অতি সংখ্যালঘু (১৮%) এবং মুসলমানদের ভালমানুষির উপর একান্ত নির্ভরশীল। বিচ্ছিন্নভাবে স্বল্প সংখ্যায় দূর দূরান্তরে বসবাসকারী হিন্দুদের উপর একতরফাভাবে আক্রমণের এমন সুযোগ আর কোথাও নেই। নোয়াখালি জেলার দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার লাগোয়া পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলার চাঁদপুর, চৌদ্দগ্রাম, ফরিদগঞ্জ, লাকসাম, হাজিগঞ্জ, কচুয়া ও দেবীদ্বার থানার হিন্দুদের অবস্থা এবং অবস্থানও একই রকম। নোয়াখালির সঙ্গে তারাও একই সঙ্গে আক্রমণের শিকার।

দাঙ্গার নায়ক গোলাম সরওয়ার

নোয়াখালি দাঙ্গার কুখ্যাত নায়ক গোলাম সরওয়ার দাঙ্গা বাধাবার কাজে কোমর বাঁধে। কলকাতার দাঙ্গার দু' এক সপ্তাহের মধ্যেই নোয়াখালিতে দাঙ্গার পরিবেশ তৈরিতে স্থানীয় প্রশাসনের পূর্ণ সহযোগিতায় মুসলিম লীগের আশ্রিত গুণ্ডাশ্রেণীর লোকজন বিসমিল্লাহ্ বলে কাজে নেমে পড়ে। মসজিদে মসজিদে অশিক্ষিত ধর্মান্ধ মোল্লা-মৌলবীর দল ধর্মকথার পরিবর্তে উপস্থিত মুসলমান জনতাকে কাফের হিন্দুদের খতম করার ফতোয়া দিতে থাকে। পবিত্র শরিয়তী প্রথায় পরিচালিত ও পরিকল্পিত পাকিস্তানে কাফের হিন্দুদের

যেন কোন চিহ্ন না থাকে সে সম্পর্কে ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ ওয়াজ দিয়ে তীব্র উত্তেজনা ছড়াতে থাকে। হাটে বাজারে মুসলমান হেটো-কবিগণ কলকাতার দাঙ্গা নিয়ে সত্য মিথ্যায় পরিপূর্ণ উত্তেজক ছড়া ও কবিতার বই পাঠ করে মুসলিম জনতাকে কলকাতার বদলা নিতে ও পাকিস্তান হাসিল করতে প্ররোচিত করে। অনেক হাট-বাজারে "শিখ আইয়ে, শিখ আইয়ে" জিগির তুলে হিন্দুদের দোকানপাট লুট করতে থাকে। ইতিমধ্যে সুরাবর্দীর তরফ থেকে থানা ও পুলিশ প্রশাসনে মুসলিম লীগপন্থী পুলিশ দারোগায় ভর্তি করা হয়।

এই দাঙ্গায় যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পরিবারের উপর আক্রমণ করে হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে তাদের নিশ্চুপ ও নির্বাক করে আপামর হিন্দু সংখ্যালঘুদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার চালান হয়, তার মধ্যে কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা গেল ঃ

নোয়াখালির ঐতিহাসিক দাঙ্গা

"১৯৪৬ সালের ১০ই অক্টোবর লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন। ১৬ই আগস্ট কলিকাতার হাঙ্গামার পর নোয়াখালির লীগ কর্মী গোলাম সরওয়ার, রসিদ আহম্মদ, কাসেম, আকবর ইত্যাদির হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য শুরু হইল। এই প্রচারের ফলে নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া অতিমাত্রায় বিষাক্ত হইয়া উঠিল। দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার মধ্য দিয়া দুর্গোৎসবের নিরানন্দ দিনগুলি কাটিয়া গেল। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন আগত। কোন হিন্দুর মুখে হাসি নাই। পূজার ফুলপত্র সংগ্রহে বালক-বালিকাদের পর্যন্ত আগ্রহ নাই। প্রভাত সূর্য থাকিয়া থাকিয়া মেঘের আড়ালে মুখ ঢাকিয়া রাখে। মাঝে মাঝে বাতাস দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। আকাশে-বাতাসে যেন মৃত্যুর করাল ছায়া পড়িয়াছে। হঠাৎ আকাশ-বাতাস কম্পিত করিয়া চারিদিক হইতে ধ্বনি উঠিল "আল্লা হো আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।" সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একতরফা যুদ্ধ নোয়াখালিতে শুরু হইল। চারিদিক হইতে দলে দলে মুসলমান শ্যামপুরের গোলাম সরওয়ারের বাসস্থল "মিঞার ডায়েরা"র অভিমুখে ছুটিল। পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে গুজব রটাইয়া দিল যে কলিকাতা হইতে একদল শিখ নোয়াখালি গিয়া 'মিঞার ডায়রা' আক্রমণ করিয়াছে। ইহা মুসলমানদের পীঠস্থান স্বরূপ। সরওয়ারের পিতা, পিতামহ ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন এবং 'ফকির' বা সাধুর মত জীবন যাপন করিতেন। হিন্দুরাও 'মিঞার ডায়েরার' প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল।"

সাহাপুর বাজার লুট ঃ কালীমন্দির বিধ্বস্ত

"শিখেরা ডায়েরা আক্রমণ করিয়াছে' এই গুজব শুনিয়া দলে দলে মুসলমান তথায় সমবেত হইল। সেখান হইতে জনতা গোলাম সরওয়ারের নির্দেশে নিকটবর্তী সাহাপুর বাজারে গেল। কাসেমও তাহার ফৌজ (এই নামেই অভিহিত হইত) লইয়া ঐ স্থানে উপনীত হইল। বাজারের প্রকাণ্ড কালীগাছ দলিত ও অগ্নিসংযোগে হতশ্রী হইল। তৎপর লুঠ-তরাজ। 'মালাউনের (হিন্দুদের তাহারা এই আখ্যায় অভিহিত করিত) রক্ত চাই' ইত্যাদি ভীতিপ্রদ ও আক্রমণাত্মক ধ্বনি দিতে লাগিল। স্থানীয় হিন্দু ভীত ও সন্ত্রস্ত মনে নিজ নিজ গৃহে নীরবে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এইভাবে সাহাপুর বাজারে লীগ সংগ্রামীদের মহড়ার কাজ বেশ কিছুক্ষণ চলিয়াছিল।''

নারায়ণপুরে নাজিরের কাছারীতে ধ্বংসলীলা

''তৎপর 'কাসেমের ফৌজ' বিদ্যুৎ গতিতে দক্ষিণ-পূর্বাভিমুখে নারায়ণপুর গ্রামে নাজিরের কাছারীর অভিমুখে ছুটিল। সেখানে কল্যাণনগর হইতে আর একটি দল আসিয়া মিলিত হইল। ঐ স্থানের জমিদার সুরেন্দ্রনাথ বসু। তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট। সুরেন্দ্রবাবু তেজস্বী স্বদেশপ্রেমিক জমিদার। জনহিতকর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। তৎকালে তিনি কাছারী বাড়ীতে কয়েকজন কর্মচারী লইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার 'মালখানায়' সর্বদা একটি বন্দুক, কিছু গোলা-গুলি ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র মজুত থাকিত। তিনি ন্যায়-পরায়ণ, দক্ষতা ও সততার সহিত জমিদারী শাসন পরিচালনা করিতেন। কতিপয় অসৎ প্রজা তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল না। আজ সেই সুযোগ উপস্থিত হইলে তাহারা সদলবলে কাসেমের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুরেন্দ্রবাবুকে আক্রমণ করিল। সুরেন্দ্রবাবু একাকী বন্দুক হস্তে এই আক্রমণের মোকাবিলা করিলেন। কিন্তু সে আর কতক্ষণ? গোলাগুলি ফুরাইয়া আসিল। তাঁহার গুলিবর্ষণ হইতে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আক্রমণকারীরা ঢেউ-টিন সম্মুখে রাখিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা যুঝিয়াছিল। অতঃপর হিংস্র ঘাতক দূর হইতে সুরেন্দ্রবাবুকে লক্ষ্য করিয়া মাছমারা শাণিত লৌহশলাকাযুক্ত 'কোঁচ ও টেঁটা' ছুঁড়িতে লাগিল। তিনি ক্ষত-বিক্ষত দেহে ধরাশায়ী হইলেন। আততায়ীরা অর্ধমৃত অবস্থায় তাঁহাকে হাত-পা বাঁধিয়া জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ করিল। সুরেন্দ্রবাবু ও তাঁহার সঙ্গী জনকয়েক বিশ্বস্ত কর্মচারী নোয়াখালিতে Direct Action-এর প্রথম বলি। নাজিরের কাছারীর আক্রমণের কথা শুনিয়া

নিকটবর্তী পাঁচঘরিয়া গ্রামের নির্ভীক কবিরাজ রাজকুমার পাল অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু বাড়ীর অল্প দূরে পথিমধ্যে কয়েকজন দুর্বৃত্ত কর্তৃক নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। কবিরাজ মহাশয় সুরেনবাবুর প্রিয় ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন। লক্ষ্মীপূর্ণিমার দিন এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে হিন্দুদের মন গভীর দুঃখের আর্তিতে ও নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল। পলাইবারও পথ নাই। পথঘাট লীগের স্বেচ্ছাসেবকগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ।"

পরদিন করপাড়া আক্রান্ত ঃ রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীকে সপরিবারে হত্যা

"গোলাম সরওয়ারের বাড়ী হইতে করপাড়া চৌধুরী বাড়ীর দূরত্ব এক মাইলের বেশী নহে। পূজার ছুটিতে বর্ধিষ্ণু চৌধুরী বাড়ীর উকিল-মোক্তার, অধ্যাপক সরকারী কর্মচারী আপন আপন কর্মস্থল হইতে বাড়ী আসিয়াছে। উকিল রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরীর উপর গোলাম সরওয়ারের জাতক্রোধ। তিনি একাধিক বার সরওয়ারের দুষ্কার্যের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের নিকট অভিযোগ করিয়াছেন। তাঁহার আরও একটি অপরাধ এই — গোলাম সরওয়ারের একমাত্র সহোদর ভাই অন্যায়ভাবে পৈতৃক-সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল; আইনের আশ্রয়ে ইহার প্রতিকারের জন্য অসহায় ভাইটি খ্যাতনামা উকিল রাজেন্দ্রলালের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিল। তৃতীয়তঃ, রাজেন্দ্রবাবু জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি। এইসব কারণে সরওয়ার রাজেন্দ্রবাবুকে বিষনজরে দেখিত।"

এখানে একটু পূর্ব-ইতিহাস জানা প্রয়োজন। অতি মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ত্রিশের দশকে নোয়াখালিতে 'কৃষক সমিতি' স্থাপিত হয়। কিন্তু অনতিকাল-মধ্যে সমিতির নেতৃত্ব অধিকার করল কুখ্যাত গোলাম সরওয়ার, সুচতুর রসিদ আহম্মদ ও মোক্তার মজিবর্ রহমান। এদের পক্ষপুটাশ্রয়ে থেকে চোর-গুণ্ডা ও ডাকাতের দল হিন্দু তালুকদার মহাজনদের পরিবর্তে সাধারণ হিন্দুদের উপর চড়াও হয়। হিন্দুদের গৃহ লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হতে থাকে। স্থানে স্থানে হিন্দুনারী নির্যাতনের ঘটনাও ঘটে। এদের এই দুষ্কার্যের প্রতিকারে প্রভাবশালী হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যে আন্দোলন করেন এবং প্রতিকার করতে সমর্থ হন তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন খ্যাতনামা উকিল রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী। দিল্লীতে কেন্দ্রীয় আইন সভায়ও তার ঢেউ ওঠে।

রাজেন্দ্রলাল ছিলেন জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি। নোয়াখালিতে কৃষক সমিতির আড়ালে থেকে গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলিম লীডারগণ হিন্দু নরনারী

ও ধন-সম্পত্তির উপর যে তাণ্ডব চালিয়েছিল, তার প্রতিকার হিন্দুগণ তথাকথিত অহিংসার পূজারী কাপুরুষ ও ভেড়ুয়া কংগ্রেসীদের কাছে পায়নি। সেই দুর্দিনে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ। স্বয়ং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী নোয়াখালি গিয়ে হিন্দুদের পাশে দাঁড়ান। সরওয়ার ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের কুকীর্তি সভ্য জগতে প্রচার করেন এবং প্রতিবিধান করেন। রাজেন্দ্রলালের উপর সরওয়ারের রাগের অন্যতম কারণ ছিল এই।

যা হোক, "লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরদিন (১১ই অক্টোবর) সরওয়ারের বিরাট 'মিয়ার ফৌজ' করপাড়া চৌধুরী বাড়ী আক্রমণ করিল। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী ত্র্যম্বকানন্দ তখন ঐ বাড়ীতে ছিলেন। রাজেন্দ্রবাবু বন্দুক হস্তে এবং ত্র্যম্বকানন্দ খড়গহস্তে আততায়ীদের বাধা দিতে লাগিলেন। সারাদিন লড়াই চলিল। তখন মুসলমানদের রমজানের মাস, সূর্য ডুবিবার পূর্বেই সরওয়ারের সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া নিজগৃহে ফিরিল।

পরদিন তাহারা প্রভাতী নামাজ সারিয়া আল্লার নামে কোমর বাঁধিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে আবার করপাড়া অভিমুখে রওনা হইল। পূর্বদিনের সংগ্রামের পর রাত্রির অন্ধকারে ত্র্যম্বকানন্দ সহ চৌধুরী বাড়ীর কতিপয় স্ত্রী-পুরুষ প্রাণ হাতে করিয়া নিরাপদ আশ্রয় স্থানের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ রক্ষা পাইলেন। রাজেন্দ্রবাবু পূর্বদিনের ন্যায় আজও রণসাজে সজ্জিত হইয়া বাড়ীতে যাঁহারা ছিলেন সকলকে লইয়া ছাদের উপর উঠিলেন। দালানের কপাট-জানালা বন্ধ করিয়া, সিঁড়ি বাহিয়া ছাদে উঠিবার পথটিও বন্ধ করিয়া দিলেন। ছাদের উপর হইতে আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিলেন। দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ আক্রমণকারীদল এখানেও ঢেউ-টিনের আচ্ছাদনে দেহরক্ষা করিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। দালানের সান্নিধ্য লাভ করিয়া উহাতে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া অগ্নি সংযোগ করিল। অন্যত্র যাইবার সকল পথ অগ্নিময়—আততায়ীরা কেহ পার্শ্ববর্তী নারিকেল গাছ বাহিয়া, কেহ বা বাঁশের নির্মিত মইয়ের সাহায্যে ছাদের উপর উঠিল। তারপর যাহা ঘটিল সহজেই অনুমেয়। ইহার সাক্ষী রহিল রাজেন্দ্রবাবু ও অন্যান্যের রক্তরঞ্জিত নারিকেল বৃক্ষ ও ছাদের রক্তমাখা উন্মুক্ত বক্ষঃস্থল। রাজেন্দ্রবাবু, ত্বদীয় অগ্রজ চিন্তাহরণ রায় ও অনুজ সতীশ রায় সহ বাইশ জন নৃশংসভাবে নিহত হন।"

"তিন মাস পর গান্ধীজী এই বাড়ী পরিদর্শনে এসে দাঙ্গার স্মৃতিচিহ্ন প্রত্যক্ষ করেন। ১১ই জানুয়ারী, ১৯৪৭ সাল গান্ধীজী আমার জন্মভূমি

লামচর কেন্দ্রে আসিয়া সদলবলে উপস্থিত হইলেন। অপরাহ্নে লামচর হাই-স্কুলের প্রাঙ্গণে প্রার্থনা সভায় অন্যূন ২ সহস্র লোক উপস্থিত হইল। সভাস্থলে আসন গ্রহণের পূর্বে ২২ জন নারীপুরুষের অর্ধগলিত দেহ, কাহারও কঙ্কালমাত্র আজিমপুর মাঠের জলাভূমি হইতে সেদিনই দিবাভাগে উদ্ধার করিয়া স্কুল প্রাঙ্গণে আনীত হইয়াছিল। ...... স্থানীয় জনসাধারণ এই মৃতদেহগুলি আমার আত্মীয় ও প্রতিবেশী রাজেন্দ্রলাল চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর স্ত্রী-পুরুষের মৃতদেহ বলিয়া সনাক্ত করেন। গভীর রাত্রিতে প্রার্থনার পর লামচর চৌধুরী বাড়ীর পূর্বদিকে খোলা জায়গায় হিন্দু ধর্মানুসারে শবদেহগুলি দাহ করা হয়।”

(নোয়াখালিতে গান্ধীজী—মনোরঞ্জন চৌধুরী)

সায়েস্তানগরে ঃ চিত্ত দত্তরায়ের আত্মাহুতি

“দাঙ্গার তৃতীয় দিনের (১২ই অক্টোবর) মহাবলি রায়পুর থানায় সায়েস্তানগরের স্বর্গীয় রায় বাহাদুর প্যারীলাল রায়ের দৌহিত্র চিত্তরঞ্জন দত্ত রায়চৌধুরী। রায় বাহাদুরের ‘চকমিলান’ প্রকাণ্ড বাড়ী। রক্তপিপাসু দুর্বৃত্তদল আক্রমণ করিল চিত্তরঞ্জনের বাড়ী। এই প্রকাণ্ড বাড়ীতে চিত্তরঞ্জন স্ত্রী-পুত্র, বৃদ্ধা মাতা ও দাস-দাসী লইয়া বাস করিতেন। দুর্বৃত্তদের আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যগণ পলায়ন করিল। চিত্তরঞ্জন পরিবারস্থ সকলকে ছাদের উপর তুলিয়া বন্দুক হস্তে একাকী দাঁড়াইয়া আততায়ীদের উপর গুলি করিতে থাকেন। অবশেষে আততায়ীদের সংখ্যাধিক্যে তাঁহার নিজ গোলাগুলি নিঃশেষ হইলে, বিজ্ঞানের ডিগ্রীধারী যুবক কৌশলে পাম্প ব্যবহার করিয়া পুকুর হইতে জল উঠাইয়া প্রতিপক্ষের গোলাগুলি প্রতিহত করিতে লাগিলেন। সর্বশেষে নিরুপায় হইয়া চিত্তরঞ্জন স্বহস্তে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও সন্তানদের নিজ বন্দুকের গুলিতে হত্যা করিয়া নিজেও শেষগুলিতে আত্মহত্যা করিয়া আত্মবিসর্জন দিলেন। চিত্তরঞ্জনের আত্মাহুতি রাজপুত বীরদের পবিত্র আত্মবিসর্জনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চিত্তরঞ্জন সপরিবারে মরিলেন, তবুও আত্মসমর্পণ করিলেন না। তাঁহার স্ত্রী একটি শিশুসন্তানসহ কোনরূপ রক্ষা পাইয়াছেন।”

গোপাইরবাগে পৈশাচিক কাণ্ড

“রামগঞ্জ থানার সোমপাড়া বাজারের নিকটবর্তী গোপাইরবাগ একটি গণ্ডগ্রাম, ঐখানে কাসেমের বাড়ী। ঐ গ্রামে বৈশ্যবারুজীবী রামরাম, কালীকমল ও শশী পাটোয়ারী তিন ভ্রাতার এক প্রকাণ্ড পরিবার দাঙ্গার

অন্যতম পাণ্ডা কাসেমের নিকট প্রতিবেশী। এই বাড়ীটি গোপাইরবাগ দাসেদের বাড়ী নামে পরিচিত। কাসেমের পরিচালনাধীন লীগের গুণ্ডাদল দাসেদের বাড়ী চড়াও করিল। ঐ বাড়ীর বাইশ জন প্রায় নিরস্ত্র অবস্থায় আক্রমণকারীদের বাধা দিল। বেশ কিছুক্ষণ মারামারি ও ধ্বস্তাধ্বস্তির পর অমিত শক্তিশালী দুষ্কৃতকারিগণ দাস পরিবারের উনিশজনকে একত্রে হত্যা করিল এবং উনিশজন কুলনারীকে একসঙ্গে বিধবা করিল। দাঙ্গার কিছুকাল পরে ব্যারিস্টার শ্রী এন. সি. চ্যাটার্জী, কংগ্রেস নেত্রী শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী (উত্তরপ্রদেশের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী) এবং গান্ধীজী স্বয়ং সদলবলে এই ঘটনাস্থল ও অপরাপর স্থানসমূহ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।''

নোয়াখোলা চৌধুরীবাড়ীতে নৃশংস হত্যাকাণ্ড

''তের চৌদ্দ বৎসরের একটি ছাত্র ঘরের বারান্দায় চেয়ারে বসিয়া আসন্ন পরীক্ষার পাঠ প্রস্তুত করিতেছিল। এমন সময় হঠাৎ একদল মুসলমান গুণ্ডা তার ঘরে প্রবেশ করিয়া শাণিত ছুরিকার এক আঘাতে তাহার মস্তক দেহচ্যুত করিল। সঙ্গে সঙ্গে দুষ্কৃতকারীরা সমস্ত বাড়ী লুণ্ঠন, গৃহাদি ভস্মীভূত এবং একে একে সকল পুরুষকে হত্যা করিল। একটি বৃহৎ ও বর্ধিষ্ণু পরিবার শ্মশানে পরিণত হইল। এই ঘটনার দুই এক দিন পূর্বে যাহারা স্থানান্তরে গিয়াছিল তাহারা প্রাণে বাঁচিল।''

আমার বাবা-কাকা—পরিবারের মোট আটজন খুন হয়েছিল। মা-কাকীরা দুদিন জঙ্গলে পালিয়েছিলেন। আমাদের ঘরবাড়ি, গোলার ধান কিছুই ছিল না। এই তো, আর কী বলি!'

কথকের নাম শিবপ্রসন্ন নারায়ণ চৌধুরী। বাড়ি ছিল নোয়াখালির রামগঞ্জে; গ্রামের নাম নোয়াখোলা। ১৯৪৬ সালে তাঁর বয়স ছিল দশ বছর। দাঙ্গার পরই তাঁরা কলকাতায় চলে আসেন। মা কি পরে কিছু বলতেন? মায়ের মুখে আর কী শুনেছেন তিনি?—শিবপ্রসন্ন দুটি হাত জোড় করে বলেন, 'মা এই নিয়ে পরে আর একটি কথাও বলেন নি। তিনি আর মাত্র এক বছর বেঁচেছিলেন। আমি আর কিছু জানি না।' জোড়হস্ত শিবপ্রসন্ন বুঝিয়ে দেন, তিনি আর কিছু বলতে চান না।''

গোবিন্দপুরে পৈশাচিক কাণ্ড

''বেগমগঞ্জ থানায় গোবিন্দপুরে যশোদা পালদের এবং তাহাদের কর্মচারী ভারত ভূঁঞার বাসস্থান। দুর্বৃত্তদল তাহাদের বাড়ী আক্রমণ করিল। ১৬ জন জীবন্ত মানুষকে হাত-পা বাঁধিয়া আগুনে নিক্ষেপ করিয়া লম্বা

লাঠির দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া পোড়াইয়া মারিয়া ফেলে। এই পৈশাচিক কাণ্ড কে বর্ণনা করিবে?''

এই গ্রাম দর্শনে গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়া ঃ আপনাকে ছাই ছাড়া দেবার কিছু নেই

''২রা ফেব্রুয়ারি রবিবার সকালে আমিষাপাড়া হইতে রওনা হইয়া গান্ধীজী সাতঘরিয়া পৌঁছেন। পথে গান্ধীজীকে 'ভৌমিকবাড়ী' ও 'পালবাড়ী'র ধ্বংসাবশেষ দেখানো হয়। দুইটি বাড়ীই সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত করা হইয়াছে। দুইখানি বাড়ীতেই বড় বড় পাকা ঘর ছিল। হাঙ্গামার সময় এই দুইখানি বাড়ীতে মোট ১৯ জনকে হত্যা করা হয়।

গান্ধীজী প্রথম যে বিধ্বস্ত বাড়ীতে যান, সেই বাড়ীর একজন লোক গান্ধীজীকে বলেন, গান্ধীজীকে তাঁহার দেওয়ার মত ভস্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। হাঙ্গামার সময় তাঁহার বাড়ীতে ৯ জন প্রাণ হারাইয়াছে। গান্ধীজী ইহার উত্তরে বলেন, ''আমার হৃদয়ের আকুল আবেদন ভগবানের কাছে, মানুষের কাছে নয়। মানুষকে কাঁদাইবার জন্য আমি এখানে আসি নাই।''

নন্দীগ্রাম লণ্ডভণ্ড

''নন্দীগ্রামে প্রসিদ্ধ নাগেদের বাড়ী, পোস্ট অফিস ও শ্রীরমণীকান্ত নাগের প্রতিষ্ঠিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ভস্মীভূত হইল। নাগেদের বাড়ীতে ঐ অঞ্চলের বহু আশ্রয়প্রার্থীকে সমবেত করিয়া সশস্ত্র পুলিশ পাহারা দিয়াছিল। এই আশ্রয় শিবিরে লেখকও (নলিনীরঞ্জন মিত্র) দুইতিন দিন ছিলেন। একদিন গোলাম সরওয়ারের ফৌজ এই আশ্রয় শিবির আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল; কিন্তু পুলিশের গুলিবর্ষণের ফলে অবশেষে পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। কিন্তু গ্রামে প্রবেশ করিয়া কয়েকটি বাড়ীতে যথেচ্ছ লুঠতরাজ ও কয়েকজনকে হত্যা করিয়া প্রস্থান করিল। বৃদ্ধ কুঞ্জ কর্মকারকে হাত-পা বাঁধিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিল। বাসুদেব বাড়ীর জনৈক প্রতিরোধকারী শিক্ষককে হত্যা করিবার সময় তাঁহার স্ত্রী বাধা দিলে স্ত্রীকে মাটিতে শোয়াইয়া তাহার বুকের উপর স্বামীকে বসাইয়া হত্যা করা হল। এইরূপ জায়গায় জায়গায় জল্লাদদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড কয়েক দিন চলিয়াছিল।

দালালবাড়ীর ধ্বংসসাধন

দালাল বাজারে স্বর্গীয় বিখ্যাত জমিদার নরেন্দ্রকিশোর রায়দের বাড়ী একটি সুরক্ষিত দুর্গ বিশেষ ছিল। নেপালী বন্দুকধারী প্রহরী। বাড়ীতে ছয়

সাতটি উন্নত ধরনের বন্দুক। তবুও এই বাড়ী রক্ষা পাইল না। দুর্বৃত্তগণ এই বাড়ী ধ্বংস করিয়াছে প্রকাশ্য সংগ্রামের দ্বারা নহে, কৌশল ও চতুরতার দ্বারা। জমিদার বাবুদের বিশ্বস্ত কয়েকজন প্রজা, পাইক-পেয়াদা ও বরকন্দাজ পর পর আসিয়া জানাইল যে, চারিদিকের অবস্থা বড়ই সঙ্কটজনক। বহুস্থান হইতে বহু দল সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আগ্নেয়াস্ত্র সহ পরের দিনই ঐ বাড়ী আক্রমণ করিবে। গৃহস্বামীরা নিরুপায় ভাবিয়া সেই রাত্রেই প্রজাবৃন্দকে তাহাদিগকে লক্ষ্মীপুর থানায় কিংবা ভবানীগঞ্জ স্টীমার ঘাটে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য বলিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নৌকার ব্যবস্থা হইল। নগদ টাকা-কড়ি, সোনার গহনা ঘরে যাহা ছিল, তৎসমূদয় এবং বন্দুকগুলি লইয়া বাবুরা নৌকায় উঠিলেন। কিয়দ্দূর গেলে রাত্রির অন্ধকারে একদল লোক অতর্কিতে নৌকা আক্রমণ করিয়া বন্দুক ও সোনাদানা নগদ টাকা-কড়ি আত্মসাৎ করিয়া বাবুদের ছাড়িয়া দিল। বাবুরা কোন প্রকারে প্রাণ বাঁচাইয়া রিক্ত হস্তে লক্ষ্যস্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। অতঃপর নির্জন বাড়ীর মূল্যবান বহু আসবাবপত্র লুণ্ঠিত হইল, মহাপ্রভুর বিখ্যাত মন্দির বিধ্বস্ত ও জমিদারী সংক্রান্ত কাগজপত্র ভস্মীভূত হইল। মন্দিরের পূজারী শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম করিয়া দুর্বৃত্তদের অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত দেহে অবশেষে তাঁহার চির আরাধ্য দেবতার পদতলে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। কুঠার শাবলের সাহায্যে প্রাসাদোপম অট্টালিকাসমূহ এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইল। বিখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রীনির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জী এই ধ্বংসস্তূপ দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "মনে হয়, এখানে ফ্লাণ্ডার্সের বোমা বর্ষিত হইয়াছে।"

নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা

"প্রত্যক্ষ সংগ্রামীরা দিনের পর দিন তড়িৎগতিতে লীগের কর্মসূচী হিন্দুর রক্তে রূপায়িত করিতে লাগিল। অন্যদিকে লীগপন্থী শঠেরা নিরীহ হিন্দুদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া আশ্বাস দিল 'ভয় নাই, আমাদের প্রাণ থাকিতে তোমাদের গায়ে কেহ হাত দিতে পারিবে না। তোমরা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া কোথাও যাইও না, তাহা হইলে পথে-ঘাটে মারা পড়িবে।' এরূপ কত আশ্বাসই না দিয়াছে। কার্যতঃ শুধু আশ্বাস দেয় নাই, নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিবে এই প্রতিশ্রুতিতে রাত্রির অন্ধকারে নৌকায় উঠাইয়া কিয়দ্দূর নিয়া গহনাপত্র-টাকাকড়ি আত্মসাৎ, করিয়া অবশেষে হত্যা করিয়াছে। নন্দীগ্রামের নিকটবর্তী কালিকাপুরের যতীন্দ্রবাবু ও সতীন্দ্রবাবু, নাওড়ির যশোদা দাস, শরৎ দাস ও

তাহার ভাই, আবিরপাড়ার চন্দ্রশেখরবাবু, শিবপুরের সতীশবাবু (পুলিশ কর্মচারী) ও আরো অনেকে এইভাবে বিশ্বাসঘাতকের হাতে প্রাণ হারাইয়াছে।

ছাত্রের হাতে শিক্ষক নিহত

"বেগমগঞ্জ থানায় বটগ্রামের পাঠশালায় জনপ্রিয় বৃদ্ধ গুরুমহাশয় অক্ষয় চক্রবর্তী। গ্রামের বহু হিন্দু-মুসলমান তাঁহার ছাত্র। গুরুমহাশয়কে বাঁচাইবার জন্য কতিপয় গুরুভক্ত তাঁহাকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিল। কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দুর্গা নাম ছাড়িতে পারিলেন না। তিনি একখানা পত্রের প্রারম্ভে 'শ্রীদুর্গা' লিখিয়াছিলেন। ঐ পত্রখানা পোস্ট অফিসে লীগ পাণ্ডাদের হাতে ধরা পড়ে। উহা আনিয়া গুরুমহাশয়কে ঘর হইতে ডাকিয়া পুকুরপাড়ে নিয়া 'শ্রীদুর্গা' লেখার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করা হয়। পরিশেষে এই অপরাধে তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

করপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধ হরিশ পণ্ডিত। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তাঁহারও বহু ছাত্র। গোলাম সরওয়ারও পণ্ডিত মহাশয়ের প্রাক্তন ছাত্র। পরিণামে সরওয়ারের নিয়োজিত লোকেরই হাতে হরিশ পণ্ডিতের নিধন এক মর্মন্তুদ ঘটনা।

আরো কয়েকজন শিক্ষকও গুণ্ডা ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রাণে বাঁচিয়া গিয়াছেন। লেখকও তাহার জীবনের জন্য দুইজন নিরক্ষর মুসলমান যুবকের নিকট চিরঋণী।"

(নোয়াখালীর ইতিকথা ঃ নলিনীরঞ্জন মিত্র)
(প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক — খিলপাড়া হাই স্কুল, নোয়াখালী)

ভুলতে চাইলেও ভোলা যায় না ঃ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা

১৬ই অক্টোবর ১৯৪৬। ভোরে ঘুম থেকে জেগেই, যারা আবার চিরনিদ্রায় আশ্রয় নিয়েছে, সেদিন তারা জানতেও পারেনি কি ছিল তাদের অপরাধ।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই নোয়াখালির রামগঞ্জ থানার অধীনস্থ গ্রামগুলিতে শুরু হয় হত্যা, নিপীড়ন, নারী-ধর্ষণ ও অগ্নিকাণ্ড, যেন রক্তাগুনের হোলী উৎসব।

মর্মভেদী আর্তনাদ, অগ্নির লেলিহান শিখা ও পোড়া দুর্গন্ধে দিগদিগন্ত ব্যাপৃত প্রতিধ্বনিত।

নিরীহ, নিরপরাধ, নিরস্ত্র হতচকিত বিহ্বল মানুষকে যে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতে পারে, অথবা ভাতের থালার সামনে থেকে তুলে এনে, শ্বশুর-স্বামী, পুত্র কন্যার সামনে প্রকাশ্য দিবালোকে গণধর্ষণ করতে পারে, বিশ্বাস করা কঠিন হত। কিন্তু তবুও তা নিষ্ঠুর সত্য।

দিনের পর দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যে বীভৎস বর্বরতার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে, সেক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ ক্ষমার নামান্তর।

গ্রামকে গ্রাম ইসলাম ধর্মে ধমান্তরকরণ ও নামান্তরকরণের ঘটনা ঘটেছে, অর্থাৎ ইসলাম ধর্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মানুযায়ী নূতন নাম পেয়েছেন সবাই।

আমি তখন রামগঞ্জ থানার অধীন সাহাপুর হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। থাকি খালিশপাড়া (মামাবাড়ী) ৺রমণীমোহন চক্রবর্তীর বাড়ীতে।

ধর্মান্তরকরণের পর আমার নাম হয়েছে 'মৌলভী হায়দার আলি চৌধুরী ঠাকুর।' নামগুলি আমাদের নিজেদের পছন্দ করতে হয়েছে। আমরা (মামাবাড়ীর) সকলে ইতিহাস থেকে একটা একটা নাম বেছে নিই। চৌধুরী ঠাকুর ও মৌলভী আমাদের বংশ মর্যাদা ও উচ্চবর্ণের পরিচয় হিসাবে তারাই দিয়েছে।

যতদূর মনে পড়ছে অক্টোবরের শেষ দিকে অর্থাৎ ২৮/২৯ তারিখ হবে। তারা আমাদের দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে, আমাদের বাড়ীতে ও গ্রামে (খালিশ পাড়া) কোন ঘটনা ঘটে নাই। আমরা শান্তিতে ও নির্বিঘ্নে বাস করছি।

পরে জেনেছি এর পিছনে একটা গুজব কাজ করেছে। নোয়াখালির গ্রাম্য ভাষায় লোহার রডকে শিক বলে। এক ওয়াগন রড চৌমুহনী স্টেশনে আসে। সেই কথাটাই মুখে মুখে রটে যায় চৌমুহনীতে এক গাড়ী শিখ সৈন্য এসেছে।

অবশ্য আরো একটা কারণ ছিল। পরম শ্রদ্ধেয় ৺শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কয়েক হাজার হিন্দুমহাসভার ভলান্টিয়ার পাঠান যাদের গোয়ালন্দে আটকে রাখেন লীগ সরকার। সেই হিন্দু মহাসভার ভলান্টিয়াররা বহু লোককে (হিন্দু দুর্গতদের) থাকার আশ্রয় দিয়েছিলেন গোয়ালন্দে।

তখন (ঘটনার সময়) নোয়াখালি জেলার গ্রামে গঞ্জে একটি ছড়া মুখে মুখে ঘুরে ফিরেছে। ছড়াটি ঃ

"হুনছেন নিও মিঞা ভাই—
গোলাম সারোয়ার মিঞার মতন
খাট্টি মাইনষ আর নাই।"

এই গোলাম সরোয়ারই ছিল সকল বর্বরতা ও হত্যাকাণ্ডের নায়ক। কার্যতঃ আমরা বন্দী ছিলাম প্রায় ১০ দিনের মত। প্রতিদিন আমাদের নামাজ পড়তে হতো—আজান দিতে হতো যথানিয়মে; তা প্রত্যক্ষ করতো একজন গোঁড়া মুসলমান অথবা মৌলভী। পরে সুযোগমত ঘুরে ঘুরে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে জানতে পারি সব বর্বরোচিত হিংস্রঘটনা ও নিজে চোখে দেখতে পাই দৃশ্যাবলী।

শ্রীপ্রিয়কুমার চক্রবর্তী
বাটানগর, দঃ ২৪ পরগনা,
২৮/৩/৯২

আর একজন ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতা

আমি শ্রীহরিভূষণ দাস (কবিরাজ)। আমার বাড়ী ছিল নোয়াখালি জিলার রামগঞ্জ থানার অধীন সিন্দুরপুর গ্রাম। আমি বাড়ী থেকে কবিরাজী চিকিৎসা করি। ইংরাজী ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে নোয়াখালি রায়ট আরম্ভের কয় দিন পূর্ব হইতে মুসলমানগণ হাটে বাজারে সভা করে। একদিন আমি খিলপাড়া ও অন্যান্য গ্রাম থেকে রুগী দেখিয়া আসার সময় সোমপাড়া বাজারে সভা হইতে দেখি। হাজার হাজার উত্তেজিত মুসলমান চারদিকে। আমি তখন ধানহাটার কাছে দাঁড়াই। দেখি সোমপাড়া বাজারের উপেন ডাক্তারকে সভাপতি করে সভা চলছে। তার অবস্থা বলির পাঁঠার মত। কাসেম মিয়া (মুসলিম-লীগের পাণ্ডা) বক্তৃতা করছে। সে বলে—ভাইছাবরা, গরু পালে মুসলমানরা—দুধ খায় কারা? এই হিন্দুরা। হাঁস পালে মুসলমানরা—আণ্ডা খায় কারা? এই হিন্দুরা। বলে সে উপেন ডাক্তারের গালে এত জোরে এক চড় মারে যে ডাক্তার চেয়ার সমেত কাৎ হয়ে পড়ে যায়। তিনি মানী লোক। আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। তখন আমার জানাশুনা কিছু লোক আমাকে বলে—খাড়াই, কি দেখেন, তাড়াতাড়ি পালান। তখন আমি প্রাণপণে বাড়ীর দিকে ছুটতে থাকি।

এইভাবে বাড়ী আসিয়া আটকা পড়ি। বাড়ির বাইর হইবার উপায় নাই। চারদিকে মুসলমানে ঘিরিয়া আছে। ৩/৪ দিন পর পাড়ার মুসলমানগণ বলে— আমরা তোমাদের পাহারা দিব। আমাদের পনের শত টাকা দিতে হবে। তখন আমরা বাড়ির সব পরিবার মিলে চৌদ্দ শত টাকা দেই। এর ফল হল বাড়ি থেকে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। বুধবার দিন নাজিরের কাছারীতে সুরেন্দ্রবাবুকে ও আরও অনেককে কেটে ফেলে। তারপর ৪দিন

বাদ দা কাটারি বল্লম খড়্গ নিয়া আমাদের বাড়ী আক্রমণ করে। তখন বেলা অনুমান ৯-১০টা। আমরা বৌ-ছেলেমেয়ে সকলে বাড়ী হইতে ছাড়া বাড়ীর (পরিত্যক্ত ও বনজঙ্গলপূর্ণ) দিকে ছুটিতে থাকি। এমন সময় হাজিল মিয়া মোষ-কাটা খড়্গ দিয়ে আমার গলায় কোপ দেয়। তখন মুনছুর পাটারী ওর হাতে একটা লাঠি দিয়া বাড়ি মারে। সেই কারণে আমার গলায় কোপটি লাগে নাই। একজন আমার পেটে টেঁডা (মাছ মারা যন্ত্র) ঢুকাইতেছিল। বলি আমার লগে পয়সা কড়ি যা আছে লইয়া যাও। তারপর আমার হাতের অঙ্গুরী, আমার স্ত্রীর হার-গয়না ও অন্যান্য মেয়েদের গয়না নিয়ে যায়। তারপর আমাদের জুড়ার বাড়ী বলে একটি ছনখোলা (উলুবন) আছে। কাদের মিয়া বলে একজন মুসলমান সকলকে ঐ ছনখোলায় লুকাতে বলে। আর আমি জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ি। সেখানে আমার এক কাকা ও দাদা কচুরিপানার ভিতর নাক জাগাইয়া পড়ে আছে দেখি। এর উপর একটি সাপ গায়ের উপর দিয়া চলিয়া যায়। আমি হাতেপায়ে এক মাঠ ধানগাছের ভিতর দিয়া মুসলমান চৌধুরী বাড়ী গিয়া ওদের ঘরের পিছনে একটি কাঁঠাল গাছে উঠিতে চেষ্টা করি। কিন্তু হাত-পা কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাই। আবার উঠি। এর মধ্যে ওদের বাড়ীর বৌঝিরা বলে—কবিরাজবাবু, আমাদের বাড়ী থাকিবেন না। তাহা হইলে আমাদের বাড়ী পোড়াইয়া দিবে।

কয়েকদিন আগে হইতে স্নান খাওয়া নাই। আমার কাপড়ের খোঁটে বাঁধা ১৮২ টাকা ছিল। তাহা মোহুরী বৌয়ের হাতে দিই। এদিকে গাছের উপর থেকে দেখিতে পাই আমাদের বাড়ী হইতে ধান পাট সুপারী নারিকেল টাকা গয়না, বাক্স ট্রাঙ্ক সব লুট করিয়া নৌকা করে নিয়া যাইতেছে।

তারপর বৈকাল অনুমান সাড়ে চারটে কি পাঁচটা, তখন চৌধুরী বাড়ীর হারু মুসলমান—সে আমায় বলে, চলেন আপনাকে নৌকা করে বা দিয়া আসি। নৌকা যখন আমাদের বাড়ীর কাছে তখন খুব হল্লা চিৎকার শুনা যাইতেছে। বনজঙ্গল থেকে বাড়ীর লোকজন সব বাড়ী ফিরে আইছে। আমি বাড়ী গিয়া দেখি আমার এক জ্যাঠতুত ভাই ডাঃ বগলা দাস—তার বহুদিন ছেলেমেয়ে হয় নাই— এই ঘটনার ১১দিন আগে একটি ছেলে হয়েছে। সদ্যপ্রসূতী মা ছেলেকে নিয়ে পালাতে কষ্ট হচ্ছে বলে অন্য একজন স্ত্রীলোকের হাতে দেয়। তার হাত থেকে ছেলে পড়ে যায় ও জলে ডুবে যায়। সে তাকে জল থেকে তুলে এক জঙ্গলে বসে বাচ্চা নিয়া কাঁদছে। পরে খোঁজ পাওয়া গেল। যাক্ বাচ্চাটি বেঁচে গেল (এখন সে ঠাকুরপুকুরে আছে)।

এদিকে এক মুসলমান এসে সংবাদ দিল আমাকে, মুকুন্দ ভট্টকে (প্রতিবেশী) ও বগলা ডাক্তারকে আগে কেটে ফেলবে। এরপর অন্যদের কাটবে। সন্ধ্যার পর আমি আর মুকুন্দ ভট্ট বাড়ী হইতে মুসলিম লীগ অফিসের দিকে যাবার সময় মুকু পাটারীর হাতে পড়ি। সে তার বাড়ী নিয়া কাটবার লোকদের সংবাদ দিতে যায়। অবস্থা বুঝিতে পারায় তারই বাড়ীতে অন্য ঘরে ছায়েদুল্লা পাটারীর ঘরে যাই। কারণ তার স্ত্রীর খুব অসুখ। আমি তার চিকিৎসা করিতেছি। তার বিছানা ছেড়ে নড়িবার ক্ষমতা নাই। আমাদের দেখে কাঁদিতে কাঁদিতে বলে ছায়েদুল্লা বাজারে গেছে। আপনারা বসেন। কতক্ষণ বসার পর আমরা আর স্থির থাকিতে না পারায় ঘরের পিছনে খালে ঝাঁপ দিয়া পালাব এমন সময় ছায়েদুল্লা এসে পড়ে। পরে নৌকা করে সে রহমান শেখের বাড়ী নিয়া যায়। রহমান আমাদের একঘরে একটি পাটি পেতে দেয় এবং দুইখানা খেজুর গাছ কাটা ছেনী (হেঁসো) দিতে চায়। আমরা বলি তার আমাদের দরকার নাই। সে তখন নিজে একখানা ছেনী নিয়া ঘরের দাওয়ায় বসে থাকে। পরের দিন আমরা দুইজন আর শোয়া থেকে উঠিতে সাহস পাইতেছি না। এমত অবস্থায় ভাল কিছু মুসলমান আসিয়া আমাদের শোয়া থেকে উঠায়।

তাদের পরামর্শে আমরা মুসলমান হতে রাজী হলে তারা আমাদের মসজিদে নিয়ে যায়। সেখানে আমাদের কলমা পড়তে হয়। তাদের দেওয়া টুপি পরে আমরা মুসলমান হলাম এবং প্রাণে বেঁচে গেলাম। তারপরের কথা তো সবই জানা আছে।

শ্রীহরিভূষণ দাস (কবিরাজ)
নঙ্গী ধর্মতলা
বাটানগর, দঃ ২৪পরগনা।
২৫/১২/৯৭

নোয়াখালি জেলার উপদ্রুত এলাকার হিন্দুদের উপর এই একতরফা উৎপীড়ন নিরবচ্ছিন্নভাবে ১০দিন ধরে চলে। হাঙ্গামার খবর যাতে বাইরে প্রকাশ না পায়, তজ্জন্য সরকারী পর্যায়ে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়। প্রথম খবর কলকাতায় এসে পৌঁছায় ৫ দিন পর—তাও অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকরভাবে। ক্রমে ঘটনার ভয়াবহতা প্রকাশ পেলে সারা দেশের সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতারা নোয়াখালি ছুটে যান। কংগ্রেস সভাপতি আচার্য জে. বি. কৃপালনী বিমানযোগে দাঙ্গাবিদ্ধস্ত এলাকা পরিদর্শন করে নিম্নোক্ত বিবৃতি দেন ঃ

রাষ্ট্রপতি (কংগ্রেস সভাপতি) কৃপালনীর বিবৃতি

রাষ্ট্রপতি আচার্য কৃপালনী নোয়াখালির উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া ফিরিয়া আসিবার পর তথাকার অবস্থা সম্পর্কে ২৬শে অক্টোবর এক সাংবাদিক সম্মেলনে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। অবস্থা স্বচক্ষে পরিদর্শন করিয়া ও বিভিন্ন সূত্র হইতে স্বয়ং তথ্য সংগ্রহ করিয়া আক্রমণের উদ্যোক্তা, তাহাদের উদ্দেশ্য ও অনুসৃত কর্মপন্থা এবং ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্তে আসিয়া উপনীত হন। তিনি বলেন, তাঁহার গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ সত্য ও সঠিক; সাক্ষীদিগকে তাঁহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিলে নিরপেক্ষ ট্রাইবুন্যালের সম্মুখে তাঁহার সিদ্ধান্তগুলির সত্যতা অতি সহজে প্রমাণিত হইতে পারে।

আচার্য কৃপালনী নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহে পৌছেন ঃ

(১) নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় হিন্দুদের উপর পূর্ব হইতেই পরিকল্পনা করিয়া আক্রমণ চালানো হয়। মুসলিম লীগ সাক্ষাৎভাবে এই আক্রমণ না বাধাইলেও মুসলিম লীগের প্রচারকার্যের ফলে ইহা সংঘটিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকদের সাক্ষ্য হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই আক্রমণে বিভিন্ন গ্রামের বিশিষ্ট লীগ-নেতাদের অনেকখানি হাত ছিল।

(২) বিপদের আশঙ্কা জানাইয়া কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হইয়াছিল। সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের বিশিষ্ট হিন্দুরা প্রথমে মৌখিকভাবে পরে লিখিতভাবে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করিয়াছিলেন।

(৩) যে আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছিল, তাহার সহিত কয়েকজন মুসলমান সরকারী কর্মচারীর যোগাযোগ ছিল। কয়েকজন উৎসাহ দিয়াছিলেন।

মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে একটা বিশ্বাস ছিল যে, হিন্দুদের বিরুদ্ধে কোন কিছু করিলে গভর্নমেন্ট কিছু বলিবেন না।

(৪) কয়েক শত লোকের এক-একটা দল বিভক্ত হইয়া হিন্দু-গ্রাম অথবা হিন্দু-মুসলমানমিশ্রিত গ্রামের হিন্দু বাড়ীগুলি আক্রমণ করাই ছিল আক্রমণকারীদের কার্যপদ্ধতি। দলে এক-একজন দলপতি ও মুখপাত্র থাকিত। তাহারা প্রথমে মুসলিম লীগের এবং কোথাও কোথাও বা কলিকাতার দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের নাম করিয়া চাঁদা আদায় করিত। এইভাবে জবরদস্তি করিয়া তাহারা বহু টাকা আদায় করে এবং আদায়ের পরিমাণ কোথাও কোথাও দশ হাজার টাকাও ছাড়াইয়া যায়। চাঁদা দিয়াও হিন্দুরা

নিস্তার পায় নাই। চাঁদা আদায় করার পর ঐ দলই বা পরবর্তী দল আসিয়া হিন্দু-বাড়ীগুলি লুঠ করিতে থাকে। অধিকাংশ লুণ্ঠিত বাড়িতেই আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। দুর্বৃত্তেরা কেবলমাত্র নগদ টাকা, অলঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য লুন্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, গৃহস্থদের ব্যবহারে যাহা কিছু লাগিতে পারে—আহার্য, বাসনপত্র, কাপড়চোপড় কিছুই বাদ দেয় নাই। অনেক স্থলে লুণ্ঠিত গরুবাছুর ইত্যাদি গৃহপালিত জন্তুগুলিও নিজেরাই তাড়াইয়া লইয়া যায়। কোথাও কোথাও কোন কোন বাড়ী লুঠ করার আগে বাড়ীর লোকজনদের ইসলামধর্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়। কিন্তু ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াও তাঁহারা লুন্ঠন ও অগ্নিসংযোগ হইতে রেহাই পান নাই।

(৫) আক্রমণকারী জনতা মুসলিম **লীগ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান, মারকে লেঙ্গে পাকিস্তান** ইত্যাদি মুসলিম লীগের ধ্বনি করে।

হিন্দুদের এই কথাও বলা হয় যে, কলিকাতার দাঙ্গায় নিহত মুসলমানদের প্রতিশোধ তুলিবার জন্যই এই হত্যা, লুন্ঠন ও গৃহদাহ চালানো হইতেছে। যাহারা বাধা দেয়, তাহাদের সকলকেই কোতল করা হইয়াছে। দুর্বৃত্তদের হাতে বন্দুক থাকায় কোথাও কোথাও বাধাদানকারীদের গুলি করিয়া মারা হইয়াছে। এই সকল বন্দুক হয় মুসলমান জমিদারদের ছিল, আর না হয় হিন্দুদের নিকট হইতে অপহরণ বা বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। কোথাও কোথাও হিন্দুরা বাধাদান না করা সত্ত্বেও নিহত হইয়াছে।

আমার হাতে সময় অল্প থাকায় কত লোক নিহত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। আমার বিশ্বাস গভর্নমেন্টও সংখ্যা নির্ণয় করেন নাই। জনৈক সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেন যে, মাত্র একশত জন মারা গিয়াছে। আরও উচ্চপদস্থ অপর একজন সরকারী কর্মচারী আমাকে বলেন যে, নিহতের সংখ্যা ৫ শতের কাছাকাছি হইবে।

(৬) পার্শ্ববর্তী মুসলমান গ্রামসমূহের অধিবাসীরাই লুঠতরাজ, গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড ও পাইকারীভাবে ধর্মান্তরিতকরণ চালায়। যে যে গ্রামে হিন্দু মুসলমান একত্রে বাস করিত, সেই সেই গ্রামের মুসলমানরাই হিন্দুদের বিরুদ্ধে এই সকল কাজে যোগ দেয় । যাহারা এই সকল কাজে যোগদান করিয়াছিল, তাহাদের অনেককেই আক্রান্ত ব্যক্তিরা সনাক্ত করিতে পারিবে। তাহারা আমাকে বহু নামের তালিকা দিয়াছে। বাহির হইতে যদি কোন লোক আসিয়াও থাকে, তাহাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য।

(৭) লুঠতরাজ, গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ডের পরও ইসলামধর্ম গ্রহণ না করা পর্যন্ত হিন্দুদের বিপদ কাটে না। প্রাণের দায়ে বাধ্য হইয়া হিন্দুরা পাইকারীভাবে ইসলামধর্ম গ্রহণ করে। নূতন ধর্মগ্রহণের চিহ্নস্বরূপ তাহাদের গ্রামের মুসলমানদের ব্যবহৃত সাদা টুপি পরিতে দেওয়া হয়। টুপিগুলির অনেকগুলিই নূতন এবং এইগুলিতে পাকিস্তানের মানচিত্র এবং 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' এবং 'লড়্‌কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ছাপ মারা ছিল।

হিন্দুদের শুক্রবারের জুম্মা নমাজে লইয়া যাওয়া হয় এবং তাহাদের নমাজ ও কলমা পড়িতে বাধ্য করা হয়। মহিলাদের শাঁখা ভাঙ্গিয়া ও সিঁদুর মুছিয়া ইসলামে দীক্ষা দেওয়া হয়। ধর্ম পরিবর্তনের চিহ্নস্বরূপ তাহাদের পীর কর্তৃক মন্ত্রপূত বস্ত্র স্পর্শ করিতে বলা হয়। মহিলাদের কলমা পাঠ করিতে হয়। হিন্দুগৃহে সমস্ত দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে এবং উপদ্রুত অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু দেবালয় লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ করা হইয়াছে।

(৮) বলপূর্বক অনেকগুলি বিবাহও হইয়াছে। বর্তমানে এইরূপ বিবাহের সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব। শ্রীযুক্তা কৃপালনীর নিকট হইতে বিস্তৃত রিপোর্ট পাইয়া নোয়াখালির ইউরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট একটি বালিকাকে উদ্ধার করেন। দত্তপাড়ায় একটি উদ্ধার-শিবিরে জনৈক স্ত্রীলোক শ্রীযুক্তা কৃপালনীকে সমস্ত ঘটনা বলিয়াছিলেন। বহু নারী অপহৃতা হইয়াছে। কিন্তু আমার হাতে সময় অল্প বলিয়া আমার পক্ষে তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

(৯) ধর্ষিতার সংখ্যা নির্ণয় করাও আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক শ্রীযুক্তা কৃপালনীর নিকট তাহাদের প্রতি অত্যাচারের নিদর্শনস্বরূপ বিবাহিত জীবনের প্রতীক শাঁখা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার এবং সিঁদুর মুছিয়া দিবার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। একস্থানে দুর্বৃত্তেরা স্ত্রীলোকদের মাটিতে ফেলিয়া পায়ের আঙ্গুল দিয়া তাহাদের সিঁদুর মুছিয়া দেয়।

(১০) এই সকল অঞ্চলের হিন্দুরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করুক বা না করুক কোন অবস্থাতেই নির্ভয়ে বাস করিতে পারিতেছে না।

(১১) লীগ প্রহরীরা উপদ্রুত গ্রামসমূহের প্রবেশপথগুলি আগলাইয়া আছে। কোন কোন ক্ষেত্রে নবদীক্ষিতদের ছাড়পত্র লইয়া গ্রামের বাহিরে যাইতে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল ছাড়পত্র আমি দেখিয়াছি।

(১২) হাঙ্গামার সময় যাহারা উপদ্রুত গ্রামের বাহিরে ছিল, তাহারা নিজেদের গ্রামে যাইতে সমর্থ হয় নাই।

(১৩) বহু পরিবারের পুরুষ-স্ত্রীলোক বালক-বালিকা নিখোঁজ। তাহাদের

সন্ধান লইবার কোন উপায় নাই। গ্রামের পোস্ট-অফিসসমূহেও কোন কাজ হইতেছে না।

(১৪) হাঙ্গামার সময় পুলিশ নিস্ক্রিয় ছিল। তাহারা এখন টহল দিতেছে। তাহারা বলে যে, একমাত্র আত্মরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া তাহাদের প্রতি গুলি চালাইবার হুকুম ছিল না এবং এখনও নাই। তাহাদের আত্মরক্ষার কোনো প্রয়োজন দেখা দেয় নাই, কারণ তাহারা হাঙ্গামাকারীদের কাজে বাধা দেয় নাই।

২০শে তারিখ পর্যন্ত যে অগ্নিসংযোগ চলিতেছিল তাহার প্রমাণ আমি দিতে পারি। আমি ১৯শে ও ২০শে তারিখে বিমান হইতে চাঁদপুর ও নোয়াখালি অঞ্চলে আগুন জ্বলিতে দেখি। প্রধানমন্ত্রীও ২০শে তারিখে এই আগুনগুলি দেখিয়াছিলেন। কেবলমাত্র ভস্মীভূত গৃহ এবং অসহায় হিন্দুদের আমি দেখিতে পাই। সর্বস্বান্ত হিন্দুদের পরিধেয়ও নাই, খাদ্যও নাই।

আমি সরকারী কর্মচারীদের মুখেই শুনিয়াছি যে, ২৫শে তারিখ পর্যন্ত নোয়াখালি অঞ্চলে মাত্র ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

একটি প্রশ্নের উত্তরে আচার্য কৃপালনী বলেন যে, পূর্ববঙ্গে যাহা ঘটিতেছে তাহা অর্থনৈতিক কারণে ঘটিতেছে না। কারণ একটিও ধনী মুসলমানের গৃহ লুণ্ঠিত হয় নাই। তাঁহার নিকট ইহা সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক এবং সম্পূর্ণ একতরফা বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে।

উপসংহারে তিনি প্রত্যেক বাঙালী হিন্দুকে শান্ত ও সংযত থাকিতে অনুরোধ করিয়া বলেন যে, পূর্ববঙ্গের উপদ্রুত অঞ্চলের মর্মান্তিক ঘটনাবলী ভাষায় বর্ণনার অতীত হইলেও তাঁহারা যেন প্রতিশোধের কথা চিন্তা না করেন।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি ঃ দাঙ্গার ভয়াবহতা

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার উপদ্রুত অঞ্চলে সফর করিয়া আসিয়া এক বিবৃতিতে বলেন যে, ব্যাপক ভাবে ধর্মান্তরিত করাই সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সঙ্ঘবদ্ধ আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। যে সহস্র সহস্র নর-নারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে, তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহারা এখনও হিন্দু এবং আমৃত্যু হিন্দু থাকিবেন। তাঁহারা কিছুমাত্র প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া হিন্দু সমাজে পুনরায় ফিরিয়া আসিতে পারিবেন।

ডঃ মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি নিম্নে দেওয়া হইল ঃ

"নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় উপদ্রুত অঞ্চলের ঘটনাবলীর মধ্যে এমন

একটি বৈশিষ্ট্য আছে, যাহা ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাসে অভূতপূর্ব। অবশ্য ইহাকে কোনক্রমেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বলা চলে না। ইহা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের সঙ্ঘবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত আক্রমণ। এই আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিতকরণ এবং লুণ্ঠন, গৃহদাহ এবং সমস্ত বিগ্রহ ও দেবমন্দির অপবিত্রকরণ। কোন শ্রেণীর লোককেই রেহাই দেওয়া হয় নাই। যাহারা অপেক্ষাকৃত ধনী, তাহাদের বিরুদ্ধে অত্যাচারের মাত্রা আরও কঠোর হয়। হত্যাকাণ্ডও পরিকল্পনার অঙ্গ ছিল; কিন্তু যাঁহারা অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং যাঁহারা প্রতিরোধ করেন, প্রধানতঃ তাঁহাদের জন্যই এই ব্যবস্থা ছিল। নারীহরণ, ধর্ষণ এবং বলপূর্বক বিবাহও এই সকল কুকার্যের অঙ্গ ছিল। কিন্তু এই প্রকার নারীর সংখ্যা কত, তাহা সহজে স্থির করা সম্ভব নহে। যে সকল ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং যে সকল কার্যপদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছিল তাহাতে দেখা যায় যে, এ সমস্তই সমূলে হিন্দু-লোপ ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনার অন্তর্গত ছিল। মুসলিম লীগের জন্য এবং ধর্মান্তরিতকরণ অনুষ্ঠানের ব্যয় ইত্যাদি অন্যান্য কারণে চাঁদা চাওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে দেখা যায় যে, আক্রমণকারিগণ ও তাহাদের দলপতিরা মুসলিম লীগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ছিল। তাহা ছাড়া তাহারা আরও জানিত যে, প্রদেশে তাহাদের নিজেদের গভর্নমেন্ট রহিয়াছে এবং তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত স্থানীয় রাজকর্মচারীরাও সাধারণতঃ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এই প্রকার ধারণার বশবর্তী হইয়া কুকার্যে তাহাদের সাহস আরও বাড়িয়া যায়।

* * * *

এই সকল কুকীর্তির নায়ক একদল গুণ্ডা ছিল অথবা তাহাদের অধিকাংশই বাহির হইতে আসিয়াছিল—এরূপ বলিলে মিথ্যা বলা হইবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থানীয় লোকরা এইসব পৈশাচিক কাণ্ড করে এবং সাধারণভাবেই এই সকল কার্যের প্রতি লোকের সহানুভূতি ছিল। কয়েক ক্ষেত্রে মুসলমানরা লোকের প্রাণ বাঁচাইতে সাহায্য করিয়াছে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য।

এভাবে যাহাদের জীবন রক্ষা পায়, তাহারা পলায়নে অসমর্থ হইলে তাহাদিগকে ধর্মান্তরিত হইয়া গ্রামে থাকিতে হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে এবং তাহাদের ধনসম্পত্তিও লুণ্ঠন হইতে রক্ষা পায় নাই। ভাবী বিপদের আশঙ্কা পূর্বাহ্ণেই কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা হইয়াছিল। কিন্তু যাহারা দিনের পর দিন বিদ্বেষ ও হিংসা প্রচার করিতেছিল, সেইসব প্রকাশ্য প্ররোচকদের কার্যকলাপ বন্ধ করিতে তাঁহারা চেষ্টা করেন নাই। যখন সত্যসত্যই হাঙ্গামা

বাধিয়া উঠিল এবং কয়েকদিন যাবৎ চলিতে লাগিল, কর্তৃপক্ষ তখন লোকের ধন-প্রাণ রক্ষা করিতে অপারগ হইলেন। এই অক্ষমতা দ্বারা তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের নিকট ধিক্কৃত হইয়াছেন এবং স্ব স্ব পদে বহাল থাকা সম্বন্ধে অযোগ্যতার প্রমাণ দিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহারা যতক্ষণ উপস্থিত থাকিবেন, ততক্ষণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরাইয়া আনা সহজ হইবে না। এই প্রকার একটা অঘটন ঘটিয়া যাইবার পরও নোয়াখালিতে মাত্র প্রায় ৫০ জনকে এবং ত্রিপুরায় জনকতককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

সহস্র সহস্র লোক বিপজ্জনক এলাকার অন্তঃস্থল হইতে পলাইয়া গিয়া অত্যাচারীদের নাগালের ঠিক বাহিরে জেলার ভিতরেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যে সকল স্থান এখনও উপদ্রুত হয় নাই, সেই সকল স্থান হইতেও অধিবাসীরা হাজারে হাজারে পলাইয়া আসিয়া আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে আশ্রয় লইয়াছে। কুমিল্লা, চাঁদপুর, আগরতলা ইত্যাদি স্থানে আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। সর্বশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ শিশুসহ এই সকল আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রিতের সংখ্যা ৫০ হাজার হইতে ৭৫ হাজার হইবে।

এই সকল লোক ছাড়া আরও প্রায় ৫০ হাজার বা ততোধিক লোক এখনও বিপজ্জনক এলাকায় রহিয়াছে। এই এলাকাকে বেওয়ারিশ এলাকা বলা যাইতে পারে। এই এলাকায় অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে একদিনও বিলম্ব না করিয়া উদ্ধার করিতে হইবে। তাহাদের সকলকেই ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে এবং তাহারা এখনও অত্যাচারীদের হাতের মুঠার ভিতরে। তাহারা এখন নামেমাত্র মানুষ। তাহাদের আধ্যাত্মিক মৃত্যু ঘটিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশই সর্বস্বান্ত এবং তাহাদের শরীর, মন দুই-ই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহাদের মধ্যে তপসিলী বা অন্যান্য শ্রেণী-নির্বিশেষে সমস্ত শ্রেণীর হিন্দু আছে। তাহাদের উপর যে অপমান ও নির্যাতন চলিয়াছে, তাহার সীমা নাই। তাহাদের নাম পরিবর্তন করা হইয়াছে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা অপমানিত হইতেছে, তাহাদের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হইয়াছে, তাহাদের মুসলমানের মত পোশাক পরিতে, আহার করিতে ও জীবনযাত্রা যাপন করিতে বাধ্য করা হইতেছে। পরিবারের পুরুষদিগকে মসজিদে যাইতে হয়। মৌলভী বাড়ীতে আসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দেয়। আহার্যের জন্য—এমন কি অস্তিত্ব পর্যন্ত টিকাইয়া রাখিবার জন্য তাহাদিগকে তাহাদের অবরোধকারীদের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। তাহারা যাহাতে তাহাদের সমাজ হইতে চিরতরে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে, সেজন্য তাহাদিগকে দ্রুত পরিবর্তনের ভিতর দিয়া লইয়া যাওয়া

হইতেছে। তাহাদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেলেই তাহাদের আত্মসমর্পণ সম্পূর্ণ হইবে।

তাহারা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হয় না; এমন কি বাহির হইতে যেসব হিন্দু তাহাদের গৃহে আসে, তাহাদের সহিত তাহারা দেখা পর্যন্ত করিতে সাহস করে না—যদি না আগন্তুকদের সহিত সশস্ত্র প্রহরী থাকে। পূর্বে যাহারা নেতৃস্থানীয় হিন্দু ছিল, তাহাদের পুরাতন এবং নূতন উভয়বিধ নাম ব্যবহার করিয়া প্রচারপত্র বিলি করা হইতেছে যে, তাহারা নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং সকলকে ভবিষ্যতেও বর্তমানের মত অবস্থায় থাকিতে অনুরোধ করিতেছে, তাহারা স্বেচ্ছায় ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছে বলিয়া মহকুমা হাকিমদের নিকট আবেদন পাঠান হইতেছে। বাহিরে যাইতে হইলে তাহারা স্থানীয় মুসলিম নেতাদের স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র লইয়া বাহিরে যাইতে পারে। আমরা যখন নোয়াখালির নিকট চৌমুহনীতে ছিলাম তখন তাহাদের কয়েকজন তথায় উপস্থিত হইতে সমর্থ হয়। দুইজন মুসলিম লীগ মন্ত্রী ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আমাদের সহিত তথায় আলোচনা করিতেছিলেন। আগন্তুকরা তাঁহাদের সম্মুখেই নিজেদের মর্মবিদারী কাহিনী বর্ণনা করে।

এখন সর্বাপেক্ষা জরুরী সমস্যা হইতেছে যে বহুসংখ্যক লোক এখনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মুষ্টির ভিতরে রহিয়াছে, তাহাদিগকে উদ্ধার করা। গ্রামগুলি পাহারা দিয়া রাখায় এবং রাস্তাঘাট বন্ধ করিয়া রাখায় এতদিন কাহারও পক্ষে উপদ্রুত এলাকায় প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ছিল। এখন মিলিটারী উপদ্রুত এলাকায় যাতায়াত করিতে থাকায় ঐ এলাকায় যাতায়াত ক্রমশঃ সহজ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু কেবল যাতায়াত করিলেই চলিবে না, ঐ সঙ্গে আমাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে প্রত্যেকটি গ্রামে প্রবেশ করিয়া অবরুদ্ধ এলাকায় সহস্র-সহস্র হতবল হিন্দুর মনে বিশ্বাস ও নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনায় সাহায্য করিতে হইবে।

সামরিক কর্তৃপক্ষ উপদ্রুত প্রত্যেকটি গ্রামে প্রবেশ করিবেন সিদ্ধান্ত করায় ভালই হইয়াছে। একে তো যাতায়াতের অসুবিধার জন্য তাঁহারা ইচ্ছামত দ্রুত যাতায়াত করিতে পারিবেন না, তদুপরি উপদ্রুত অঞ্চল হইতে যদি কয়েকজন স্থানীয় সরকারী কর্মচারীকে সরানো না হয়, তবে সামরিক কর্তৃপক্ষও পুরোপুরি কাজ করিতে পারিবেন না। অবিলম্বে পিটুনী-করও বসাইতে হইবে। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় কেবলমাত্র হিন্দুদের উপর পাইকারী জরিমানা ধার্য হইয়াছিল। বর্তমান দুর্বিপাকে মুসলমানরা সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে রক্ষা করিতে না পারায়ও পিটুনী-কর ধার্য করা

সঙ্গত। বিষয়টি যখন আমি কয়েকজন স্থানীয় সরকারী কর্মচারীর সহিত আলোচনা করিতেছিলাম, তখন আমাকে বলা হয় যে, অনেক মুসলমান তাহাদের প্রতিবেশীকে সাহায্য করিয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব এই যে, কেহ যদি কর মকুবের দরখাস্ত করে, তবে দরখাস্তকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, সে সত্যই তাহার প্রতিবেশীকে সাহায্য করিয়াছিল। পাইকারী জরিমানালব্ধ অর্থ এবং সরকারী তহবিল হইতেও দুর্গতদিগকে যতদূর সম্ভব শীঘ্র ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।

★ ★ ★ ★

আমাদের সহস্র সহস্র ভ্রাতা-ভাগিনী এইভাবে নতিস্বীকারে বাধ্য হইয়া হিন্দু সমাজের গণ্ডীর বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করিতে পারি না। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন,তাঁহারা এখনও হিন্দু এবং তাঁহারা আমরণ হিন্দু থাকিবেন। আমি প্রত্যেককেই বলিয়াছি, হিন্দুসমাজে ফিরিয়া আসিতে হইলে তাহাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—কোন ব্যক্তিই এরূপ কোন কথা তুলিতে পারিবেন না। এই নির্দেশের বহুল প্রচার করিতে হইবে। প্রায়শ্চিত্তের কথা উঠিতেই পারিবে না।

যখনই কোন মহিলাকে উপদ্রুত অঞ্চল হইতে উদ্ধার করা হইবে, বলপূর্বক তাঁহাকে বিবাহ করা হইলেও তিনি বিনা বাধায় স্বীয় পরিবারে ফিরিয়া যাইবেন। যে সকল কুমারী উদ্ধার হইবে, যতদূর সম্ভব তাহাদিগকে বিবাহ দিতে হইবে। যদি হিন্দুসমাজও দূরদৃষ্টির সহিত বর্তমান বিপদ উত্তীর্ণ না হইতে পারে, তবে ইহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন।

আমরা চৌমুহনী ও নোয়াখালিতে উদ্ধার, সাহায্য ও পুনর্বসতির জন্য প্রতিনিধিত্বমূলক একটি কমিটি গঠন করিয়াছি। উপযুক্ত প্রহরায় ৫ জন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের দশটি দল উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তরে যাত্রা করিবে।

আমি এই বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের একটি ক্ষুদ্র অংশের অবস্থা মাত্র বিবৃত করিয়াছি। আমরা যা যা দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, সভ্য শাসনের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। বাংলার অন্যান্য অংশে অবস্থা অতি উত্তেজনাপূর্ণ এবং কলিকাতাসহ কয়েক স্থানেই হাঙ্গামা চলিতেছে। শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে এবং ইহার জন্য গভর্নর ও মন্ত্রিসভাই দায়ী। আমরা বারবার সতর্ক করিয়াও বিফল হইয়াছি। আমরা ভালভাবেই দেখিতে পাইতেছি যে, বর্তমান শাসন অব্যাহত থাকিলে এই প্রদেশে ধনপ্রাণ আরও বিপন্ন হইবে।

এই বিপদের সময় হিন্দুদিগকে এ কথাটি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে যে, তাহারা যদি সঙ্ঘবদ্ধ না হয়, তবে তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইবে।

সম্ভবতঃ বিধাতার ইহাই অভিপ্রায় যে, বিশৃঙ্খলা এবং ধ্বংস হইতেই হিন্দুদের সত্যকার জাগরণ আসিবে।

এই দুঃসময়েও আমরা যেন ভুলিয়া না যাই যে, আমরা ৩ কোটি হিন্দু বাংলাদেশে বাস করিতেছি। আমরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হই এবং আমাদের একটি অংশ যদি কোন বিপদেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে প্রস্তুত হয়, তবে আমরা সমস্ত আক্রমণকারীকে পরাভূত করিয়া আমাদের মাতৃভূমিতে আমাদের সম্মানের আসন পুনরধিকার করিতে পারিব।"

প্রথমে কলকাতা—পরে নোয়াখালি; ক্রমে সমগ্র বঙ্গদেশ। একই ইতিহাস। হিন্দুদের স্বেদ অশ্রু ও রক্তক্ষরণের ইতিহাস। মা-বোনের ইজ্জত হানির ইতিহাস। আর তার বিনিময়েই আমাদের স্বাধীনতা। চলছে তারই ৫০ বর্ষ বা সুবর্ণ-জয়ন্তী পালনের তোড়জোড়। সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত ১৬ আগস্ট ও ১০ অক্টোবর। তারও তো 'Black Golden Jubilee' বা 'কালা সুবর্ণ-জয়ন্তী' পালিত হওয়া উচিত। কিন্তু সে ইতিহাস ভুলিয়ে রাখার, ভুল ব্যাখ্যার চলছে সযত্ন প্রয়াস। চলছে জিন্না ও সুরাবর্দীকে মহান মহাত্মা বানাবার প্রচেষ্টা। তার জন্য কলম ও ব্রাস হাতে নিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হিন্দু দুর্বুদ্ধিজীবীর দল—যাদের পকেট নাড়া দিলেই পেট্রো-ডলার ঝনঝনিয়ে উঠবে। কিন্তু ইতিহাস কি কাউকে ক্ষমা করে?

নির্যাতিত মা-বোনেদের পাশে

নোয়াখালির হিন্দুদের জীবনে চরম সঙ্কট মুহূর্তে, বিশেষতঃ নারীজাতির উপর অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা শুনে যে ক'জন মহৎপ্রাণা মহিলা মানইজ্জতের ভয় না করে, স্বামী-সংসারের দিকে না তাকিয়ে অকুতোভয়ে দুর্বৃত্ত কবলিত এলাকায় নির্যাতিতা-মা-বোনেদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, তাদের চোখের জল মুছিয়েছেন, মনে সাহস জুগিয়েছেন, বাংলার সেসব নির্ভেজাল অগ্নিকন্যাদের মধ্যে ছিলেন সুচেতা কৃপালনী, অশোকা গুপ্ত, স্নেহরানী কাঞ্জিলাল, বীণা দাস, কমলা দাশগুপ্ত, বেলা মিত্র, বকুল গুহরায়, মালতী চৌধুরী, কল্যাণী দত্ত প্রমুখ। এঁদের মধ্যে সুচেতা কৃপালনী নোয়াখালির উপদ্রুত এলাকা ঘুরে এসে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে সেখানকার অভ্যন্তরীণ অবস্থার খাঁটি চিত্র পাওয়া যায়ঃ

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনীর নিদারুণ অভিজ্ঞতা

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী অত্যাচারের কিছুদিন পরই (২০শে অক্টোবর) সেবাকার্যের জন্য সেখানে উপস্থিত হন। নোয়াখালিতে কিছুদিন সেবাকার্যে

রত থাকিবার পর তিনি কর্মোপলক্ষে দিল্লী যান। তিনি পুনরায় ২রা ডিসেম্বর নোয়াখালিতে ফিরিয়া যান। নারীর অসম্মানে দুঃসহ বেদনায় ও ক্ষোভে-অপমানে ব্যথিত চিত্ত লইয়া তিনি নারী উদ্ধার ও নিপীড়িত নারীদের অশ্রুজল মোচন করিবার উদ্দেশ্যে নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া ভয়াবহ সুদূর পল্লী অঞ্চলে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করেন।

দ্বিতীয়বার নোয়াখালিযাত্রার পূর্বে শ্রীযুক্তা কৃপালনী বলেন যে, নোয়াখালি হইতে চলিয়া আসার ইচ্ছা তাঁহার মোটেই ছিল না। তথায় ব্যাপকভাবে লুঠতরাজ, নারীহত্যা ও গৃহে অগ্নিসংযোগ বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নরনারী তথায় নিজেদের অতি সামান্য মাত্রায় নিরাপদ মনে করিতে পারিতেছে না। এমন কি গান্ধীজী স্বয়ং জানাইয়াছেন, তিন সপ্তাহ অবস্থানের পরও কোনরূপ আলোকের সন্ধান পাইতেছেন না।

শ্রীযুক্তা কৃপালনী বলেন, "আমি দেখিয়াছি বহু গ্রামে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রাদায়ের সমস্ত নরনারীকে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে। এইভাবে ধর্মান্তরিত নরনারীদের বহু মেয়েকে অপর সম্প্রদায়ের লোকের সহিত বিবাহ দিতে বাধ্য করা হইয়াছে অথবা তজ্জন্য চাপ দেওয়া হইতেছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক হিসাবেই তাঁহারা স্বগ্রামে বসবাস করিতে পারেন। তাঁহাদের অপর সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণে যোগ দিতে এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

"উপদ্রুত অঞ্চল হইতে আমি আজ দূরে অবস্থান করিতেছি বটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের হতভাগ্য নরনারীদের চিন্তায় আমার মন আচ্ছন্ন। তাঁহাদের উপর অত্যন্ত নির্মম অত্যাচার চলিয়াছিল এবং অদ্যাবধি তাঁহারা বহুবিধ দুঃখকষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করিতেছেন। গান্ধীজীর নির্দেশানুসারে আমি ২রা ডিসেম্বর নোয়াখালি যাত্রা করিতেছি এবং নোয়াখালি ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহের অবস্থার উন্নতি না ঘটা পর্যন্ত আমি তথায় থাকিব।

"সফরকালে আমি প্রায় একমাস যাবৎ নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলার উপদ্রুত অঞ্চলগুলি পরিদর্শন করিয়া তথাকার অবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত আমাকে জানাইতে হইতেছে যে, তথায় অবস্থানকালে কোনরূপ উন্নতি ঘটে নাই। প্রায় চারি শত গ্রামে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নরনারী বসবাস করিতেছেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁহারা বন্দী-জীবন যাপন করিতেছেন। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের নরনারীদের অবাধ গতিবিধি রোধ করার জন্য তাঁহাদের গৃহের সন্নিকটে প্রহরী মোতায়েন রাখা হইয়াছে।

সাধারণতঃ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকের ক্ষেত্রে উল্লিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। দুর্বৃত্তদল মনে করে ইহারা বাহিরে যাইতে সক্ষম হইলে অভ্যন্তরভাগে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী প্রকাশ হইয়া পড়িবে।

"বিক্ষিপ্ত নরহত্যা, নারীর উপর অত্যাচার; বলপূর্বক অর্থ আদায় এখনও চলিতেছে। সৈন্য ও পুলিস বাহিনীর উপস্থিতি সত্ত্বেও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীর বিশেষ কোনরূপ উপকার সাধিত হইতেছে না—কারণ অধিকাংশ দুর্বৃত্ত ও তাহাদের নেতারা এখনও পর্যন্ত অবাধে চলাফেরা করিতেছে।

"দুর্বৃত্তদের মধ্যে অনেকেই গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ও নেতৃস্থানীয় লোক, স্কুলের শিক্ষক, আইনজীবী ও ইউনিয়ন বোর্ডের সদস্য ইত্যাদি আছেন। সুতরাং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের জব্দ ও পীড়ন করা তাহাদের পক্ষে অত্যন্ত সহজসাধ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা ঘটনা সম্পর্কে থানায় এজাহার দেওয়াতে বাদীকে কঠোর নির্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছে।

"কাহাকেও গ্রেপ্তার করিতে পুলিস একান্ত নারাজ। আমি অনেক ক্ষেত্রেই পুলিসের সহিত দুর্বৃত্ত-সর্দারের বিশেষ গলাগলি ভাব দেখিয়াছি। এই অবস্থা বিদ্যমান বলিয়াই আমি তথায় থাকাকালেও দেখিয়াছি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীগণ দলে দলে বাড়ীঘর ত্যাগ করিয়া যাইতেছেন। সেবা-প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রথম হইতেই ইহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নরনারীর মনে আস্থার মনোভাব ফিরাইয়া আনিতে হইলে উক্ত সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকগণের তথায় যাইয়া বসবাস ও তাহাদের মধ্যে কাজ করা অতীব প্রয়োজন।

কিন্তু ইহাও সম্ভব হয় নাই। উপদ্রুত অঞ্চলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদল থাকিলে উপকার হইবে এই বিষয়টি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্থানীয় অধিবাসী ও কর্তৃপক্ষ মোটেই উপলব্ধি করতে পারেন নাই। আজে বাজে আপত্তি তুলিয়া তাহারা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বেচ্ছাসেবকদের গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিত। এমন কি, কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক নিহতও হইয়াছেন। তাঁহাদের মৃতদেহ পাওয়া সত্ত্বেও কোনরূপ তদন্তকার্য পরিচালিত হয় নাই।

ধর্ষিতা ও অপহৃতা নারীর সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে অনুসন্ধানের ফলে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, তাঁহাদের সংখ্যা বহু। সুদূর পল্লী-অঞ্চলে এখনও অনুরূপ ঘটনা ঘটিতেছে। কতক

সংবাদপত্রে এই মর্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে যে, আমি বহু অপহৃতা নারীকে উদ্ধার করিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি একটি অপহৃতা বালিকাকে মাত্র উদ্ধার করিয়াছি।

বহু অপহৃতা নারীকে দূরদেশে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস হয়। অপহৃতাদের উদ্ধারকার্যে কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা প্রদান না করিলে আমার মনে হয়, অধিকাংশ অপহৃতা নারীর উদ্ধারসাধন সম্ভব হইবে না। অবশ্য এতাবৎ তদ্রূপ সহযোগিতা দানের কোনরূপ আভাস পাওয়া যায় নাই।

কিছুকাল পূর্বে নোয়াখালির জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রদত্ত বলিয়া একটি বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রকাশ, উহাতে নোয়াখালির শোচনীয় ঘটনাবলীর কতক তথ্যাদি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দিয়াছিলেন। এই বিবৃতির প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে পত্রের দ্বারা তিনি আমাকে জানান যে, তাঁহার উক্তির ভুল অর্থ করা হইয়াছে। তাঁহার পত্রের কতকাংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ 'প্রদত্ত রিপোর্টে আমাকে ইহা বলিতে বাধ্য করা হইয়াছিল যে, নারীহরণ ও বলপূর্বক বিবাহ প্রদানের সংখ্যা নিতান্ত অল্প এবং এই ধরনের কোন সংবাদ তাঁহাকে জানানো হয় নাই। আমি নিশ্চিতভাবে জানি, তদ্রূপ কোন বিবৃতি প্রদান করি নাই। আপনিও জানেন, আরতি নাম্নী বলপূর্বক বিবাহিতা একটি বালিকাকে আমি স্বয়ং ২৫শে অক্টোবর উদ্ধার করিয়াছি। আমার যতদূর স্মরণ আছে, মনে হয়, রিপোর্টার আমাকে প্রশ্ন করেন যে, ধর্ষিতা ও অপহৃতা নারীর সংখ্যা সম্ভবত অল্প— উত্তরে আমি জানাই যে, তাহাদের সংখ্যা জানা যায় নাই। সম্ভবত আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, উক্ত রূপ ঘটনা কমই হইয়াছে বলিয়া আমি আশা করি—আরতি নাম্নী বালিকাটিকে উদ্ধারের বিষয় আমি তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম কিনা তাহা আমার মনে নাই।'

হত্যা, লুণ্ঠন ও গৃহে অগ্নিসংযোগ ব্যতীত বহু স্থানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বয়কট করা হইতেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্য সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোকেরা কিনিতে চাহে না বলিয়া বিক্রীত হয় না। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকাংশ দোকানদারের দোকানপাট ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। যে কয়েকটি অবশিষ্ট আছে উহাতে ক্রেতার অভাব। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের অপর সম্প্রদায়ের দোকানদারের নিকট হইতেই দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হয়। দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে

গেলে প্রায়ই তাঁহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়। অথবা অত্যধিক মূল্য দিতে হয়। কোন এক গ্রামে একটি দিয়াশলাই আট আনা মূল্যে তাঁহাদের ক্রয় করিতে হয় বলিয়া আমি অবগত হইয়াছি।

"সুতরাং পূর্ববঙ্গের বর্তমান সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করিতে হইলে অতীত ঘটনাবলী এবং বর্তমানে যে সমস্ত ঘটনা ঘটিতেছে সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মনোভাবেরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। অধিক কি, স্বয়ং গান্ধীজী তিন সপ্তাহ অবস্থানের পরও কোনরূপ আলোকের সন্ধান প্রাপ্ত হন নাই। বাংলা সরকারের শুধু মৌখিক সহযোগিতার পরিবর্তে কার্যকরী সহযোগিতা পাইলেই তিনি সফলকাম হইতে পারিবেন। উক্তরূপ সহযোগিতা প্রাপ্তির ফলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্থানীয় নরনারী সঙ্গত আচরণ করিতে আরম্ভ করিবেন। অন্যথায় পূর্ববঙ্গ দুষ্টক্ষতস্বরূপ থাকিয়া যাইবে।"

বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসারী কমিটি ১৫ই অক্টোবর সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি দেন ঃ

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দত্ত ও বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের কংগ্রেসদলের সহকারী নেতা শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যুক্তভাবে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতির নিকট এক 'তার' করেন। বঙ্গীয় প্রেস এ্যাডভাইসারী কমিটি উহার মর্ম প্রকাশ করেন।

তারে বলা হয় যে, নোয়াখালি জেলার রামগঞ্জ থানার অধীন কয়েকটি গ্রামে আগুন লাগাইয়া দেওয়ায় নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রাণ ও সম্পত্তি নাশ হইয়াছে। বেগমগঞ্জ ও লক্ষ্মীপুর থানার কোনও কোনও অঞ্চলেও হাঙ্গামা দেখা দিয়াছে। সহস্র সহস্র গুণ্ডাপ্রকৃতির লোক গ্রামবাসীদের আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে গোহত্যা করিতে ও নিষিদ্ধ খাদ্য ভক্ষণ করিতে বাধ্য করিয়াছে। তাহাদের ঘরবাড়ী সব জ্বালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শত শত গ্রামবাসীকে পোড়াইয়া মারা হইয়াছে ও আরও শত শত লোককে অন্যভাবে হত্যা করা হইয়াছে। বহু স্ত্রীলোককে অপহরণ করা হইয়াছে ও বলপূর্বক বিবাহ করা হইয়াছে। উপদ্রুত গ্রামসমূহে উপাসনা-স্থানগুলি সবই অপবিত্র করা হইয়াছে। অসহায় গ্রামবাসিগণ ত্রিপুরা জেলাতে চলিয়া আসিতেছে। নিরীহ গ্রামবাসীদের প্রাণনাশ ও সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংস নিবারণ করার জন্য জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ও নোয়াখালির পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কিছুই করেন নাই। প্রায় দুইশত বর্গমাইল পরিমিত উপদ্রুত অঞ্চলে কাহাকেও যাইতে দেওয়া হইতেছে না, ঐ এলাকা হইতে কাহাকেও আসিতেও দেওয়া হইতেছে না।

এই সকল অঞ্চলে যাইবার পথগুলিতে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গুণ্ডারা সতর্ক পাহারা দিতেছে। এখনও যে সকল লোক বাঁচিয়া আছে ও যে সকল স্ত্রীলোককে অপহরণ করা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। সামরিক সাহায্য ব্যতীত তাহাদের উদ্ধার করা অসম্ভব। পার্শ্ববর্তী ত্রিপুরা জেলায় গোলযোগ বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, ফলে ত্রিপুরার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থা অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া উঠিতেছে। ১০ই অক্টোবর হইতে এই গোলযোগ আরম্ভ হয় ও সুসংগঠিত পরিকল্পনানুযায়ী নরহত্যা, লুঠতরাজ ও অগ্নিসংযোগের তাণ্ডব চলে। নোয়াখালি, ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম জেলায় অবিলম্বে সৈন্য মোতায়েন করা একান্ত প্রয়োজন। উদ্ধার ও পুনঃসংস্থাপন আশু কর্তব্য। কয়েকটি স্থানের অধিবাসীদের যেরূপ ব্যাপকভাবে ধর্মান্তরিত করা হইয়াছে, যে বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হইয়াছে, যে বিরাট পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে ও যে সংখ্যক স্ত্রীলোক অপহৃতা হইয়াছে, তাহাতে কলিকাতার দাঙ্গা নিতান্ত তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, নোয়াখালির আরও কয়েকটি থানায় হাঙ্গামা ছড়াইয়া পড়িতেছে। ত্রিপুরা জেলার হাজিগঞ্জ, ফরিদগঞ্জ, ও লাকসাম থানার কোনও কোনও স্থানেও গোলযোগ দেখা দিয়াছে। যে পুলিস ও সৈন্যদল মোতায়েন করা হইয়াছে তাহা নিতান্তই অপ্রচুর। গুণ্ডার দল সংবাদ আদান-প্রদানের সকল পথ বিচ্ছিন্ন করিয়াছে ও রাস্তাঘাট, সেতুসমূহ ধ্বংস করিয়া চলিতেছে। অবিলম্বে এই ব্যাপক হত্যা ও ধ্বংসলীলা বন্ধ না করা হইলে চট্টগ্রাম বিভাগ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। উপদ্রুত অঞ্চলসমূহে সামরিক আইন জারী করা একান্ত প্রয়োজন।

খবর এল দিল্লীতে

বহির্বিশ্বের লোক এই নৃশংস ঘটনার কথা জানতে পারে পাঁচদিন পর। দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকার হিন্দুদের আত্মীয়-স্বজন যাঁরা এলাকার বাইরে ছিলেন, তাঁরা দিল্লীতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান পণ্ডিত নেহরুর কাছে টেলিগ্রাম করেন। তিনি সেগুলি বড়লাট লর্ড ওয়াভেলের কাছে পাঠিয়ে লেখেন ঃ

"I have been receiving daily telegrams from East Bengal and sometimes from Calcutta giving distressing accounts of the conditions there. There have been details of stabbings and murder and looting round about Dacca and elsewhere.

People have also come to me who have given exceedingly painful reports of these happenings. It is possible that in their excitement they have exaggerated. But what struck me most was that some of these persons talk to me as the victims of Hitler used to talk in the early thirties. **I have not thought it worth- while to trouble you with these reports as my previous references to Bengal have not borne fruit."**

বাংলায় হিন্দুরা কেমন অসহায় এবং তাদের বিপদে নেহরুজীও যে সাহায্যের হাত বাড়াতে কেমন অসহায় পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের স্থূলাক্ষর বাক্যটিতে তা প্রকাশ পেয়েছে।

কলকাতায় দুঃসংবাদ বয়ে আনেন স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ

বহির্বিশ্বে নোয়াখালির এই নারকীয় দাঙ্গাহাঙ্গামার খবর প্রথম প্রকাশ করেন সম্ভবত ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী স্বামী ত্র্যম্বকানন্দ। ঘটনাচক্রে তিনি ঐ সময় নোয়াখালি জেলা হিন্দু মহাসভার সভাপতি রামগঞ্জ থানার করপাড়া গ্রামের রাজেন্দ্রলাল রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। বাইশ জন স্ত্রী পুরুষ সহ বিরাট চৌধুরী পরিবার সবংশে গুণ্ডাদের হাতে নিহত হয়। তারপর ত্র্যম্বকানন্দজীর কাহিনী—

"১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নোয়াখালির কুখ্যাত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সুপরিকল্পিত এই নৈরাজ্যে সহস্র সহস্র হিন্দু নিহত, অত্যাচারিত বা ধর্মান্তরিত। অগণিত সাধ্বী নারী লাঞ্ছিতা, ধর্ষিতা, অপহৃতা বা বলপূর্বক বিবাহিতা। হিন্দুদের ঘরবাড়ী লুণ্ঠিত, বিধ্বস্ত, অগ্নিদগ্ধ। সেই দুর্যোগের দুর্দিনে স্বামী ত্র্যম্বকানন্দজী করপাড়ার জমিদার শ্রীরাজেন্দ্রলাল রায়ের বাড়ীতেই ছিলেন। প্রথম আক্রমণ হয় উক্ত জমিদার বাড়ীতে। সারাদিনের প্রতিরোধে এই মৃত্যুশঙ্কাহীন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীই বিপন্নের পাশে। অবশেষে প্রতিরোধ ভাঙ্গিয়া পড়ে। চলিতে থাকে অবাধ হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, নারীনিগ্রহ। অন্ততঃ দশ সহস্র সাম্প্রদায়িক গুণ্ডার গগনভেদী চীৎকার—"হাঁদুর মাথা চাই।" কিন্তু এ যাত্রাও বাঁচিলেন দৈবানুগ্রহেই। লক্ষ্মী পূর্ণিমার নির্মল শারদ আকাশে কোথা হইতে সহসা আসিল দুর্যোগবাহী ঘনকৃষ্ণ মেঘ। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত। দুর্বৃত্তেরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। সেই সুযোগে কৌপীন মাত্র সম্বল

করিয়া রণক্লান্ত সন্ন্যাসী ধানখেতের ভিতর দিয়া সারারাত্রি সাঁতরাইয়া রামগঞ্জ থানায় আশ্রিত। কোন প্রকারে কলিকাতা আসিয়া এই দুঃসংবাদ সংবাদপত্রের বিবৃতিতে প্রথম প্রকাশ করেন। তৎকালে এই ঘটনার বেদনার্ত প্রতিক্রিয়া সারা ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং পরিস্থিতির উন্নতির জন্য স্বয়ং মহাত্মা গান্ধীজী নোয়াখালি ছুটিয়া গিয়াছিলেন।"(প্রণব-মাঘ,১৩৯০)

নেহেরুকে হারাণচন্দ্র ঘোষচৌধুরীর তারবার্তা

ঐ চিঠি লেখার সময়েই নোয়াখালির একমাত্র হিন্দু এম. এল. এ. হারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী মশাই নেহরুজীকে 'ট্রাঙ্কল' করেন। তাতে তিনি প্রকৃত ঘটনার খানিকটা বিস্তৃত বিবরণ জানতে পারেন। সেকথা উল্লেখ করে নেহরুজী লিখেছেন ঃ

I am now writing to you because I have just received a trunk call from Calcutta from Haran Chandra Ghosh, M.L.A. He states that these stabbings and murder and looting have spread to Noakhali District in Bengal, and he mentions a number of towns and villages which are seriously affected. He further stated that families of middle-class people have been murdered including the President of the local Bar Association.

I do not know what I can do in this matter. But I hope you will realise how exceedingly distressing this is for all of us.

কী নিদারুণ দৃশ্য! নেহরুজী নির্বাক দর্শকমাত্র। বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর কিছুই করার ছিল না; ওয়াভেলের কাছে নালিশ জানান ছাড়া। তিনি নেহরুজীকে জানালেন যে গভর্নর হার্বাটকে এ ব্যাপারে লিখেছেন। হার্বাট অবশ্যই এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চিঠি লিখেছেন; এবং সুরাবর্দী নিশ্চয়ই তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করেছেন!

দিল্লীতে শরৎচন্দ্র বসুকে তার নোয়াখালি থেকে

যা হোক, ঐ দিনই শরৎ বসু মশাইও (তখন কেন্দ্রে মন্ত্রী) নোয়াখালি থেকে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের টেলিগ্রাম এবং সেগুলি ওয়াভেলের কাছে পাঠিয়ে প্রতিকার প্রর্থনা করেন ঃ

"I enclose herewith two telegrams from Noakhali 14 October 1946 (East Bengal) received by me this evening—one from Kshitis Roy, Chairman, Municipality, Kirti Ghosh, Vice-Chairman, and Dr. Sudhip Roy, Secretary, Hindu Sabha and the other from Profulla Bhoumik, Manager, Bhulua. The telegrams speak for themselves.It appears that the Government of Bengal have entirely failed to give protection to innocent citizens of Noakhali and that whole families have been murdered. May I request you to take immediate action?

Thanking you,

Enclosure 1 to No. 452

Telegram from Mr. Kshitis Roy, Chairman, Municipality, Kirti Ghosh, Vice chairman, Dr. Sudhir Roy, Secretary, Hindu sabha, to Sarat Bose, Member, Interim Government, New Delhi.

Organised hooliganism, loot, arson, murder, forcible conversion going on large scale in Ramganj Thana, portion of Bagumaganj, Lakhipur. Rai Sahib Rajendralal Roy with entire family, Zaminder Surendra Bose and many other notable persons murdered. Communication to Thanas, Headquarters made impossible. No police help available. Unless immediate military help rendered, entire Hindu Population will be extinct.

Enclosure 2 to No. 452

Telegram from Mr. Profulla Bhoumik, Manager, Bhulua, to Mr. Sarat Bose, Member, Interim Government, New Delhi.

Whole of Noakhali District devastated. Respectable Hindus including President, District Board [? District Bar Association], killed. Several thousand Hindus' houses burnt, looted; ladies, girls taken away forcibly. Forcibly

conversion. Police helpless. Military urgently needed. Pray save livings and destitutes."

যে সব ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে এসব টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা সবাই নোয়াখালি হিন্দু সমাজের নেতা ও প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি।

দাঙ্গা নয়, ভবিষ্যৎ পাকিস্তানের রূপরেখা

নোয়াখালি থেকে সর্বস্বান্ত হয়ে পালিয়ে আসা যে মানুষগুলি সেদিন কলকাতার বঙ্গবাসী কলেজের ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদেরই একজন ফণিভূষণ শূর জানিয়েছিলেন, "আমাদের গ্রাম হাজিগঞ্জে দাঙ্গার নেতৃত্ব দিয়েছিল পেশাদারী মুসলমানরা, ওদের প্রত্যেকের হাতে ছিল লম্বা তরোয়াল। ওদের নির্দেশেই খুন, ধর্ষণ, অপহরণ সংগঠিত হয়েছিল"।

এখানেই শেষ নয়। "দাঙ্গার এই নিখুঁত পরিকল্পনাকে আরো নিখুঁতভাবে বাস্তবায়িত করবার উদ্দেশ্যে নোয়াখালির দাঙ্গা পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান সৈন্যদের উপর। সেনাবাহিনীর রণকৌশলের সমস্ত শিক্ষা নোয়াখালির হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। লীগ নেতারা কলকাতা দাঙ্গার চরম প্রতিশোধ নিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। দাঙ্গা-বিদ্ধস্ত নোয়াখালি ঘুরে এসে সাংবাদিকরা জানিয়েছিলেন, "the heads of miscreants were Ex-servicemen and they organised the raids in military fashion.........The people knew how to dig up roads and cut communication."

অর্থাৎ পেশাদারিত্বের সার্থক প্রয়োগ করা হল 'নোয়াখালি দাঙ্গা'য়। পথের জায়গায় জায়গায় গর্ত খুঁড়ে, কিংবা খাল এবং নদীগুলিতে নৌকার সাহায্যে ব্যারিকেড তৈরি করে আক্রান্ত হিন্দুদের পালিয়ে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। "হিন্দুরা যেন পালিয়ে যেতে না পারে তাই রাস্তাগুলি খুঁড়ে রাখা হয়েছিল, জলপথে ব্যারিকেড গড়ে তোলা হয়েছিল, এবং যেসব জায়গা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার বিন্দুমাত্র সুযোগ রয়েছে, সেখানে সশস্ত্র দুষ্কৃতকারীরা পাহারা দিচ্ছিল"। বাংলার লীগ মন্ত্রিসভার প্রধান সুরাবর্দী স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, "Some canals in the affected areas had been damaged and roads cut."

সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়ার পর, ১০ই অক্টোবর, ১৯৪৬, নোয়াখালি

দাঙ্গার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত ঘটল। ভয়াবহ সন্ত্রাস নামিয়ে আনা হল হিন্দুদের উপর। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে খুন, লুঠ, ধর্ষণ ও অপহরণ চলল বাধাহীনভাবে। প্রশাসন জেগে ঘুমিয়ে রইল। অসহায় আতঙ্কিত হিন্দুরা পালাতে শুরু করল প্রাণ বাঁচাতে।

দাঙ্গা শুরু হয়েছিল ১০ই অক্টোবর। কিন্তু রাজ্য সরকার দাঙ্গার খবর প্রথম প্রকাশ করল ১৫ই অক্টোবর। অর্থাৎ দাঙ্গা শুরু হওয়ার পাঁচ দিন পরে এবং সেটাও যথাসম্ভব চেপে গিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে।

'নোয়াখালি দাঙ্গা' সম্পর্কে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রাথমিক রিপোর্ট লেখা হল, "বাংলা সরকার প্রাথমিক খবরে জানতে পেরেছে যে নোয়াখালি জেলায় দাঙ্গা শুরু হয়েছে। দাঙ্গাকারীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গ্রাম আক্রমণ করছে। গত বৃহস্পতিবার, অর্থাৎ ১০ই অক্টোবর থেকে এই খুন ও লুঠ শুরু হয়। জোর করে ধর্মান্তরকরণ এবং ধর্মীয় স্থান অপবিত্র করবার খবরও এসে পৌঁছেছে। ব্যাপক হত্যালীলা চলছে। জীবন্ত মানুষকেও পুড়িয়ে মারা হয়েছে। জেলার বার কাউন্সিলের সভাপতি ও তাঁর পরিবারের সবাইকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে।"

সরকারের এই খবর black out করবার নীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে অমৃতবাজার পত্রিকায় সম্পাদকীয় লেখা হল, "নোয়াখালি থেকে রক্ত হিম করা খবর আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। সরকারী ও বেসরকারী উভয়ের বক্তব্য থেকেই এটা পরিষ্কার যে, এই দাঙ্গা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। পরিকল্পনা অনুসারেই গত বৃহস্পতিবার থেকে খুন ও লুঠ শুরু হয়েছে। কিন্তু এটা ভাবতে অবাক লাগছে যে, এই ধরনের এক অভূতপূর্ব দাঙ্গার খবর প্রথম প্রকাশিত হল পনেরই অক্টোবর, অর্থাৎ দাঙ্গা শুরু হওয়ার পাঁচদিন পরে। রহস্যজনকভাবে, বাংলা সরকারের "Director of Publicity" দ্বারা প্রকাশিত Press note এত সংক্ষিপ্ত (laconic) ছিল যে এর থেকে কোনভাবেই দাঙ্গার ভয়াবহতা সম্পর্কে আঁচ করা সম্ভব নয়।"

"কিন্তু এই দীর্ঘ পাঁচদিন এভাবে সাধারণ মানুষকে অন্ধকারে রাখবার কৈফিয়ত কে দেবে? আর যাই হোক, নোয়াখালি নিশ্চয়ই পেশোয়ার বা কুইট্টা নয়। কলকাতা থেকে মাত্র কয়েকঘণ্টার পথ। তবে কি রাজ্য সরকার জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে এই ক'দিন কোন সংবাদ পায়নি? এবং যদি পেয়ে থাকে তবে রাজ্য সরকার এই ক'দিন কী করেছে?"

শুধু খুন বা লুঠ নোয়াখালি দাঙ্গার মূল উদ্দেশ্য ছিল না। এ ছিল ভবিষ্যৎ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের রূপরেখা কী হবে তার একটা ছোট্ট প্রদর্শন। জেলার সমস্ত হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে নোয়াখালিকে দার-উল্-ইসলামে পরিণত করতে চেয়েছিলেন লীগের নেতৃবৃন্দ। তাই প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এই বল্গাহীন সন্ত্রাসের। তৎকালীন বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য কংগ্রেস নেতা কামিনীকুমার দত্ত নোয়াখালি দাঙ্গার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, "that the apparent object behind the disturbances was to make the entire district exclusive to the Muslim majority community."

নোয়াখালিকে 'দার-উল-ইসলামে' পরিণত করবার জন্য একদিকে যেমন খুন, লুঠ, সন্ত্রাসের বল্গাহীন রাজত্ব কায়েম করা হল, অন্যদিকে তেমনি বারো থেকে বিয়াল্লিশ বৎসরের সমস্ত হিন্দুনারী ধর্ষণ বা অপহরণের শিকার হল। ভাগ্যবতী যে ক'জন পালিয়ে আসতে পেরেছিল তাদের চোখেও ছিল মৃত্যুর বিভীষিকা। 'হয় কোরান নয় মৃত্যু' অবলম্বন করে হিন্দুদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হল। এমনকি, তাদের দিয়ে গো-হত্যা করতে বাধ্য করা হয়েছিল এবং সেই গো-মাংস তাদের খাওয়ানো হল। হিন্দুদের সমস্ত ধর্মীয় স্থানগুলি অপবিত্র করা হল। দাঙ্গার রিপোর্ট করতে গিয়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকা লিখেছিল : "in an area of about 200 miles the inhabitants surrounded by riotous mobs, are being massacred, their houses being burnt their womenfolk were forcibly carried away and thousands being subjected of forcible conversion. Thousands of hooligans attacked the villages. Compelled the Hindus to slaughter their cattle and eat."

"All places of worship in the affected villages have been desecrated."

কিন্তু পুলিশ ও প্রশাসন হিন্দু জনসাধারণকে রক্ষা করতে কী ব্যবস্থা নিয়েছিল? স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় লেখা হয়েছিল যে, নোয়াখালির জেলা শাসক এবং পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ঐ বর্বরতা বন্ধ করতে কোন উদ্যোগই গ্রহণ করেন নি। (The District Magistrate and the Police Superintendent of Noakhali took no step to prevent it)।

ভি.পি.মেনন 'নোয়াখালি দাঙ্গা' সম্পর্কে লিখেছিলেন, "It was an organised attack engineered by the Muslim League and carried out with the connivance of the muslim administrative officials." (মায়ের ডাক)

ওয়াভেলকে নেহরু ঃ সর্বভারতে নেতৃত্বদানকারী বাংলায় গুণ্ডারাজ কায়েম হয়েছে

১৬ অক্টোবর নেহরুজীর সীমান্ত প্রদেশে উপজাতি অঞ্চল পরিদর্শনে যাবার কথা। ১৫ অক্টোবর তিনি পুনরায় ওয়াভেলকে এক দীর্ঘ চিঠি লিখে পূর্ববঙ্গ, বিশেষ করে নোয়াখালি সম্পর্কে তাঁর গভীর উদ্বেগের কথা জানান ঃ

15 October, 1946

"Thank you for your letter of today's date about East Bengal.

I am going to the Frontier tomorrow morning, but my mind is full of what is happening in East Bengal. Both the reconstitution of the Interim Government, important as it is, and my Frontier visit, which I have looked forward to for so long, have suddenly become of secondary importance. Indeed I have come seriously to think whether it serves any useful purpose for me to be in the Interim Government if an important part of India sinks to barbarism or something much worse. The accounts we have received and are receiving from hour to hour are incredible and yet there can be little doubt that they are largely true. A vast area of Bengal has ceased to have any Government functioning, any security, and has just become the happy hunting ground of the worst elements in the community. Mass slaughter, arson, burning of human beings, rape, abduction on a large scale, forcible conversions and all manner of other horrible things are happening.'

ঘটনার দু'তিন সপ্তাহ আগে থেকেই যে অবস্থা ঘোরাল হয়ে আসছে তার যথেষ্ট ইঙ্গিত দেওয়া সত্ত্বেও সুরাবর্দী পরিচালিত লীগ সরকার কোনই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়নি— এই অভিযোগ করে নেহরুজী লেখেন— নোয়াখালিতে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙ্গে কেমন গুণ্ডারাজ কায়েম হয়েছে ঃ

'For at least two or three weeks past we have been receiving warnings that this was going to happen in East Bengal. Indeed it began in Dacca some time back. Instead

of being stopped in time it was allowed to grow and it is now spreading to other districts. **Bengal, which has long led India in many ways, is rapidly becoming a shambles and a ruin.** It is a small matter to discuss legal responsibilities when such a horrible catastrophe overtakes a people. It is evident that the Bengal Government is completely incapable of controlling the situation. Indeed, many people think that they have no desire to control it. You have told us that this is the domain of Provincial Autonomy and that for the rest it is a special responsibility of the Governor and the Viceroy. It may be so, but I should like to know how that responsibility is discharged either by the Provincial Government or the Governor when these conditions that are worse than war are allowed to prevail over wide areas and for indefinite periods. It would appear that not only Government but also general and special responsibilities have all ceased to function in these parts of Bengal. Only the gangster, the hooligan and other anti-social elements function there.'

জনগণকে কি কৈফিয়ত দেব? —নেহরু
হয় প্রতিকার, নয় রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে সরে পড়াই বাঞ্ছনীয় ঃ নোয়াখালির বুকেই দেশভাগের বীজ বোনা হয়

দুই মাস আগে কলকাতায় এবং তারপর নোয়াখালি জেলায় যেভাবে নির্বিচার হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নারী নির্যাতন চলছে তাতে বাংলায় কোনও সভ্য শাসন আছে বলে মনে হয় না অথচ তাতে কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাক দর্শকমাত্র ঃ **ভীতি ও সন্ত্রাসের লীলাক্ষেত্র বাংলা—**

"Surely it serves little purpose to say that all this is due to communal friction and to divide up the blame between various parties or groups. Conditions are difficult in various parts of India, but it has become the special province of Bengal to indulge in this horror and frightfulness. There was the famine three years ago. There was the Calcutta

killing two months ago and there is now this mass slaughter, etc., in Noakhali and surrounding districts which, if reports are correct, is far worse than the Calcutta killing. Law and special and other responsibilities have no meaning when they become completely incapable of controlling such a situation. It is a terrible responsibility for all those in charge. But it is also a terrible responsibility for us and we too have to answer before the people of India. What is the good of our forming the Interim Government of India if all that we can do is to watch helplessly and do nothing else when thousands of people are being butchered and subjected to infinitely worse treatment ?

I am greatly perturbed. I feel that we must face this issue somehow or else we retire from the public scene."

এই অস্বস্তিকর পরিস্থিতির নীরব সাক্ষী হয়ে থাকার চেয়ে সরকার থেকে সরে যাওয়াই উচিত বলে নেহরুজী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। বস্তুত কংগ্রেস নেতাদের মনে নোয়াখালির ঘটনার পর থেকেই দেশভাগের চিন্তাভাবনা শুরু হয়।

বাংলায় সরজমিনে অবস্থা পর্যবেক্ষণে প্যাটেলকে বাধাদান

নেহরুর পর সর্দার প্যাটেলের পালা। ১৬ অক্টোবর প্যাটেল ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা করে হিন্দুদের মনে আস্থা সঞ্চারের আশায় বাংলায় আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ওয়াভেল তাতে সম্মতি দিতে নারাজ। তাতে নাকি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অমর্যাদা হবে। প্যাটেল তখন অন্তর্বর্তী সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব। অথচ লীগ শাসিত বাংলায় আসায় তাঁর অধিকার নেই ঃ

"Patel then said that he proposed to go to Bengal himself. I said quite firmly, No, that he was not to go; it was a provincial matter and interference from the Centre would be quite out of order. He said that if I had not been going to Bombay he would have suggested that I should go myself. I said that while I was always prepared to go anywhere where I could be of service, I did not propose to

interfere with the Governor's functions unless the situation really required it."

এভাবেই নেহরু-প্যাটেলদের মনে দেশভাগের অনিবার্যতা সম্পর্কে চিন্তা দানা বাঁধতে থাকে।

অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেবার পরেও মুসলিম লীগের পত্রপত্রিকায়, নেতাদের বক্তৃতায়, যেভাবে সাম্প্রদায়িক বিষোদগার করা হচ্ছিল তার প্রতি ওয়াভেলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি দু'পক্ষকেই দোষারোপ করে নিজের দায়িত্ব এড়ালেন ঃ

"Patel then produced this morning's copy of Dawn, and pointed out to me the photographs there of the murdered Pathans in Bombay, and asked how it was possible to keep communal peace when this sort of thing went on. I said that I entirely agreed that such provocation was deplorable, but it was not confined to one side only."

বারোজ কলকাতার দাঙ্গায় ঘুমে ঃ নোয়াখালির দাঙ্গায় প্রমোদভ্রমণে

১৬ আগস্ট লাটভবন থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মুসলিম লীগের গুণ্ডা-বাহিনী যখন নরক গুলজার করছিল, তখন বারোজ সাহেব সুখনিদ্রায় বিভোর ছিলেন। আবার ১০ অক্টোবর থেকে যখন নোয়াখালিতে হিন্দুদের উপর নির্বিচার অত্যাচার চলছিল, তখন তিনি দার্জিলিং-এর মনোমুগ্ধকর আবহাওয়ায় অবসর নিচ্ছিলেন। তবু দেখা যাচ্ছে দাঙ্গার সপ্তম দিবসে তিনি বিলাতে ভারত সচিব লর্ড পেথিক-লরেন্সের কাছে নোয়াখালির পরিস্থিতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত গোপন রিপোর্ট পাঠান ঃ

IMMEDIATE CONFIDENTIAL : DARJEELING, 16 October 1946, 7-20 P.M. Received : 16 October, 10-45 P.M.

No. 266. Disturbances in south-east Bengal.

The communal situation deteriorated in the district of Noakhali generally during the past fortnight. Mass meetings have been held at important places urging Muslims to enroll in a national guard. Some of the speeches were violent in character. A strong movement for economic boycott of

Hindus developed and Muslims found purchasing from Hindus were beaten up.

The situation was at first thought to be particularly bad in sub-division of Feni, and troops (one company) were moved there from Chittagong about October 9th and armed police were asked for from outside the district.

Actually trouble did not develop in Feni but broke out on October 10th in police station of Ramganj in north-west corner of Noakhali. Trouble spread from there and situation as it now presents itself appears to be as follows : large bands of Moslem hooligans are moving about terrorising Hindus and committing acts of arson, loot and murder, kidnapping and forcibly converting Hindus. Villages have been cordoned and booty and money extracted under threats. The gangs appear to be organised. Roads have been cut in places and communication, difficult at any time at this period of the year, has become even more difficulty. Difficulty of movement (largely by boat) has hampered operations. The areas affected in Noakhali district are police stations of Ramganj, Lakshmipur and part of Begumgunj, Sonaimuri and Senbag. The trouble has spread to southern part of the Tippera in police stations of Hajiganj and Faridganj where there has been looting and arson on a wide scale. Refugees have left the affected areas in large numbers. 2,000 refugees are being provided [for] at Comilla and another 1000 are being sent by special train from Chaumohani in Noakhali district. Relief arrangements are being made and extra food is being despatched to the tip. Up to date some 250 additional armed police have been sent to affected areas and two companies of troops are also operating there. The Minister for Civil Supplies, who has great influence locally, has left for Noakhali. The Inspector–General of Police and Senior staff Officer of

Bengal Area flew to Chittagong today to pick up the Commissioner and from there they will proceed to affected area to concert plans with local officers."

অকর্মণ্য গভর্নরের বিরুদ্ধে প্যাটেলের অভিযোগ

আর ওয়াভেলের ঔদাসীন্য ও একদেশদর্শী মনোভাবে বীতশ্রদ্ধ সর্দার প্যাটেল ১৯ অক্টোবর তারিখে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের কাছে তাঁর হতাশা ও বিরক্তি প্রকাশ করে এবং নোয়াখালির পরিস্থিতি বর্ণনা করে এক চিঠি লেখেন ঃ

"You will, I am sure, remember that, when you were here, we had a long conversation on the likelihood of communal trouble in India, in case there was no settlement with the Muslim League. I told you that there was no possibility of any trouble except in Bengal and Sind, and you told me, 'You need not be afraid of Bengal, as we have a Governor who would immediately put section 93 into operation in case of any serious trouble'. You have heard, I believe, of the "Great Calcutta Killing." Those who have seen the thing can alone realise what it was. But now what is happening in Eastern Bengal is much worse and the Calcutta incident pales into insignificance before Noakhali."

বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রেডেরিক বারোজ যে কেমন দায়িত্বহীন, বাস্তববুদ্ধি-বিবর্জিত এবং মুসলিম লীগ সরকার সম্পর্কে দুর্বলচিত্ত, সর্দার প্যাটেল সেকথা জানাতে ভোলেননি ঃ

"My point just now is that the Governor did nothing to prevent the mischief if he had wished to avoid it. At least that is the general impression. I will not bother you with the details, but I am just sending you a copy of a letter which Jawaharlal wrote to the Viceroy on the eve of his departure to the Frontier. I am also enclosing a copy of a letter from another friend who has been a Member of the Working Commitee for many years.

Would you believe that the Governor of Bengal has, all throughout these terrible happenings, been enjoying the bracing climate of a hill–station known as Darjeeling?"

বাংলার হিন্দুরা ধনে প্রাণে মারা যাচ্ছে, তাদের ধন-সম্পদ লুণ্ঠিত, মা-বোনেরা লাঞ্ছিত, পরিবার-পরিজন নির্যাতিত—ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব হিসাবে বিপন্ন নরনারী প্রাণ রক্ষার্থে মান রক্ষার্থে তাঁর কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছে অথচ তিনি কিছু করতে পারছেন না—এর চেয়ে মর্মপীড়া আর কি হতে পারে? সর্দার প্যাটেল তাঁর সেই মর্মবেদনা প্রকাশ করেই পেথিক-লরেন্সকে লিখেছেন ঃ

"I myself received many letters and telegrams from the terror-stricken people of the unfortunate area. Similar warnings were addressed to the Viceroy and the Governor but the Provincial Autonomy serves as a screen to prevent Government action. You would realise how difficult it is for an Indian Home Member to sit in his office quietly day by day, when innumerable piteous appeals and complaints are received for some kind of help which would give these unfortunate and helpless victims some protection."

দাঙ্গার নেতা ইউনিয়ন-প্রেসিডেন্টের হাতেই রিলিফ বণ্টনের চাবিকাঠি

দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করতে গিয়ে কি রকম অসহযোগিতা ও অসুবিধার মধ্যে পড়েছিলেন তারও প্রমাণ পাওয়া যায় স্বেচ্ছাসেবীদের স্মৃতিকথা থেকে। দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার সমস্ত ইউনিয়ন-বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মুসলমান। সাহায্য বণ্টনের ব্যাপারে সরকার তাঁদের বিরাট ভূমিকা নির্ধারণ করেছেন। বহুক্ষেত্রে দেখা গেছে, যে প্রেসিডেন্টের নেতৃত্বে হিন্দুদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা পরিচালিত হয়েছে, তিনিই আবার 'মালাউন'দের সরকারী সাহায্য বণ্টনে কলকাঠি নাড়ার অধিকারী। এরকম একটি ঘটনার বিবরণ দেওয়া গেল ঃ

"রিলিফের কাজের ধরন-ধারন বলতে বলতে অনেক দূর এসে পড়েছি। তখনও কিন্তু গ্রামের লোক সন্দিগ্ধভাবে দেখে নিচ্ছে সরকারি সদিচ্ছা

কতদূর। এছাড়া ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্টের দারুণ দাপট ও ক্ষমতা দেওয়া ছিল। যাতে অনায়াসেই কোনও হোল্‌ডিংকে বাতিল করে দিতে পারতেন। এমনটি হয়েছিল আমাদের শিবিরেরই একজন বিধবার ক্ষেত্রে। বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বলেন, ওঁর কী দরকার? একা মানুষ একপাশে পড়ে থাকবেন, ভাশুর-দেওর দেখবে। অথচ তাঁর একখানি ঘরও ছিল, পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর তারই গরুটিকে মেরে ফেলে 'ধর্মান্তর' করার পর সকলকে গোমাংস খেতে বাধ্য করা হয়েছিল। তাছাড়া তিনি নিঃসন্তান ছিলেন না। একটি মেয়ে ছিল, বিবাহিতা অবশ্য।

আমাদের কর্মীরা প্রবল বাধা দিয়েছিল। মেয়েদের অধিকার, শেষপর্যন্ত ক্ষতিপূরণের দাবি অগ্রাহ্য করা যায়নি। রিলিফ অফিসার মঞ্জুর করেছিলেন। সারা তল্লাটে সাড়া পড়ে গিয়েছিল AIWC-র নারীর অধিকারের আওয়াজ তোলায়। সুবিধা হয়েছিল জামান সাহেবের সরকারি অর্ডারের ব্যাখ্যা পেয়ে, তা না-হলে হয়ত সহজে ক্ষতিগ্রস্ত লোকেদের সুবিচার পাওয়া শক্ত হত।"

প্রথমে গান্ধীজীর ও পরে ঠক্কর বাপার নির্দেশে স্বেচ্ছাসেবীরা শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরে আনার উদ্দেশ্যে মুসলমানদের বাড়ি গিয়ে সখ্য স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তাদের সে সাধু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে ঃ

মুসলমানদের মন পাইনি—অশোকা গুপ্ত

"ঠক্করবাপা বলেছিলেন শুধু আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষাই নয়, আতঙ্কগ্রস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেদের মনে নিরাপত্তার ভাব জাগিয়ে তোলাই কর্তৃপক্ষের (সরকারের) বর্তমানে প্রধান কর্তব্য। তৎকালীন সরকার সেটা করে উঠতে পারেননি। গান্ধীজীর মতো শান্তিকামী নেতা ও মিশনের শত শত সর্বভারতীয় সেবাকর্মীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও। আমরা যারা সাধারণ কর্মী প্রতিটি গ্রামে দল নির্বিশেষে সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকে নিয়ে কাজের চেষ্টা করতাম। রিলিফের মালপত্র তোলা, আনা, নৌকা ভাড়া করা সবই গ্রামের সকলের সম্মতি নিয়ে সংখ্যাগুরু লোকেদের যাতে ভাল পারিশ্রমিক দেওয়া যায় সে চেষ্টাই করতাম। বাড়ি গিয়ে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে শিশুদের খাদ্য, শাড়ি প্রভৃতি বিতরণ করেছি। কিন্তু সত্যি সত্যি মন পাইনি।"

মেয়েদেরই যখন এরকম মনোভাব তখন পুরুষদের কথা বলাই বাহুল্য। বিধর্মী হিন্দুর বাড়ি লুন্ঠন, গৃহদাহ, নারীহরণ কোরানের নির্দেশ মতোই করেছে। তাতে তাদের মনে পাপবোধ নেই। তার উপর তাদের মন-মস্তিষ্ক দখল করে রয়েছে 'পাকিস্তান'।

এদের পশু বললে পশুকে হেয় করা হয়

নোয়াখালির দাঙ্গায় পীড়িত মানুষদের সাহায্য করবার জন্য বেসরকারীভাবে বেশ কিছু 'রিলিফ কমিটি'কে পাঠানো হয়েছিল। মিস মুরিয়াল লিস্টার ছিলেন এই রকম একটি 'রিলিফ কমিটি'র সদস্যা। ১৯৪৬-এর ৬ই নভেম্বর একটি রিলিফ সেন্টার থেকে মিস লিস্টার লিখেছিলেন, "দুর্দশা সবচেয়ে শোচনীয় ছিল নারীদের। এদের মধ্যে অনেকেই স্বচক্ষে আপন স্বামীকে নিহত হতে দেখেছে এবং তারপর বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত হওয়ার পর স্বামীর হত্যাকারীদেরই কোন একজনকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে। নারীদের চোখে ছিল মৃতের চাহনি। সে চাহনি হতাশার অভিব্যক্তি নয়। কারণ হতাশারও একটা ক্রিয়া আছে। এ যেন সম্পূর্ণ মসীলিপ্ত অন্ধকার। গোমাংস ভক্ষণ ও ইসলামের প্রতি আনুগত্যের শপথ বহু লোকের উপর জোর করে চাপানো হয়েছিল। এবং তা না করলে মৃত্যুই ছিল দণ্ড।" ("Worst of all was the plight of women. Several of them had to watch their husbands being murdered and then be forcibly converted and married to some of those responsible for their death. Those women had a dead look. It was not despair, nothing so active as that. It was blackness....the eating of beef and declaration of allegiance to Islam has been forced upon many thousands as the price of their lives.")

মিস্টার সিম্পসন, আই. সি. এস. 'নোয়াখালি দাঙ্গা'র ভয়াবহ অবস্থা তদন্ত করতে গিয়ে লিখেছিলেন, 'প্রামাণ্য সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে, যে একটি এলাকায় তিনশোর বেশী এবং আর একটি এলাকায় চারশোর বেশী অসহায় নারীকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

বাম হাতে মেয়ের অলঙ্কার
ডান হাতে বাবার মুণ্ড

যে জান্তব বর্বরতার সাহায্যে নোয়াখালিতে দাঙ্গা সংগঠিত করা হয়েছিল তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার জনৈক সাংবাদিক নোয়াখালির দাঙ্গাবিদ্ধস্ত এলাকার "রিপোর্ট" করতে গিয়ে যে পৈশাচিক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা মধ্যযুগীয় মুসলমান শাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। তিনি স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা

করেছিলেন ঃ "নোয়াখালির রামগঞ্জ থানার একটি বাচ্চা মেয়ে আমাকে ঘটনাটি বলেছিল। ১০ই অক্টোবর সকালে একদল লোক ঐ মেয়েটির বাড়ীতে এসে মুসলীম লীগের তহবিলে পাঁচশ টাকা চাঁদা চায়। চাঁদা না দিলে বাড়ীর সবাইকে খুন করা হবে বলে ওরা হুমকি দেয়। প্রাণের ভয়ে মেয়েটির বাবা ওদের পাঁচশ টাকা দিয়ে দেন। এর কিছুক্ষণ বাদে ওরা আবার আসে, সঙ্গে এক বিরাট জনতা। ঐ বাড়ির জনৈক অভিভাবক, যিনি আবার পেশায় মোক্তার, ঐ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে এগিয়ে যান। কিন্তু তিনি কোন কথা উচ্চারণ করবার আগেই তাঁর মাথাটা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। এরপর গুণ্ডারা পরিবারের সবচেয়ে বয়স্ক লোকটিকে (মেয়েটির দাদু) খুন করে। এবার মেয়েটির বাবার পালা। মেয়েটির বাবাকে তাঁরই সদ্য খুন হওয়া বাবার মৃতদেহের উপর শুইয়ে দেওয়া হয়। তখন মেয়েটির মা তাঁর স্বামীকে বাঁচাবার জন্য স্বামীর দেহের উপর শুয়ে পড়েন এবং ওদের কাছে স্বামীর প্রাণভিক্ষা চাইতে থাকেন। কিন্তু তাতে ওরা ক্ষুব্ধ হয়ে ঐ মহিলার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করে এবং তাঁর অচৈতন্য দেহ দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এইবার আবার ওরা মেয়েটির বাবাকে মারতে উদ্যোগী হয়। মেয়েটি ভয়ে এতক্ষণ ঘরের কোণে লুকিয়ে ছিল। বাবার প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে তখন ঘর থেকে বেরিয়ে আসে এবং ঐ ঘাতকের হাতে নিজের গায়ের সমস্ত গহনা খুলে দিয়ে তাকে কাকুতি-মিনতি করে তার বাবাকে না মারার জন্য। ঐ ঘাতক তখন বাঁহাতে মেয়েটির কাছ থেকে গহনাগুলি গ্রহণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গেই ডান হাতের দা দিয়ে মেয়েটির বাবার মাথা তাঁর দেহ থেকে আলাদা করে ফেলে।"

বর্বর বড়লাটের ইতর উক্তি

"ভাইসরয় শুধু যে আইন-শৃঙ্খলা প্রশ্নে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করেছিলেন তাই নয়, মুসলমানদের হাতে হিন্দু মেয়েদের এই অসম্মানকে তিনি খুব "স্বাভাবিক" বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন। "স্বাভাবিক", কারণ "মুসলমান, বাড়ীর মেয়েরা হিন্দু বাড়ীর মেয়েদের মত এত সুন্দরী নয়।" (large scale abduction of Hindu women (by Muslims) was quite natural since Hindu women were more handsome than Muslim women). হিন্দু মেয়েদের প্রতি তাই মুসলমানদের লোভ থাকা স্বাভাবিক।" (নোয়াখালি : নোয়াখালি— শান্তনু সিংহ)

বিঃ দ্রঃ দাঙ্গা সম্পর্কিত ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি 'Transfer of Power' থেকে গৃহীত।

নবম অধ্যায়

আগুন জ্বলছে ধিকিধিকি ঃ দাঙ্গা-পরবর্তী পূর্ববঙ্গ ঃ 'এক ডজন গান্ধীরও' সাধ্য নেই শান্তি ফিরিয়ে আনার—বারোজ

দাঙ্গা-পরবর্তী পূর্ব বঙ্গের অবস্থা

কলকাতার ভয়াবহ দাঙ্গায় বাংলার হিন্দুরা স্তম্ভিত হয়ে ভাবছিল যে এ তারা কোন্ রাজত্বে বাস করছে? শহরের শতকরা ৭৫ জন অধিবাসী হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুরা তাদের ধনপ্রাণ রক্ষা করতে পারেনি; পারেনি নারীজাতির মানইজ্জত রক্ষা করতে। পরিকল্পিত মুসলিম শাসন পাকাপোক্ত ভাবে কায়েম হবার আগেই তার নখদন্ত বিকশিত আগাম রূপের সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটল। বাঙালী এতদিন সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী, নাদির শাহের এবং চেঙ্গিস খানের ভারত আক্রমণ ও হত্যা-লুণ্ঠন অপহরণের কথা ইতিহাসের পাতায় পড়েছে। কিন্তু সেসব ঝড়ের আঁচ তার গায়ে লাগেনি। সিন্ধু, গুজরাট, পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুরা মুসলিম অক্রমণকারী ও তাদের শাসনের স্বরূপ উপলব্ধি করেছে হাড়ে হাড়ে। কেউ ধর্ম রক্ষার্থে প্রাণ দিয়েছে, কেউ প্রাণরক্ষার্থে ধর্ম দিয়েছে, কেউবা প্রাণ ও ধর্মরক্ষার্থে পালিয়ে গেছে দূর দূরান্তরে। তার ফলে ঐসব অঞ্চলে হিন্দুর সংখ্যা কমতে কমতে শতকরা একশত জন থেকে শতকরা পনের/বিশে বা দু'পাঁচ জনে এসে ঠেকেছিল।

কিন্তু ইতিহাসে পড়া সেসব নারকীয় কাণ্ডের সঙ্গে যে বাঙালীর এমন দুর্ভাগ্যজনক প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটবে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। তবু কোন কোনও হিন্দু একে শহরাঞ্চলে পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগহীন মিশ্র জনগোষ্ঠী ও গুণ্ডা বদমায়েশদের সাময়িক উন্মাদনা বলে উড়িয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু দু'মাস পরে বাংলার প্রত্যন্ত জেলা নোয়াখালি ও ত্রিপুরার অতি সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর কলকাতার কায়দায় চারপাশের পরিচিত মুসলমান প্রতিবেশীদের বৃহদংশ যেভাবে দলবদ্ধ হয়ে হত্যা, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, ধর্মনাশ ও ইজ্জৎনাশে মেতেছে, গ্রাম বাংলার জীবনে তা এক অভাবিত ঘটনা। বিশ্বকবির সোনার বাংলা, বাঙালীর সাহিত্য-সংস্কৃতির গর্বভূমি যে

কবির মৃত্যুর পাঁচ বছরের মধ্যে নিরপরাধের বধ্যভূমিতে পরিণত হবে, নরমাংসভুক শিয়াল-শকুনের বিচরণ ক্ষেত্রে পর্যবসিত হবে, নিপীড়িতা বাংলার বধূ ও কন্যার আর্তনাদে বিদীর্ণ হবে, তা হিন্দুদের চিন্তা ও ধারণার অতীত ছিল।

বাংলায় মুসলিম লীগ দল ও সরকারের প্রত্যক্ষ প্ররোচনা ও সহায়তায় হিন্দুদের প্রতি যে বর্বরোচিত আচরণ করা হয়েছে, তার জন্য তাদের মনে যে তিলমাত্র অনুশোচনা নেই সেকথা বারোজ সাহেব পেথিক-লরেন্সকে জানিয়ে লেখেন —

CALCUTTA, 3 December, 1946, 8.20 p.m.
Received: 3 December, 8.50 p.m.

324. I think you ought to know how I view position in Bengal in light of recent developments here inside and outside the Province as, now that you have the main party leaders in London, seriousness of position here may lend added force to your effort to bring about a settlement.

I do not get the impression that Moslems of South East Bengal are, generally speaking, now in the least repentant over the Noakhali Tippera trouble and in this regard events in Bihar seem to have had their repercussions on some of my Ministry also.

এখানে বলে রাখা ভাল যে, সে সময় বিলাতে জহরলাল, বলদেব সিং, জিন্না ও লিয়াকত আলির সঙ্গে বিটিশ সরকার ভারতীয় সমস্যা সমাধানের শেষ প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন।

নোয়াখালি-ত্রিপুরা ছাড়াও পূর্ব ও উত্তর বাংলার অন্যান্য অংশেও যে কোনও সময় হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা বেধে যাবার যে প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে, বারোজের চিঠিতে সে আশঙ্কার কথাও ব্যক্ত হয়েছে। সেসঙ্গে রয়েছে বাংলার শাসন ব্যবস্থা যে ভেঙ্গে পড়ার মতো অবস্থায় পৌঁছেছে, তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি ও বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা ঃ

চট্টগ্রাম বারুদের স্তূপ ঃ উত্তরবঙ্গ বহ্নিমান

"Chittagong district is a powder magazine. We have been told to expect widespread communal trouble in

North Bengal (after) aman crop has been harvested. Dacca was peaceful during the fortnight I was there but there has been a serious flare–up during the last two days following immediately on the withdrawal of police pickets on December Ist. In Western Bengal events in Bihar and influx of Moslem refugees from that Province are having a most unsettling effect. To all this must be added the fact that strain on services has been, and is, very great and there are many indications that uncertainty as to the future system and personnel of Government at the centre and in Bengal has sapped energy at almost every level in dealing with communal strife. Unless a settlement is reached at the centre I cannot but view the future here in Bengal with the gravest misgiving."

শান্তির আবেদনে নারাজ জিন্না

এদিকে বড়লাট ওয়াভেল জিন্নাকে মশাই মশাই করেই চলেছেন। তিনি দেশব্যাপী শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্মৃত হয়ে জিন্নাকে দিয়ে একখানা শান্তির বিবৃতি দানের প্রস্তাবে রাজি করাতে হাত কচলাচ্ছেন। কিন্তু লীগের প্রতি ওয়াভেলের দুর্বলতার কথা তো জিন্নার অজানা নয়। জিন্না তাঁর কথায় আমলই দিলেন না; বরং উল্টো গান্ধীজীকে অভিযুক্ত করলেন, তিনি নাকি বিষোদ্গার করে চলেছেন। গান্ধীজী কখনও সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গার করেছেন একথা তাঁর পরম শত্রুও তুলতে সাহস করবে না; কিন্তু জিন্না তো মুসলিম লীগের 'soulless' Sole Spokesman যা বলেন, তাই বাজারে বিকিয়ে যায় ঃ

"3. I then spoke of the necessity to ease the communal tension and of the unhelpful speeches recently made but [by. ?] Liaquat Ali Khan and Ghazanfar Ali. Jinnah became rather communal and spoke of Gandhi's "continuous outpouring of poison". I said that I was very disappointed that Jinnah and the League had not issued an unequivocal statement condemning what was happening in Eastern Bengal. Jinnah said that he had thought of

issuing a statement, but referred to what was happening in other parts of India. I said that whatever was happening in other parts of India the point was that if he condemned, as I was sure he did, what was happening in Eastern Bengal, it was to his own advantage and that of the League to say so at once and in the plainest possible terms. He promised to consider a statement."

পাকিস্তান না পেলে আরও দাঙ্গা হবে— গজনফর আলি

কিন্তু সে শুভদিন কখনও আসেনি; জিন্না এককভাবে কখনও শান্তির আবেদন করেছেন বলে কেউ শোনেনি। বরং তিনি তাঁর দলীয় সদস্য লিয়াকত আলি ও গজনফর আলিদের প্ররোচনামূলক বক্তৃতা ও বিবৃতি সমর্থন করেন। পূর্ব বঙ্গের ঘটনাবলী যে পাকিস্তান কায়েমের জন্য সর্বভারতীয় লড়াইর নমুনামাত্র, গজনফর আলি সেকথা বলতে তিলমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেনি। নিম্নোক্ত বক্তৃতায় গজনফর আলির তথা মুসলিম লীগের মনোভাব ও উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে ঃ

LAHORE,19 0ctober 1946

"Ghazanfar Ali Khan, Member–designate in the Interim Government, addressing the Islamia College students in Lahore today said : "We are going into the Interim Government to get a foothold to fight for our cherished goal of Pakistan and I assure you that we shall achieve Pakistan. The disturbances which have occurred in many parts of the country after the installation of the purely Congress Government at the centre have established the fact beyond the shadow of a doubt that the ten crores of Indian Muslims will not submit to any Government which does not include their true representatives. The earlier the Congress realises this the better that no power can suppress the freedom upsurge among the Muslim nation. We irrevocably stand for Pakistan and [?as] our ultimate goal and I assure you that under the leader-

ship of Qaid–e–Azam Jinnah we shall achieve our goal. In the Interim Government all our activities should be guided by considerations that is to convince the Congress that no Government in India can function smoothly without the co–operation of the Muslim League and that the League is the sole representative organasation of the Indian Muslims. The Interim Government is one of the fronts of the direct action campaign and we shall most scrupulously carry out the orders of Mr. Jinnah on any front he orders us."

সাদা বাংলায়— মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করেছে দেশ শাসনের উদ্দেশ্য নিয়ে নয়; পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত করতে। যতদিন পাকিস্তান স্বীকৃত না হবে, ততদিন দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামবে না। আর গণপরিষদে যোগদান করে বৃহত্তর ভারতের শাসনতন্ত্র রচনা করতে তারা মোটেই আগ্রহী নয়। তারা সরকারে থেকেই পাকিস্তান আদায়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

গজনফর আলির এই উত্তেজক বক্তৃতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লর্ড ওয়াভেলের কাছে লিখিত এক পত্রে জহরলাল জানাচ্ছেন ঃ

'6. Raja Ghazanfar Ali Khan, in a statement issued from Lahore on October 19th, states that the East Bengal happenings are part of the all India battle for Pakistan.'

পরিবারের নিরাপত্তার স্বার্থে কে.সি.নিয়োগীর মনোনয়ন প্রত্যাখ্যান

তখনও নোয়াখালির দাঙ্গা পুরা দমে চলছে। গভর্নর বারোজ দাঙ্গা সম্পর্কে ভাসা ভাসা যেসব রিপোর্ট পাঠাচ্ছেন এবং তার ভিত্তিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে বিবৃতি প্রদান করা হচ্ছে, তার সঙ্গে যে বাস্তব পরিস্থিতির বিস্তর ফারাক জহরলাল সে বিষয়ে দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করেন। বরং তাঁর কাছে মিঃ কে.সি.নিয়োগী (ক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী· প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তাতেই পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায় ঃ

"What has happened and is happening in East Bengal is yet not fully known. But I doubt very much if the

reports sent by the Governor or the statement made in the British Parliament have much relation to facts. I have just read a report prepared by Mr. K. C. Neogy who is a competent observer and is himself a resident of East Bengal. In this report he says that "the lawlessness has been given the colour of pure goondaism, but it is not so. It is an organized attack engineered by the Muslim League and carried out with the active connivance of the administrative officials". He further points out that attacks have been made in military formation by people armed with guns and other deadly weapons. Roads have been dug up and other means of communication cut off to prevent ingress and egress. Canals have been blocked and strategic points are being guarded by armed insurgents. A *Statesman* report about the island of Sandwip says that a section of it (the frenzied crowd) has been left behind to guard the "occupied" areas in Noakhali District and to terrorise the "subjects" by further acts of lawlessnss in the event of definance of this authority on the part of the people."

ক্ষিতীশ নীয়োগী ছিলেন ঢাকার অধিবাসী। জহরলাল তাঁকে UNO Delegation-এর সদস্য হিসাবে আমেরিকা যাবার অনুরোধ করলে, তিনি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও পূর্ব বঙ্গের ভয়াবহ্ পরিস্থিতি এবং ঢাকায় নিজ পরিবার পরিজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে আমেরিকা যেতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। সেকথার উল্লেখ করে জহরলাল ওয়াভেলকে লেখেন ঃ

"7. In view of the fact that many of the administrative officials are themselves involved in this lawlessness, it is not surprising that their reports should minimise the disturbances and give false accounts.

8. It may interest you to know that over a month ago I requested Mr. K.C. Neogy to become a delegate in our UNO Delegation to America. He accepted it, but soon after he expressed his inability to go. The reason he gave me was that conditions in East Bengal were fast

deteriorating and that a general attack on behalf of the Muslim League was expected in the near future. Mr. Neogy did not wish to leave his family in East Bengal when everybody there seemed to be expecting this mass attack. Numerous warnings of this came to all of us and, no doubt, the Government of Bengal must have know about it. Yet nothing was done to prevent it."

বাংলার হিন্দুদের দুঃসময়ে অন্তর্বর্তী সরকার নীরব দর্শক মাত্র—জহরলাল

বাংলার হিন্দুদের উপর বারে বারে মরণাঘাত চলছে। জহরলাল অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান নায়ক; অথচ তাঁর সে ব্যাপারে কিছু করার নেই। ওয়াভেল তাঁকে বলেছেন তিনি নিজে এ ব্যাপারে যা করার করবেন; অন্তর্বর্তী সরকারের কংগ্রেস সদস্যরা মুসলিম লীগ শাসিত প্রদেশের আইন শৃঙ্খলা প্রশ্নে নাক গলাতে পারবে না। সুতরাং অত্যাচারিত হিন্দুরা জহরলালের কাছে সাহায্য সহানুভূতি কামনা করলেও তিনি তাদের দুঃখ মোচনে কিছু করতে অপারগ। মর্মাহত জহরলাল তার আত্মগ্লানির কথা ওয়াভেলকে জানিয়েছেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঃ

"10. It is with this background of past and present happenings and apprehensions for the future that we have to view any step that we might take today. Indeed every other step should be subordinated to the urgent need of putting an end to the horror in East Bengal. People there look helplessly towards the Interim Government expecting us to do something to relieve them. What we can do I do not know, for we are told by you that is your special responsibility.. The Army has gone there and will, no doubt, do good work. How far it can function properly, if it is hampered by local civil authority, I do not know. Again and again Bengal witnesses unparalleled horrors, and yet the same administrative machine and special responsibilities continue to function. How can people have any faith in something that has failed them so often before and in which they have lost confidence completely ?"

সর্দার প্যাটেলের বাংলার অবস্থা পরিদর্শনে ওয়াভেলের বাধা

ওয়াভেল যে বাংলার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণে প্রতিনিবৃত্ত করেছেন শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও কংগ্রেসী সদস্যের বাংলার অবস্থা সরজমিনে পরিদর্শন করতেও বাধা দিয়েছেন। সর্দার প্যাটেল বাংলায় আসতে চাইলে তিনি তাঁকেও সরাসরি নিষেধ করে দেন। সেকথা আগেই বলা হয়েছে।

প্যাটেল যখন প্রস্তাব করলেন যে বড়লাট স্বয়ং বাংলায় গিয়ে অবস্থা পর্যালোচনা করে আসুন, তখন ওয়াভেল বললেন—না, তিনি প্রদেশের ব্যাপারে গর্ভর্নরের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না ঃ

"He (Patel) said if I had not been going to Bombay he would have suggested that I should go myself. I said that while I was always prepared to go anywhere where I could be of service, I did not propose to interfere with the Governor's functions unless the situation really required it."

আইনের এমন অপব্যাখ্যা ও অজ্ঞতা এবং মুসলিম লীগ সরকারের প্রতি নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব ও তাদের কুকর্ম চাপা দিতে অতিব্যস্ততা ওয়াভেলের প্রতিটি কথা ও কাজেই ধরা পড়ে। বোম্বাই প্রদেশে সামান্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলাকালে তিনি সেখানে ছুটলেন—যেহেতু সে প্রদেশের শাসনভার কংগ্রেসের হাতে; কিন্তু লীগ শাসিত বাংলায় আসতে তাঁর আগ্রহের অভাব দৃষ্টিকটু নয় কি! অথচ তিনি বিলাতে ভারত সচিবের কাছে যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন, তাতে পূর্ব বঙ্গের হিন্দুদের দুর্দশার ও অসহায়তার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে কসুর করেন নি।

হিন্দুদের পূর্ব বঙ্গে শান্তিতে বাসের আশা সুদূর পরাহত—বারোজ

"4.The events in Eastern Bengal could not have been more unfortunate. We were immediately up against the usual Bengal difficulty that reliable information could not be quickly obtained owing to the lack of a proper administrative network and to the very bad communications. I

see no prospect of securing a return of confidence in Eastern Bengal for a very long time, and I doubt whether many Hindus will be prepared to remain in their homes there. If this is correct, the refugee problem will be a considerable one. I shall of course try to get Nehru and Liaqat Ali or Jinnah to make a joint statement as soon as the Cabinet is re-formed, but even if they do this I imagine that the ordinary Hindu family in Eastern Bengal surrounded by Muslims will be tempted to move into Hindu territory.''

'এক ডজন' গান্ধীরও সাধ্য নেই শান্তি ফিরিয়ে আনা ঃ বারোজ

পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মনে আস্থার ভাব ফিরে আসার সম্ভাবনা যে সুদূর পরাহত এবং বিদ্বেষভাবাপন্ন মুসলিম প্রতিবেশীদের দ্বারা ঘেরাও হিন্দু পরিবারগুলি যে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় পলায়নের পথ খুঁজবে— ওয়াভেলের এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণে কোনও ভুল নেই। দুই মাস পরে গভর্নর বারোজও মোটামুটি এই সিদ্ধান্তেই এসেছিলেন। গান্ধীজীর নোয়াখালির দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিক্রমাকালে বারোজও নোয়াখালির তথা পূর্ববঙ্গের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে বলেছিলেন যে সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায়ের যে ধরনের বিদ্বেষপরায়ণ ও শত্রুতামূলক মনোভাব দেখা যাচ্ছে, 'এক ডজন' গান্ধী শান্তিবারি বর্ষণ করলেও তার উপশম হবে না। 'মুসলিম চিতা বাঘ আর হিন্দু ছাগলছানার' পক্ষে পুনরায় পাশাপাশি বসবাস করা সম্ভব হবে না "...The scene did make me realise what an extremely difficult and slow task it will be to restore confidence. It will take a dozen Gandhi to make the Muslim leopard and the Hindu kid to lie down together again in that part of the world" (6.12.46)

নোয়াখালি ছেড়ে বিহার যাও—গান্ধীকে সুরাবর্দী

গান্ধীজীর নোয়াখালি পরিক্রমা যে মুসলিম লীগ নেতাদের মনঃপুত ছিল না তা বলাই বাহুল্য। গান্ধীজীর নোয়াখালি ভ্রমণে তাদের কুকীর্তি বিশ্বের

দরবারে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তারা পারলে তাঁকে গলাধাক্কা দিয়ে নোয়াখালি থেকে বার করে দেয়। অগত্যা পত্রাঘাত করে তাঁরা গান্ধীজীকে নোয়াখালি ছেড়ে বিহারে যেতে পথনির্দেশ করতে ছাড়েনি ঃ

"I am not surprised that the Muslim Leaguers of Bengal are exceedingly exasperated with the publicity that the astute Mahatma has secured for Noakhali in recent issues of *Harijan*, and Suhrawardy has been provoked into sending him two "brutally frank" letters telling him bluntly that the horrors of East Bengal are not a tithe of the horrors of Bihar, and that his duty is to go and preach non-violence to his Congress disciples in that Province."

ছয়মাস না যেতেই এই সুরাবর্দী নিজের চামড়া বাঁচাতে গান্ধীজীর পক্ষপুটে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ব্রিটিশ খুঁটি সরে যেতেই লীগ-মেড়ার কোঁদন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

বিশাল হাইমচর বাজার ছাইয়ের গাদায় পরিণত

পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের পক্ষে পুনরায় সসম্মানে মুসলমানদের সঙ্গে বসবাস যে সম্ভব নয় সে সিদ্ধান্তে বারোজ এসেছিলেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ করে এসে তিনি লিখেছেন ঃ

"I returned from Dacca four days ago, and feel that my visit there, though not as long as I should have liked it, was of real value. My trip to Mymensingh, which may be described as my first non-emergency tour since I arrived in Bengal, was also useful as it gave me some acquaintance with the leading people and probems of the largest district in the Province. I also fitted in a brief visit to a village called Char Haim on the border between Tippera and Noakhali districts which was very well worthwhile, as I have now got some first hand knowledge of the topography on the ground (my previous visits had been by low-flying aircraft) of the area where the riots took place in October. There is no doubt that the mobs, at least in Char Haim, did their work most thoroughly and

systematically. This village had a prosperous bazaar which was the economic centre of the neighbourhood. The bazaar stood on Government land and the Government revenue office was untouched, as were a few Muslim-owned shops; but the rest was a desolate ruin of charred timber and twisted corrugated iron sheets."

মিথ্যা ভাষণে জিন্নার বিশ্ব রেকর্ড

হিন্দুর রক্তে যার হাত কলঙ্কিত সেই জিন্না দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য তো তিলমাত্র দুঃখিত নন-ই বরং ডাহা মিথ্যাবাদীর মতো দাঙ্গার দায় হিন্দুদের উপর চাপাতে কসুর করেননি। বিলাতে লর্ড পেথিক-লরেন্সের সঙ্গে আলাপ আলোচনার যে 'নোট' পেথিক রেখেছেন তাতেই জিন্নার বিকৃত মানসিকতা ও সত্য গোপনের প্রচেষ্টা নগ্নভাবে ধরা পড়ে ঃ

"Mr. Jinnah began by giving a long description of the communal riots in India. He claimed that those in Calcutta were mainly started by Hindus and, with the possible exception of Noakhali, were of Hindu origin. He considered that they were fomented and organised by Congress leaders, not even excepting the most prominent. He said that he had expressed views deploring violence, and that in no case had the Muslim League organised the riots. I then said that it was the failure of the Muslim League leaders and the Congress leaders to agree at the top which resulted in their followers taking to physical violence. He challenged me to give any illustrations of unwise speeches by himself and with some reluctance I referred him to his attitude with regard to the non-Muslim League Muslims going into the Interim Government. I also mentioned *Dawn*. He denied responsibility for what was said in *Dawn* and turned aside my remark about his own statements." (3.12.46)

সেই সাম্প্রদায়িক হানাহানি কালে "Dawn', 'Morning Star', 'আজাদ' প্রভৃতি মুসলিম লীগের মুখপত্রে যে তীব্র ভাষায় হিন্দু বিদ্বেষ ছড়ান হচ্ছিল, মুসলমানদের হিংসাত্মক কাজে প্ররোচনা দেওয়া হচ্ছিল, জিন্না সেসব বেমালুম চেপে গেলেন। অবশ্য কোনও অপরাধীই কখনও তার অপরাধ কবুল করে না। জিন্নাও ব্যতিক্রম নন।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পরেও লীগ নেতাদের জেহাদী জিগির

জিন্না হাত সাফ করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন; কিন্তু তাঁর চেলাচামুণ্ডারা কোনও রাখ ঢাক না করেই অনবরত জেহাদী জিগির চালিয়ে যাচ্ছে। নজীরের তো অভাব নেই। সর্দার প্যাটেল ওয়াভেলের কাছে একপত্রে অন্তর্বর্তী সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রী গজনফর আলির বক্তৃতার নমুনা ওয়াভেলের নজরে আনেন এবং তাঁর সহকর্মীর এ ধরনের দায়িত্বহীন বক্তব্যে তাঁর প্রতিক্রিয়া জানতে চান ঃ

"2. I also enclose a cutting from the *Free Press Journal* (dated 7th February 1947) of Mr. Ghazanfar Ali Khan's speech at Lahore. I would particularly invite attention to the following passage ঃ

"Mohammed Bin Kassim and Mahommed of Ghazni invaded India with armies composed of only a few thousands and yet were able to overpower lakhs of Hindus; God willing, a few lakhs of Mulims will yet overwhelm crores of Hindus."

The parallel drawn is significant, particularly in regard to Ghazni's invasion which consisted of repeated raids on India in which Hindus were killed in thousands and temples were destroyed." (14.2.47)

নেহরু-প্যাটেলের ধৈর্যচ্যুতি ঃ ক্ষমার অবতার ওয়াভেল

এমন রক্তপিপাসু ব্যক্তিদের সঙ্গে একই মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে কাজ করতে প্যাটেল ও নেহরুর মতো অসাম্প্রদায়িক ও সুস্থরাজনীতির প্রবক্তাদের রুচি ও মর্যাদায় বাধবে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। মুসলিম লীগ সদস্যদের এবংবিধ আগ্রাসী ও অভব্য মনোভাবে নেহরু-প্যাটেলদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাই স্বাভাবিক। পারস্পরিক অনাস্থা, অবিশ্বাস, অসহযোগ ও মতভেদে দীর্ণ টুটাফাটা মন্ত্রিসভা থেকেও যে না থাকার সামিল এবং যত শীঘ্র তার অবসান ঘটে, প্যাটেল ওয়াভেলকে সেকথা স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেন ঃ

"3. I am sure you will not regard with equanimity such utterances of your two colleagues of the Cabinet. A more flagrant breach of the rules of responsibility incumbent on Members of the Central Government would be difficult to find. Instances like this only serve to strengthen our conviction that a

corporate body like the Central Government has ceased to exist and that the sooner the present state of affairs is put an end to, the better."

কিন্তু ওয়াভেল মুসলিম লীগের সমস্ত রকম অসভ্যতা ও বর্বরতাই ক্ষমাসুন্দর চোখে দেখতে থাকেন এবং তাদের ন্যায়-অন্যায় সকল দাবিই মেনে নেবার জন্য কংগ্রেসের উপর চাপ দেন। নামকা-ওয়াস্তে ভারতের ঐক্য বজায় রাখতে কংগ্রেস নেতারা নিজেদের আদর্শ ও বিবেকের বিরুদ্ধে অনেক অন্যায় ও অযৌক্তিক দাবি মেনেও নেন। কিন্তু লেবু বেশি কচলালে যেমন তেতো হয়ে পড়ে, মুসলিম লীগ নেতাদের ক্রমাগত বেয়াদপি ও সীমাহীন নির্লজ্জতা কংগ্রেস নেতাদের যে ক্রমে ক্রমে ধৈর্যচ্যুতি ঘটাচ্ছে প্যাটেলের চিঠিই তার প্রমাণ। এর পর থেকেই তাঁদের স্বাধীন সার্বভৌম অখণ্ড ভারতের স্বপ্নেও চিড় ধরতে শুরু করেছে বলা যায়।

কংগ্রেস ও লীগ নেতাদের কলিকাতা আগমন ঃ ধর্মান্তরকরণের নিন্দায় নারাজ লিয়াকত

আগেই বলা হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কংগ্রেস সদস্যদের কোনও মুসলিম লীগ শাসিত প্রদেশে দাঙ্গাহাঙ্গামাজনিত ব্যাপারে পরিদর্শনে যেতে দিতে ওয়াভেলের ঘোর অনিচ্ছা।

ওয়াভেল সরকারী কংগ্রেস নেতাদের বাংলায় আসা ঠেকালেন; কিন্তু বেসরকারী কংগ্রেস নেতাদের বাংলায় আগমন ঠেকাতে পারলেন না। গান্ধীজী যখন নোয়াখালি আসার সিদ্ধান্ত নিলেন, তখনই মুসলিম লীগ সরকারের অস্বস্তি দেখা গেল। সুরাবর্দী-সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই গান্ধীজী নোয়াখালি গেলেন। বিশ্বের নজর নোয়াখালির উপর পড়ল। লীগ শাসনের কুকীর্তি সারা বিশ্ববাসীর গোচরে এল।

অবশেষে দুইজন সরকারী কংগ্রেস (নেহরু ও প্যাটেল) এবং দুইজন সরকারী মুসলিম লীগ (লিয়াকত আলি খাঁ ও আবদুর রব নিস্তার)—এই চার সদস্যের এক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দল কলকাতায় এলেন। বারোজ হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণের নিন্দা করে নেতাদের বিবৃতি দানের কথা বললে লিয়াকত আলি খাঁ তাতে সম্মত হননি। আর নিস্তার চুপ করে থাকেন ঃ

"On the question of the issue of a statement by the political leaders condemning conversions in Noakhali and Teppera, Liaqat Ali Khan said it would probably be better to have such a statement issued by prominent Muslim religious

leaders. I said that I appreciated, but I nevertheless thought that a statement by political leaders would also be of immense advantage. Patel agreed with me. Nishtar said nothing" (4.11.46)

লিয়াকত হিন্দুদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরকরণের নিন্দা করতে অস্বীকার করেন, আর আবদুর রব নিস্তার নীরব থাকেন। না থেকে উপায়ই বা কি! তারা মুসলমান হয়ে কি করে ইসলামী নির্দেশের নিন্দা করবেন! বিধর্মীকে ধর্মান্তর করা, তার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করা, তার বৌ-মেয়েকে অপহরণ করা—এ সবই তো কোরান ও হাদিস-নির্দিষ্ট কাজ। মূর্তিপূজকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা—তাও তো কোরানেরই নির্দেশ। মুসলিম ধর্মীয় নেতারা ও তাঁদের রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকগণ কখনই ইসলাম ধর্ম ও অনুশাসন বিরোধী কাজে সামিল হতে পারেন না। তাঁরা যা করেছেন তা তাঁদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও নির্দেশানুসারেই করেছেন। তাতে মনে অপরাধ বা পাপবোধ জাগ্রত হবার প্রশ্নই ওঠে না।

পাঞ্জাবে যা ঘটান হয়েছে, পাকিস্তান না পেলে সারা ভারতেও তা ঘটবে ঃ লিয়াকত

হিংস্র আন্দোলন ও উন্মত্ত গুণ্ডামি ও বলপ্রয়োগে পাঞ্জাবের অ-মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটাবার পর লিয়াকত আলি সোল্লাসে বলেন—পাঞ্জাবে যা ঘটান হল, প্রয়োজনে লীগ সারা ভারতে সে অবস্থা সৃষ্টি করতে পারে এবং সে পন্থা কখনই অহিংস থাকবে না ঃ

"Mr. Liaqat Ali Khan was reported to have stated that the Punjab demonstration were an indication of what the League could do on an all India scale if it became necessary although "I couldn't guarantee that it would remain always non-violent."

লিয়াকত আলির স্যাঙাত গজনফর আলি আরো এক কাঠি উপরে। তিনি হুমকি দিলেন— মোহম্মদ বীন কাসিম ও গজনীর মহম্মদ কয়েক হাজার মাত্র অনুসর নিয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে পর্যুদস্ত করে সিন্ধু দেশ জয় ও সোমনাথ মন্দির বিধ্বস্ত করেছে; ইনসাল্লাহ ! এখন পাকিস্তান কায়েম করতে কয়েক লক্ষ মুসলমানই কোটি কোটি হিন্দুকে টিট করতে সক্ষম।

গজনফর আলির এই হুমকির পর এক মাস না পেরোতেই মুসলমানরা কাসিমী ও গজনীভি কায়দায় পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের উপর চড়াও হল। সেই বর্বরতা ও পৈশাচিকতার কাছে কলকাতা-নোয়াখালির পাশচিকতাও ম্লান হয়ে গেল।

বিঃ দ্রঃ দাঙ্গা সম্পর্কিত ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি Transfer of Power থেকে গৃহীত।

দশম অধ্যায়

পৈশাচিক বর্বরতা : পাঞ্জাবের দাঙ্গা

পদ্মা-মেঘনার পর পঞ্চনদের জল রক্তলাল

সাম্প্রদায়িকতার তাণ্ডব প্রথম দফে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উপর দিয়েই চলেছে। কলকাতা, নোয়াখালি ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য জেলার হিন্দুরাই হয়েছে সে তাণ্ডবের শিকার। বিহার ব্যতীত বর্তমান উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রদেশে মুসলিম লীগের উস্কানিতে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ঘটলেও তা তেমন মারাত্মক আকার ধারণ করেনি। কারণ মুসলিম লীগ নেতৃত্বের মূল শক্তি এসব অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকলেও, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন ব্যাপক সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির পক্ষে তা অনুকূল ছিল না। অপরদিকে সিন্ধু, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ ও বালুচিস্তানের মতো অত্যন্ত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় শতাব্দীর চতুর্থ দশকে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব ছিল খুবই ক্ষীণ। পাঞ্জাবে লীগ ছিল প্রায় অস্তিত্বহীন, সীমান্তে ছিল মুসলিম কংগ্রেসীদের আধিপত্য; আর সিন্ধুতেও লীগ অন্যান্য দলের থেকে পিছিয়ে ছিল। ফলে অখণ্ড ভারতের উত্তর- পশ্চিমাঞ্চলে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠেনি। বস্তুত পাঞ্জাব ছিল হিন্দু-শিখ-মুসলমানের সম্মিলিত রাজনীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এবং তাই ছিল মুসলিম লীগের শিরঃপীড়া ও গাত্রদাহের কারণ। যে পাঞ্জাবের উর্দু কবি মহম্মদ ইকবাল মুসলমানদের জন্য পৃথক বাসভূমির দাবিতে ভারতভাগের স্বপ্ন বুনেছেন, যে পাঞ্জাবের মুসলমান যুবক P-A-K-I-S-TAN শব্দের উদগাতা, যে পাঞ্জাবের রাজধানী শহর লাহোরে ‘পাকিস্তান প্রস্তাব’ গৃহীত হয়—সেই পাঞ্জাবেই মুসলিম লীগ ক্ষমতার অলিন্দ থেকে দূরে রয়েছে। এ দুঃখ কি প্রাণে সয়? তাই ভারতের পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চলে সাম্প্রদায়িক শান্তি বিঘ্নিত করার পর মুসলিম লীগের ভস্মলোচন দৃষ্টি নিপতিত হল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে।

মুসলিম লীগের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ব্যর্থ লীগ নেতৃত্ব তখন

স্রেফ সমাজের ষণ্ডাগুণ্ডা এবং মসজিদ মাদ্রাসার মোল্লা-মৌলবী ও দরগাহ্-মাজারের পীর-ফকিরদের জড়ো করে 'ইসলাম্ বিপন্ন' ধ্বনি তুলে আসরে নেমে পড়ল। আর যায় কোথায়! দলে দলে অশিক্ষিত ধর্মোন্মাদ ও হিন্দু-শিখ বিরোধী মুসলমানরা এসে আসর ভরে তুলল। মুসলিম লীগের এই ধর্মাশ্রিত ও গুণ্ডাপুষ্ট রাজনীতিতে ইন্ধন জোগায় সিন্ধু-পাঞ্জাব-সীমান্ত প্রদেশের তৎকালীন গভর্নরগণ, উপজাতি অঞ্চলের পোলিটিক্যাল এজেন্টগণ এবং মুসলিম লীগ অনুরাগী ব্রিটিশ ও মুসলমান অফিসারগণ। লীগের দোসর হিসাবে কাজ করে অ-মুসলিম লীগ সরকার গুলিকে অপদস্থ ও ব্যতিব্যস্ত করে তোলা; সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সৌহার্দ্য বিনাশে লীগকে তোল্লা দেওয়াই এদের মুখ্য কাজ; যেন-তেন-প্রকারেণ মুসলিম লীগের শক্তি বৃদ্ধি এবং লীগকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা ছিল গৌণ উদ্দেশ্য। কিন্তু তাতে সফলতা লাভে বিলম্ব দেখে এসব অশুভ শক্তি একদিকে জোরজবরদস্তি করে শাসনব্যবস্থা অচল করে তোলে, অপরদিকে মসজিদ অপবিত্রকরণ ও শিখ সৈন্যবাহিনীর আক্রমণের মিথ্যা ও অলীক কাহিনী প্রচার করে ধর্মান্ধ মুসলমানদের হিন্দু-শিখদের উপর লেলিয়ে দেয়। তার পরের কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

এবার পাঞ্জাবের পালা ঃ প্রথমে শহরগঞ্জে ঃ লাহোর-অমৃতসর-মুলতান-রাওয়ালপিণ্ডি শহরে নির্বিচার হত্যা-লুণ্ঠন-অগ্নি সংযোগ ঃ মূলতানে তিন ঘণ্টায় ১৫০ জনকে হত্যা—প্রায় সবাই হিন্দু ঃ লুধিয়ানা গুজরানওয়ালা-হোসিয়ারপুর-শাহপুর জেলাও দাঙ্গা-কবলিত ঃ সরকারী রিপোর্টে দাঙ্গার লোমহর্ষক বিবরণ ঃ

"3. Major disturbances in the cities and towns have been confined to Lahore, Amritsar, Multan, Rawalpindi and Jullundur. Lesser disturbances have occurred at Ludhiana, Sialkot, Kamoke in the Gujranwala district. Hoshiarpur, and Khushab in the Shahpur district.

In Lahore the rioting differed little in kind from communal rioting of the past. Casualties were fairly heavy, but there was no extraondinary destruction of property.

In Amritsar the main feature of the rioting was incendiarism. Several important streets look as though they had a heavy raid, with many houses and shops com-

pletely down and the road and pavements heaped high with rubble. The electric transmission lines were broken and for some time the greater part of the city was in darkness. Casualties were heavy; the Muslims suffered worse than the other communities.

At Multan the trouble was started on 5th March by a sudden procession of non-Muslim students shouting "Qaid-i-Azam murda-bad". Between 12 noon and 3-15 p.m. it is estimated that about 150 people–nearly all Hindus–lost their lives. There was much incendiarism, but the damage as compared with that in Amritsar is small.

At Rawalpindi, as in Lahore, the rioting seems to have followed the pattern of earlier communal riots. I have not been through Rawalpindi City, but from the air it does not appear that many buildings have been burnt. Casualties were fairly heavy."

পাঞ্জাবের গ্রামেগঞ্জে হত্যা-লুণ্ঠন-গৃহদাহের নির্মম কাহিনী ঃ বর্বরতা নিষ্ঠুরতা পৈচাশিকতার বেনজির ইতিহাস ঃ রাওয়ালপিণ্ডি আটক ঝিলাম-মূলতান জেলার গ্রাম গ্রামান্তরে নির্বিচারে শিখদের জবাই ঃ শান্তি কমিটির ছলনায় ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা ঃ নারী শিশু কারও রেহাই নেই ঃ হত্যা লীলায় অভিনব পন্থা ঃ

"3. The rural disturbances have been far more serious. The major outbreaks are so far confined to the Rawalpindi and Attock districts, the part of the Jhelum district round Chakwal, and the Multan district.

Trains have been attacked in Mianwali, and there is a report in this morning about the looting of an entire train on the Khushab-Kundian line somewhere near the Mianwali border.

4. In the rural areas gravely affected there has been extreme savagery. In the triangle Taxila-Murree-Gujar Khan there was a regular butchery of non-Muslims, particu-

larly Sikhs. Cruelty and treachery seem to have been common. General Messervy told me that he had seen in hospital a child whose hands had been cut off; there are at least two well-authenticated stories of non-Muslims being lured into "peace committees" and then murdered; and in one village Sasali, a party of Sikhs, who surrendered to the Muslim attackers on a promise that their lives would be spared, were murdered out of hand. The most brutal killings seem to have been in the triangle to which I have referred, but there has been frightful brutality outside it, and everywhere in the district looting and arson have been common.

In Attock the Chauntra area, which is very close to Rawalpindi, was affected in much the same way. In the rest of the district there seem to have been fewer killings than in Rawalpindi, but quite as much burning and looting. A common method of attack has been for the Muslims in a village to put white flags on their houses and to invite the Muslims of the neighbouring villages to come in and deal with property not so marked.

In the Chakwal neighbourhood of the Jhelum district a large village, Dhudial, was sacked but the Police and troops were able to inflict fairly heavy casualties on the attackers.

In Multan murder, arson and looting were much the same as in the districts of the Rawalpindi Division, but the area affected (the Sadar Police Station and part of the Shujabad tahsil) is flat and relatively easy to control. The troops seem to have inflicted fairly heavy casualties on a mob at an early stage, and though the loss of life and property must have been heavy, it is certainly less than that in the Rawalpindi district."

ব্রিটিশ সামরিক অফিসারের মতে হিন্দু-শিখদের উপর আক্রমণ সার্বিক ও সুপরিকল্পিত ঃ হিন্দু-শিখরা বিন্দুমাত্র আভাস পায়নি ঃ

আক্রমণ পরিচালনায় অবসরপ্রাপ্ত মুসলমান সামরিক অফিসার ও পেনশনভোগী সৈন্যদল ঃ বর্বরতার সমর্থনে মুসলিম ভদ্রমণ্ডলী (?) ঃ পাকিস্তান মানতেই হবে-নইলে খতম হতে হবে ঃ

"7. It is very difficult to account for this extrarodinarily violent rural movement. General Messervy thinks that there are some signs of organisation and conspiracy–in parts of Rawalpindi outbreaks seem to have occurred almost simultaneoulsy, and the raid at Murree, to which I referred in my letter of 9th March, appears to have been carefully planned and carried out. All Muslims in the affected districts seem to be involved in or sympathetic to the movement. The Commander, 7th Division told me when I saw him yesterday that attacks on non-Muslims had been led in some cases by retired Army officers–some of them pensioners with honorary Commissioned rank. The Muslim section of the local notables, to whom I spoke at Campellpur yesterday, were extremely sulky, and though some of them are beginning to be frightened, there is little doubt that they believe that the movement was inevitable and are not prepared to oppose it. The most probable theory is that the growth of the Pakistan idea from 1943 onwards, the extreme communalism of the election campaign of 1945-46, the frustration which followed it, the propaganda agaisnt the Coalition Ministry, the Muslim League agitation, H.M.G.'s statement of 20th February, and Khizar's resignation combined to touch off an explosive mixture which had been forming for some time. The Muslims say that they were influenced by rumours of a large Sikh Army marching on the north;"

হত্যালীলার হিসাব নিকাশ ঃ হিন্দু-শিখ—২৩৬; মুসলমান—১১০; অজ্ঞাত পরিচয়—৭০০ (অজ্ঞাত পরিচয়রা সবাই অ-মুসলমান, অর্থাৎ হিন্দু-শিখ) এই হল সরকারী হিসাব। তাও গ্রামাঞ্চলের সঠিক হিসাব যে অসম্পূর্ণ তা সরকারই স্বীকার করেছে ঃ

"2. First. Cities and towns. *Moslems* killed 109, seriously injured 133, total 242. *Hindus*. killed 146, seriously injured 174, total 320. *Sikhs*. killed 78, seriously injured 97, total 175. *Unclassified*. Killed 191, seriously injured 578, total 769. Excluding 57 police officers serously injured unclassified category mainly non-Moslems.

3. Second. Rural areas. Moslems killed 1, seriously injured 2, total 3. Hindus, killed 12, seriously injured 19, total 31. Sikh. killed nil, seriously injured 8, total 8. Unclassified. killed 509, seriously injured 99, total 608. Unclassified category almost entirely non-Moslems.

4. Urban figures are complete for deaths officially verified and injured treated in hospital. Rural figures are quite incomplete."

নজিরবিহীন বর্বরতা

সরকারী হিসাবে তো ঘটনাকে লঘু করার প্রবণতা থাকে। কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গায় লীগ মন্ত্রিসভার সে কারসাজি দেখা গেছে। কিন্তু পাঞ্জাবে সে সময় কোনও মন্ত্রিসভা না থাকায় এবং গভর্নর সরাসরি শাসনকার্যের দায়িত্বে থাকায় দাঙ্গার বীভৎসতা আংশিক হলেও জানা গেছে। তবে তার পূর্ণ বিবরণ মেলে পরবর্তী ঐতিহাসিক ও গবেষকদের রচনায় ঃ

"......আর তারপরই বীভৎস দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি, লাহোর আর মুলতানে।

দাঙ্গা শুরু করেছিল লীগ; লক্ষ্য ছিল অ-মুসলিম সম্প্রদায়কে পাঞ্জাব থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। মুসলমানদের বাড়িতে সাদা পতাকা লাগিয়ে চিহ্নিত করে রাখা হয়েছিল; তারপর বেছে বেছে জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছিল হিন্দু আর শিখদের বাড়িঘর। নারীদের ওপর পাশবিক অত্যাচার, জোর করে বিয়ে আর ধর্মান্তরণের ঘটনাও ছিল।

৬ই মার্চ, রাওয়ালপিণ্ডির একটি মসজিদে সভা ডেকে প্রচার করা হয়, জেলার জামা মসজিদ হিন্দু আর শিখরা মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে— এর বদলা নিতে হবে। এরপর একটার পর একটা গ্রামের ওপর আক্রমণ শুরু হয়, সন্ত্রাস ছড়ানোর জন্যে প্রথমে অ-মুসলিম কিছু গ্রামবাসীকে হত্যা করা হয়; তারপর বাকীদের বলা হয় ইসলাম গ্রহণ করতে। আর-একদল এসে সুন্দরী যুবতী

মেয়েদের বেছে বেছে তুলে নিয়ে যায়। পৈশাচিক আক্রমণ হয়েছিল নারীদের ওপর। তাদের ধর্ষণ করা হয়েছিল, তুলে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল, স্তন কেটে দেওয়া হয়েছিল; অন্তসত্ত্বা নারীদের পেট চিরে বাচ্চা নষ্ট করে দেওয়ার মতো অমানুষিক ঘটনাও ছিল।”

নারীত্বের লাঞ্ছনা ঃ সম্মান রক্ষার্থে আত্মহনন

“পুরুষদের হত্যা করা হয়েছিল, অথবা ধর্ম পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়েছিল, আর নারীদের জন্য ছিল বিশেষ ধরনের অত্যাচার। নারীরা এই অত্যাচারকে তাঁদের নারীত্বের সম্মান-সম্ভ্রমের ওপর নির্যাতন হিসাবেই দেখেছিলেন; আত্মহননের ভেতর দিয়ে তাঁরা খুঁজে নিয়েছিলেন ‘আত্মরক্ষার’ উপায়।

একাধিক বিবরণে আছে, রাওয়ালপিণ্ডিতে গোটা একটা হিন্দু বা শিখ পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পুরুষদের মধ্যে যারা পালাতে পারেনি, তারা সকলেই নিহত হয়েছে; নারীদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে। একটি ঘটনার বিবরণ এ-রকম ঃ হরি সিং নামে একজন ধর্মান্তরিত হতে রাজী হননি বলে তাঁর জিভ কেটে দেওয়া হয়েছে; আর সেই অবস্থাতেও ইশারা করে তিনি একটি মেয়েকে বলেছেন ঃ পালিয়ে যাও! পালিয়ে যাও!”

শিখ রমণীদের অসীম সাহস ও আত্মবিসর্জন

এই পরিস্থিতিতে আত্মহত্যাই তখন পাঞ্জাবের নারীদের কাছে আত্মরক্ষার পথ বলে মনে হয়েছিল। রেওয়াল গ্রামে প্রায় ৪০০ শিখ পরিবারের পুরুষরা প্রায় সকলেই নিহত হবার পর যুবতীরা আত্মহত্যা করেন। সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে রাওয়ালপিণ্ডির থোয়া খালসা গ্রামে, ১৩ই মার্চ ১৯৪৭। সর্দারনী গুলাব কাউর নামে এক শিখ রমণীর নেতৃত্বে প্রায় ৯০ জন শিখ নারী গ্রামের ইঁদারায় ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন ওই দিন। সেই নারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সন্তানের জননী— কেউ কেউ সন্তানকে বুকে নিয়েই ঝাঁপ দিয়েছিলেন।”

“এই অমানুষিক সিদ্ধান্ত সেদিন পাঞ্জাবের শিখ নারীরা নিতে পেরেছিলেন, কারণ আগের কয়েকটি দিনে তাঁদের লাঞ্ছনা আর অবমাননার কথা তাঁরা ভুলতে পারছিলেন না। নারীরা আত্মহত্যা করেছিলেন; কোন কোন ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনরাই নিজহাতে যুবতী মেয়েদের হত্যা করে তাদের ‘সম্ভ্রমরক্ষা’ করেছিলেন।

কন্যার ইজ্জত রক্ষার্থে স্বহস্তে কন্যার শিরশ্ছেদ

সন্ত রাজা সিঙের পরিবারের ঘটনাটি আমাদের স্তম্ভিত করে দেয়। রাজা সিং নিজহাতে ২৫ জন তরুণীকে হত্যা করেছিলেন। হত্যার আগে প্রার্থনায় তিনি বলেছিলেন, আমার সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষার জন্যই আমি এ-কাজ করছি।

তিনি প্রথমে হত্যা করতে গেলেন তাঁর নিজের কন্যাকে। কিন্তু গ্রামের এক কুলি এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল, আমাকে আগে মারুন—আমাকে ধরলে ওরা মুসলমান করে দেবে। রাজা সিং কৃপাণের এক ঘায়ে তার মাথা কেটে ফেললেন; তারপর বন্দ সিং নামে আর একজনও এইভাবে প্রাণ দিলেন। এরপর রাজা সিং-এর সামনে এসে দাঁড়ালেন তাঁর কন্যা মান কাউর। পিতার কৃপাণটি প্রথমবার তাঁর দোপাট্টায় আটকে গিয়েছিল; মান কাউর নিজেই ছাড়িয়ে দিয়ে প্রস্তুত হলেন; দ্বিতীয় ঘায়ে তাঁর মস্তক ছিন্ন হলো। ...... ২৫ জন নারী এইভাবে আত্মাহুতি দিলেন একে একে।

পুরুষের চোখে নারী এখানে সম্প্রদায়ের মর্যাদার প্রতীক; নারীদের হত্যা করা হচ্ছে সেই মর্যাদারই স্বার্থে— শহিদের, বীরাঙ্গনার মর্যাদায় ভূষিত হচ্ছেন নিহত নারীরা। কিন্তু থোয়া খালসা বা অন্যত্র নারীরা আত্মহননের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নিজেরাই; কেউ তাঁদের বাধ্য বা প্রণোদিত করেনি। নারীত্বের এবং সেই সঙ্গে সম্প্রদায়েরও সম্মানরক্ষার দায়িত্ব এখানে নিজেরাই গ্রহণ করেছেন নারীরা। একটি ঘটনা আর-একটিকে প্রভাবিত করেছে। তাঁরা স্মরণ করেছেন প্রাচীন ইতিহাসের ঐতিহ্যকে। তাঁদের মনে পড়ে গেছে সেই পুরোন যুগের কথা— যে-কালে নারীরা বিদেশীর হাতে ধরা না দিয়ে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আত্মাহুতি দান করে দেশের এবং জাতির সম্মান রক্ষা করতেন।

পাঞ্জাবের লোকবৃত্তের অঙ্গ হয়ে গেছে শিখ নারীদের এই আত্মবলিদানের কাহিনী। ১৩ই মার্চের দিনটি আজও স্মরণ করা হয় স্থানীয় গুরুদ্বারে।" (দেশভাগ দেশত্যাগ— সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়)

সরকারী নথিপত্রে পাঞ্জাবের দাঙ্গার ব্যাপকতা ও নৃশংসতা বোঝাতে cruelty, beastly, butchery, heinous, brutality, savagery ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহৃত হয়েছে; বাংলায় পাশবিকতা, বর্বরতা, পৈশাচিকতা ইত্যাদি কোনও বিশেষণেই তার স্বরূপ উপলব্ধি করা যাবে না। বরং শিখপন্থ থেকে প্রচারিত প্রচারপত্রেই সেসব নির্মম অত্যাচারের প্রকৃত স্বরূপ কিছুটা বোঝা যাবে। এরকম দুটি প্রচারপত্রের ইংরাজী ও বাংলা বয়ান নিচে দেওয়া গেল ঃ

শিখ পন্থ্ থেকে প্রচারিত হ্যাণ্ডবিল

(১)

"Thousands of innocent Sikhs murdered in cold blood. Loot and Arson in Attock and Jhelum Districts, villages after villages destroyed and razed to the ground.

Sikhs! Read patiently and ponder over it.

In order to establish Pakistan, the atrocities committed on Sikhs in the Punjab since 5th March, 1947 have not come to light because of censorship on news. Although the Sikh population is small in the Districts of Attock, Rawalpindi and Jhelum, they own valuable property in these places. All the Sikh residents of these districts, excepting only a few, have been done to death, their properties looted, houses burnt, women outraged and many young girls forcibly converted to Islam.Their woeful tale is worth your patient hearing. But all this has been done according to a pre-arranged plan. At first, the Muslims took the Sikhs into their confidence on the pretext of providing them shelter from being attacked. Later, they were forced to part with their money in order to pay to the goondas who threatened to attack them.

Even so, they were attacked and looted. Besides spears and swords, guns and bombs were also used. Lambardars were the ring leaders of the goondas. Only the lives of Sikh women were saved to their forcible conversion to Islam. The others either committed suicide or were burnt alive. The souls of all these innocent women are crying for help. The goondas had brought camels and bullock-carts to take away the booty. About thirty thousand Sikh lives have been saved by the Military, and all of them are now in Relief Camps. Those who owned lacs of rupees are today longing for a piece of bread.

There are thousands of Sikhs in Relief Camps, including women and children. They stand in need of everything. Thousands of young girls needs clothing.

ঠাণ্ডা মাথায় হাজার হাজার শিখ হত্যা
আটক ও ঝিলাম জেলায় লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ
গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস এবং ধূলিসাৎ

শিখ ভাইয়েরা ধৈর্য ধরে পড়ুন ও চিন্তা করুন

"পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সংকল্পে গত ৫ই মার্চ থেকে পাঞ্জাবে শিখদের উপর যে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে সে কাহিনী সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকায় বাইরে প্রকাশিত হয়নি। যদিও আটক, ঝিলাম ও রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় শিখ জনসংখ্যা কম, তবু তারা বিপুল পরিমাণ বিত্তের অধিকারী ছিল। সামান্য কিছু বাদে এ তিন জেলার প্রায় সব শিখকে হত্যা করা হয়েছে। তাদের ধনসম্পত্তি লুটপাট করে নিয়েছে। বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মহিলাদের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে এবং বহু সংখ্যক যুবতীকে ইসলাম ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। তাদের করুণ কাহিনী আপনার ধৈর্য ধরে শোনা উচিত। এসব অত্যাচার সবই পূর্ব-পরিকল্পিত ব্যবস্থা মতো করা হয়েছে। প্রথমে আশ্রয় দানের অছিলায় শিখদের মুসলমানদের হেফাজতে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে যে সমস্ত গুণ্ডা তাদের আক্রণের ভয় দেখাচ্ছে, তাদের শান্ত করার জন্য শিখদের থেকে সব টাকা পয়সা নিয়ে নেওয়া হয়। তার পরেই তাদের উপর আক্রমণ ও লুটপাট চলে। বল্লম ও তরোয়াল ছাড়াও বন্দুক ও বোমা নিয়ে শিখদের উপর চড়াও হয়। লম্বরদাররাই ছিল গুণ্ডাদের সর্দার। যে সমস্ত শিখ মহিলা ইসলামে দীক্ষিত হতে (এবং মুসলমানদের বিবাহ করতে) রাজী হয়েছে, তাদের জীবন বেঁচেছে। যারা তা করতে রাজী হয়নি, তারা হয় আত্মহত্যা করেছে অথবা জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে। এসব নিরপরাধ মাতৃজাতির আত্মা সাহায্যের জন্য আর্তনাদ করছে। গুণ্ডারা লুণ্ঠিত দ্রব্য নিয়ে যাবার জন্য উট এবং গরুর গাড়ি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। প্রায় ত্রিশ হাজার শিখের প্রাণ রক্ষা করেছে মিলিটারী। তারা এখন ত্রাণ শিবিরে রয়েছে। যারা লাখ লাখ টাকার মালিক ছিল, তারা এখন এক টুকরা রুটির কাঙাল। ..... মহিলা ও শিশুসমেত হাজার হাজার শিখ ত্রাণ শিবিরে রয়েছে। তারা সর্বস্বহারা, তাদের সব কিছুই দরকার। কয়েক হাজার শিখ যুবতীর পরিধেয় বস্ত্রের বিশেষ প্রয়োজন।"

(২)

By dint of their strength the Muslims want to thrust Pakistan on Sikhs, Hindus and Christians and they have already shown to us as specimen of Pakistan storm. In their majority zones they have already perpetrated such tyrannies as cannot

be described. Thousands of Sikh and Hindu women and children have been murdered; *Keshas* and *beards* of hundreds chopped off and an effort has been made to convert them to Islam ; hundreds of women have been abducted whole villages have been burnt up. Hundreds of chaste women jumped into wells and have sacrificed their lives in many other ways in order to preserve their honour. The Panth which plumed itself on rescuing other's girls; finds its own daughters in the hands of the tyrants. Rest assured, as it is only a small specimen of Pakistan and more terrible incidents are yet to come."

"কেবলমাত্র গায়ের জোরে মুসলমানরা শিখ, হিন্দু ও খ্রীস্টানদের উপর পাকিস্তান চাপিয়ে দিতে চায়। তারা ইতিমধ্যেই পাকিস্তানী তাণ্ডবের খানিকটা নমুনা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছে। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে তারা যে নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। হাজার হাজার শিখ ও হিন্দু নারী ও শিশুকে হত্যা করা হয়েছে; শত শত লোকের কেশ কর্তন ও শ্মশ্রু কামান হয়েছে এবং তাদের ইসলামে ধর্মান্তর করার প্রয়াস চালান হয়েছে। শত শত মহিলা অপহৃত হয়েছে, গ্রামগুলি সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দিয়েছে। শত শত সতীনারী নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে কুয়ায় ঝাঁপ দিয়ে বা অন্যান্য উপায়ে আত্মহনন করেছে।

যে শিখ পন্থ একদা অন্যের কন্যা উদ্ধারার্থে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল, আজ তাদের কন্যা সন্তানরা অত্যাচারীর হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। জেনে রাখুন, এ তো পাকিস্তানী শাসনের ক্ষুদ্র নমুনা; অপেক্ষায় থাকুন আরও ভয়ঙ্কর ঘটনাবলীর জন্য।"

এই বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারী ছিলেন ঃ মাস্টার তারা সিং, বাবা হরকিষণ সিং, বাঘ সিং, যোগিন্দর সিং মান, গুরবচন সিং, ইন্দার সিং, জাঠেদার মোহন সিং, বলদেব সিং, হুকম সিং, উজ্জ্বল সিং, গিয়ানী কর্তার সিং প্রমুখ শিখ নেতৃবৃন্দ।

সর্দার বলদেব সিং-এর চিঠি মাউন্টব্যাটেনকে ঃ অবিলম্বে পাঞ্জাব ভাগ চাই

"The Muslim League has made no secret of its plan of the Pakistan State. It will be based on Muslim law. The manner in which they have treated non-Muslims even while the authority of British Government still remained, clearly shows that later on there will be no room whatever for non-Muslims

in the Muslim State. In any event the life and property of Hindus and Sikhs will be wholly insecure. Therefore, in order to free the non-Muslims from the fear of an aggressive Muslim domination and to provide adequate protection for them, the Hindus and Sikhs have finally and unalterably come to the conclusion that the only solution is the immediate division of the Punjab. And the Sikhs particularly expect this division."

পাকিস্তান বিরোধীরা ইসলামের শত্রু— মিঃ জিন্না

...... While the Muslim League under the leadership of Mr. Jinnah regimented Muslim masses behind the demand for Pakistan, every imaginable artifice was employed to rouse Muslim religious fanaticism and to engender hatred of non-Muslims, who, because they opposed the League, were dubbed as "enemies of Islam" by Mr. Jinnah himself, his accredited colleagues and innumerable Muslim religious sectarian Heads. This was done in spite of everyone of them knowing that religious passions so roused were bound to result in the gravest disorders. No impartial observer of recent events doubts today that it was these wild and reckless preachments, provoking blood lust and lauding tyrants and adventurers such as Chingez Khan and Halaku Khan that have led to the abominable atrocities in the Punjab and elsewhere, bringing irreparable grief and ruin to thousands of innocent men, women and children." (চেঙ্গিশ খান ও হালাকু খানের নিষ্ঠুরতা ও নির্দয়তার উদাহরণ দিয়ে মুসলমানদের হিন্দু-শিখের রক্তপানে উত্তেজিত করা হতো।)

পাঞ্জাব ভাগের সিদ্ধান্ত ঃ ভারত ভাগের পথ-নির্দেশিকা

ইংরেজীতে 'Last straw on the camel's back' বলে একটি কথা আছে—যার ভাবার্থ সহ্যের সীমা অতিক্রম করে যাওয়া। পাঞ্জাবের পৈশাচিক ঘটনাবলীকে ভারতের বিয়োগান্ত ইতিহাসের জলবিভাজিকা বলা চলে। এই নারকীয় ঘটনাবলীতে বিচলিত কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের চিন্তা পরিহার করে সর্বপ্রথম প্রদেশভাগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ অধ্যুষিত

অঞ্চলগুলি মুসলিম লীগের করাল কবল থেকে রক্ষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করে, পাঞ্জাবের নৃশংস দাঙ্গার ও শোকাবহের মধ্যে

"During the past seven months India has witnessed many horrors and tragedies which have been enacted in the attempt to give political ends by brutal violence, murder and coercion. These attempts have failed, as all such attempts must fail, and have only led to greater violence and carnage.

The Punjab, which had thus far escaped this contagion, became six weeks ago the scene of an agitation, supported by some people in high authority, to coerce and break a popular Ministry which could not be attacked by constitutional methods. A measure of success attended this, and an attempt was made to form a Ministry dominated by the group that led the agitation. This was bitterly resented and has resulted in increased and widespread violence. There has been an orgy of murder and arson and Amritsar and Multan have been scenes of horror and devastation.

These tragic events have demonstrated that there can be no settlement of the problem in the Punjab by violence and coercion and that no arrangement based on coercion can last. Therefore it is necessary to find a way out which involves the least amount of compulsion. This would necessitate a division of the Punjab into two provinces, so that the predominantly Muslim part may be separated from the predominantly non-Muslim part.

The Working Committee command this resolution, which should work to the advantage of all the committees concerned, and lessen friction and fear and suspicion of each other. The Committee earnestly appeal to the people of the Punjab to put an end to the killing and brutality that are going on and to face the tragic situation, determined to find a solution which does not involve compulsion of any major group and which will effectively remove the causes of friction."

হত্যাকারী মুসলিম লীগের সঙ্গে নেই : হিন্দু-শিখ নেতৃবৃন্দ

মুসলিম লীগ রক্তপাতের মাধ্যমে পাকিস্তান হাসিল করতে বদ্ধ-পরিকর। পাঞ্জাবে লীগ একক ক্ষমতায় মন্ত্রিসভা গঠনে অক্ষম। অন্যান্য দলের সম্মিলিত

মন্ত্রিসভাকে সুষ্ঠুভাবে শাসনকার্য চালাতেও দেবে না। স্রেফ গুণ্ডামি ও বে-আইনী কার্যকলাপে লীগ শাসনযন্ত্র অচল করে তুলেছে। মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য কাউকে তারা মন্ত্রিসভা গঠন করতে দেবে না। তাতে রাজি না হলেই শিখ ও হিন্দুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, যাতে তারা ভয়ে লীগ মন্ত্রিসভাকে সমর্থনে বাধ্য হয়। কংগ্রেসের উপরিউক্ত প্রস্তাবের সঙ্গে কংগ্রেস ও শিখ নেতৃবৃন্দের যে যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত হয়, তাতে পাকিস্তান-পন্থী কোনও দলের প্রতিই তারা কোনও প্রকার রাজনৈতিক সমর্থন জানাতে অস্বীকার করে। বিবৃতির প্রাসঙ্গিক অংশ নিম্নরূপ ঃ

" In no circumstances we are willing to give the slightest assurance or support to the Muslim League in the formation of a Ministry, as we are opposed to Pakistan in any shape or form. It is a most extraordinary event that an administration supported by a Nationalist Coalition which is still in a majority should be dissolved and attempts should be made to set up an administration of a purely communal character which by ifself does not command a majority.

বাংলাতেও ঠিক অনুরূপ অবস্থা ছিল। মুসলিম লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। তারা তফশিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ও তার দলকে মন্ত্রিত্ব ঘুষ দিয়ে লীগ মন্ত্রিসভায় গ্রহণ করে বাংলায় একচ্ছত্র মুসলিম শাসন কায়েম করে— যার পরিণতি কলকাতা ও নোয়াখালির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কিন্তু পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ হিন্দু ও শিখদের মধ্যে এ ধরনের ঘর ভাঙানো বিভীষণের সন্ধান পায়নি।

পাঞ্জাব ভাগের দাবিতে নেহরুর ইতিবাচক মনোভাব

যা হোক, পাঞ্জাবের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে হিন্দু ও শিখ নেতারা তো সমস্যা সমাধানের একটা পথ দেখালেন। পুরো পাঞ্জাবকে তারা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে দেবেন না। সর্বনাশের কিঞ্চিৎ রক্ষা হিসাবে তারা পাঞ্জাব ভাগেও রাজী। পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখদের এই মনোভাব জানিয়ে জহরলাল লর্ড ওয়াভেলকে এক চিঠিতে লেখেন ঃ

"3. The present position is that any attempt to set up a Muslim League Ministry in the Punjab in the circumstances will not only give rise to grave apprehensions in the minds of the Sikhs, Hindus and certain others in the Punjab, but also lead to conflict. Indeed it has led to conflict on a severe scale already, and recent events have made the position worse. This apprehension and conflict are obviously due to the fact that the Muslim League openly want to make the whole of the Punjab, a

Pakistan area and wish to use a League Ministry to that end." (09.03.'47)

সুতরাং ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পাঞ্জাব ভাগ করার মধ্যেই যে পাঞ্জাব সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে জহরলাল সেকথা স্পষ্টাক্ষরে ওয়াভেলকে জানিয়ে দেন ঃ

"... a proper and fair solution of this difficulty appears to be the division of the Punjab into a predominantly Muslim area and a predominantly non-Muslim area. The Congress has recommended this and I understand that the Sikhs are also agreeable to it and indeed desire it."

তখন ভারত ভাগ সম্পর্কে অনমনীয় কংগ্রেস পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখদের চাপে সরকারী ভাবে প্রদেশ ভাগের দাবি তোলায় ব্রিটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা হকচকিয়ে গেলেন। তাদের বিভেদ নীতির টোপ গিলে মুসলিম লীগ পুরো পাঞ্জাব ও বাংলা সমেত পাকিস্তান হাসিল করার সুখস্বপ্নে বিভোর ছিল। এখন হঠাৎ পাঞ্জাব ভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করে কংগ্রেস লীগের বাড়াভাতে ছাই দেওয়ার ব্যবস্থা করলে ব্রিটিশ ও লীগ উভয় গোষ্ঠীরই জোঁকের মুখে নুনের মতো অবস্থা। পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ই. জেনকিনস্—যিনি লীগ ও অ-লীগ দলগুলির মধ্যে যথাসম্ভব নিরপেক্ষতা বজায় রেখে কাজ করছিলেন এবং সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশের গভর্নরদের মতো কিংবা বাংলার গভর্নর স্যার জন হার্বার্টের মতো মুসলিম লীগের পক্ষাবলম্বন করে অ-মুসলিম লীগ সরকারগুলিকে উদ্বাস্তু করতে রাজী ছিলেন না— তিনি পাঞ্জাবে হিন্দু-শিখ হত্যার অন্যতম হোতা গজনফর আলি খানকে সরাসরি অভিযুক্ত করেছিলেন।

গজনফর আলির ঔদাসীন্যে গভর্নর স্তম্ভিত

গজনফর আলি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে ইনিয়ে বিনিয়ে, কুকীর্তির সাফাই গাইতে থাকেন। এবং পাঞ্জাবে শান্তি স্থাপনে অবাস্তব সব প্রস্তাব দিতে থাকলে ধৈর্যহারা জেনকিংস তার মুখের উপর কিছু অপ্রিয় সত্য কথা ছুঁড়ে দেন। কোনও ব্রিটিশ কর্মচারীর মুখ থেকে লীগ নেতারা এ ধরনের রূঢ় কথা শুনতে অভ্যস্ত ছিল না ঃ

"Raja Ghazanfar Ali came to see me at 4 p.m. today. He opened in rather a complacent way about the riots in the Rawalpindi and Attock districts and in the Chakwal Sub-

Division. He took great credit for having kept Gujrat and the greater part of Jhelum quiet. He scoured the idea that the outbreak was organised or that the League had anything to do with it.

He worked gradually up to the suggestion that I might now put a Muslim League Ministry into power. He suggested a general election and said that this would give the electorate an opportunity of deciding whether the Punjab should be partitioned or not.

He expressed some apprehension about the new Central Ordinance. He said that the very wide powers which it gave to the Army might lead to further communal trouble, which would extend to the Amy itself—for example, if a non-Muslim N. C. O. were to fire on Muslims or to search Muslim houses in villages with strong Military connections, the resentment would spread to men from that village serving in the Army."

এই পৈশাচিক বর্বরতা মুসলিম লীগের পরিকল্পিত ঃ পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখরা মুসলমানদের জন্তুজানোয়ারেরও অধম মনে করে ঃ মুসলিম লীগকে ক্ষমতাসীন করার আগে আমি পদত্যাগ করব ঃ কোনও ব্রিটিশ অফিসার এধরনের মন্ত্রীদের অধীনে কাজ করবে কিনা সন্দেহ —স্যার ই. জেনকিংস্।

"2. I was exasperated by Raja Ghazanfar Ali's complacency and dealt with him rather roughly. I said he did not appear to realise that what had occurred in Rawalpindi, Attock and the Chakwal Sub-Division was a general massacre of a most beastly kind. He could suggest, as he had suggested, in dealing with the conspiracy theory that the non-Muslims had been provocative, but the provocation was certainly not such as to justify the slaughter and savagery that had occurred.

As regards a Muslim League Government, I said I would resign sooner than see one in office at this juncture, and I thought practically every British officer in the Punjab would do the same. The massacre had been conducted in the name of the Muslim League, and senior Military Officers thought that it had been carefully

planned and organised. Non-Muslims with some justice now regarded the Muslims as little better than animals, and for my own part I thought that British officers would find it difficult to work with or under such people.

I could see no object whatever in a general election. It would not alter the basic position that no single community could rule the Punjab except by actual conquest. If a Muslim League Government took office, there would be immediate fighting, and the Government would find it impossible to hold even a single session of the Assembly. I considered Raja Ghazanfar Ali's political views so irresponsible as to be hardly worth discussing."

What Pujab things today, Bengal thinks tomorrow

রাজা গজনফর আলির রাজনৈতিক মতামত এতই দায়িত্বজ্ঞানশূন্য যে তা আলোচনারও অযোগ্য বলে স্যার জেনকিংস্ মন্তব্য করেন। তিনি গজনফর আলিকে স্পষ্টভাষায় বলেন যে মূর্খতা এবং মন্দ নেতৃত্বই লীগের প্রধান সমস্যা। নিজেদের পাঞ্জাবে শাসকের জাত বলে জাহির করা এবং মুসলিম লীগ ছাড়া অন্যান্য পাঞ্জাবীদের সমচক্ষে না দেখার প্রবণতাই হিন্দু-শিখদের পাঞ্জাব ভাগের দাবি তুলতে ইন্ধন জুগিয়েছে। এবং তাদের পাকিস্তান দাবির মূলেই কুঠারাঘাত করেছে। এ বিষয়ে তিনি মিঃ জিন্নার অদূরদর্শিতার প্রতি কটাক্ষ করতেও ছাড়েননি ঃ

"I said that the troubles of the Muslim League were due to folly and bad leadership. The League had given the impression that the Muslims were a kind of ruling race in the Punjab and would be good enough to treat with generosity their fellow Punjabis, such as the Sikhs, when their rule was established. They could not explain what they meant by "Pakistan", and unless they were prepared to deal with other Punjabis as equals, they would make no progress at all. It was a ludicrous position in which the so-called League leaders had to take orders from Bombay from a person entirely ignorant of Punjab conditions." 20.3.47.

বাংলা ও পাঞ্জাবের মতো শক্তিশালী সংখ্যালঘু অধ্যুষিত প্রদেশে

সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়ে পুরো প্রদেশের পাকিস্তানভূক্তির দাবি যে ধোপে টিকে না, কংগ্রেসের পাঞ্জাব ভাগের প্রস্তাবই লীগ ও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হল।

পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখরা মুসলমানদের পশুরও অধম মনে করে

আর পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখরা যে তথাকার মুসলমানদের জন্তুরও অধম মনে করে, তা তারা তাদের ব্যবহারেই প্রমাণ করেছে। "যাহারা খুন হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত শিশু ছেলে, তাহাদের পা দুটি ধরিয়া দেওয়ালের গায়ে আছাড় মারা হইয়াছে। আর মেয়েদের ঐভাবে মারিবার আগে ধর্ষণ করিয়া নেওয়া হইত। আর তাহারা যদি কিশোরী বা তরুণী হইতেন, তাহলে তাহাদের ধর্ষণ করিবার পর তাহাদের স্তন কাটিয়া ফেলা হইত। যদি এদের মধ্যে কেউ সন্তানসম্ভবা থাকিত তাহলে ধর্ষণের পর তাহাদের পেট চিরিয়া ফেলা হইত।"

(Last Days of Britisth Raj-Leonard Mosley)

গজনফর আলি বোধ হয় কোনও ব্রিটিশ গভর্নরের মুখ থেকে এরকম চাঁছাছোলা বক্তব্য আশা করেনি। গজনফর আলি জিন্নার পক্ষ নিয়ে সাফাই গাইতে থাকলে জেনকিংস তাতে কোন গুরুত্বই দেননি। পাঞ্জাবের অখণ্ডতা বজায় রাখা যে কঠিন হবে হিন্দু-শিখ নেতাদের কথাবার্তা থেকেও তিনি তার আঁচ পেয়েছেন। এভাবেই গজনফরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার শেষ হয় ঃ

"As the end of the interview Raja Ghazanfar Ali said that I had distorted and misrepresented the League's views and that he would send me a number of statements by Mr. Jinnah showing he had never intended to treat the minorities, and particularly the Sikhs, in the way I suggested. I said the first task now was to restore order. I could not prevent the League making further blunders. They had already fooled away a kingdom, and it would in my judgment be futile now to attempt any final solution of the Punjab problem until feelings had settled down. The League did not seem to realise that the non-Muslims regarded the Muslims of Rawalpindi and Attock as little better than beasts, and hated the League profoundly."

বিঃ দ্রঃ ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি "Transfer of Power" থেকে গৃহীত।

একাদশ অধ্যায়

বিভক্ত ভারত, অবিভক্ত বাংলা ঃ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রয়াস ঃ সুরাবর্দীর ফাঁদে শরৎচন্দ্র বসু ও কিরণশঙ্কর-রায় বারোজের ঘটকালি

যুক্তবঙ্গের মিলন বাঁশী ঃ ঘটকালিতে বারোজ

২০শে ফেব্রুয়ারী '৪৭ তারিখের সরকারী ঘোষণায় কংগ্রেস-লীগ ক্ষমতা গ্রহণ সম্পর্কে একমত হতে না পারলে প্রদেশগুলির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ইঙ্গিত দেখতে পেয়েই শিখেরা যেমন পাঞ্জাব ভাগের দাবি তুলেছে, সুরাবর্দীও বাংলায় মুসলিম লীগের হাতে শাসনক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনায় উল্লসিত হয়ে ওঠেন এবং কিরণশঙ্কর রায়ের সঙ্গে যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনায় মেতে ওঠেন। ঘটকালির দায়িত্ব নিলেন গভর্নর বারোজ সাহেব।

২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণাতেই ভারতভাগের সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট ছাপ দেখতে পাওয়া যায়। জিন্নার তো আহ্লাদের সীমা নেই, কিন্তু পাঞ্জাবী হিন্দু-শিখেরা পাঞ্জাব ভাগের দাবি তুললে এবং কংগ্রেস সে দাবি সমর্থন করলে জিন্নার টনক নড়তে থাকে। দেশভাগের দাবিতে সারা ভারতে তিনি হিংসা-বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়েছিলেন; আর সে প্রজ্বলিত অগ্নি প্রদেশ ভাগের দাবি রূপে তার দিকেই বুমেরাং হয়ে ফিরে এল। কংগ্রেসের পাঞ্জাব ভাগ দাবির মধ্যে ভারতভাগের সম্মতির আঁচ পেয়েই শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা বাংলাভাগের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়। মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; তাঁর পেছনে দাঁড়ান বাংলার বুদ্ধিজীবিগণ।

বারোজের খপ্পরে কিরণশঙ্কর রায় ঃ হিন্দুরা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করবে

বাংলাভাগের দাবি জোরদার হতেই কিরণশঙ্কর রায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বারোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (৫ই মার্চ '৪৭)। বারোজ রায়ের কাছে 'স্বাধীন বাংলা' সম্পর্কে বাংলার হিন্দুদের মতামত জানতে চান। রায় তাঁকে জানান হিন্দুরা মুসলিম লীগ শাসনের উপর এমনই বিক্ষুব্ধ যে তারা স্বাধীন যুক্তবঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় আন্দোলন গড়ে তুলবে এবং বর্তমান লীগ সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে সমান্তরাল শাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানাবে ঃ

".......The Hindus would probably .... launch a passive resis-

tance movement, refuse to pay any tax to the existing Government of Bengal and set up a parallel Government of their own to which they would pay taxes."

রায়ের সামনে মন্ত্রিত্বের টোপ

বারোজ সুরাবর্দীর সাম্প্রতিক বক্তৃতা ও বিবৃতির উল্লেখ করে রায়কে বলেন — তাঁর ও তাঁর দলের উচিত হবে প্রধান মন্ত্রীর সঙ্গে বোঝাপড়া করে সারা ভারতের ক্ষেত্রে যাই ঘটুক সে দিকে দৃক্‌পাত না করে, বাংলায় মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করে স্বাধীন যুক্ত বাংলা গঠনের চেষ্টা করা ঃ

" (Burrows) suggested that the proper course for Mr. Roy and his party to adopt was to be reasonable and to meet the Chief Minister more than half-way so that a Coalition Government could be set up in Bengal irrespective of what happened in the rest of India to enable a peaceful transfer of power to be made."

রায় জবাবে বলেন যদি তা করার সম্ভাবনা থাকে তাহলে তিনি ও তাঁর দল খুশির উপর খুশি হবেন এবং মন্ত্রিসংখ্যা নির্ধারণ ও দপ্তর বণ্টনের দায়িত্ব তাঁরা বারোজের উপর ছেড়ে দিতে রাজী আছেন ঃ

"Mr. K. S. Roy replied that if that could be accomplished he and those for whom he spoke would be more than satisfied and he added that they would be content to leave the issues of the number and distribution of portfolios in such a Coalition Government in the hands of the Governor."

এ না হলে আর কংগ্রেসী হিন্দু! মুসলিম রাজনীতির রীতিচরিত্র সম্পর্কে কণামাত্র জ্ঞান থাকলে তিনি তৎকালীন পরিস্থিতিতে মন্ত্রিসংখ্যা নির্ধারণ ও দপ্তর বণ্টনের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বারোজের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলতে পারতেন না।

বাংলায় যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনে জিন্না অরাজী

প্রায় এক বছর বাংলার সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর মুসলিম লীগের অত্যাচার ও নির্যাতন চলছে। গভর্নর বারোজের নাকের ডগায় যে নারকীয় কাণ্ড ঘটল এবং তখনও প্রতিদিনই ঘটছে, নোয়াখালি ত্রিপুরা ঢাকা চট্টগ্রামে তখনও হিন্দু-বিরোধী

দাঙ্গা সম্পূর্ণ প্রশমিত হয়নি— প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থার সর্বাধিনায়ক হওয়া সত্ত্বেও অরাজকতা দমনে বারোজ তাঁর অঙ্গুলি উত্তোলন করেন নি; নিজের সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেননি। এখন বাংলাভাগের দাবি জোরদার হতেই তিনি বাংলার অখণ্ড ভাষা, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির জয়গান শুরু করেছেন। এ যেন মায়ের চেয়ে মাসীর দরদ বেশী। আসল কথা বাংলায় ব্রিটিশের অর্থনৈতিক স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার আশঙ্কাতেই তিনি উদ্বিগ্ন; তাই সুরাবর্দীর কানে তিনি স্বাধীন বাংলার ফুসমন্তর দিলেন। সুরাবর্দীও নিজের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনায় তাতে মেতে উঠলেন।

বাংলায় মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনে সম্মত না হওয়ার জন্য আজকাল অনেকেই হিন্দু নেতাদের দোষারোপ করে থাকে। কিন্তু আদতে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তানের খোদকার স্বয়ং জিন্নাই বাংলায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী মুসলিম লীগকে হিন্দুদের সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনে অনুমতি দিতে রাজী ছিলেন না। ২৮শে মার্চ '৪৭ তারিখে ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী ও অন্যান্য রাজপুরুষদের এক বৈঠকের কার্য বিবরণীতে দেখা যায় ঃ

"This proposal had not, however, been acceptable to Mr. Jinnah, and the Congress demands had been excessive."

কংগ্রেসের দাবি 'excessive' হওয়া স্বাভাবিক; কারণ হিন্দুদের গায়ের আঘাত তখনও শুকায়নি। বরং নিত্যনূতন আঘাত চলছেই। এমতাবস্থায় যুক্ত মন্ত্রিসভার সম্ভবনা দূর অস্ত্ ঃ

"In the circumstances, the prospect of securing an effective coalition were remote."

দাঙ্গার তদন্তে বিহারের বেলায় হাঁ—নোয়াখালির বেলায় না

দাঙ্গাহাঙ্গামা সম্পর্কে সুরাবর্দীর দৃষ্টিভঙ্গীর তখনও কোন পরিবর্তন ঘটেনি। তিনি বিহারের দাঙ্গা সম্পর্কে তদন্ত চান; কিন্তু নোয়াখালি ত্রিপুরার দাঙ্গা সম্পর্কে নিরুত্তর। মাউন্টব্যাটেন বারোজকে লিখছেন ঃ

"I understand Suhrawardy has been pressing for enquiry into Bihar riots, but does not wish to accept simultaneous enquiry into East Bengal riots at Noakhali and Tipperah." (1.4.47)

অথচ কে না জানে যে বিহারের কংগ্রেস সরকার ও কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ কঠোর হস্তে বিহারের দাঙ্গা দমন করেন এবং পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতেই ছয় শতাধিক হিন্দু নিহত হয়। আর কলকাতা ও নোয়াখালি-ত্রিপুরার দাঙ্গায়

পুলিশ-মিলিটারির গুলিতে ৫০ জনও মুসলমান দাঙ্গাকারী মারা গেছে কিনা সন্দেহ। দাঙ্গা দমনে দু'টি পরস্পর-বিরোধী রাজনৈতিক দলের পরিচালনাধীন প্রাদেশিক সরকারের শাসন ব্যবস্থার এই হল প্রকৃতিগত তফাত।

পাকিস্তান মেনে নেওয়া ছাড়া বিকল্প পথ নেই— জিন্না

১২ই মার্চ '৪৭ তারিখে জিন্না বোম্বাইতে এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন 'পাকিস্তান' মেনে নেওয়া ছাড়া ভারতীয় সমস্যা সমাধানের বিকল্প কোনও পথ নেই ঃ

"At a Press Conference in Bombay (on 12. 3. 47) Mr. Jinnah was reported as saying that there was no other solution which would be a credit and honour to the millions of Muslims of India except Pakistan.

Mr. Jinnah continued : We have got to stand on our own legs. Our ideology, our goal, our basic and fundamental principles and our programmes are not only different from the Hindu Organisations but are in conflict. It is obvious, therefore, that the two cannot be put together and work in co-operation.

There is no common ground for co-operation or harmonious working.... Let us (Muslims) move and move together and, Insha Allah, (God willing) we shall have Pakistan."

একদা হিন্দু-মুসলিম মিলনের দূত বলে কথিত জিন্নার মুখে কি মধুর মিলনগীতি!

পাঞ্জাব ভাগ হলে বাংলাভাগ ঠেকান যাবে না

২৫শে মার্চ '৪৭ তারিখে মাউন্টব্যাটেন তাঁর পরামর্শদাতাদের সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে বলেন পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক শান্তির স্বার্থে ধর্মীয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাঞ্জাবকে সাময়িকভাবে তিনভাগে ভাগ করে তিনটি সরকারের হাতে শাসনভার অর্পণের প্রস্তাব নেহরু দিয়েছেন। এদিকে স্থায়ী বা অস্থায়ী যে কোনওভাবে পাঞ্জাব ভাগের বিরোধী মিঃ জিন্না। তিনি পুরো পাঞ্জাব মুসলিম লীগের শাসনাধীনে রাখতে চান। কিন্তু হিন্দু ও শিখেরা কোনও মতেই পুরো পাঞ্জাবের শাসনভার মুসলিম লীগের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী নয়, কারণ তাদের হাতে হিন্দু শিখদের ধনপ্রাণের নিরাপত্তা নেই। সেই বৈঠকে মিঃ অ্যাবেল বলেন যে একবার পাঞ্জাব ভাগে রাজী হলেই আর বাংলাভাগ ঠেকান যাবে না ঃ

"Mr. Abell gave his opinion that the partition of Bengal was almost bound to follow any partition in the Punjab."

বাংলাভাগের দাবি জোরদার ঃ শ্যামাপ্রসাদের উপর বিরক্ত গান্ধীজী ঃ শরৎ বসুর নিন্দা

শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা বাংলাভাগের দাবিতে মুখর হতেই গান্ধীজী তাঁর ক্ষোভ গোপন রাখতে পারেন নি। আন্দোলন যখন ক্রমেই জোরদার হচ্ছে; তখন তিনি ও শরৎ বসু একযোগে শ্যামাপ্রসাদ ও হিন্দু মহাসভার নিন্দা করতে লাগলেন। বারোজ ওয়াভেলকে জানাচ্ছেন ঃ

"The movement for partitioning Bengal is gathering momentum. Hindu opinion is at present very divided. For once Sarat Bose and Gandhi see eye to eye, and both condemn the movement, of which Syamaprasad Mookerjee and the Hindu Mahasabha are the chief protagonists." (19.3.47)

সুরাবর্দীর উদাত্ত আহ্বান ঃ চেলাদের ঠেলা সামলাবে কে?

এদিকে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করলে স্বাধীন বাংলা যে এক সুখী সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হবে, সুরাবর্দী সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। তাঁর দুজন সহকর্মীও তাঁর সঙ্গে সুর মেলালেন ঃ

"Suhrawardy has made a number of speeches on the subject, his line being that Bengal must be independent of the Centre, that Hindu and Muslim Bengalis must work in harmony for the common prosperity of the Province and that one-party rule in this and other Provinces must end. His sentiments have been echoed by two of his colleagues.."

এ পর্যন্ত তো শুনতে বড় মধুর লাগে। হিন্দু ও মুসলমান বাঙালী মিলেমিশে সুখী-সমৃদ্ধ বাংলা গড়ে তুলবে— সুরাবর্দীর মুখে একথা শুনতে কার না আহ্লাদ হয়। কিন্তু তারপরেই ছোট অক্ষরে বিরাট 'but'. এতদিন ধরে যে মুসলিম জনতাকে হিন্দুদের উপর যথেচ্ছাচারের অধিকার সমেত পাকিস্তান নামে শরিয়তী বাংলা গড়ে তোলার মাদক পান করান হয়েছিল, তাদের কর্ণে হঠাৎ এই সোনার বাংলার ডাক বেসুরো বাজারই কথা। ইসলামী বাংলায় হিন্দুরা 'জিম্মি' হিসাবেই থাকবে। ইচ্ছামতো তাদের বিষয় সম্পত্তি দখল করা যাবে, বাধা দিতে এলে কোতল করা যাবে, তাদের খুপসুরত মেয়ে বৌগুলিকে কেড়ে নেওয়া যাবে, তার জন্য থানা পুলিশ করার সাহস হবে না হিন্দুদের; হলেও শরিয়তী রীতি অনুযায়ী মুসলমান দারোগা তা কানে শুনবে না, মুসলমান জজসাহেব তা চোখে দেখবে না; এমন

খোয়াবের পাকিস্তানের বদলে হিন্দুদের সঙ্গে মিলেঝুলে আজাদ বাংলা! যাদের দুশমন বলে বুকে ছোরা মারতে শেখান হয়েছিল, তাদের দোস্ত বলে বুকে জড়িয়ে ধরা! ব্যাপারটা যে মুসলিম লীগের চেলা চামুণ্ডাদের পক্ষে হজম করা বেশ শক্ত তা বারোজের নজর এড়ায়নি। তিনি লিখেছেন ঃ

"...but I doubt if the rank and file of the Party have the vision to realise that they cannot hope by means of their present political power (which is to some extent the artificial creation of British rule) to dominate the Hindus with whom the economic power still rests"

কী সাংঘাতিক কথা! ব্রিটিশ শক্তির বিদায়লগ্নে বন্ধনী মধ্যস্থ বাক্যে বারোজ স্বীকার করলেন যে বাংলায় মুসলমানদের কৃত্রিম উপায়ে ক্ষমতাসীন করার জন্য ব্রিটিশ সরকার হিন্দুদের ন্যায্য রাজনৈতিক অধিকার অন্যায়ভাবে খর্ব করেছে— যা কালক্রমে হিন্দু মুসলমান বিভেদের বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে।

যাহোক, মেকী হলেও সুরাবর্দীর এই হঠাৎ রাজনৈতিক উদারতায় মুসলিম লীগের দলপতিরা অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং তার বক্তব্যের ব্যাখ্যা চেয়ে বসেন। সুরাবর্দী তখন ঢোক গিলে বলেন যে বাংলায় লীগ-কংগ্রেস যুক্ত মন্ত্রিসভার কথা তিনি এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বলেছেন যে, তাহলে ভারতের অন্যান্য কংগ্রেসশাসিত প্রদেশেও কংগ্রেস-লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভার পথ সুগম হবে ঃ

"I see that possibly under pressure from the Party, Suhrawardy had to 'explain' that when he speaks of a League–Congress Coalition in Bengal, he is assuming Coalitions in other (Congress–dominated) Provinces too..."

বঙ্গভঙ্গ কি স্বাধীন যুক্তবঙ্গ—কংগ্রেসীরা দ্বিধায়

২২ মার্চ বারোজ-কিরণশঙ্কর আলোচনার উপর এক 'নোট' তৈরি করেন বারোজের সেক্রেটারী মিঃ টাইসন। সেটি মাউন্টব্যাটেনের সেক্রেটারী মিঃ অ্যাবেলের কাছে পাঠান। তাতে তিনি বাংলায় হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে আলাদা প্রদেশ গঠন সম্পর্কে হিন্দু মহাসভা নেতাদের আন্দোলন প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"As you probably know the proposal for a separate West Bengal is at present primarily a Hindu Mahasabha idea, the Congress Party is not yet committed to it and opinion among Hindus in Bengal is still very divided. So far as we know, K.S. Roy himself has not publicly committed himself to any scheme of

this kind, though it is obvious from his visit to His Excellency he sees and is ready to exploit the bargaining value of the movement vis-a-vis Suhrawardy's pleas for an independent Bengal in which the 45% Hindu element will have their fair share."

বাংলাভাগের দাবির প্রতি কিছু সংখ্যক কংগ্রেস নেতারও যে মৌন সমর্থন রয়েছে তা অজানা ছিল না। কিন্তু তখনও ভারত ভাগ সম্পর্কে চূড়ান্ত এবং তার ফলশ্রুতি হিসাবে প্রদেশ তথা বাংলাভাগ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতাদের অভিমত জানতে না পারায় তারা প্রকাশ্যে সে আন্দোলনে সামিল হতে পারেননি। কিরণশঙ্কর বাংলাভাগ সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশ্যে না জানালেও সুরাবর্দীর স্বাধীন যুক্তবাংলায় ৪৫ শতাংশ হিন্দুর স্বার্থ সংরক্ষণে দর কষাকষির উদ্দেশ্যেই বাংলা ভাগ সম্পর্কে ইতিবাচক মনোভাব দেখিয়েছিলেন।

মঞ্চে এবার মাউন্টব্যাটেন ঃ পার্শ্ব চরিত্রে নেহরু

১৯৪৭ সালের ২৪শে মার্চ লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের শেষ ভাইসরয় তথা গভর্নর জেনারেল হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ৩০শে জুনের মধ্যে যে কোনওভাবে ভারতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফরমান নিয়ে এসেছেন। এদেশে এসেই একে এ ক তিনি ভারতীয় রাজনৈতিকদলের নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রসঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। ১লা এপ্রিল '৪৭ তারিখে নেহরু ও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার ঘটে। আলোচনা প্রসঙ্গে পাঞ্জাব ও বাংলাভাগের প্রসঙ্গ ওঠে। এ প্রসঙ্গ মাউন্টব্যাটেন তাঁর 'নোটে' লেখেন ঃ

"We next discussed the partition of the Punjab .... He linked the question of partition of Bengal with that of the Punjab. He had not yet had the opportunity of discussing with Mr. Gandhi his reasons for opposing the Congress resolutions on partition; but he realised that Mr. Gandhi was immensely keen on a unified India, at any immediate cost for the benefit or the long term future."

গান্ধীজী তো আপাত যে কোনও মূল্যে ভারতের অখণ্ডতা বজায় রাখতে চান সুদূর ভবিষ্যতের মঙ্গলার্থে; কিন্তু সে মূল্যটি যে কি, তা তিনিও বাতলাতে পারেননি। তিনি তো বারে বারে জিন্নার কাছে ধর্না দিয়ে বৃথা কান্নাই কেঁদেছেন, মুসলমানদের চোখে জিন্নার দাম বাড়িয়েছেন, তাঁর অহমিকা বৃদ্ধিতে মদত দিয়েছেন; কিন্তু জিন্নার মন গলাতে পারেননি। উপরন্তু জিন্না তাঁকে হিন্দু নেতা বলে, কুচক্রী বলে, কটূক্তি করেছেন। 'কায়েদে আজম'' সম্বোধনের জবাব দিয়েছেন 'মিঃ গান্ধী' বলে।

জিন্না-মাউন্টব্যাটেন সাক্ষাৎকার ঃ পাকিস্তান না পেলে রক্তপাত চলছে, চলবে— জিন্না

৯ই এপ্রিল '৪৭ তারিখে জিন্না ও মাউন্টব্যাটেন এক বৈঠকে মিলিত হন। মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় সমস্যার সমাধানকল্পে তাঁর মতামত জানতে চাইলে জিন্না বলেন ঃ

".....no other solution except full Pakistan could possibly bring peace to India, since anything less would be sure to produce further strife and bloodshed."

জিন্না নিজেই যেখানে বলছেন পাকিস্তান না হলে আরও সংঘর্ষ এবং রক্তপাত ঘটবে, সেখানে অন্য কে কি বললেন সে খোঁজে আর প্রয়োজন আছে কি? শুধুমাত্র সমতলবাসী রাজনীতি সচেতন মুসলমানরা নয়, সীমান্ত প্রদেশের উপজাতি মুসলমানরা যাদের সঙ্গে রাজনীতির কোনও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই এবং যাদের শান্ত রাখতে ব্রিটিশ সরকারকে বৎসরে সাড়ে তিন কোটি টাকা উপজাতি সর্দারদের খেলাত দিতে হয়, তারাও পাকিস্তানী প্রেমে কেমন ডগমগ হয়ে পড়েছে তার উল্লেখ করে জিন্না সগর্বে বলেন ঃ

"He (Jinnah) gave as an example the Islamic college, which though 15 miles from Peshawar in the jungle, and full of valuables and so on, one would have thought, a natural target for tribal raiders, had never been attacked in 30 years, simply because it was a Muslim College."

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, এই সাক্ষাৎকারের কিছুদিন আগেই অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম প্রধান হিসাবে ঐ সীমান্ত অঞ্চল পরিদর্শন এবং উপজাতি মুসলমানদের সঙ্গে মোলাকাত ও মহব্বত করতে গিয়ে জহরলাল ইঁটপাটকেল খেয়ে পালিয়ে বেঁচেছিলেন—মুসলিম লীগের প্ররোচনাতেই।

জিন্না আরও বলেন, সৃষ্টিলগ্ন থেকেই পাকিস্তানের নিজস্ব সৈন্যবাহিনী থাকা চাই-ই, এবং সৈন্যবাহিনী ছাড়া কিছুই তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবে না ঃ

"He said that the "Begin all and ead all" of Pakistan was to have their own army, and nothing short of this could possibly satisfy them."

খোদাতালা জিন্না ও পাকিস্তানের সে আশা সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করেছেন। আজও পাকিস্তানে মিলিটারি ট্র্যাডিশন সমানভাবে চলছে!

আমাকে পোকাকাটা পাকিস্তান দেবেন না ঃ জিন্নার কাতরোক্তি

ক্ষমতা হস্তান্তরের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে অটুট রাখার সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হয়েও জিন্না আবার মাউন্টব্যাটেনকে অনুরোধ করেন তাকে যেন 'পোকাকাটা' (moth-eaten) পাকিস্তান না দেওয়া হয় ঃ

"Once more he appealed to me not to give him a moth-eaten Pakistan."

তার উত্তরে মাউন্টব্যাটেনও আবার তাঁকে বলেন, তিনি দেশভাগ সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না; কারণ যে যুক্তিতে তাঁকে ভারতভাগে সম্মত হতে হচ্ছে, সেই একই যুক্তি অগ্রাহ্য করে তিনি কিভাবে প্রদেশভাগের দাবি প্রত্যাখ্যান করেন ঃ

"......and once more I pointed out that although I had not made up my mind in any way whether to agree to partition or not, I simply could not visualise being so inconsistent as to agree to the partition of India without also agreeing to partition within any provinces in which the same problem arose."

জিন্না বুঝতে পারলেন মাউন্টব্যাটেন লর্ড ওয়াভেল নন— ইনি সব সময় অশোভনভাবে লীগের কোলে ঝোল টানবেন না। মাউন্টব্যাটেনের মানসিক প্রবণতা লক্ষ্য করে জিন্না নিজেকে বিপন্ন বোধ করলেন ঃ

"He was most distressed at the way my mind was working."

আপনি আমাকে দেশভাগে বাধ্য করবেন না ঃ জিন্নাকে মাউন্টব্যাটেন

জিন্নাকে এই বিমূঢ় অবস্থায় ফেলে মাউন্টব্যাটেন তাঁকে বলেন, "আপনি আমাকে অখণ্ড ভারতের ভাবনা পরিহার করতে বাধ্য করছেন। এটা আমার কাছে অত্যন্ত শোকাবহ ব্যাপার। আমি তাঁর কাছে অখণ্ড ভারতের এক মনোহর ছবি তুলে ধরলাম— যেখানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে ৪০ কোটি ভারতবাসী এক কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে একই একতা বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ক্রমবর্ধমান শিল্পায়নের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষেত্রে বলীয়ান হয়ে একক বৃহত্তম উন্নতিশীল দেশ হিসাবে দূরপ্রাচ্যে বিশ্বব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ঃ

"I told him that I regard it as a very great tragedy that he should be trying to force me to give up the idea of a united India. I painted a picture of the greatness that India could achieve, four hundred million people of different races and creeds, all bound

together by a central Union Government, with all the economic strength that would accrue to them from increased industrialisation, playing a great part in world affairs as the most progressive single entity in the far east."

আপনি দেশভাগ চাইলে প্রদেশভাগ ঠেকাব কি করে? — মাউন্টব্যাটেন

কিন্তু বৃথা এ সাধনা ধীমান! ভবী ভুলবার নয়। জিন্না তাঁর দাবিতে অচল অনড়। মাউন্টব্যাটেন মন্তব্য করছেন জিন্না তাঁর মানসরাজ্য পাকিস্তান সম্পর্কে এক কল্প-জগতে বাস করছেন। তিনি যখন বাস্তবের মুখোমুখি হবেন তখন তাঁকে জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাতের জন্য তৈরি থাকতে হবে। তিনি পরিষ্কার ভাষায় জিন্নাকে বলেছিলেন ঃ

"You claim the right of a large minority people to partition on a big scale. If I grant you this, how can I refuse Congress, who will press for exactly the same right for the large Hindu minorities in the Punjab and Bengal to be partitoned? .... Mr. Jinnah's main point being that I must make his Pakistan "viable'. (11.4.47).

জিন্না কোনও যুক্তি-তর্কের ধার ধারেন না। তাঁর একমাত্র কথা তাঁকে 'সচ্ছল' পাকিস্তান দিতে হবে।

জিন্না অনড় ঃ অস্ত্রোপচার করতেই হবে

এক সপ্তাহে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নার ছ'বার সাক্ষাৎকার ঘটে। জিন্নাকে তিনি মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে আবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করেন। কিন্তু জিন্না ভারতভাগ করে পাকিস্তান বানানো ছাড়া আর কোনও প্রস্তাব বিবেচনা করতে নারাজ; পাকিস্তান পেতে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ঃ

"He has made it absolutely clear that the Muslim League will not in any circumstances reconsider the Cabinet Mission plan and he is intent on having Pakistan".

মাউন্টব্যাটেনের অন্যতম পরামর্শদাতা মিঃ ইজমে যখন তাঁর সামনে উভয়ের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে তৈরি নকশাখানা তুলে ধরেন, তখন জিন্না বলেন— "That is your scheme, not mine."

জিন্নাকে যখন তাঁর নক্শা এবং কিভাবে সে নক্শা বাস্তবায়িত করা হবে তা ব্যাখ্যা করতে বলা হল, তখন তিনি বললেন ঃ

"You must carry out a surgical operation; cut India and its army firmly in half and give me the half that belongs to the Muslim League."

অর্থাৎ আপনাকে অস্ত্রোপচার করতে হবে; ভারত ও তার সৈন্যবাহিনীকে আধাআধি ভাগ করুন এবং মুসলিম লীগের প্রাপ্য অর্ধাংশ আমাকে দিন।

মাউন্টব্যাটেন তখন তাঁকে বলছেন— আমি যদি ভারতভাগ প্রশ্নে আপনার যুক্তি মেনে নিই, তাহলে পাঞ্জাব ও বাংলাভাগের প্রশ্নে কংগ্রেসের যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারি না ঃ

"I told him that if I accepted his arguments on the need for partition of India, then I could not resist the arguments that Congress were putting forward for the partition of the Punjab and Bengal."

একথা শুনে জিন্না সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন এবং পাঞ্জাব ও বাংলার অখণ্ডতা বজায় রাখার পক্ষে নানা যুক্তি দেখান। তিনি আরও বলেন, পাঞ্জাবী ও বাঙালীরা তাদের প্রদেশভাগ খুশী মনে মেনে নিতে পারে না।

প্রত্যুত্তরে মাউন্টব্যাটেন বলেন, আপনার যুক্তি আমাকে খুবই অভিভূত করেছে এবং সে জন্যই আমি বলি— The partition of India itself would be criminal (ভারত ভাগ করাই হবে অপরাধমূলক কাজ)।

পূর্ণ সার্বভৌমত্ব সহ অখণ্ড ভারত, না পোকা-কাটা পাকিস্তান ঃ কি চান?— জিন্নাকে মাউন্টব্যাটেন

অবশেষে মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে তাঁকে যদি ভারতভাগের সুপারিশ করতেই হয়, তাহলে পাঞ্জাব ও বাংলাভাগের সুপারিশও করতে হবে। কারণ, মুসলিম লীগ যেমন হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ ভারতের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ভাগ করে নিয়ে পাকিস্তান গড়তে চাইছে, তেমনি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব ও বাংলার হিন্দু শিখরাও মুসলিম শাসনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হিন্দু শিখ অধ্যুষিত এলাকা আলাদা করে নিয়ে ভারতের সঙ্গে থাকতে চাইছে এবং তার জন্য ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেছে ঃ

"I warned him categorically that if I finally decide to recommend to his Majesty's Government that there should be partition, then that principle would be allowed right through to the Provinces and that partition would follow the boundaries of the communal majorities ; since I was convinced that the non-Muslim

communities in the Punjab and Bengal would be just as likely to fight if put under Muslim domination as Muslim Leaguers would be likely to fight under Congress domination."

সব শেষে মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে জানিয়ে দেন, যদি ভারত ভাগ করতেই হয় তাহলে খুব বেশি হলে "he would get Sind and Western Punjab for certain; the N. W. F. P. would be a doubtful starter, In the east... he would get the most useless part of Bengal, without Calcutta and if he wished it, he could have Sylhet back from Assam."

সুতরাং জিন্নার সামনে মাউন্টব্যাটেন শেষ মুহূর্তে দুটি বিকল্প প্রস্তাব রাখেন—

(i) The Cabinet Mission plan which gave him all five Provinces of Pakistan with complete autonomy and with only a very weak centre to which they would owe allegiance for three subjects which might be covered by the general term defence;

or

(ii) A very moth-eaten Pakistan, the eastern and northwestern frontier parts of which were unlikely to be economic proposition, and which would still have to come to some Centre for general defence subjects for a long while after we had left.

খণ্ড হোক তবু অখণ্ড কর্তৃত্ব চাই ঃ জিন্না

ভরতে সর্বোচ্চ ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধির মুখে একথা শোনার পর মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারেন জিন্নার আর ফেরার পথ নেই। শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে মুসলমান জনতাকে যে পাকিস্তানী ভাইরাসে আক্রান্ত করিয়েছেন, তাদের সামনে প্রতিষেধক হিসাবে ভাঙা টুটা ছিন্ন ভিন্ন যে আকৃতিরই হোক 'পাকিস্তানী বটিকা' ছুঁড়ে দিতে হবে। তাই একজন অতি উচ্চাভিলাষী অথচ অপরিণামদর্শী ও পরাজিত অধিনায়কের মতো তিনি ভগ্নকণ্ঠে আকুতি জানালেন ঃ

"I do not care how little you give me as long as you give it to me completely."

জিন্নার তখন আর কোনও উপায় ছিল না। তিনি গান্ধী নন যে নিজের ভুল ও পরাজয় খোলাখুলি স্বীকার করে নেবেন। পাক-হিস্টিরিয়াগ্রস্ত মুসলিম জনতার সামনে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব তুলে ধরলে তারা তাঁকে ছিঁড়ে খাবে। তার চেয়ে তাদের সামনে পোকা-কাটা পাকিস্তান ফেলে দিয়ে বগল বাজিয়ে কোমর দুলিয়ে নাচতে

দেওয়াই নিরাপদ—হলই বা তা নাকের বদলে নরুন ঃ ভবিষ্যতে তো পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম পাঞ্জাব এবং তৎসহ সিন্ধু ও সীমান্ত প্রদেশের হিন্দু ও শিখদের বিপুল বিষয় সম্পত্তির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার পথ খোলাই রইল। বিধর্মীর ধনসম্পদ ও নারীকে অপহরণ করলে তা তো 'গণিমতে'র মাল বলে গণ্য এবং ইসলামী অনুশাসনে ভাগবাঁটোয়ারা করে ভোগ করলে পুণ্যকর্ম বলে স্বীকৃত।

আর যে সমস্ত মুসলমান ভারতে পড়ে থাকবে? তারা নিজের নাক কেটে পাকিস্তানের যাত্রা সুগম করেছে। বিশ্বে একটি নতুন ইসলামী রাষ্ট্রের তো জন্ম হয়েছে, তাতেই তাদের আনন্দ ঃ কাদের জানি কি বধে আনন্দ!

জিন্না মানসিক বিকারগ্রস্ত ঃ মাউন্টব্যাটেন

জিন্নার সঙ্গে কয়েকবার ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয়ের পর মাউন্টব্যাটেন তাঁর যে চরিত্র অঙ্কন করে গেছেন, স্বল্প কথায় জিন্না চরিত্রের এমন অনবদ্য মূল্যায়ন আর কেউ করতে পারেনি ঃ

"I regard Jinnah as a psychopathic case; in fact until I had met him I would not have thought it possible that a man with such a complete lack of administrative knowledge or sense of responsibility could achieve or hold down so powerful a position."

বোঝাই যাচ্ছে মুসলমান সমাজে নেতৃত্ব দখল করার চাবিকাঠি মাউন্টব্যাটেনের মতো ঝানু রাজনীতিকেরও বুদ্ধির অগম্য।

মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হলেও জিন্নার পাকিস্তান চাই ঃ মাউন্টব্যাটেন

১১ই এপ্রিল তারিখেও মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে দেশভাগের বিরুদ্ধে পাখিপড়া পড়িয়েছেন, অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধার কথা বলেছেন—The enormous advantages of retaining an undivided India. তা সত্ত্বেও তিনি কেন এ সুযোগ হাতছাড়া করছেন?—Why he could wish to throw away such advantages? কিন্তু জিন্না মাউন্টব্যাটেনের কোনও যুক্তিরই উত্তর দিতে পারেন নি—"Mr. Jinnah had not been able ... to address one single feasible argument in favour of Pakistan. In fact he had offered no counter arguments."

মাউন্টব্যাটেন জিন্নাকে একথাও বলেছিলেন তিনি চাইলে তাকে তিনি অবিভক্ত ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপ্রধানের স্বীকৃতি আদায় করে দিতে এবং মুসলমানদের স্বার্থ

সংরক্ষণের গ্যারান্টি দিতেও রাজী আছেন—"He had assured Mr. Jinnah that he regarded himself as more or less the first head of the Indian State and that it was his sole intention to do whatever was best in the interest of the Indian people."

কিন্তু বরফ গলেনি। হাল ছেড়ে মাউন্টব্যাটেন বলেছিলেন—Mr. Jinnah was a Psychopathic case. He was, whatever was said, intent on his Pakistan— which could surely only result in doing the Muslims irreparable damage. (মিঃ জিন্না মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী। যে যাই বলুক তার পাকিস্তান চাই-ই, তাতে মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হয় তো হোক)। আর মুসলমানরা এমন পাক-প্রেমান্ধ ও জিন্না-অনুরাগী যে, তারা আজও জিন্না তাদের যে ক্ষতি করে গেছে তা স্বীকার করতে নারাজ কেননা জিন্না তো একটা ইসলামী (এখন দুটো) রাষ্ট্র সৃষ্টি করে গেছে! ইসলামের এত বড় সেবকের কাজের বিচার করা কি চলে?

জিন্নার এই বিকৃত মানসিকতা লক্ষ্য করেই ভারত সচিব লর্ড প্রেথিক-লরেন্স জিন্নার সঙ্গে কথাবার্তার পর মন্তব্য করেছিলেন যে, জিন্নার প্রকৃতি হল ঠিক সেই লোকটির মতো, যে নিশ্চিত হত্যার হাত থেকে রেহাই পেতে আত্মহত্যা করতে দেওয়ার জন্য জেদাজেদি করে—"He seemed to the Secretary of State like a man who know that he was going to be killed and therefore insisted on committing suicide in order to avoid it."

জিন্নার চোখে হিন্দুরা মনুষ্যেতর জীব ঃ একসঙ্গে বসবাসের অযোগ্য

লর্ড ইজমে বলেছেন, মিঃ জিন্নার মন জুড়ে রয়েছে হিন্দুদের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও হীনদৃষ্টি। হিন্দুদের তিনি মনুষ্যেতর জীব মনে করেন এবং তাদের সঙ্গে মুসলমানদের বসবাস অসম্ভব বলে বিশ্বাস করেন। "The dominating feature in Mr. Jinnah's mental structure was his loathing and contempt of the Hindus. He apparently thought that all Hindus were sub-human creatuers with whom it was impossible for the Muslim to live."

সুতরাং তিনি দেশভাগ না করিয়ে ছাড়বেন না।

দেশভাগ রোধে শেষ মুহূর্তে নেহরু আসামকে ত্যাগ করতেও রাজী ছিলেন

জিন্না তো তাঁর ভারতভাগের অশুভ দাবির আপাত সাফল্যে লম্ফঝম্পে মেদিনী প্রকম্পিত করছিলেন। মাউন্টব্যাটেনের চাপাচাপিতে কংগ্রেস শেষ মুহূর্তে

আসামের স্বার্থ বিসর্জন দিয়েও মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব নিঃশর্তে গ্রহণ করে দেশভাগ এড়াবার শেষ চেষ্টা করেছিল। অনিচ্ছা সত্ত্বে হলেও নেহরু দেশভাগের আসন্ন বিপর্যয় এড়াতে অসমীয়াদের আপত্তি অগ্রাহ্য করে 'গ্রুপ সি'তে বাংলার সঙ্গে আসামকে যোগদানে বাধ্য করতে রাজী হয়েছিলেন। আসামের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে সারা ভারতের স্বার্থ জলাঞ্জলি দেওয়া যায় না বলে মন্তব্য করেছিলেন ঃ

"Pandit Nehru gave a curt reply (to the members from Bengal) saying that Assam could not hold up the progress of the rest of India and support to Assam would mean refusal to accept the British Prime Minister's statement of December and letting loose forces of chaos and civil war."

ওদিকে গান্ধীজী কিন্তু অসমীয়া কংগ্রেস নেতাদের কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অমান্য করতে বলেছিলেন।

জিন্না নিশ্চিত মৃত্যু এড়াতে আত্মহত্যায় রাজী ঃ মাউন্টব্যাটেন হয় এদেশে থেকে যাও এবং শাসন কর, নইলে মুসলমানদের অংশ বুঝিয়ে দিয়ে কেটে পড় ঃ মাউন্টব্যাটেনকে জিন্না

এদিকে মাউন্টব্যাটেন পর্যন্ত নানাভাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে অনুরোধ-উপরোধ এমনকি সতর্কীকরণ করেও জিন্নাকে মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারলেন না। ভারত সচিবের মতে ঃ

"Mr. Jinnah was very bitter and determined. He seemed to the Secretary of State like a man who knew that he was going to be killed and therefore insisted on committing suicide in order to avoid it."

(অর্থাৎ মৃত্যু অবধারিত জেনেও তা এড়াবার জন্য আত্মহত্যা করতে উন্মুখ।)

মাউন্টব্যাটেন তখন হাল ছেড়ে দিয়েছেন। জিন্না বললেন, দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সমঝোতা অসম্ভব। তারা দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশভাগ করে দিয়ে সরে পড়ুক। মুসলমানদের ভাগে যতটুকু পড়ে—তা যত ক্ষুদ্র হোক —তাতেই তারা দিনান্তে এক মুঠো খেয়ে ফকিরের জীবন যাপন করবে ঃ

Mr. Jinnah replied that we (British) were gradually putting Muslims under the Hindu rule and that a settlement between the two communities was quite impossible. If we were going we had better go at once, preferably after dividing the country between the two communities in any way we liked. Alternatively we should

stay and continue to rule. He said we should give the Muslims their own bit of country however small it might be and they would be content to live there on one meal a day etc.

অসহায় জিন্নার আর্তনাদ ঃ এই কি লভিনু হায়!

কিন্তু প্রদেশভাগের সিদ্ধান্ত যখন পাকাপাকিভাবে স্থির হয়ে গেল, তখন জিন্নার আত্মম্ভরিতার ফাঁপান বেলুন চুপসে গেল। তিনি অসহায়ের মতো মিঃ মিভিলের হাত ধরে কাতর কণ্ঠে মাউন্টব্যাটেনকে জানাতে বললেন ঃ

"At the end of our talk he took my arm and said, I am not speaking as a Partition, but I beg you to tell Lord Mountbatten once again that he will be making a grave mistake if he agreed to the partition of Bengal and the Punjab. "I promised him I would pass on to you his message." (20-5-47)

কিন্তু জিন্নার ভোলা উচিত হয়নি যে রক্ত অনেক দূর গড়িয়েছে। মুসলিম লীগের গুণ্ডাশাহী ও মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে প্রশ্রয় দিয়ে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের 'Sole Spokesman' হবার মর্যাদা অর্জন করেছেন, ভারতভাগ না করলে ক্রমাগত 'civil war' এর হুমকি দিয়েছেন কিন্তু সেটা যে অনতিবিলম্বে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 'uncivil war'-এ পর্যবসিত হয়ে পারস্পরিক সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দেবে তা আর 'soul search' করে দেখেননি। করলে জীবনের অন্তিম লগ্নে তাঁকে আর বোম্বাইর মালাবার হিল্‌সের প্রাসাদোপম সাধের বাড়ির জন্য আক্ষেপ করতে হতো না।

এবার সুরাবর্দীর তৎপরতা ঃ বাঙালীর হৃদয়ের ক্ষত পরিমাপে অক্ষমতা

জিন্না কার্যত প্রদেশভাগ সমেত দেশভাগ স্বীকার করে নেওয়ায় সুরাবর্দী উঠে পড়ে লাগলেন অখণ্ড স্বাধীন বঙ্গ প্রকল্প রূপায়ণে। বারোজ তো এ বিষয়ে ক্রমাগত দূতিয়ালী করেই যাচ্ছেন। বাংলা ভাগ হলে পূর্ববঙ্গ যে একটা গেঁয়ো বস্তিতে পরিণত হবে তাই তার দুশ্চিন্তা। ১৫ই এপ্রিল '৪৭ তারিখে গভর্নর জেনারেলের সঙ্গে গভর্নরদের বৈঠকে বারোজের পক্ষ থেকে তাঁর সেক্রেটারী মিঃ টাইসন বলেন ঃ

"It (East Bengal) would become, in Sir Frederick Burrow's words, a "rural slum". Mr. Tyson said that the Muslims knew all this as well as the Hindus— so they felt that the object of the cry

to partition Bengal was to 'torpedo' Pakistan. He could not think of any way in which it would be possible to "sell" Eastern Bengal as a feasible proposition."

মুসলমানরা এখানেই ভুল করেছে। তারা বাঙালী হিন্দুর হৃদয়ের গভীর বেদনা পরিমাপ করতে পারেনি। হিন্দুরা পাকিস্তান ভণ্ডুল করার জন্য বাংলাভাগের দাবি তোলেনি; তুলেছে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য। আর মুসলমানদের 'পূর্ববঙ্গ' প্রস্তাব বিকানোর কোন প্রশ্নই নেই; মিঃ জিন্না ইতিপূর্বেই বাংলাভাগ গিলে বসে আছেন। মাউন্টব্যাটেন বলছেন ঃ

"His Excellency the Viceroy said that there was no question of trying to "sell" it. Mr. Jinnah had already virtually accepted the proposition. Anything that resulted in "torpedoing" Pakistan was of advantage in that it led the way back to a more common sense solution."

মাউন্টব্যাটেন টাইসনের কাছে জানতে চাইলেন জিন্না খণ্ডিত পাকিস্তানগ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন জানতে পারলে বাংলার প্রধান মন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে ঃ

"He asked what the Bengal Chief Minister's reactions were likely to be when he heard that Mr. Jinnah had accepted a truncated Pakistan."

টাইসন জানালেন এ খবর শুনলে সুরাবর্দী আতঙ্কিত হবেন এবং বাংলার স্বতন্ত্র সত্তা বজায় রাখতে যতদূর সম্ভব চেষ্টার ত্রুটি করবেন না। মাউন্টব্যাটেন তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীকে সুরাবর্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতে বললেন ঃ

"Mr. Tyson said that he thought that the Chief Minister would be very frightened and would go a long way to keep Bengal a separate unit. He was not, he believed, very keen to link u vith the North-West Muslim Provinces. He wanted to run Bengal as an independent Province with a Muslim Majority."

পাকিস্তানী-বাংলার দাবি ছেড়ে স্বাধীন বাংলা কেন?

এখানেই প্রশ্ন! সুরাবর্দী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে স্বাধীন বাংলা চান, কখনও বলেন না যে, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে বাঙালীর জন্য স্বাধীন বাংলা চান। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মুসলিম প্রদেশসমূহের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপনে তিনি যে উৎসাহী নন একথাও কখনও স্পষ্ট করে বলেননি। সুতরাং তাঁকে বিশ্বাস করতে

হিন্দুদের বাধে বই কি। কারণ, মাত্র ১২ মাস আগে দিল্লীতে নব নির্বাচিত লীগ বিধায়কদের সম্মেলনে তিনি জোসের সঙ্গে পাকিস্তান প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন ঃ

"The resolution presented by Shaheed Bhai (Suhrwardy) categorically or emphatically stated the demand for Pakistan. It said :

Whereas the Muslims are convinced that with a view to saving Muslim India from the domination of the Hindus and in order to afford them full scope to develop themselves according to their genius, it is necessary to constitute a sovereign independent state comprising Bengal and Assam in the North East Zone, and the Punjab, North West Frontier Province, Sind and Balucistan in the North West Zone".

(Huseyn Shaheed Suhrawardy—A Biography—Begum Shaista Suhrawardy Ikramullah)

হিন্দুরা স্বাধীন বাংলা চায় না ঃ চান বারোজ ও সুরাবর্দী

বারোজের শিক্ষা মতো তাঁর সেক্রেটারী মিঃ টাইসন কিন্তু তখনও স্বাধীন বাংলার পক্ষে ওকালতি করে যাচ্ছেন। তিনি অখণ্ড স্বাধীন বাংলা আর্থিক দিক থেকে কেমন সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর দাঁড়াতে পারবে তার ফিরিস্তি দিয়ে বললেন ঃ

"Mr. Tyson said that Bengal as an independent unit would be economically viable as it would receive jute and export duties as well as customs duties and income tax. He thought that the Muslim League Ministry would go a long way towards bringing in the Hindus on the basis that Bengal was to remain independent. If Bengal was not to be independent, the Muslim League Ministry would prefer to link themselves with Pakistan rather than with Hindustan. The Hindu minority in Bengal would of course prefer to go to Hindusthan."

সব কথাই তো বলা হল, কিন্তু আসল প্রশ্নটি চাপা পড়ে গেল। বাঙালী হিন্দু ও মুসলমান ভারত থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন বাংলায় এক-সঙ্গে বাস করতে পারবে; কিন্তু ভারতকে অবিভক্ত রেখে অবিভক্ত বাংলায় তাদের একত্রে বসবাসের পথে কাঁটা বিছানো হল কেন সে প্রশ্নের জবাব নেই। যেখানে মানসিক বিচ্ছিন্নতা এসে গেছে, সেখানে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা কি আর মিষ্টি কথায় ঠেকান যায়?

স্যার চন্দুলাল ত্রিবেদী বললেন—he did not believe that the Hindus in

Bengal really wanted an independent Bengal. এটিই সাচ বাত্। হিন্দুরা স্বাধীন বাংলা চায় না; ওটা চান বারোজ, ওটা চান সুরাবর্দী—"Mr. Tyson said that he believed that Sir Frederick Burrows would prefer an independent Bengal to a divided Bengal."

আলোচনায় দাঁড়ি টেনে মাউন্টব্যাটেন বলেন ঃ

"The crux of the matter was whether it was in the best interests of India to insist on the partition of Bengal or to allow it to be an independent nation. If Bengal was allowed the choice to remain independent, that would be helping towards the "Balkanisation" of India and going against everything that Congress stood for, and their sacrifice in agreeing to Pakistan. Mr. Jinnah would also object to an independent Bengal."

জিন্না স্বাধীন বাংলা প্রস্তাবে রাজী হবেন না বললেও কিছু দিন পরেই রাজী হয়ে গেলেন এবং কেন হলেন সে রহস্য ক্রমশঃ প্রকাশ্য।

মন্ত্রী মিশন প্রস্তাব মৃত ঃ যুক্ত মন্ত্রিসভার সময় হয়নি ঃ জিন্না

তবে ইতিমধ্যেই খণ্ডিত পাকিস্তান থেকে স্বাধীন যুক্তবঙ্গের নামে পূর্ব বঙ্গকেও বাদ দিতে জিন্না রাজী ছিলেন না। সুরাবর্দী এই প্রশ্নে জিন্নার সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর প্রতিক্রিয়া বারোজকে জানান। বারোজ সে কথা মাউণ্টব্যাটেনকে জানান (১৮ এপ্রিল '৪৭)। তার থেকেই জিন্নার মনোভাব স্পষ্ট ধরা পড়ে ঃ

"My Chief Minister informed me that while in Delhi this week he had put to Jinnah the strong pleas I had made to him that either the Cabinet Plan should be accepted and the League should enter the Constituent Assembly or that a very strong coalition government should be set up immediately in Bengal."

কিন্তু জিন্না দুটি প্রস্তাবেই জল ঢেলে দিয়ে বললেন ঃ

"Jinnah told Suhrawardy that he regarded the Cabinet plan as dead : that he is not accepting the Congress invitation to discuss it and that he has no intension of entering Constituent Assembly.

As regards forming a Coalition Cabinet in Bengal, Jinnah's view was that the proposal was premature."

কেন্দ্রীয় সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ

এদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত হয়েছে, তার কাজকর্ম শিকেয় ওঠার মতো অবস্থা। মুসলিম লীগের অনবরত 'রণং দেহি' মনোভাব এবং একের

পর এক নতুন নতুন দাবি উত্থাপন, প্রতিটি প্রশ্নের সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার, মুসলমান কর্মচারীদের লীগ কর্মিসুলভ আচরণে এবং সরকারী কাজকর্মে অচলাবস্থা সৃষ্টিতে তিতবিরক্ত বল্লভভাই প্যাটেল ৬ই এপ্রিল '৪৭ তারিখে মিঃ হেন্ডারসনকে এক চিঠিতে লেখেন ঃ

"It appears that the Muslim League has stiffened rather than relaxed its attitude to Pakistan. Their mood is hardly one of compromise or conciliation. It is not a question of 'give and take' on both sides but the demand for 'give' on one side and 'take' on the other. Conciliation and compromise can only be achieved when the desire is mutual but if there is only one-way traffic, only either surrender or firm stand can bring about the close of this sorry episode."

তদুপরি পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, আসাম প্রদেশে চলমান ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করে প্যাটেল বলেন যে ক্রমাগত "concession' দেবার দিন শেষ হয়েছে। এবার নিতে হবে কঠোর সিদ্ধান্ত ঃ

"Even otherwise, in view of the happenings in the Punjab and the North West Frontier Province and the direct action launched in the Frontier and Assam, opinion is fast crystallising that the days of concessions have passed. I hope His Majesty's Government will understand this attitude and will not ask for any further concessions .... we must cry a halt some time."

দেশ দ্বিখণ্ডিত হলে প্রদেশও তাই হবে ঃ মাউন্টব্যাটেন

অবশেষে তিনি মোক্ষম কথাটিই পাড়লেন। লিগের গোঁয়ার্তুমিতে যদি কোনও উপায়েই ভারতকে অখণ্ডিত না রাখা যায়, তাহলে তথাকথিত মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সমেত দেশভাগের অপ্রিয় সিদ্ধান্তই সরকারকে নিতে হবে :

"The moment has now come and if there could be no further agreement to a united India owing to League's intransigence, there is no alternative but to divide. But such division can only be brought about if, in accordance with the same principle, the so called majority Provinces are divided into predominantly Hindu and Muslim areas."

১৬ই এপ্রিল '৪৭ তারিখে গভর্নরদের বৈঠকে মাউন্টব্যাটেনও মোটামুটি একই অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রদেশগুলিকে হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান এই দুটি গণপরিষদের যে কোনও একটিতে যোগদানের স্বাধীনতা দেওয়া যেতে পারে ; কিন্তু শুধুমাত্র বাংলাকে আলাদাভাবে স্বাধীনতা দেওয়ার প্রশ্ন কোনও যুক্তিতেই ওঠে না ঃ

"He felt it would be most undesirable in many ways to give Bengal the opportunity to standing out independently."

তার কারণও ব্যাখ্যা করে মাউন্টব্যাটেন বলেন—

"Although it was obviously in many ways desirable to adhere to the principle that Provinces should choose their own future, it would be necessary to be very cautious and not to encourage too many independent nations. He had, when first formulating the principle, not clearly realised this danger."

ভাল কথা, মাউন্টব্যাটেন তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং তা স্বীকারও করেছেন। মাউন্টব্যাটেনের পরিকল্পিত নীতি কার্যে রূপায়িত হলে ভারত যে "Balkanisation"-এর পথে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেত, জহরলালই সর্বপ্রথম সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এদিকে বাংলায় কংগ্রেস-লীগ যুক্ত মন্ত্রিসভার প্রস্তাব জিন্না বাতিল করে দিলেও সুরাবর্দী-বারোজের প্রচেষ্টায় তাতে ভাঁটা পড়েনি।

বাংলায় শোচনীয় পুলিসী ব্যবস্থা ঃ পাঞ্জাব থেকে মুসলমান পুলিশ আমদানি

সরকারী ফাইলপত্রে যাই থাকুক ব্রিটিশ রাজপুরুষদের ব্যক্তিগত রিপোর্ট বা নোটে অনেক সময় রাজনৈতিক ঘটনা ও পরিস্থিতির সঠিক প্রতিফলন ঘটে। ২৪শে এপ্রিল '৪৭ তারিখে মাউন্টব্যাটেন তাঁর ব্যক্তিগত রিপোর্টে বাংলার প্রশাসনিক অবস্থার এক শোচনীয় চিত্র তুলে ধরেন ঃ

" The Police situation in Bengal is particularly deplorable. In Calcutta there were recently 1200 policemen, mainly Gurkhas as recruitment from the plains had never been resorted to. When the Inspector General asked for an increase of 50 percent, Mr. Suhrawardy, the Chief Minister, insisted that they must all be Muslims. To speed up training it was decided that they must be

ex-soldiers, and as there was none suitable in the province, 600 Punjabi Musulmans were secured from the Punjab. The latter were given preferential treatment by the Muslim Government, with the result that they have come into armed conflict with the Gurkha police men and I am afraid that the police situation may deteriorate."

বাঙালী যুবকদের উপর পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া হয়

পুলিশী ব্যবস্থার কতদূর অবনতি ঘটেছিল তা কলকাতার প্রবীণ নাগরিকরা অনেকেই আজ স্মরণ করতে পারবেন। তাদের অত্যাচারে হিন্দু যুবকদের মধ্যে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠেছিল। তারা ভদ্র গৃহস্থ বাড়িতে ঢুকে মহিলাদের শ্লীলতাহানি করতেও পেছ পা হয় নি। ১০০ নং হ্যারিসন রোডের ঘটনা এখনও পুরনো খবরের কাগজের পাতায় দেখতে পাওয়া যায়। Calcutta Riot Enquiry Committee-র কার্যবিলীতে দেখা যায় ঃ

" A system crept up in the town of arresting young Bengali boys who will be able to give evidence upon identification ." (অর্থাৎ হিন্দু যুবকদের আটক করে তদন্ত কমিটির কাছে সাক্ষ্য দান থেকে বঞ্চিত করা)।

কুখ্যাত ডেপুটি পুলিশ কমিশনার সামসুদোহার হিন্দুযুবক নিপীড়ন ঃ তাদের উচিত শিক্ষা দেবার হুমকি

"Mr. Doha has been systematically arresting Hindu youths upon identification by one single Muslim. He declared that he would teach the Hindus a lesson by that process."

এই পুলিশী অত্যাচার নিয়ে হৈ-চৈ পড়লে লীগ সরকার কাগজের উপর সেন্সর ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। মাউন্টব্যাটেন লিখেছেন ঃ

" The Muslim Government of Bengal has just imposed a pre-censorship on news comments criticising the activities of the police force in Bengal."

আর এই পাঞ্জাবী মুসলমান পুলিশবাহিনী মার্চ মাসের পাঞ্জাবের দাঙ্গায় কি ভূমিকা নিয়েছিল তা দেখা যাক ঃ

"Their (Hindu-Sikh Community) almost unanimous indictment is that the police took no steps to defend or save them and they accuse them in many cases of having even directed and

participated in the attacks. When Pandit Nehru drove out of the Refugee Camp after his visit, the cry which went up from the multitude was "Punjab Police Murdabad." I had never heard this before. I fear that the police in the rural areas have shown partiality...." (from an account by General Messervey, Goc-in-C. Northern Command).

এ তো গেল কর্মরত পুলিশের ভূমিকার কথা। এবার পেনশন-প্রাপ্ত প্রাক্তন সৈনিকদের —যাদের মধ্য থেকে সুরাবর্দী সাহেব কলকাতার জন্য ৬০০ পুলিশ সংগ্রহ করেছিলেন, পাঞ্জাবের হিন্দু-শিখ বিরোধী দাঙ্গায় ভূমিকার কথা শোনা যাক ঃ

"There is little doubt, I fear, that ex-soldiers and pensioners, some of the latter even including VCOs and Hon. Commissioned officers, have been heavily involved in many areas.... The forfeiture of pension and grants of land in the bad cases should be an excellent deterrent."

বাংলায় লীগ মন্ত্রিসভার সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীই যে কলকাতার সুদক্ষ পুলিশ প্রশাসনকে ধ্বংসের মুখে এনেছে, বারোজ সেকথা স্পষ্টভাষায় সুরাবর্দীকে জানিয়েছেন বলে মাউন্টব্যাটেনের নোটে উল্লেখ আছে ঃ

" The Governor takes the view, and has told Suhwardy that the Bengal Ministry, by unfair treatment and taking a communal line, is fast ruining the one reliable police force that Calcutta possesses which has taken the Government through all the Calcutta troubles of the past two years....."

ভাবতে অবাক লাগে এই অত্যাচারী পুলিশের পক্ষে সাফাই গাইতে দেখা যায় বর্তমানে প্রগতিশীল লেখকদের কারও কারও রচনায় (দ্রষ্টব্য ঃ 'হস্তান্তর'— শংকর ঘোষ)

মুসলিম মহিলাদের জঙ্গীপনা

ঐ নোটে আর একটি অর্থপূর্ণ মন্তব্য চোখে পড়ে। জিন্নার সংসার সামলাতেন তার ভগ্নী ফতিমা জিন্না। ভাইসরয়-পত্নী লেডি মাউন্টব্যাটেন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে কেমন মর্মাহত হয়েছেন, তাও তিনি উল্লেখ করেছেন ঃ

" She (Lady Mountbatten) also saw Miss Jinnah alone who shocked her with her threats of civil war if Pakistan were turned down."

মুসলিম মহিলারাও কেমন সাম্প্রদায়িক হয়ে উঠেছিলেন, কেমন রক্ত পিপাসু ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন, তার আরও একটি প্রমাণ উদ্ধৃত করা গেল ঃ

"সেই ছবিটার কথা মনে হত যখন অনিন্দ্যসুন্দর একটি মহিলা, স্নেহময়ী জননী, করাচিতে যার বাড়ির দ্বার আমার কাছে ছিল সর্বদা অবারিত। আমাকে বলতেন, 'শিখ! আমার হাতে যদি থাকত তলোয়ার, আমি নিজ হাতে তাদের সবাইকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলতে পারতাম!" (পাকিস্তান ঃ গোড়ার দিনগুলি— নির্মল সেনগুপ্ত)।

মুসলিম মহিলা সমাজেও হিন্দু-শিখ বিরোধী মনোভাব কেমন উগ্ররূপ ধারণ করেছিল তার আর বেশি প্রমাণ দেওয়ার দরকার আছে কি?

মাউন্টব্যাটেন-সুরাবর্দী মোলাকাত ঃ বাংলার সমস্যা আলাদা

এবার ঘটল মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সুরাবর্দীর মোলাকাত ২৬শে এপ্রিল '৪৭। মাউন্টব্যাটেন ভারতীয় সমস্যা সমাধানে তাঁর চিন্তা-ভাবনার স্পষ্ট ধারণা সুরাবর্দীকে দিয়ে বললেন ঃ—

" I told him that I was ardently against all forms of partition. I wanted above everything a united India. If I could not have a united India, then I would like the Cabinet Mission plan. If I could not have the Cabinet Mission plan, I would then put it to the Provinces to decide. I had been called upon to partition the Punjab, Bengal and Assam, and I expressed my regret that these Provinces should be partitioned, but said that it was unavoidable."

মাউন্টব্যাটেন যখন বললেন যে তিনি ভারত বা বাংলা যে কোন ধরনেরই বিভাগ-বিরোধী, সুরাবর্দী তখন তাঁকে বলেন যে বাংলার সমস্যা আলাদা। তাকে কিছুদিন সময় দিলে তিনি ভারত বা পাকিস্তানে যোগ না দিয়ে কিংবা বাংলাকে ভাগ না করে স্বাধীন ও অখণ্ড রাখতে জিন্নার সম্মতি আদায় করতে পারবেন ঃ

"Mr. Suhrawardy told me that.... whether it (Bengal) was to join Pakistan, Hindustan or remain independent, he could tell me (Mountbatten) that given enough time he was confident that he could get Bengal to remain as a complete entity. He told me he could get Mr. Jinnah to agree that it need not join Paksitan if it was prepared to remain united."

মাউন্টব্যাটেন-জিন্না পুনরায় সাক্ষাৎকার ঃ যুক্তবঙ্গে জিন্না রাজী ঃ বদলে গেল মতটা—কারণটা কি?

ঘটনাচক্রে ঐ দিনই (২৬শে এপ্রিল, '৪৭) মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে জিন্নার সাক্ষাৎকার ঘটে। মাউন্টব্যাটেন সরাসরি সুরাবর্দীর স্বাধীন বঙ্গ প্রসঙ্গ তুলে তাঁর মতামত জানতে চান— "I asked Mr. Jinnah straight out his views were about keeping Bengal united at the price of its remaining out of Pakistan."

অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ইতিমধ্যে ওস্তাদ ও স্যাঙাতের মধ্যে শলাপরামর্শ হয়ে গেছে। মাউন্টব্যাটেনের প্রশ্নের জবাবে জিন্না বিনা দ্বিধায় বলে ফেললেন যে "কলকাতা ছাড়া বাংলার কোনও মূল্য নেই; বাংলা অবিভক্ত অবস্থায় স্বাধীন থাকাই বাঞ্ছনীয়। আমি নিশ্চিত তারা আমাদের সঙ্গে দোস্তসুলভ সম্পর্ক বজায় রাখবে।"

"He said, without any hesitation, "I should be delighted. What is the use of Bengal without Calcutta; they had much better remain united and independent; I am sure that they would be on friendly terms with us."

জিন্নার অবচেতন মনের কথা মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে। স্বাধীন বাংলার সঙ্গে 'friendly terms'-এর ভাবার্থ কি তা স্পষ্ট হয়েছে বিলাতে মন্ত্রিসভার সামনে মাউন্টব্যাটেনের পেশ করা বক্তব্য থেকে। মাউন্টব্যাটেন বলেছেন ঃ

স্বাধীন বঙ্গ মানে সহযোগী পাকিস্তান ঃ জিন্না

"Mr. Jinnah considered that with its Muslim majority, an independent Bengal would be a sort of *subsidiary Pakistan* and was therefore prepared to agree to Mr. Suhrawardy's plan."

আমাদের দেশে বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সংহতি ফিরিওয়ালা বুদ্ধিজীবীরা এবং কম্যুনিস্টদল এ সব ইতিহাস হয় জানেন না, না হয় না জানার ভান করেন ও পৃষ্ঠপোষকদের মন জোগান।

'Subsidiary Pakistan' যে কি বস্তু তা স্বাধীন বাংলা হলে তারা বিহার উড়িষ্যার জঙ্গলে বসে বুঝতে পারতেন। কলকাতার বুকে বসে আর প্রগতিশীলতার ধ্বজা উড়াতে হতো না।

শ্যামাপ্রসাদ-মাউন্টব্যাটেন সাক্ষাৎকার ঃ মিশন পরিকল্পনা ব্যর্থ হলে বাংলা ভাগ চাই —শ্যামাপ্রসাদ

২৩শে এপ্রিল, '৪৭ তারিখে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ঘটে। কথা প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ কংগ্রেস যে সব সময় হিন্দু স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেন ঃ

"Mr. S. P. Mukherjee explained to me (Mountbatten) the differences between the Hindu Mahasabha and the Congress, stressing that Congress by no means represented Hindus only, since they embraced all other creeds who wished to join the Congress which was purely a political party. Indeed, he said, Congress frequently did not look after the interests of the Hindus sufficiently."

মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ করার কারণ ব্যাখ্যা করে শ্যামাপ্রসাদ বলেছিলেন যে যদি মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, তা হলে বাংলা ভাগ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই ঃ

" He then said that the main object of his visit was to convince me of the necessity for partitioning Bengal if the Cabinet Mission plan were to fail."

শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাগ সম্পর্কীয় কাগজপত্র ম্যাপ, নক্শা ইত্যাদির সাহায্যে মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেন।

মুসলমানরা অধিক প্রজননশীল ঃ সীমানা নির্ধারণে তা বিবেচনা করতে হবে—জিন্না

শ্যামাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার শেষ হবার কিছুক্ষণ পরেই মিঃ জিন্নাও মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি প্রথমেই বলেন যে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা যেহেতু "অধিক প্রজননশীল" সেহেতু ১৯৪১ সালের লোক গণনার উপর ভিত্তি করে বাংলা ও আসামের সীমানা পুনর্নির্ধারণ করলে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হবে। জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি মুসলমানদের বর্ধিত জন্মহারের নিরিখে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা প্রসারণের যে যুক্তি খাড়া করেছে জিন্না সে কথাও তোলেন ঃ

Mr. Jinnah said that Muslims were more virile than Hindus. Therefore there had been an enormous increase in the proportion

of Muslims particularly in Bengal and Assam, since the 1941 census. 'An unknown' had applied his mind to the problem of the proportionate increases between previous censi, a rough estimate of the present proportions.

মাউন্টব্যাটেন জিন্নার এসব মনগড়া হিসাব বাতিল করে দেন। জিন্না তখন বাংলা ও আসাম ভাগের প্রশ্ন তোলেন। প্রদেশ ভাগ যে অত্যন্ত বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত এবং অশুভ ও অবাঞ্ছিত ঘটনার সূত্রপাত ঘটাবে, সে সম্পর্কে ইনিয়েবিনিয়ে মাউন্টব্যাটেনকে বোঝাতে থাকেন ঃ

" Mr. Jinnah said that the partition of provinces was a most dangerous proposition and bound to lead to trouble, as it was not based on "wisdom and foresight" but born of "bitterness and spitefulness". It would" loose terrible forces" and was "suicidal". It was a "most dangerous thing when an angry man lost his judgement."

জিন্নার এই হুঁসিয়ারি ফাঁপা নয়। ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন এবং পাঞ্জাব ভাগের সীমারেখা ঘোষিত হতে না হতে পাঞ্জাবে যে নরমুণ্ডে গেণ্ডুয়া ও নররক্তে হোলি খেলা শুরু হয়েছিল, জিন্না তার পূর্বাভাস দিয়ে রাখলেন এবং তিনি যে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মুসলিম লীগের রক্তলোলুপ পিশাচদল মাস দুই যেতে না যেতে তা কার্যে পরিণত করেছিল।

যা হোক, জিন্না প্রদেশ ভাগের বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি খাড়া করেছিলেন, মাউন্টব্যাটেন দেশভাগের বিরুদ্ধেও ঠিক সেসব যুক্তি জিন্নাকে আবার শুনিয়ে দিলেন ঃ

"His Excellency the Viceroy pointed out that all these "arguments" in favour of non-partition of provinces applied equally to the non-partition of India."

তফশিলীদের জন্য জিন্নার দরদ

দেশভাগের সমর্থনে জিন্নার সব যুক্তি ভণ্ডুল হয়ে যেতে তিনি বাংলাভাগে তফশিলী শ্রেণীর বিরাট ক্ষতির কথা তুললেন। বাংলা ভাগ হলে পশ্চিমবঙ্গের তফশিলীরা যে খুবই আতান্তরে পড়বে সে কথা ভেবে তাদের জন্য দরদে তাঁর প্রাণ আকুলি বিকুলি করে উঠল ঃ

"Mr. Jinnah said that in Western Bengal the Cast Hindus were only 37% of the total Hindu population. The 63% Scheduled Caste

Hindus would be ruined if they were cut off from those in Eastern Bengal. The idea made them shudder. "Any average man" should be asked."

মাউন্টব্যাটেন তৎক্ষণাৎ জিন্নার মুখের উপর বলে দিলেন যে সেদিন সকালেই ডঃ মুখার্জী তাঁকে যা বলেছেন, জিন্না ঠিক তার বিপরীত কথাই শোনালেন ঃ

"The Viceroy pointed out that these views were very different to those which had been expressed to him by Dr. Mukherjee earlier that day."

নোয়াখালি দাঙ্গায় তফশিলীদের নিদারুণ ক্ষতি ঃ দুর্বৃত্তদের সমর্থনে যোগেন্দ্র মণ্ডল এন্ড কোং

জিন্নার তফশিলী-প্রীতি প্রসঙ্গে বাংলার তফশিলী নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভূমিকার কথা অবশ্যই স্মরণযোগ্য।

বাংলার হিন্দুদের চরম দুর্ভাগ্যের দিনে মুসলিম লীগ শিখণ্ডী হিসাবে পেয়েছিল যোগেন্দ্র মণ্ডল ও তার কয়েকজন সঙ্গীকে। কলকাতা ও নোয়াখালি-ত্রিপুরার দাঙ্গায় উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ নির্বিশেষে হিন্দুরা মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের হাতে নির্যাতিত হয়েছিল; তফশিলী হিন্দুরা বরং বেশি নির্যাতিত হয়েছিল। কারণ, দরিদ্র ও অসহায় বিধায় তারাই জল্লাদ ও লুঠেরাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। নোয়াখালির একটি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত তফশিলীপ্রধান গ্রামের করুণ চিত্র এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে যোগেন্দ্র মণ্ডলের মতো তফশিলী নেতাদের ভূমিকা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে নিম্নোদ্ধৃত বিবরণ অবশ্যই উল্লেখ করা যায় ঃ

"পোড়া টিন, কিছু নতুন টিন, কিছু বাঁশ সব নিয়ে মোটামুটি ২-১টা করে ঘর উঠতে লাগল তফশিলী গ্রামেগঞ্জে। কিন্তু মনে মনে সকলেরই আতঙ্ক শেষ পর্যন্ত থাকা কি সম্ভব হবে? ঠক্করবাপা যখন চরমণ্ডলে এসেছিলেন তখনই তিনি বলেছিলেন, লিখেও গিয়েছিলেন তফশিলী হিন্দুরা পরিশ্রমী শান্তিপ্রিয় ও ধর্মভীরু। সবচেয়ে মানসিক আঘাত এরা পেয়েছিল ধর্মান্তরিত করায় ও মেয়েদের সম্মানহানি হওয়ায়। অথচ যারা থেকে গেল তারা ভয়ে ভয়ে কী কী ঘটেছিল খুব সঙ্গোপনে তাঁকে ও আমাদের বলত। থানায় এজাহারও নিত না, এরা দিতে যেতেও সাহস পেত না।

টুমচর সার্ভে আমারও একটা অভিজ্ঞতা। গান্ধীজীর নির্দেশেই আমি ও আমার সহকর্মীরা তফশিলী অধ্যুষিত গ্রামে যাই। তিনি বলেছিলেন ঠক্করবাপার নির্দেশে কাজ করতে। টুমচর বেছে নিই এই কারণে যে ওখান থেকে চরমণ্ডল ও চররুহিতা

৫-৬ মাইলের মধ্যে, আর টুমচর এই চরের গ্রামের মধ্যেই একদম শেষপ্রান্তে। তারপর সমুদ্র পর্যন্ত আর বসতি নেই।

চরমণ্ডল সম্বন্ধে ঠক্করবাপার বিবৃতি থেকে বলা ভাল ঃ 'চরমণ্ডল ও চররুহিতা' দুটি গ্রামের মধ্যে চরমণ্ডলই বড়। দুটি গ্রামের বহু বাড়িই প্রথমে লুণ্ঠিত ও পরে ভস্মীভূত হয়েছে। হয়ত ৫০-৫২টি বাড়ি পোড়ানো হয়নি, কিন্তু লুণ্ঠিত হয়েছে। চরমণ্ডলের ৩০১ ও চররুহিতার ৫৭টি বাড়ির প্রত্যেকটির ক্ষতির পরিমাণ অন্তত ৩৩,৭০০ টাকা। প্রত্যেকেই বিত্তশালী চাষী গৃহস্থ। যারা নিম্নবিত্ত তাদেরও ক্ষতির পরিমাণ অন্তত ১০০০ টাকা। এই দুটি গ্রামেরই ক্ষতির পরিমাণ হবে অন্তত ৫,৪৬,৫০৩ টাকা পর্যন্ত, গড়ে ১৭৪৫ টাকা। এই বিবৃতিতে দেখা যায় যে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে দুহাজার জনকে ও জোর করে বিবাহ দেওয়া হয়েছিল ছয় জনকে ও খুন হয়েছিল একজন। দাঙ্গার ছয় সপ্তাহ পরেও তিনি দেখেছেন যে লোকে গ্রাম ছেড়ে পালাতে চাইছে। কারণ থানা এজাহার নেয় না, আবার নিলেও তাদেরই নানা অছিলায় ধরে নিয়ে যায়, নয়ত ভয় দেখায়।'' (নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে— অশোকা গুপ্ত)।

যোগেন্দ্র মণ্ডল তখন সুরাবর্দী মন্ত্রিসভার সদস্য। স্বজাতি ও স্বসম্প্রদায়ের উপর তারই মন্ত্রিসভার সদস্যদের উস্কানিতে যে অবর্ণনীয় অত্যাচার চলে ও ক্ষয়ক্ষতি করা হয় তার বিরুদ্ধে তিনি টুঁ শব্দটি করেন নি—পাছে তাঁর গদি খোয়া যায়। উল্টে তিনি এবং তাঁরই দলের নেতা পি. এন. রাজভোজ অপরাধী মুসলিম লীগ সরকারের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন এবং বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন —

''ঠক্করবাপার ক্যাম্পে আমি যখন রিপোর্ট করতে যাই, লিগপন্থীদের সহযোগী তফশিলী জাতি ফেডারেশন নেতা 'রাজভোজ' সেদিন পাশের গ্রামে সভা করেছিলেন। তার বক্তব্য ও উত্তেজনামূলক বিবৃতি শুনে আমি যখন দেখা করতে গেলাম বাপা স্মিত হেসে আমায় বললেন ঃ জজ সাহেবের বিবি, কেন এসেছ? তার আগেই আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। আমিও হেসে উত্তর দিলাম, সাক্ষ্য-প্রমাণ নিয়ে এসেছি, এখন বিচার করুন। আসলে উত্তেজনা দমন না করে ঐ ধরনের নেতা যোগেন্দ্রকুমার মণ্ডল-সহ সকলেই দুর্বৃত্তদের আড়াল করে চলেছিলেন, শান্তির কোনও চেষ্টাই করছিলেন না।''

মুসলিম লীগ যখন—'আর একবার সাধিলেই খাইব' এই নীতি অনুসরণ করে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেয়, তখন কংগ্রেস তার ''কোটা'য় একজন মুসলমান মন্ত্রী নেওয়ার প্রতিবাদস্বরূপ লীগও একজন হিন্দু মন্ত্রী নিয়ে চমক সৃষ্টি করে এবং যোগেন্দ্র মণ্ডলের চেয়ে গুণধর ব্যক্তি তারা তফশিলী সম্প্রদায়ের মধ্যেও খুঁজে পেল না।

যোগেন্দ্র মণ্ডল ও সুরাবর্দী সম্পর্কে ওয়াভেলের ধারণা

মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে যেসব ব্যক্তিকে মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করা হয়, তার মধ্যে একমাত্র লিয়াকত আলি খান ছাড়া বাকিদের রাজনৈতিক জীবনাদর্শ দূরে থাক, ব্যক্তিগত চরিত্র ও সঙ্গ ভদ্র ও বিবেকবান ব্যক্তিদের কাম্য ছিল না। নেহরু-প্যাটেলরা চুন্দ্রীগড়-গজনফর-আবদুর রব নিস্তারের মতো ব্যক্তিদের সঙ্গে একই মন্ত্রিসভার সদস্য এটা দৃশ্যতই বেমানান। অথচ লীগের মধ্যেই এদের চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু জিন্না তাদের মনোনয়ন দিলেন না। কারণ, তাঁর উদ্দেশ্যই হল অন্তর্বর্তী সরকারকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে না দেওয়া। এবার এদের সাথে জুটলেন যোগেন্দ্র মণ্ডল। লীগ মনোনীত মন্ত্রীদের দক্ষতা ও গুণাবলী সম্পর্কে এক গোপন রিপোর্টে ওয়াভেল যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"Mandal, the League's Scheduled Caste nominee, is Law Member ..... (Personal comment omitted). He is usually travelling the country to attend Scheduled Caste political meetings; when he does come to the Cabinet he is silent or silly."

আর সুরাবর্দীকে সরাসরি "gangster' (গুণ্ডা) অ্যাখ্যা দিয়ে ওয়াভেল তার নোটে লিখেছেন ঃ

"Mr. H.S.Suhrawardy– looking as much of a gangster as ever, described to me the measures he proposed for stricter enforcement of law and order." (একজন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এ ধরনের মন্তব্য অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আর সুরাবর্দী আইন শৃঙ্খলারক্ষা করবেন একথা শুনে সেদিন হয়তো ঘোড়াও হেসেছিল!) তফশিলীদের জন্য জিন্না তো কেঁদে ভাসালেন। তিনি যোগেন্দ্র মণ্ডলকে লীগ-প্রেমের নাগপাশে বেঁধে ফেলেন। যোগেন্দ্র মণ্ডলের হিন্দু ও হিন্দুত্ব-বিরোধী বক্তৃতায় লীগ খুবই উল্লসিত বোধ করে। সেসব বক্তৃতার ভাষাভঙ্গির সঙ্গে বর্তমান কালে কাঁসীরাম-মায়াবতীদের বক্তৃতা-বিবৃতির অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখা যায়। হিন্দু রাজনীতিতে—বিশেষ করে বাংলায়—অনৈক্য ও বিভেদ সৃষ্টিতে এবং বাংলা-ভাগের সময় হিন্দুদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে মুসলিম লীগ যোগেন্দ্রবাবুকে তুরুপের তাস হিসাবে ব্যবহার করে।

তফশিলী নেতাদের চোখে যোগেন্দ্র মণ্ডল

কিন্তু পূর্ববঙ্গের অন্যান্য তফশিলী নেতারা যোগেন্দ্রবাবুকে কি নজরে দেখতেন এবং তাঁর অনুসৃত নীতি সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতেন, তার এক চমকপ্রদ বিবরণ মেলে মাউন্টব্যাটেনের স্টাফ্ মিটিং-এ প্রদত্ত ভাষণ থেকে ঃ

"His Excellency the Viceroy said that he had been "attacked" at the Garden Party on 3rd May by two Scheduled Caste representatives to the Constituent Assembly from Bengal, who had warned him against Mr. Mandal who they thought had been misleading him. They had stated that the Scheduled Castes on no account wanted separation from the Caste Hindus and were determined not to be left under the "brutal suppression and domination" of the Muslims. They firmly demanded partition and claimed that they did represent the views of the Scheduled Castes in Bengal. He (Mountbatten) asked them what would happen to the Scheduled Castes in Eastern Bengal. They had replied that they themselves lived in Eastern Bengal but did not intend to stay there, and they had suggested that all the seven million Scheduled Castes in East Bengal should be moved to West Bengal.They had confirmed the atrocities in Noakhali."

নোয়াখালিতে তফশিলী সম্প্রদায়ের উপর নির্মম নির্যাতনের যে কথা ঠক্করবাপা ও সমাজসেবিকা অশোকা গুপ্ত বলেছেন তার সত্যতা তফশিলী নেতারাও স্বীকার করলেন। আর যোগেন্দ্রবাবুর দুর্বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত স্বার্থ—পূর্ববঙ্গের বর্ণ হিন্দুদের কথা বাদ দিই, তাঁর স্বজাতি নমঃশূদ্রদের কি চরম সর্বনাশ সাধন করে, তার প্রমাণ ১৯৫০-এ বরিশালের দাঙ্গা। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে।

বারোজের বিড়াল ঃ কলিকাতাকে 'মুক্ত শহর' ঘোষণার মন্ত্রণা

ভারতভাগের সিদ্ধান্ত ও সীমারেখা ঘোষণার দিন যত এগিয়ে আসছে, স্বাধীন বাংলার প্রবক্তারা ততই অধীর হয়ে পড়ছেন। সুরাবর্দী বাইরে লম্ফঝম্প করছেন; শরৎ বসু উডবার্ন পার্কের বাড়িতে তড়পাচ্ছেন; আর কিরণশঙ্কর ক্রমেই নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন। বারোজ কিন্তু ভেতর থেকে মাউন্টব্যাটেনকে প্রভাবিত করার অবিশ্রাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ২৬শে এপ্রিল '৪৭ তারিখে ভাইসরয়ের ডেপুটি প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ ক্রিস্টি প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ অ্যাবেলকে জানান যে, বারোজ মনে করেন বাংলা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত ঘোষণার আগে তা জিন্নার কাছে গ্রহণীয় কিনা জানা দরকার। সে সিদ্ধান্ত যদি জিন্নার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়, তাহলে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা তা গ্রহণ করবে। জিন্না ও বাংলার মুসলমানরাও যদি সরকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে, তাহলে বাংলায় ভয়ানক বিশৃঙ্খলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না ঃ

"...... Viceroy should be satisfied that it is acceptable to Jinnah before it is presented as an award. If Jinnah accepts, it is practically certain that East Bengal Muslims will accept. If Jinnah and Bengal Muslims do not accept serious disorders in Bengal are highly probable."

তারপর বারোজের ঝুলি থেকে আসল বিড়াল বেরিয়ে পড়ল। তাঁর মতে কলকাতা নিয়ে কি সিদ্ধান্ত হয় তার উপরই জিন্নার মতিগতি নির্ভর করছে। তাঁকে খুস রাখার জন্য কলকাতাকে হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গ কিংবা মুসলিম প্রধান পূর্ববঙ্গ- কোনও বঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত না করে, উভয় বাংলার যৌথ সম্পত্তি হিসাবে গণ্য করে আলাদা শাসন ব্যবস্থার সুপারিশ করেন বারোজ। কারণ, কলকাতার শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধিসাধনে পূর্ববঙ্গের দানও অনেকখানি ঃ

"Jinnah's attitude is likely to be strongly influenced by arrangement contemplated for Calcutta. On communal majority formula Calcutta should go with West Bengal but East Bengal contributes largely to Calcutta's prosperity and economy of East Bengal is dependent on access to Calcutta and share of its revenues. Governor therefore, considers that interim arrangement for administration of Calcutta should be mandatory in announcement.

এই গাওনা গেয়ে বারোজ সাহেব অত্যাসন্ন সরকারী ঘোষণার সঙ্গে নিম্নোক্ত পংক্তিটি সংযোজন করার সুপারিশ করেন ঃ

"If it is decided to divide the Province of Bengal the present area of Calcutta, as defined in the Calcutta Police Act and the Calcutta Suburban Police Act, will not be included in either of the two half Provinces. Pending the establishment of an executive authority for the administration of Calcutta, by agreement between the two Constituent Assemblies concerned; Calcutta shall be administered by a Council consisting of an equal number of persons elected by each Constituent Assembly, under a Chairman elected by Council itself."

কি নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব বারোজের! হিন্দুদের রক্তে অর্থে পরিশ্রমে ও দানে ধ্যানে পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ সোনার বাংলায় পরিণত; শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্য-সংস্কৃতি ও দেশের জন্য স্বার্থত্যাগে আত্মত্যাগে সারা ভারতে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত; সেই সোনার

বাংলা থেকে হিন্দুদের উচ্ছেদ করে নির্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে। অপরদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাণকেন্দ্র শতকরা ৭৫ জন হিন্দুর বাসভূমি কলকাতাকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা করে রাখার মতলব ভাঁজা হচ্ছে।

হয় স্বাধীন বঙ্গ—নইলে

পশ্চিমবঙ্গ থেকে চটকল সরিয়ে নেবার হুমকি

দিল্লীতে মাউন্টব্যাটেন চালাচ্ছেন বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ সমেত ভারত ভাগের চূড়ান্ত পরিকল্পনা রূপায়ণের প্রচেষ্টা। আর এদিকে বারোজ সাহেব বাংলাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে সুরাবর্দীর ইচ্ছে মতো স্বাধীন যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন অনলসভাবে।

২৮শে এপ্রিল '৪৭ তারিখে মাউন্টব্যাটেন বারোজকে জানান যে আসন্ন ঘোষণাপত্রে বাংলা সম্পর্কে তাঁর প্রস্তাব মতো কোনও আলাদা ব্যবস্থা সংযোজন করা সম্ভব হবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া, কলকাতাকে 'মুক্ত শহর' বলে ঘোষণা করাও ঠিক হবে না। কারণ, তা করলে হিন্দুদের মধ্যে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। তাছাড়া পাকিস্তানকে হৃষ্টপুষ্ট সুগঠিত করে গড়াও তাঁর দায়িত্ব নয় ঃ

"I do not like the idea of free city. It goes against all the principles on which the rest of the plan is based, it leaves Calcutta cut off from Muslim Bengal, it will not be acceptable to the Hindus and I do not see how we can enforce it or prevent a fight for the city next year. Besides which, it is not for me to make Pakistan into a sensible scheme."

সে সঙ্গে তিনি মুসলমানদের হক্কের পাওনা থেকে তারা যাতে বঞ্চিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন বলে বারোজকে আশ্বাস দিলেন ঃ

"I want it to be seen for what it is, while giving the Muslims everything to which they are entitled, and every chance to work out their own salvation."

মাউন্টব্যাটেন তাঁর কথা রেখেছিলেন। তিনি হিন্দুপ্রধান খুলনা জেলা, তার লাগোয়া ফরিদপুরের গোপালগঞ্জ সাব-ডিভিশন, যশোহরের হিন্দু সংখ্যাগুরু এলাকা এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পাকিস্তানে যাবার ব্যবস্থা করেন। তদুপরি গণভোটের কলাকৌশলে আসাম থেকে শ্রীহট্টকে কেটে এনে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে জিন্নাকে পূর্বাঞ্চলেও 'viable' পাকিস্তান দান করেন।

হয় যুক্তবঙ্গ নয় মুক্ত শহর ঃ হিন্দুদের ভীতি প্রদর্শন ঃ বারোজ

মাউন্টব্যাটেনের কাছ থেকে স্পষ্ট কথা শোনার পরেও বারোজের উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি। তিনি একদিকে সুরাবর্দী, শরৎ বসু, কিরণশঙ্করকে তাতাচ্ছেন; অন্যদিকে মাউন্টব্যাটেনকে প্রভাবিত করতে অসুস্থ শরীরে দিল্লী ছুটছেন। হয় যুক্তবঙ্গ নয় কলকাতাকে মুক্ত শহর—এ দুটির একটা করতে তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। মাউন্টব্যাটেনকে তিনি বোঝালেন বাংলার পাট উৎপাদনকারী জেলাগুলি সব পড়বে পূর্ববঙ্গে আর পাটকলগুলি সব পশ্চিমবঙ্গে হুগলীর দু'পাড়ে। ইংরেজ মালিকানাধীন পাটকলের সংখ্যা ৮০টিরও বেশী। শ্রমিকের সংখ্যাও বেশীর ভাগ হিন্দু। পাটশিল্পে হিন্দুরা প্রচুর অর্থ লগ্নী করেছে। পূর্ব বাংলা যদি পশ্চিমবঙ্গে পাট রপ্তানি বন্ধের হুমকী দেয় এবং ইংরেজ মালিকগণ যদি তাদের কারখানা পূর্ববঙ্গে সরিয়ে নেবার তোড়জোড় করে এবং সে খবর যদি উপযুক্ত সময়ে 'লিক' করে দেওয়া হয়, তা হলেই বেয়াড়া হিন্দুদের বাংলাভাগ আন্দোলনের দাঁত ভেঙ্গে দেওয়া যাবে এবং তারা যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা সমর্থন করতে বাধ্য হবে। আলোচনার এই গতিপ্রকৃতিতে খুশি হয়ে বারোজ তো কলকাতায় ফিরে এলেন। ২রা মে '৪৭ তারিখে মাউন্টব্যাটেন বারোজকে যে চিঠি লেখেন তাতেই তাঁর ও বারোজের মধ্যে আলোচনার পূর্ণচিত্র পাওয়া যায়—মাউন্টব্যাটেন লিখেছেন ঃ

"You pointed out to me that Eastern Bengal would be in a bad way after partition because all the jute factories were located in Calcutta in Western Bengal. It has since occurred to me that Calcutta could be completely huffed by Eastern Bengal if approaches were made at once to the various jute factories (most of which are in British hands and, I believe, cotrolled from Dundee) to transfer their machinery to a suitable location in Eastern Bengal so that the jute and factories would be in the same half Province."

হিন্দুদের ভড়কে দেওয়ার জন্যই যে পাটকল সরাবার মন্ত্রণা করা হয়েছে, জ্ঞানপাপীরা তাও অস্বীকার করেননি ঃ

" This would be such a serious matter for Calcutta that if it could be converted into a live threat by being allowed to 'leak', I feel it might well influence the Hindus to accept independent unity rather than Partition.

This is only one of many schemes that could be thought out to frighten off those who wish Partition."

তা হলে হিন্দুদের ভয় দেখাবার আরো অস্ত্র আছে। তার একটি হল বাংলা ভাগের প্রশ্নে ভোট নেওয়া। এই নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে মাউন্টব্যাটেন বাংলায় সাধারণ নির্বাচনের প্রশ্নে নিম্নোক্ত পয়েন্টে বারোজের মতামত জানতে চান ঃ

a) desirability

b) feasibility

c) risk of riots during election

d) additional delay likely to be caused before decision is known.

e) any other points.

বারোজের প্রচেষ্টায় মাউন্টব্যাটেনের গোপন সায়

তবে কলকারখানা সরান কিংবা নির্বাচন অনুষ্ঠানের মতো দীর্ঘমেয়াদী এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী পন্থার চেয়ে সুরাবর্দীকে রাজী করিয়ে যদি কংগ্রেসীদের যুক্ত নির্বাচনের টোপ ও মন্ত্রিত্বের লোভ দেখিয়ে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠন করা যায়; ও ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখা যায়; তা হলেই বারোজ অর্ধেক কেল্লা ফতে করবেন বলে মাউন্টব্যাটেন আশা প্রকাশ করেন ঃ

"I am quite certain in my own mind that if Suhrawardy can be persuaded to form a Coalition Government and offer joint electorate to the non-Muslim Communities you will be half-way home in keeping Bengal united."

শুধু বারোজের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা বা চিঠিচাপাটি নয়, মাউন্টব্যাটেন জিন্না-লিয়াকত আলিকেও গোপনে স্বাধীন যুক্তবাংলা প্রস্তাবে বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাজী করান ঃ

"I told Jinnah and Liaquat Ali Khan today in confidence, that you were strongly in favour of a united Bengal and had agreed that this could only be achieved if they were allowed to be independent. I explained to them my idea of allowing the vote of independence to be taken first and they both appeared to be in complete agreement that this was the best course for the future prosperity of Bengal."

জিন্না-লিয়াকত কোম্পানী তো রাজী হবেনই। কলকাতাহীন পূর্ববঙ্গের

পাকিস্তানভুক্তির চেয়ে কলকাতা সহ সারা বাংলা মুসলিম সংখ্যাধিক্যে স্বাধীন হলে তা যে প্রকারান্তরে *"Subsidiary Pakistan"* হবে তা তাঁরা আগেই ভেবে রেখেছেন। আর, স্বাধীন বাংলার টোপ গিলে সারা বাংলা যে *'Virtual Pakistan'*-এ পরিণত হবে, তা তো ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বলেই রেখেছেন।

যুক্ত বাংলার পক্ষে কংগ্রেসে ভাঙন ধরাবার চেষ্টা ঃ কিরণশঙ্কর ও ম্যাউণ্টব্যাটেন বৈঠক

সুতরাং শুরু হল কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন ধরিয়ে এই প্রস্তাবের সমর্থন জোগাড় করা। শরৎ বসু তো টোপ গিলে বসেই আছেন; আর কিরণশঙ্কর রায় চলেছেন দুই নৌকায় পা দিয়ে। তাঁর দলবলকে স্বাধীন বঙ্গের সমর্থনে সামিল করতে কলকাতায় বারোজ ক্রমাগত ফুসলিয়ে যাচ্ছেন আর দিল্লীতে সে ভার নিলেন মাউন্টব্যাটেন।

৩রা মার্চ '৪৭ তারিখে কিরণশঙ্কর রায় মাউন্টব্যাটেনের সঙ্গে দেখা করেন। তার আগেই বাংলা ভাগের দাবি করে বাংলার বিধানসভা ও বিধান পরিষদের ৭৪ জন হিন্দু সদস্যের (কংগ্রেস) স্বাক্ষর সম্বলিত এক দাবিপত্র মাউন্টব্যাটেনের কাছে পেশ করা হয়েছিল। রায় মাউন্টব্যাটেনকে জানান যে তাড়াহুড়ায় তিনি আরও সদস্যের সই সংগ্রহ করতে পারেননি, তবে শীঘ্রই তা দাখিল করতে পারবেন।

"He regretted there were only 74 signatures on it at present because in their haste they had not been able to collect the signatures of all eligible persons but these could be produced."

কিরণশঙ্করের উপর মানসিক চাপ ঃ যুক্তবঙ্গের পক্ষে মাউন্টব্যাটেনের ওকালতি

কিরণশঙ্করের সঙ্গে আলোচনার মধ্যেই মাউন্টব্যাটেন বুঝতে পারেন তিনি নরম প্রকৃতির ভাল মানুষ এবং পূর্ববঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের সাহিত্য-সংস্কৃতি অনুরাগী সন্তান। বাংলা ভাগের সম্ভাবনায় এবং তাঁর বাড়িঘর জমিদারী সবই পাকিস্তানভুক্ত হবার একান্ত আশঙ্কায় বড়ই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। কিরণশঙ্করের মানসিক উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার সুযোগ নিয়ে মাউন্টব্যাটেন তাঁর সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে কথা বলতে থাকেন ঃ

"I asked him straight out if he was in favour of unity or partition for Bengal. He replied that he had always been strongly in favour of unity and he had only been driven to recommending partition by the intransigence of the Muslim League and pressure from Congress."

রায় এখানে মুসলিম লীগের একগুঁয়েমি এবং কংগ্রেসের চাপের কথা বললেন, কিন্তু মুসলিম লীগ শাসনে হিন্দুদের চরম দুর্দশার কথা বললেন না। যা হোক, মাউন্টব্যাটেন তাঁর সংবেদনশীল মনে সুড়সুড়ি দিয়ে যেতে থাকেন। তিনি বাংলা-ভাগের এক সর্বনাশা ছবি তার সামনে তুলে ধরেন এবং পাটকলগুলি পূর্ববঙ্গে স্থানান্তরিত করে নিলে পূর্ববঙ্গের আর্থিক অবস্থা আরো ভাল হবে জানান। তাতে রায় বলেন, একজন পূর্ববঙ্গবাসী হিসাবে তাতে তিনি খুশিই হবেন ঃ

"I asked him if he had thought of the terrible consequences for Bengal as a whole. I painted a picture of the disastrous consequences to both East and West Bengal. I pointed out that though many people believe that East Bengal would fare worst they appeared to have overlooked the ease with which the jute factories could be transferred to eastern Bengal areas. He agreed that it was so and said that he was glad of it since he himself was a resident of East Bengal."

এভাবে রায়কে ভাবাবেগে কাবু করে মাউন্টব্যাটেন সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি প্রয়োগ করলেন।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টা

তিনি যে নিজে পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হয়েও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে বাংলাকে ধ্বংসের বিনিময়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল রক্ষা করে তার হিন্দুপ্রেমের পরিচয় দিচ্ছেন, তার জন্য তাঁকে অভিনন্দনও জানালেন! সে কথা শুনে রায় কাঁধ ঝাঁকালেন ঃ

"I congratulated him on his Hindu patriotism at being prepared to see the Province destroyed to save a Hindu majority in West Bengal at the expense of the Hindus like himself living in East Bengal. He shrugged his shoulders."

পূর্ববঙ্গের হিন্দু ও পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টির জন্য কি জঘন্য প্রচেষ্টা!

তারপর কিভাবে যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনার পক্ষে হিন্দু জনপ্রতিনিধিদের টানা যায় তার কলাকৌশল রায়কে বোঝালেন। তিনি প্রথমে যুক্ত ও স্বাধীন বাংলার নামে বাংলাকে অবশিষ্ট ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার যে কৌশল ফেঁদেছেন, সেকথা জানালেন ঃ

"I then told him what my general plan was on the partition of Bengal. I told him that the intention was that the Bengal representatives of the Constituent Assembly should first sit together and vote on what the future Bengal should be if it remained united : whether it should opt for (a) Independence, (b) Pakistan or (c) Hindusthan.

নিখুঁত কৌশল বটে। গণ পরিষদে বাংলা থেকে মুসলিম প্রতিনিধির সংখ্যা তো এমনিতেই বেশি। তার সঙ্গে যোগেন্দ্র মণ্ডলের অনুসারী হিন্দু তফশিলী এবং বাংলা ভাগের বিরোধী আরো দু'এক জন পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুর সমর্থন আদায় করা অসম্ভব নাও হতে পারে। আর এদিকেও পশ্চিমবঙ্গে শরৎ বসুর মতানুসারী দু'একজন হয়তো মিলে যেতে পারে। সুতরাং স্বাধীন বঙ্গের নামে বোরখাবৃত পাকিস্তান সহজেই হাসিল হয়ে যাবে।

যুক্তবঙ্গ না কালনেমীর লঙ্কাভাগ

মাউন্টব্যাটেন তো কিরণশঙ্কর রায়কে জপিয়েই যাচ্ছেন—যাকে বলা যায় স্বাধীন বাংলা সম্পর্কে মস্তক ধোলাই। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা স্বাধীন হবার সিদ্ধান্ত নিলে পরবর্তী ধাপ সম্পর্কে তিনি রায়কে তার মনের ইচ্ছে জানাতে থাকেন। তিনি স্থির করেছেন আরেক দফা ভোট নেওয়া হবে—তাতে বাংলা ভাগ হবে, কি যুক্ত থাকবে—তার উপর ভোট গ্রহণ হবে এবং বলাই বাহুল্য সংখ্যাগুরু মুসলমান প্রতিনিধিদের ইচ্ছানুসারে যুক্ত বাংলার পক্ষেই ভোট পড়বে। তারপরও পূর্ব ও পশ্চিম উভয় বাংলায় পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে গণভোটের মাধ্যমে জনমত যাচাই করা হতে পারে। কিন্তু জনমত যাচাইয়ের নামে এসবই যে জোরজবরদস্তি ও কারচুপির মাধ্যমে স্বাধীন যুক্তবাংলার পক্ষে ভোট আদায় করে পাকেপ্রকারে পুরো বাংলায় পাকিস্তান-মার্কা শাসনব্যবস্থা কায়েম করা, তা বুঝতে বাকী থাকে না। কারণ, মাত্র একবছর আগের নির্বাচনে মুসলিম লীগের হাতে মুসলিম লীগ বিরোধীদের কি হেনস্থা হয়েছিল, তা তো সবারই জানা। সুতরাং বাংলা ভাগের পক্ষে যারা ভোটে দাঁড়াবে, তাদের করুণ পরিণতির কথা না বলাই ভাল।

মাউন্টব্যাটেন তো কিরণশঙ্কর রায়কে জলবত্তরলং সব বুঝিয়ে উভয় পদ্ধতি সম্পর্কে রায়ের মতামত জানতে চাইলেন। রায় পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে না বুঝেই বলে উঠলেন "দুটো পদ্ধতিই উত্তম"; তারপর ঃ

"I asked him which of these two methods he preferred. He seemed to think that the issue was now so clear before every body that either method would give a true reflection of opinion."

এরপর উভয়ের কথোপথন ঃ

Mountbatten—What the chances of Bengal remaining united were in his opinion?

K. S. Roy—Unless the Muslim Leaghe were prepard to come forward with some offer to the Hindus, the chances were slim.

Mountbatten—Whether the offer of joint electorate would satisfy the Hindus?

K. S. Roy (with enormous enthusiasm)—Most certainly. If you give us that you can practically count on unity.

তারপর মাউন্টব্যাটেন কিরণশঙ্করের সামনে যুক্ত নির্বাচনের গাজরে ঝুলিয়ে বললেন — I had already recommended Mr. Suhrawardy to consider offering joint electorate but that he was doubtful of being able to carry all his party with him."

সেটিই সমস্যা; সুরাবর্দী না হয় কলকাতার মুসলমান বলে গদি হারাবার ভয়ে যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করতে বসেছেন; কিন্তু তাঁর দলবল বিশেষত পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগুরু জঙ্গী মুসলিম লীগ সদস্যরা তা মানবে কেন? বিশেষত লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রম খাঁ যেখানে যুক্ত নির্বাচন ও স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধী। তবে যুক্ত নির্বাচন মেনে বাংলা ভাগ না ঠেকালে যে দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে, সে কথা ব্যাখ্যা করে তিনি তাদের পথে আনতে চেষ্টা করছেন বলে জানিয়েছেন। তারপর মাউন্টব্যাটেন বললেন যে ২০শে মে নাগাদ সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হবার আগেই আশা করি সুরাবর্দী যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের অভিপ্রায় ঘোষণা করবেন ঃ

" I also told him that I hoped that Mr. Suhrawardy might consider offering a form of coalition government before the announcement of H. M. G's decision was made on or about the 20th May.

কলকাতা ছুটে যান : রায়কে মাউন্টব্যাটেন

প্রথমে যুক্ত নির্বাচন, তার সঙ্গে যুক্ত মন্ত্রিসভা ঃ যেন এক হাতে লজেন্স আরেক হাতে বাতাসা; শুনে নাকি কিরণশঙ্কর উৎসাহে উত্তেজনায় নেচে উঠলেন এবং

এমতাবস্থায় তাঁর কি করণীয় তা জানতে চাইলেন। তিনি কয়দিন দিল্লী থাকবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তাঁকে তৎক্ষণাৎ কলকাতায় ফিরে যেতে এবং দার্জিলিং গিয়ে বারোজের সঙ্গে দেখা করতে নির্দেশ দিলেন মাউন্টব্যাটেন ঃ

"Mr. Roy got more and more excited as the meeting progressed. He told me that he had intended staying in Delhi until the announcement was made, but he now want to have my advice as to what he ought to do. I advised him strongly to go straight back to Calcutta and see Suhrawardy and then go on to Darjeeling and see the Governor. "You have not a moment to loose", I told him; upon which he got up dramatically, shook me warmly by the hand and left the room."

কিরণশঙ্কর নাকি নাটকীয় আবেগে মাউন্টব্যাটেনের হাত জড়িয়ে ধরেন এবং ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যান।

যুক্তবঙ্গের সম্ভাবনায় রায়ের না কি মুক্তকচ্ছ অবস্থা

এসব কথা যদি সত্য হয় তবে রাজনীতিতে বাংলার কংগ্রেসীরা যে কেমন ছেলেমানুষ ও অপরিণামদর্শী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কিরণশঙ্কর ভাবপ্রবণ কবি মানুষ এবং সহজবিশ্বাসী; কিন্তু তখনো পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের উপর যেভাবে চোরাগোপ্তা আক্রমণ চলছে সেসব জেনেও নিজের জমিদারি রক্ষা ও মন্ত্রিত্বের আশায় তিনি যদি সুরাবর্দীদের ভাল-মানুষিতে ভুলে থাকেন, তা হলে বুঝতে হবে তাদের রাজনৈতিক শৈশবত্ব কাটেনি। কলকাতায় তাঁর আর একজন দোসর ছিলেন শরৎচন্দ্র বসু। তিনিও কলকাতা নোয়াখালি ত্রিপুরা ঢাকার ঘটনা বিস্মৃত হয়ে ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রিত্বের আশায় সুরাবর্দীর "স্বাধীন বাংলা বটিকা' সেবন করে বসলেন! দু'মাসের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব হারিয়ে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের ওপর গোঁসা হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু সুরাবর্দীর সঙ্গে যুক্তবঙ্গ স্বাধীনবঙ্গ নিয়ে তাঁর ধিনধিন নাচানাচি বাঙালী হিন্দুর হৃদয়ের ক্ষতস্থানে নুনের ছিটা ও লেবুর রসসিঞ্চনের মতোই জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছিল। তাই তো তিনি জনসভায় এসে তাঁর সাধের স্বাধীন বঙ্গের পক্ষে প্রচারকার্য চালাতে সাহস পাননি।

আবুল হাসিমের বিচ্ছেদ-অসি ছেড়ে মিলন-বংশী বাদন

এই স্বাধীন বঙ্গের আর এক সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন হঠাৎ হিন্দু -মুসলিম ঐক্যের অবতার বনে যাওয়া আবুল হাসিম। এই ভদ্রলোক বর্ধমানের অধিবাসী, বাংলার মুসলিম লীগের জঙ্গী ও জবরদস্ত সম্পাদক। এর সম্পাদকীয় তত্ত্বাবধানেই

কলকাতার দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। রিপন স্ট্রীটের বাসিন্দা আবুল হাসিম নাকি তার দুই শিশুপুত্রের হাত ধরে ১৬ আগস্ট বিকাল বেলা ময়দানে মুসলিম লীগের মিটিং-এ মজা দেখতে যান এবং তখন পর্যন্ত জানেন না যে সমগ্র মধ্য ও পূর্ব কলকাতা একপক্ষীয় হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গায় জ্বলছে। অথচ পুলিশ রিপোর্টেও প্রকাশ সকাল নয়টা নাগাদ রিপন স্ট্রীটে, ওয়েলেসলি স্ট্রীট এবং মল্লিক বাজারে—stabbing going on. (ছোরা মারা চলছে)।

এদের জ্ঞানপাপী বা মিথ্যাবাদী কোনও বিশেষণে বিশেষিত করলেও এদের প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ করা হয় না। ইনি যখন দেখলেন বাংলা ভাগ হলে তার বর্ধমান জেলা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়বে, তখনই তিনি স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রস্তাবে তাধিন তাধিন নেচে উঠলেন। অথচ যখন সমগ্র বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবার সম্ভাবনা ছিল, তখন সেই পাকিস্তানের কি রূপরেখা তিনি অঙ্কন করেছিলেন তা তার বয়ানেই শোনা যাক ঃ

"For Jinnah there was to be one Hindustan and one Pakistan : For Hashim, it was not so simple. His version presented in a widely circulated pamphlet, 'Let Us Go to War", (1945) stated in part :

Free India was never one country. Free Indians were never one nation ..... Liberated India must necessarily be .... a subcontinent having complete independence for every nation inhabiting it .... Muslim India to a man will resist all attempts of the Congress to establish dictatorship in India of any coterie, group or organisation. Pakistan means freedom for all. Muslims and Hindus alike. And the Muslims of India are determined to achieve it, if necessary through bloodbath.... Muslims of India are opposed to every kind of domination and exploitation—British or India. In Pakistan there will be just and equitable distribution of the rights and privileges of the state amongst all its citizens irrespective of caste, colour and creed. And it is not the contemplation of the Muslims to reserve any advantage for themselves except their right to govern their own society according to the laws of the Shariat."

এ যে একেবারে নিরামিষ গোস্ত! একদিকে Bloodbath-এর (রক্তস্নান) হুমকি, অপরদিকে শরিয়তী শাসনের কসম। এ অপূর্ব হালুয়া যদি বিশ্বের বাজারে বিকাত, তা হলে সারা পৃথিবীতে মুসলমান রাষ্ট্র থেকে অমুসলমানরা বিলুপ্ত হয়ে যেত না।

আসলে ভারতভাগের যথার্থ প্রতিক্রিয়ায় প্রদেশভাগের দাবি উচ্চারিত হতেই যাদের পায়ের তলার মাটি সরতে শুরু করেছে তারাই হঠাৎ রঙ্ বদলিয়ে অনুরাগের ফাগ ছড়াতে ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। লড়কে লেঙ্গের ছোরা ফেলে বাউলের একতারা নিয়ে মিলনগীতি গাইতে দেখলে উদ্দেশ্য যে মহৎ নয়, সে প্রশ্ন মনে জাগে বই কি! অবিশ্বাসের রাজনীতির জন্ম দিয়ে তার জনকত্ব এত সহজে অস্বীকার করা যায় কি?

স্বাধীন বাংলার পক্ষে যে চারজন রাজনীতিক সামিল হয়েছেন তার দু'জন হিন্দু, দু'জন মুসলমান। এদের কারো পাওয়ার আশা, কারো হারাবার ভয়। যে বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলিম রাজনীতি সমস্ত নষ্টের গোড়া, তা উৎপাটন করার কোনও সঠিক পথনির্দেশ তাঁরা করতে পারেন নি। তাই হিন্দুরা তাঁদের এই অবান্তর প্রস্তাবে উল্লসিত হবার মতো কিছু পায় নি।

গাছে মুচি গোঁফে তেল

যাহোক, দেখা যাচ্ছে দিল্লীতে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডকে এড়িয়ে কলকাতায় স্বাধীন ও যুক্ত বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে জোর শলাপরামর্শ চলছে। একদিকে শরৎবসু-কিরণশঙ্কর, অপরপক্ষে সুরাবর্দী-আবুল হাসিম-ফজলুর রহমান প্রমুখ। ঘটকের ভূমিকায় বারোজ। তাঁরা স্বাধীন বংলার গণপরিষদ কিরূপ হবে, আইন সভার সদস্য কিভাবে নির্বাচিত হবে, মন্ত্রিসভা কেমনভাবে গঠিত হবে, চাকরিবাকরি কি হারে বণ্টিত হবে — ইত্যাদি বিষয়ে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছেন।

ইতিমধ্যে মাউন্টব্যাটেন তাঁর ৩রা জুনের ঘোষণার চূড়ান্ত রূপদান ও অনুমোদনের জন্য লণ্ডনে গেছেন। আর বারোজ কলকাতা থেকে তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করে যাচ্ছেন যেন বাংলা সম্পর্কে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়। সরকারি ঘোষণায় যেন বাংলার ব্যাপারে কোনও উল্লেখ না থাকে ঃ

(i) To omit any reference in statement to be made on june 2nd to possibility that Bengal may be partitioned and

(ii) to omit any reference to ultimate status or constitutional connection of future Bengal, tacitly leaving these to Bengal Constituent Assembly which Coaltion Cabinet will get elected.

অর্থাৎ বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সমগ্র ব্যাপার ধোঁয়াশায় রেখে কেবলমাত্র ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার ব্যবস্থা করতে পরামর্শ দিলেন।

২১শে মে '৪৭ তারিখে বারোজ আবার মাউন্টব্যাটেনকে টেলিগ্রাম করে সুখবর জানান যে আলোচনা সফল হবার পথে। সুরাবর্দী কিরণশঙ্কর একমত হয়েছেন এবং শরৎ বসুও সম্মতি জানিয়েছেন ঃ

"Suhrawardy today confirms that there is agreement between himself and Kiransankar Roy to form coalition in Bengal on terms practically identical with those given in my telegram 125 of May 19th and that Sarat Chandra Bose is not opposed."

শরৎ বসুর কথা বাদ দিই; কারণ তিনি তখন নিজেই নিজের পার্টি। কিন্তু কিরণশঙ্কর দলীয় হাই কম্যাণ্ডের সঙ্গে কোনও কথাবার্তা না বলে কি করে স্বাধীন বাংলার পক্ষে সম্মতি দিয়েছিলেন এটাই বড় আশ্চর্যের ব্যাপার। সুরাবর্দী তো তাঁর 'One man High Command' মিঃ জিন্নাকে কলাকৌশল বুঝিয়ে দিয়ে তাঁর সম্মতিও আদায় করতে সক্ষম হবেন জানেন; কিন্তু কিরণশঙ্কর তখনও জানেন না কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর এই গোপন আঁতাত অনুমোদন করবে কিনা। কেননা দেখা যাচ্ছে ১১ই মে '৪৭ তারিখেই নেহরু মাউন্টব্যাটেনকে স্বাধীন বাংলা সম্পর্কে কংগ্রেসের অমতের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। বাংলাভাগের ক্ষতিকর পরিণতির কথা স্বীকার করেও, কলকাতা বন্দর সমেত সমগ্র বাংলা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে, সমগ্র পূর্ব-ভারতের স্বার্থহানির কথাও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন ঃ

"Pandit Nehru said that it was obvious that the division of Bengal was harmful from many points of view, but exactly the same argument applied to the cutting off Bengal from India. Calcutta was the port for the whole of Northern India ; if Bengal was independent, Calcutta would wither away."

বাংলার হিন্দু জনমতকে অগ্রাহ্য করা যাবে না ঃ নেহরু

নেহেরু আরও বলেন বাংলায় প্রবল দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটেছে; তা সত্ত্বেও তিনি প্রদেশভাগের প্রস্তাব করছেন না। কিন্তু কংগ্রেস বাধ্য হয়েছে প্রদেশ-ভাগের সুপারিশ করতে। পাঞ্জাব ও বাংলার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে তিনি রাজী আছেন; কিন্তু পশ্চিমবাংলার হিন্দুদের মনোভাবকেও তো অগ্রাহ্য করা যায় না। বাংলার অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। শতকরা একজন হিন্দুও স্বাধীন বাংলার সমর্থক জুটবে কিনা সন্দেহ। গত ৬ মাসে কলকাতা তো অর্ধ ধ্বংসাবস্থায় পৌঁছেছে ঃ

"Pandit Nehru went on to say that he considered that there had been quite enough rioting in Bengal without the suggestion that the Province should be partitioned ; however Congress had been

forced to recommend partition. He personally hoped that the conception of partition would recede. He would be willing to consider special arrangement with Bengal and the Punjab, but the feeling of the people in Western Bengal was an important factor. The situation in Bengal had become intolerable for them. There was not likely to be more than one percent of non-Muslims who would agree to independence ; Calcutta had been half-ruined in the last six months.

১ মে'র ১৫ দিন পর এবং সরকারী ঘোষণার ৬ দিন আগে স্যার মিভিল নেহরুর কাছে স্বাধীন বাংলার কথা তোলেন। ২৭ মে তারিখে মেভিল এক চিঠিতে মিঃ অ্যাবেলকে নেহরুর তীব্র প্রতিক্রিয়ার কথা জানিয়ে লেখেন ঃ

"In the course of a talk I had with Nehru last night, I asked him how he viewed the discussion now going on about an independent Bengal. He reacted strongly and said there was no chance of the Hindus there agreeng to put themselves under permanent Muslim domination which was what the proposed agreement really amounted to.

অপ্রিয় সত্য কথাটি নেহরু বিনা দ্বিধায় বলেছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের মনোভাব এবং ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন বাংলায় তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের যে ইঙ্গিত দিলেন, সে কথাগুলিই ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী গত চার মার্স ধরে অক্লান্তভাবে বাংলার হিন্দুদের কাছে বলে আসছিলেন এবং তারই ফলে হিন্দুদের মনে এমন বিরূপ মনোভাব গড়ে উঠে যে, শতকরা একজন হিন্দুও যুক্ত বাংলার সমর্থনে দাঁড়ায় নি।

বিঃ দ্রঃ ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি প্রধানত 'Transfer of Power' গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

হিন্দুস্থান

বিভক্ত সাম্প্রদায়িক লীগ শাসনের নাগপাশ হইতে বাংলার হিন্দুদের মুক্তি চাই

হিন্দু বাংলায় সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের দাবী

শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

জাতীয়তার বাস্তবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বঙ্গ বিভাগ আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছি

হিন্দুর ধর্ম-কৃষ্টি-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য রক্ষাকল্পে

সৌজন্যে শ্রীদেবেশপ্রসাদ দালাল

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন প্রচেষ্টায় শ্যামাপ্রসাদ

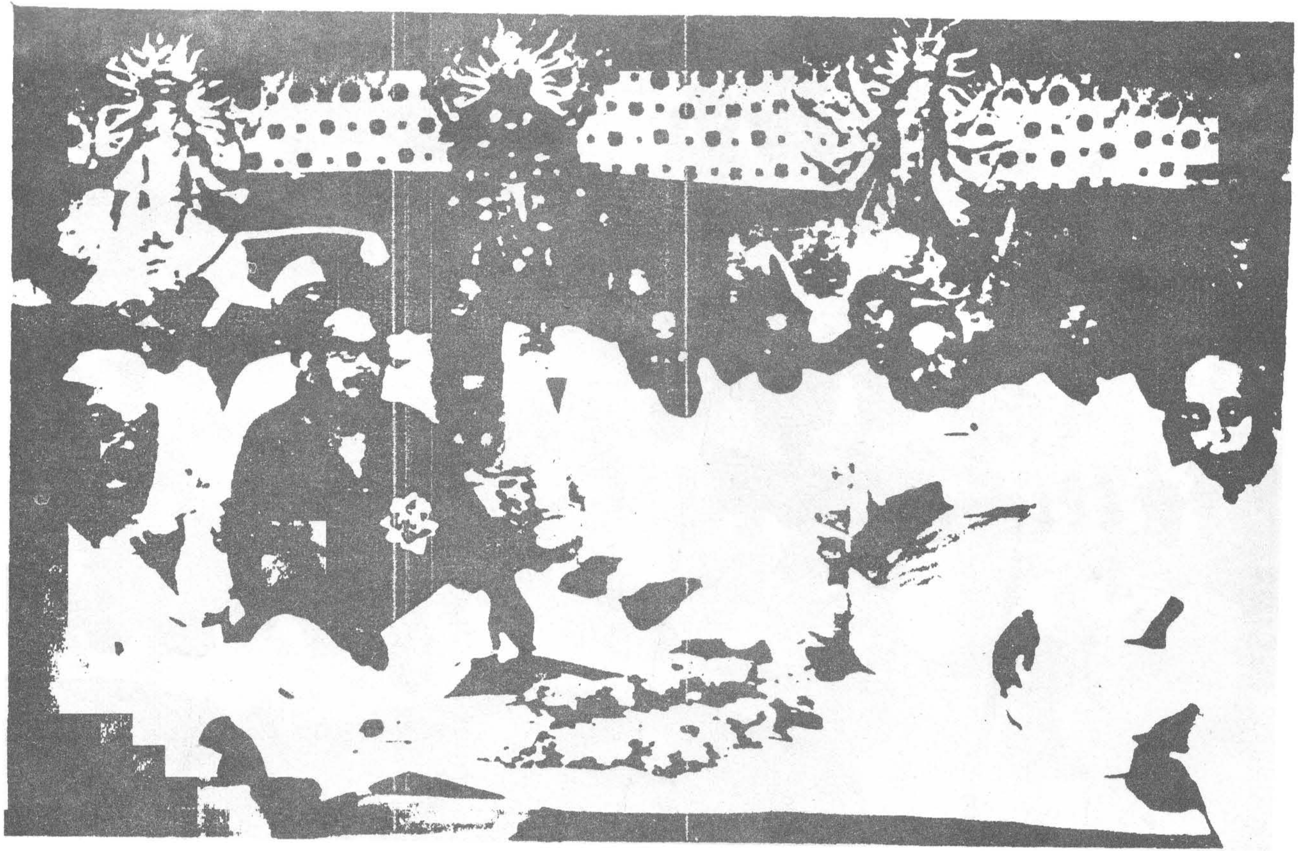

বঙ্গভঙ্গ চাই

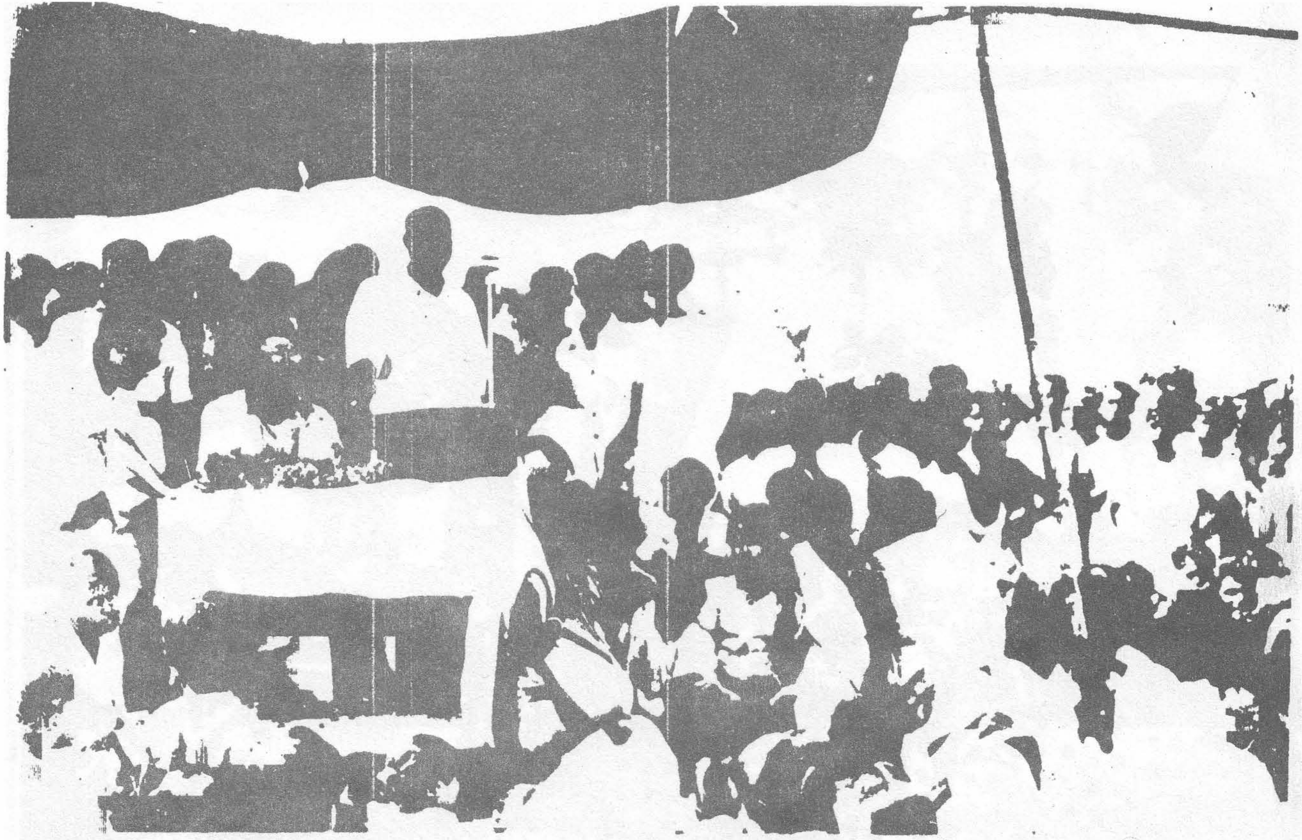

বাস্তুহারাদের মাঝে শ্যামাপ্রসাদ

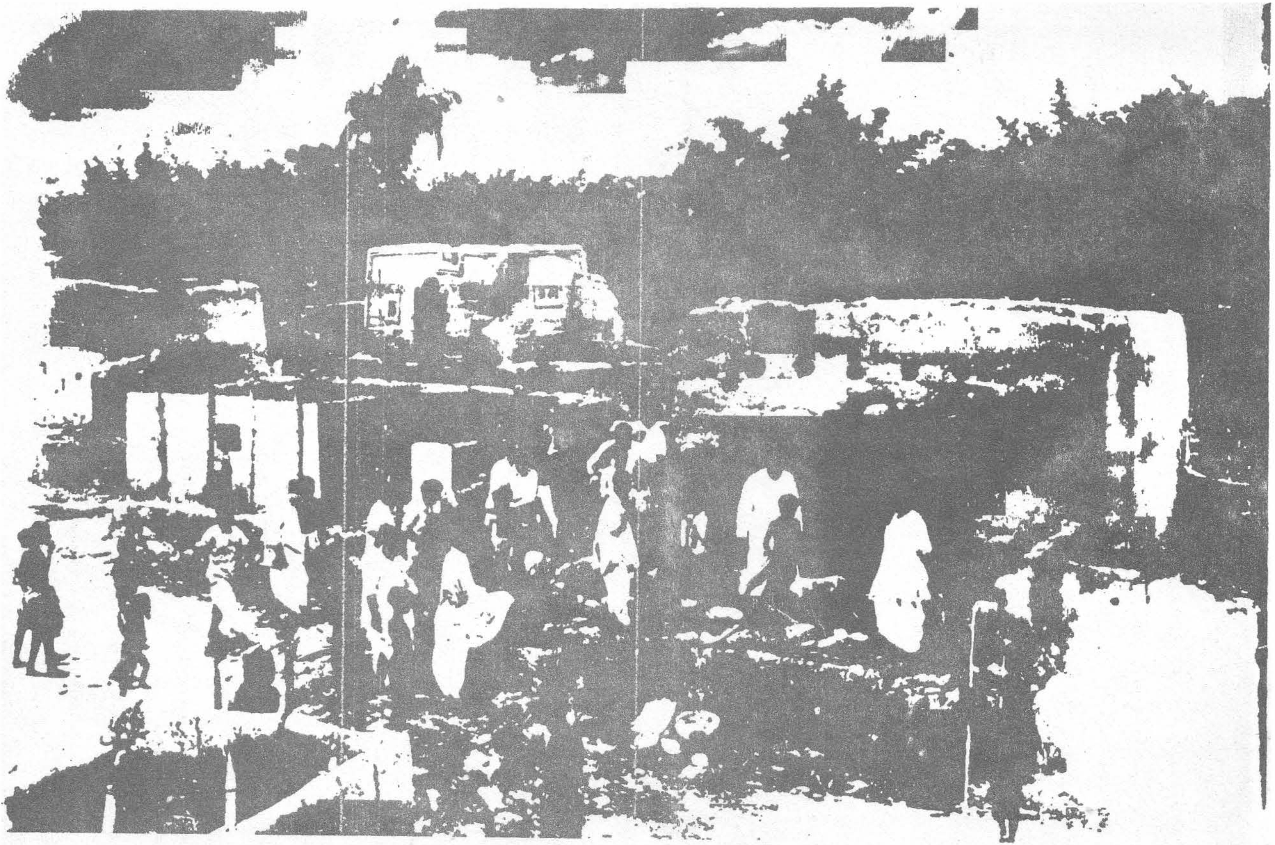

দাঙ্গা বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শনে শ্যামাপ্রসাদ

মাধ্যমিক শিক্ষা বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে শ্যামাপ্রসাদ

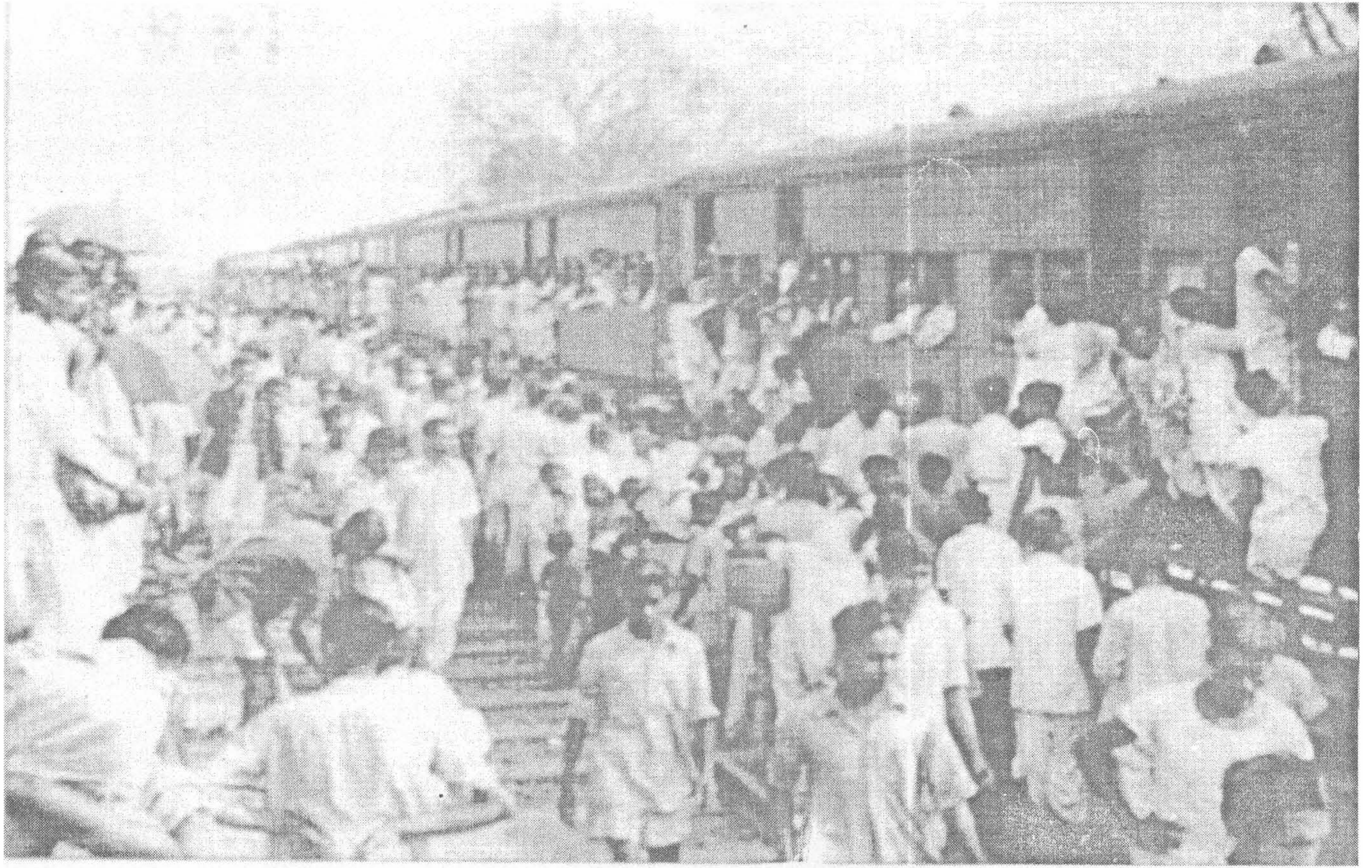

সীমান্ত পেরিয়ে—এবার নিশ্চিন্তি

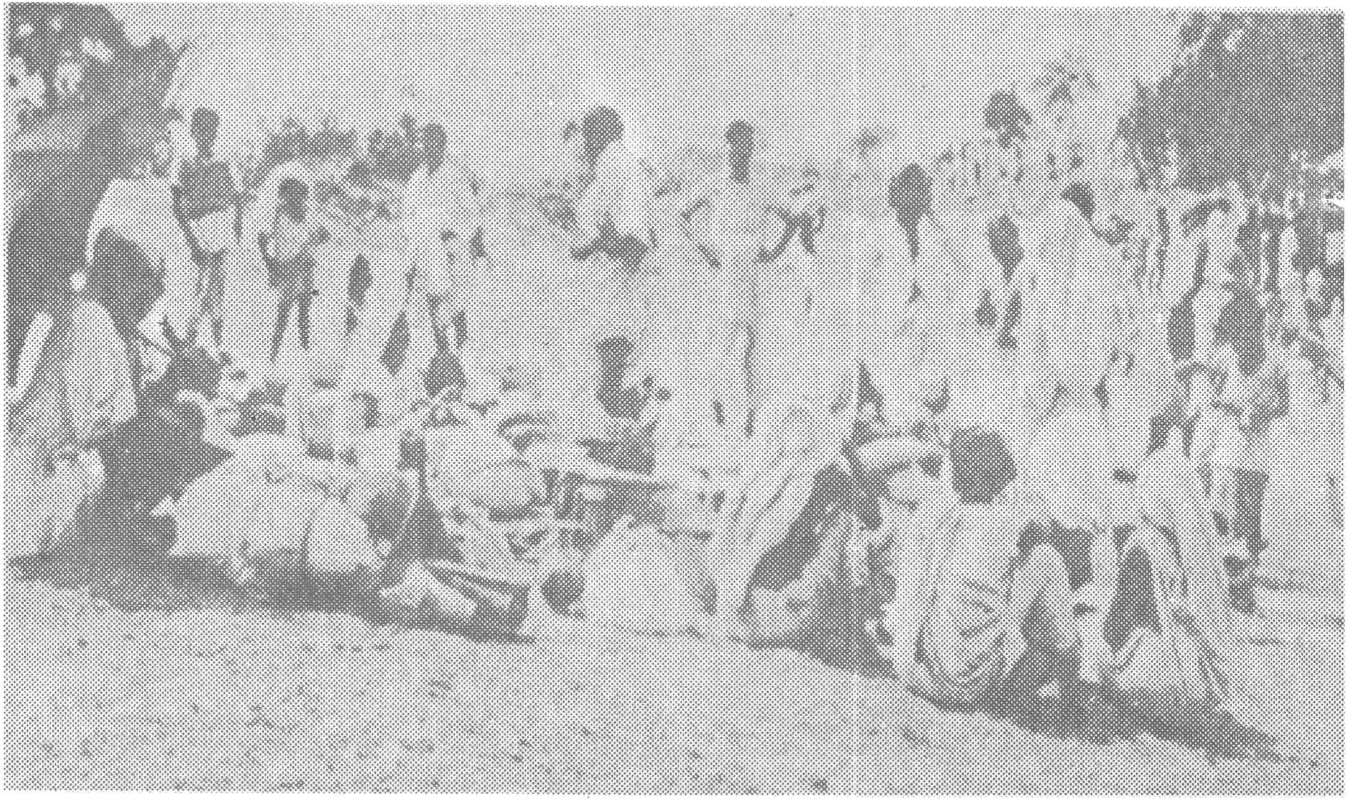

সীমান্ত পেরিয়ে—স্বস্তির নিঃশ্বাস

দ্বাদশ অধ্যায়

যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনা বানচালে শ্যামাপ্রসাদের মরণপণ সংগ্রাম ঃ পরিকল্পনার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঃ হিন্দুর হোমল্যান্ড হিসাবে পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি

এতক্ষণ যুক্তবঙ্গ নিয়ে যাঁরা অশুভ আঁতাত গড়েছেন তাঁদের কথা বলা হল। এখন এই চেষ্টা বানচালে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী সহ যাঁরা কোমর বেঁধে লেগেছেন তাঁদের কথা। স্বাধীন যুক্তবঙ্গের প্রয়াস ও পরিণতি নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেছেন ডঃ অমলেন্দু দে। এই বিষয়ে তাঁর গবেষণামূলক গ্রন্থ "স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা ঃ প্রয়াস ও পরিণতি" থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রচেষ্টা বানচালে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সমেত হিন্দু মহাসভা নেতৃবৃন্দ ও বাংলার বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে।

বঙ্গভঙ্গ দাবির সময়কাল

"১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়েই এই দাবি উত্থাপিত হয়। মুসলমানদের হাত থেকে হিন্দুদের রক্ষা করার জন্য হিন্দু মহাসভা বঙ্গভঙ্গের দাবি করে। এই সময় থেকেই হিন্দু মহাসভা হিন্দু মধ্যবিত্তের মধ্যে এই দাবির সমর্থনে প্রচার শুরু করে। কয়েকজন খ্যাতনামা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীও এই প্রচার অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আজাদ হিন্দ্ ফৌজের মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জী বঙ্গভঙ্গের উদ্দেশ্যে একটি সমিতি গঠন করেন। লীগ মন্ত্রিসভা নাগরিকদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে ব্যর্থ হওয়ায় হিন্দুদের মধ্যে এই দাবির প্রতি সমর্থন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে কংগ্রেস এই প্রচারের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে সচেষ্ট না হওয়ায় স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যেও বঙ্গ ভঙ্গের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের মনোভাব জাগ্রত হয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে হিন্দু মহাসভা 'বাংলার হিন্দুদের জন্য একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ' গঠনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করে এবং তারপর বিভিন্ন জেলায় হিন্দু মহাসভার নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে প্রবল আন্দোলন শুরু করে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবার থেকে তিনদিন ধরে বঙ্গীয় হিন্দু মহাসভা কনফারেন্স তারকেশ্বরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা এপ্রিল নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন, যেহেতু মুসলিম লীগ বাংলাদেশে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর, সেজন্য হিন্দুরাও বাংলায় একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকারের অধীনে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করবে। বাঙালী হিন্দুদের নিকট এটা একটা জীবন-মরণের প্রশ্ন। যদি হিন্দুদের পছন্দমত কোন শাসনতন্ত্র না হয়, তাহলে তাঁদের হিন্দু-বিরোধী সাম্প্রদায়িক শাসনের অধীনে দাসত্বের জীবন যাপন করতে হবে। তিনি তাঁর দীর্ঘ ভাষণে খুবই সুস্পষ্টভাবে বলেন, আমরা বঙ্গভঙ্গের মারফত হিন্দুদের জন্য একটি পৃথক মাতৃভূমি চাই। নির্মল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (সি. পি. এম. নেতা সোমনাথ চ্যাটার্জীর পিতা) ভাষণ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ "Let us declare today that as the Muslim League persists in its fantastic idea of establishing Pakistan in Bengal, the Hindus of Bengal must constitute a separate Province under a strong National Government. This is not a question of partition. It is a question of life and death for us, the Bengalee Hindus. Unless you can have an administration of your own choice, you shall be serfs under an anti–Hindu communal regime and you can never get out of the prevailing sense of frustration and defeatism and you can never protect your oppressed brother and sister."

৫ই এপ্রিল তারকেশ্বরের এই হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন, দেশ ভাগের মধ্য দিয়েই সমস্যার প্রকৃত সমাধান সম্ভব। তিনি বলেন ঃ I can conceive of no other solution of the communal problem in Bengal than to divide the province and let two major communities residing herein live in peace and freedom." ৪ঠা এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলাদেশ বিভাগের পক্ষে যে সিদ্ধান্ত নেয় তাকে স্বাগত জানান শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

৬ই এপ্রিল তারকেশ্বরে এই সম্মেলন উপলক্ষে এক মহতী জনসভা হয় এবং ঐ দিনই সম্মেলনের মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন সনৎকুমার রায়চৌধুরী ও সমর্থন করেন ঢাকার সূর্যকুমার বসু।

প্রায় একই সময়ে বাংলার কংগ্রেসও বাংলাদেশ বিভাগের দাবিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৪ঠা এপ্রিল কলকাতাতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্যকরী সমিতি একটি প্রস্তাবে দাবি করে, যদি ব্রিটিশ সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা অনুযায়ী বাংলার বর্তমান প্রাদেশিক সরকারের নিকট ক্ষমতা অর্পণ করে, তাহলে বাংলার

যে অংশ ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হতে চায় সেই অংশে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে এবং বাংলাদেশের গঠনতন্ত্র রচনায় যদি সার্বজনীন ভোটের অধিকার, যুক্ত নির্বাচন প্রথা ও সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার ব্যবস্থা না গৃহীত হয় তাহলে বাংলাদেশ বিভক্ত করে দুটো প্রদেশ গঠন করতে হবে; আর যে অংশ উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী শাসনতন্ত্র রচনা করতে চাইবে সেই অংশকে সেই অধিকার দিতে হবে। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি এও দাবি করে যে, ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত অবিলম্বে অন্তর্বর্তিকালীন দুটো আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। লক্ষণীয় এই যে, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়ে প্রাদেশিক কংগ্রেসের এই কার্যকরী সভায় উপস্থিত ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কে. সি. নিয়োগী, এম এল. এ. ডাঃ বি. সি. রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, ডঃ পি. এন. ব্যানার্জি, কুমার দেবেন্দ্রলাল খান, এম. এল. এ. (সেন্ট্রাল), মাখনলাল সেন ও অতুলচন্দ্র গুপ্ত। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গ্রহণ করায় বাংলার কংগ্রেস সক্রিয়ভাবে এই দাবির সমর্থনে জনমত গঠন করে। এইভাবে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা একই ধরনের প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং একই সঙ্গে বঙ্গভঙ্গের দাবিতে আন্দোলন পরিচালনা করে।

হিন্দু মহাসভার নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে এমন একটা পর্যায়ে নিয়ে যান যে, তাঁরা একথাও বলতে শুরু করেন, যদি পাকিস্তান গঠিত নাও হয় তাহলেও বাংলায় হিন্দুপ্রধান অঞ্চল নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করতে হবে। ২২ এপ্রিল নয়া দিল্লিতে একটি জনসভায় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন ঃ "পাকিস্তান যদি গঠিত নাও হয়, মুসলিম লীগ যদি মন্ত্রী মিশন-পরিকল্পিত দুর্বল কেন্দ্রীয় ক্ষমতা মানিয়াও লয়, তাহা হইলেও বাংলার হিন্দু মেজরিটি অঞ্চলে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিতে হইবে।" শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ভাষণ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

" This separation must not be dependent on Pakistan. Even if Pakistan is not conceded and some form of a weak and loose centre envisaged in the Cabinet Mission Scheme is accepted by the Muslim League, we shall demand the creation of a new province composed of the Hindu majority areas in Bengal."

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে মার্চ কলকাতাতে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ৯৫তম বাৎসরিক সাধারণ সভাতে একটি প্রস্তাবে বাংলাদেশ বিভাগের দাবি এবং হিন্দুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবি করা হয়। তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ছিলেন

বর্ধমানের মহারাজা স্যার উদয়চাঁদ মহাতব, পি. এন. সিংহরায়, মহারাজা শিরীষচন্দ্র নন্দী, মহারাজা প্রবেন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজ কুমার সীতাংশু কান্ত আচার্য চৌধুরী, অমূল্যধন আড্ডি ও অমরেন্দ্র নারায়ণ রায়।

এইভাবে বাঙালী হিন্দুদের স্বতন্ত্র মাতৃভূমির দাবি উত্থাপিত হয়।"

এই দাবি কেমন করে **অঙ্কুর থেকে মহীরুহে** পরিণত হয় তার বিবরণ সংক্ষেপে বলা দরকার ঃ

In the "Roy's Weekly" published from Simla which first suggested division of Bengal to solve the communal problem. Then Prof. Hemant K. Sarkar wrote a series of articles on the creation of a separate province of West Bengal in "Daily Basumati" in 1946. The great Calcutta killing later gave an impetus to the movement and the correspondence columns of the "The Statesman" and the "Amrita Bazar Patrika" were opened to writers for and against partition. As the prospects of Pakistan brightened the leaders of the Hindu Mahasabha in Bengal formulated a plan for the partition of Bengal.

Syama Prasad Mookherjee led the movement with the warning that if Bengal, "as it was constituted and administered to day" was allowed to become a separate independent State cut off from the rest of India, the Hindus would resist it with their lives. He demanded partition of Bengal "whether Pakistan comes or not. (The last phase of the Transfer of Power—Vijai Shankar Rai).

এই দাবির সমর্থনে শ্যামাপ্রসাদের অগ্রণী ভূমিকার কথা অন্যান্য সূত্র থেকেও সমর্থিত ঃ

"গান্ধীজী গ্রুপ ভাঙ্গিয়া অসমকে স্বাধীন হইবার পরামর্শ দিয়াছেন।" মাইনরিটি মুসলমান, ভারতে সেফ গার্ড খুঁজিতেছে, সে যুক্তিতে বঙ্গের হিন্দুর সেফ গার্ডের দাবি। সম্প্রতি বাংলার কয়েকজন নেতা, পশ্চিমবঙ্গ নামে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করে এই সমস্যার সমাধানে প্রয়াসী--কারণ বাংলার লিগ সংখ্যাধিক্য শাসনাধীনে, বাঙালী হিন্দুর ধন, প্রাণ, স্বার্থ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, নারীর মর্যাদা বিপর্যস্ত। সম্মেলন স্বতন্ত্র পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ গঠনের দাবি জানাইতেছে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ, মেজর জেনারেল এ. সি. চ্যাটার্জি, ডঃ প্রমথনাথ বাঁড়ুজ্জে প্রমুখ ব্যক্তি এই আন্দোলনের কার্যকরী সমিতির সদস্য, সুতরাং চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।" (সজনীকান্ত দাস, সম্পাদক-শনিবারের চিঠি, পৌষ, ১৩৫৩ সংখ্যা)।

বাংলাভাগের দাবি গণদাবিতে পরিণত ঃ তারকেশ্বরে হিন্দু কনফারেন্স

বাংলাভাগের দাবি কয়েকজন নেতা ও বুদ্ধিজীবীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে গণ-দাবিতে রূপদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ঃ

"As a result, the Bengal Hindu Mahasabha convened a conference at Tarakeswar (District Hooghly) on 5 April,1947 under the Presidentship of N.C. Chatterjee. A resolution was passed authorising S.P. Mookerjee to constitute a Council of action to establish a separate homeland for the Hindus of Bengal. It was also decided that 1,00,000 volunteers were to be enrolled by the end of June, 1947. The Constituent Assembly was asked to appoint a Boundary Commission, and as soon as the area of Legislative Assembly in this area were to be demarcated that it should be constituted into a province.

The conference also decided to seek support of the Congress in achieving this aim. However, this demand of dividing Bengal as raised by the Hindu Mahasabha was rejected by the Muslim League. The latter considered it a joint move of the Hindu Mahasabha and the Congress which intended to crush the Muslim demand for Pakistan."

বাংলাকে বিভক্ত করা হবে কেন?— ডঃ শ্যামাপ্রসাদ

পাকিস্তান হাসিল করার জন্য মুসলিম লীগ যে ত্রাস সৃষ্টি করেছে তাকে 'ক্রাস' করার অর্থাৎ ভাঙার যে কোনও প্রচেষ্টাই অভিনন্দনযোগ্য। হিন্দু মহাসভা সে চেষ্টাই করেছে। একখানি পুস্তিকায় শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন— "In a pamphlet entitled "Should Bengal be divided into two provinces ?" (Syama Prasad Mookerjee papers, Speeches and Writings by S.P. Mookerjee, Srl.No. 6), Syamaprasad Mookerjee refuted the argument that no government could possibly crush the Hindus who constituted 45% of the Bengal. He said it was not the numbers that mattered. What mattered was the system of administration and a glaring example was Hyderabad where 90% Hindus were groaning under a tyrannical rule. He defended his proposal for division of Bengal on practical as well as administrative grounds........"

হাসিম ও সুরাবর্দী ঃ কেউটে থেকে ঢোঁড়া ঃ সোনার বাংলা গড়ার কসম

শ্যামাপ্রসাদের এই আপসহীন সিদ্ধান্তের প্রতিক্রিয়া ঘটতে দেরি হল না। বিভেদকামী বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলিম লীগ নেতারা হঠাৎ ছোরা লাঠি ছেড়ে কান্নাকাটি শুরু করলেন। সুরাবর্দী বললেন, তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীন সোনার যুক্ত বঙ্গ গড়বেন; আর আবুল হাসিম বললেন, যুক্ত বাংলায় অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতির বেহ্স্ত তৈরি হবে ঃ

"১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে এপ্রিল আবুল হাসেম এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এখন সময় এসেছে সত্য কথা বলার। .... আমি বিস্মিত হই এই ভেবে, যাঁদের মধ্য থেকে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দাশ ও সুভাষচন্দ্র বসুর মতো ব্যক্তির আবির্ভাব হয়েছে, সেই বাংলার হিন্দুদের হল কি?"

কোন্‌টা আসল রূপ?

এই প্রশ্নের জবাব তো জনাব হাশিম ১৬ আগস্ট '৪৬ এবং ১০ অক্টোবর '৪৬ তারিখের ইতিহাসের পাতাতেই পাবেন, আর সে ইতিহাসের রূপকারদের মধ্যে অন্যতম তো স্বয়ং হাশিম সাহেব!

সুতরাং তিনি যখন বলেন, "হিন্দু ও মুসলিম যুবকদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া, বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া, বাংলার হৃতগৌরব উদ্ধার করা এবং ভারত ও পৃথিবীর মধ্যে বাংলাকে এক সম্মানিত আসনে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। অতীতের ঐতিহ্য ও বর্তমানের সংগ্রাম থেকে প্রেরণালাভ করে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য বাংলার যুবকদের চরিত্র গঠন করতে হবে। আবুল হাশেম আরও বলেন, হিন্দু ও মুসলমান তাদের নিজস্ব সত্তা বজায় রেখে, তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায়, এখানকার জলবায়ুর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একই সুন্দর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন"— তখন শুনতে অবাক লাগে বই কি! রত্নাকর দস্যুর রাতারাতি এমন বাল্মীকি-তে রূপান্তর কোন্ জাদুবলে? এরই সঙ্গে পাঠক তুলনা করে দেখতে পারেন মাত্র ৯ মাস আগে ১৬ আগস্টের দাঙ্গার প্রাক্কালে বিতরিত হাশিম সাহেবের রক্তখেকো বিবৃতি (৯৪ পৃষ্ঠা)।

সুতরাং হাশিম-সুরাবর্দীদের কোন্‌টা আসল রূপ তা বোঝা দায়। কারণ ১৬ আগস্টের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার পর এই সুরাবর্দীই বোম্বাইতে বলেছেন— "When a nation fights against another nation I cannot guarantee

civilized conduct." আর এখন বাংলাভাগের দাবি জোরদার হতেই তাঁর মুখে শান্তির ললিতবাণী ও সোনার বাংলা গড়ার জন্য হিন্দুদের প্রতি আকুল আবেদন ? ক্রিপস্ সাহেবের সঙ্গে আলোচনা কালে সুরাবর্দী হিন্দুদের বিরুদ্ধে যে ধরনের ভাষা প্রয়োগ করেছেন তাকে ওয়াভেল "A hymn of hate against the Hindu"— হিন্দুদের বিরুদ্ধে ঘৃণা-কীর্তন বলে অভিহিত করেছেন। তাহলে কোন্‌টা তাঁর আসল রূপ?

আক্রম খাঁর আক্রমণাত্মক বিবৃতি ঃ যুক্তবঙ্গ মুর্দাবাদ

কিন্তু হাশিম ও সুরাবর্দীর এসব সাধু (?) প্রচেষ্টায় হিন্দুরা তো দূরের কথা মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মৌলানা আক্রম খাঁ সমেত শক্তিশালী অংশই সামিল হতে রাজী নয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, অখণ্ড বঙ্গ সংস্কৃতি, একই মাতৃভাষা কথাগুলি তাদের কানে হুল ফোটায়। বিধর্মী প্রতিবেশী হিন্দুর চেয়ে হাজার মাইল দূরের স্বধর্মী পরদেশীই তাদের আপন জন। সুতরাং তারা স্বাধীন বাংলা, অখণ্ড সংস্কৃতি ইত্যাদি ছেঁদো কথায় কান দিতে নারাজ। তারা লাহোর প্রস্তাবানুসারে পুরো বাংলারই পাকিস্তানভূক্তি চায়। আক্রম খাঁ এক বিবৃতিতে বলেন—

"বিভাজন রোখার জন্য বাংলাকে পাকিস্তান এলাকা থেকে বিমুক্ত করতে হবে এরকম প্রস্তাবের আমি তীব্র বিরোধিতা করি। ... যারা হিন্দু-মুসলমানকে বাঙালী জাতি এবং তার ভিত্তিতে পৃথক সার্বভৌম বাংলার কথা বলে তারা স্পষ্টতই আমাদের শত্রুর হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে।" আর একটি বিবৃতিতে তিনি বলেন—

"মুসলিম বাংলা অবশ্যই বঙ্গভঙ্গের বিরোধী। বঙ্গভঙ্গ হতে পারে কেবলমাত্র বাংলার মুসলমানের মৃতদেহের উপর; লাহোর প্রস্তাবে যে খসড়ার পরিকল্পনা রয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোন প্রস্তাবই আমি সমর্থন করি না।" (১৯ এপ্রিল, ১৯৪৭)।

সুতরাং হাশিম-সুরাবর্দীর মুখে একগাল মাছি। যুক্তবঙ্গের বেলুন মুসলিম লীগ থেকেই ফাঁসিয়ে দেওয়া হল।

বারোজের বেসামাল অবস্থা ও বাচাল উক্তি ঃ শ্যামাপ্রসাদকে ব্যক্তিগত আক্রমণ

বাংলাভাগের দাবি উত্তরোত্তর জোরদার হতেই বারোজ দেখলেন তাঁর সাধের স্বাধীন বঙ্গ প্রস্তাব ভেস্তে যেতে বসেছে। তিনি বাংলার হিন্দুদের আহত মর্যাদা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হলেন; বরং ব্যঙ্গের সুরেই বললেন তারা না কি বাংলার একাংশের শাসনভার হাতে পাওয়ার জন্যই বাংলা ভাগের আন্দোলন চালাচ্ছে ঃ

"Sir Frederic Burrows said that he was not sure that there was a general demand among the Bengali Hindus as a whole for partition of Bengal. The idea, however, was being 'sold' rather well. There was a definite attempt because of the feeling of frustration among the Hindus in Bengal, to get command at least part of the Province."

হিন্দু মহাসভা বঙ্গীয় আইন পরিষদে একটিমাত্র আসন পেলেও তারাই যে প্রকৃতপক্ষে বাংলার হিন্দু জনমতের প্রতিনিধিত্ব করে সেকথা বারোজ সাহেব প্রকারান্তরে স্বীকার না করে পারেননি। আর সেজন্য তিনি বামহস্তে হলেও ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীকে 'স্যালুট' না জানিয়ে পারেননি। শ্যামাপ্রসাদ যে বারোজ সুরাবর্দীর স্বাধীন বাংলার চাল বানচাল করে দিলেন, তজ্জন্য তিনি ক্ষোভের সঙ্গে হলেও সত্য কথাটি বলে ফেলেছেন ঃ

"Dr. Mukherjee was a clever and unscrupulous politician. The Hindu Mahasabha had failed completely to gain representation in the Legislative Assembly except for Dr. Mukherjee's own seat. They were, however, good propagandists."

প্রকাশ্যে যাই বলুন গোপনে শ্যামাপ্রসাদের সংগঠন শক্তি অস্বীকার করেননি বারোজ

বারোজ ভেবেছিলেন ঢাকায় কিরণশঙ্কর রায়ের জমিদারি স্বার্থের দুর্বলতায় এবং কলকাতায় শরৎ বসুর রাজনৈতিক পুনর্বাসনের আকাঙ্ক্ষায় সুড়সুড়ি দিয়ে তিনি স্বাধীন বাংলা পরিকল্পনা রূপায়ণ মারফত মুসলমানদের মনোরঞ্জন করত ঃ ব্রিটিশ বাণিজ্যিক স্বার্থ-সংরক্ষণ করবেন। তার ফলে বাংলার হিন্দুস্বার্থ জলাঞ্জলি হলে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু তাঁর এই সাধের পরিকল্পনা ভেস্তে দিতে শ্যামাপ্রসাদ কোমর বেঁধে লেগেছেন। ১২ এপ্রিল '৪৭ তারিখে বারোজ মাউন্টব্যাটেনকে এক গোপন পত্র লেখেন। তাতে বাংলা ভাগ নিয়ে হিন্দু মহাসভার তুমুল আন্দোলন এবং তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত বিশাল হিন্দু মহাসভা কনফারেন্সে ডঃ মুখার্জীর উপর আন্দোলনের নেতৃত্ব ভারার্পণের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বারোজ লেখেন ঃ

"The movement for partitioning Bengal......continues to gather strength. A conference convened by the Hindu Mahasabha at Tarakeshwar (Hooghly district) during the Easter holidays was attended by a very large and enthusiastic audience. A resolution was passed authorising Dr. Syamaprasad Mukherjee to constitute a council of action to establish a

separate homeland for the Hindus of Bengal ; 1,00,000 volunteers are to be enrolled by the end of June, the Constituent Assembly are to be asked to appoint a Boundary Commission ; and as soon as the area of the new Province has been settled, the Hindu Members of the Legistative Assembly in this area are to demand that it should be constituted into a province; if necessary leaving the Bengal Assembly and forming themselves into a separate legislative body. It was emphasized that the new province should be constituted before the British Govt. transferred power. Another resolution demanded the formation of two regional Ministries as an immediate step to restore peace and order in the province."

বাংলা ভাগের দাবিতে কংগ্রেস ও লীগ বেসামাল ঃ গান্ধীজীর মৌনাবলম্বন

বাংলা ভাগের দাবি অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠতেই মুসলিম লীগ তো চটেছেই, কংগ্রেসীরাও শ্যামাপ্রসাদকে দোষারোপ করতে শুরু করেছে ঃ

"As this move gained momentum and strength it began to be subjected to severe attack both by the Muslim League and the Congress. The Congress critics who perturbed more by the growing influence of Dr. Mookerji on the Hindu masses than by the move itself began to shift the onus of accepting partition of the country on Dr. Mookerji. They asserted that the creation of the new provice as visualised by Dr. Mookerji would support the cause of Pakistan."

কিন্তু শ্যামাপ্রাসাদ এসব মিনমিনে কংগ্রেসীদের মতামতকে কোনও মূল্য দিতেই রাজী ছিলেন না। তিনি ৯ মার্চ '৪৭ তারিখে কংগ্রেসীদের সমালোচনার জবাবে যে বিবৃতি দেন, তার জবাব দেবার মতো মুখ তাদের ছিল না ঃ

Dr. Mookerji replied to the criticism through a detailed statement issued on March 9, 1947. "It is wrong" he said "that his move supported the cause of Pakistan. We are against Pakistan in any shape or form. It does not, howerver, depend on Bengali Hindus alone whether division of India will be prevented or not. If Hindus and other nationalist forces throughout India are really determined not to allow any portion of India to go out of the Indian Union, they will get the largest

measure of support from Bengali Hindus. If on the other hand an attempt is made to place Bengal out of the Indian Union due to commitments with which the British, Government, the Muslim League and the Congress are closely associated, we shall at any rate break the solidarity of Eastern Pakistan, save one area of Bengal and link it up with the Indian Union."

শ্যামাপ্রসাদ সরাসরি কংগ্রেসের হাই কম্যান্ড গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে যুক্তবঙ্গের বিরুদ্ধে তাঁর যুক্তি পেশ করে গান্ধীজীর মতামত জানতে চান; কিন্তু গান্ধীজী কোনও উত্তর না দিয়ে মৌনাবলম্বন করে থাকেন ঃ

He met Mahatma Gandhi at Sodpur on 13th of May, 1947, to ascertain his views on the Suhrawardy scheme of United Sovereign Bengal. Gandhijt told Dr. Mookerji that he had not yet made up his mind but was trying to find out what the proposal really meant. He then asked Dr. Mookerji about his own opinion about it. Dr. Mookerji replied that though apparently Mr. Suhrawardy was the author of this scheme, it was really being sponsored by the British commercial interests and that Lord Mountbatten had personally asked him to give the proposal careful consideration. But, Dr. Mookerji asked, what was there to prevent this United Sovereign Bengal from seeking voluntary alliance with Pakistan. Mr. Suhrawardy, he feared, could surely manipulate a decision of this kind with the help of the majority of Muslim votes "Can you contemplate Bengal lying separate from the rest of India?" he asked Gandhiji, to which he had no reply."(Portrait of a Mortyr–Balraj Madhok)

কংগ্রেসীদের প্রতি আহ্বান ঃ হিন্দুর ভোটেজিতেছেন, হিন্দুর স্বার্থ রক্ষা করুন ঃ অবশেষে কংগ্রেসও দাবিতে সামিল

প্রাদেশিক আইন সভায় তো হিন্দু মহাসভা প্রতিনিধি মাত্র একজন, স্বয়ং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ। তাই তিনি আহ্বান জানালেন কংগ্রেসী সদস্যদের হিন্দু সদস্যরূপে। কারণ তারা সবাই হিন্দু; হিন্দুদের ভোটে নির্বাচিত। তারা কংগ্রেসী নামের আড়ালে নিজেদের হিন্দু পরিচয় গোপন করে থাকেন। ডঃ মুখার্জী বাঙালীর এই ঘোর দুর্দিনে কংগ্রেসীদের স্বপরিচয়ে আত্মরক্ষার পথনির্দেশ দিলেন; এবং তার ফল ফলতেও বিলম্ব হল না।

হিন্দু মহাসভা বাংলা ভাগের দাবি নিয়ে সোচ্চার হতেই কংগ্রেসীরা দেখল হিন্দুরা তাদের নপুংসকতায় ক্ষুব্ধ হয়ে হিন্দু মহাসভার পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। তখনই বাংলার কংগ্রেস দল নড়েচড়ে ওঠে। তারাও তখন কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের মতামতের তোয়াক্কা না করে হিন্দু মহাসভার প্রস্তাবানুসারেই বাংলার হিন্দু গরিষ্ঠ ও মুসলমান গরিষ্ঠ অঞ্চলের জন্য দু'টি আলাদা মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি তোলে। বারোজের উপরিউক্ত চিঠি থেকে জানা যায় ঃ

"On the same day as the Tarakeswar Committee, the Executive committee of the Bengal Provincial Congress Committee also urged the immediate setting up of two regional Ministries and resolved that if His Majesty's Government contemplated handing over its power to the existing Government of Bengal, such portion of Bengal as wished to remain in India should be formed into a separate Province."

দেখাই যাচ্ছে কংগ্রেসীরা শ্যামাপ্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা ছাড়া আর গত্যন্তর দেখেননি।

মুসলিম লীগের আক্কেল গুড়ুম

হিন্দু মহাসভার বাংলাভাগের দাবিতে বাংলার কংগ্রেস দলকে সামিল হতে দেখেই মুসলমানদের টনক নড়ল। এতদিন তারা 'হাতে বিড়ি মুখে পান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' গেয়েছে বুক চিতিয়ে, এখন তারা বুঝতে পারল নিজেদের তৈরি অস্ত্রেই তারা ঘায়েল হতে চলেছে। তাদের বিচলিত ভাব বারোজের পত্রে গোপন থাকেনি ঃ

"The attiude of the Hindu Mahasabha has surprised nobody, but the Muslims have been quick to criticise the manner in which the local Congress leaders have subordinated nationalism to communalism."

মামদোর মুখে রামনাম আর কাকে বলে! কংগ্রেস জাতীয়তাবাদ বিসর্জন দিয়ে সম্প্রদায়িকতাবাদের আশ্রয় নিচ্ছে, তাতে মুসলমানদের মর্মব্যথা!

কম্যুনিস্ট দল এবং শরৎ বসুর ফরোয়ার্ড ব্লকও বাংলা ভাগের বিরোধী। তারা স্বাধীন যুক্ত বাংলার নামে প্রকারান্তরে পুরো বাংলাকেই পাকিস্তান বানাতে সওয়াল করে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলার হিন্দু জনমত যে তাদের মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছে তা বারোজও স্বীকার না করে পারেননি ঃ

"The Communists contitnue to oppose partition, as does Sarat Bose's Forward Block, but the weight of Hindu opinion has definitely swang against them."

আর মুসলিম নেতারা বাংলা ভাগের দাবি তাঁদের পাকিস্তান দাবিকে জবাই করার হিন্দু কৌশল মনে করলেও অচিরে তাঁদের খোয়াব ভঙ্গ হতে দেরী হল না। চিরকাল বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী ও অখণ্ড ভারতের পূজারী হিন্দু জনমত যে মুসলিম লীগের ছোরামারা রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়েই বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা মুসলিম অপশাসন থেকে রক্ষা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তা তাঁরা বিলম্বে হলেও বুঝতে পারলেন ঃ

" The Muslim Leaders are trying to laugh the movement off as a political strunt to kill Pakistan, but I think they now realise that the partitionists mean business."

স্বাধীন বাংলা কার্যত Virtual Pakistan ঃ— শ্যামাপ্রসাদ

জিন্না-সুরাবর্দী ঘুঘুর দল বাংলাকে পাকিস্তান বানাবার দাবি ছেড়ে হঠাৎ স্বাধীন যুক্তবঙ্গের যে ফাঁদ পেতেছে, সে ফাঁদে ধরা দিলে সমগ্র বাঙালী হিন্দুর কি দশা হবে দূরদর্শী শ্যামাপ্রসাদ তা দিব্যচক্ষে দেখতে পেয়েছিলেন। মুসলিম রাজনীতির গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশী। তিনি গান্ধীজীর রামধুন-মার্কা হিন্দু-মুসলিম মিলন প্রচেষ্টার ব্যর্থতা ও অসারতা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন বলেই ভবিষ্যৎ স্বাধীন বাংলায় তাঁদের কি হাল হবে সে সম্পর্কে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল না। স্বাধীন বাংলা অদূর ভবিষ্যতে কি রূপ ধারণ করবে তা মুসলমান নেতাদের বক্তব্য থেকেই ধরা পড়ে— 'a sort of Pakistan, 'Subsidiary Pakistan' শব্দ জিন্না-সুরাবর্দীরা হেলাফেলা ভরে বলেননি। তাঁরা ভেবেছিলেন অখণ্ড বঙ্গের ধুয়া তুলে হিন্দুদের দুর্বলতায় সুড়সুড়ি দিয়ে, আগে তো ভারত থেকে বেরিয়ে আসা যাক; তারপর স্বমূর্তি ধারণ করে গোটা বাংলাকেই পাকিস্তানে ঢুকিয়ে দিতে আর কতক্ষণ! তাঁদের সে ফাঁদে শরৎ বসু-কিরণশঙ্কর রায়েরা ধরাও দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদকে কোনও ছলাকলাতেই ভোলান যায়নি। স্বাধীন বাংলা যে প্রকারান্তরে পাকিস্তানেই পর্যবসিত হবে সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহ। তাই মাউন্টব্যাটেন-জিন্না মোলাকাতের বিবরণ গোপন থাকা সত্ত্বেও আলোচনার পাঁচ দিনের মাথায় তিনি বলেছিলেন—স্বাধীন বাংলা কার্যত 'Virtual Pakistan' হবে।

বাংলাভাগের পক্ষে শ্যামাপ্রসাদের দীর্ঘ সওয়াল

২রা মে মাউন্টব্যাটেনকে নিম্নোদ্ধৃত চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদ লেখেন —

Mr. S. P. Mookerjee to Rear-Admiral Viscount Mountbatten of Burma (Extract)
Mountbatten Papers, Official Correspondence Files : Bengal, Partition of
Part I (b)

C/o DIRECTOR, IMPERIAL AGRICULTURAL
RESEARCH INSTITUTE, NEW DELHI,

2 May, 1947

"The views I am expressing in this letter are shared by a very large section of Hindus not only in Bengal but in other parts of India and I hope Your Excellency will give due consideration to them.

We are definitely opposed to Pakistan. We say this not merely from the point of view of Hindus but in the interest of India as a whole. The Constituent Assembly today represents every province in British India and also a number of important Indian States. One Moslem majority province namely N. W. F. Province is represented by a majority of its members. The Muslim members belonging to Bengal, Sind and the Punjab are no doubt absent and they are represented only by the Sikh and Hindu members. This obstructionist attitude on the part of the Moslem League should not weigh with H.M.G. at all. If H.M.G. can take courage in both hands and announce that it is not going to depart from the main provisions of the Cabinet Mission scheme, the situation will at once change. If it is further announced that the Constituent Assembly will be accepted as the first Provisional Parliament of Free India and the transfer of power will be made to a Provisional Government to be elected by the Constituent Assembly on the basis of proportionate representation, the Moslem League is bound to alter its present attitude of negation and obstruction and take its legitimate part in the administration of the country.

Whether division of India takes place or not, it is essential that the Punjab and Bengal should be partitioned. I shall not say anything about the Punjab in my letter as her representatives must have placed full facts before you already. I shall deal with Bengal only.

The reasons why Bengal should be partitioned in any case are as follows :-

1. Bengal's area is about 78,000 square miles and her population is more than 60 millions. Purely from administrative standpoint, creation of two provinces out of the existing boundaries of Bengal is not only possible but eminently desirable. Bengal today is admittedly one of the worst administered provinces in British India.

2. Bengal Hindus have suffered terribly during the last ten years on account of communal misrule and mal-administration. In spite of their immense contribution towards the development of the province, they have no voice in its administration. Protection of Muslim interests is not the only minority problem in India. If ever an impartial survey is made of Bengal's administration during the last ten years, it will appear that Hindus have suffered not only on account of communal riots and disturbances but in every sphere of national activities, educational, economic, political and even religious.

3. Fortunately for Bengal the two major communities live in two compact zones and a separation is rendered easier on this account. Hindu Bengal will have about 35,000 square miles with a population of about 24 milions. This will be equal to, and even larger than, some of the existing provincial units in India and also some States in Europe and America.

4. More than two-thirds of the Hindu population including about 4.5 millions out of 7.6 millions of the scheduled castes will live within Hindu Bengal. This will give an opportunity to both major communities to develop themselves according to their best ability and traditions and the constant rancour and strife between one community and another will gradually disappear. Both major communities in the two provinces are soon bound to realise that in their own

mutual interest, the minority community in the two respective provinces must be duly protected.

Both the Provinces should remain within the Union of india. If however India is to be divided on communal consideration, partition of Bengal becomes an immediate necessity and the above arguments are strengthened by the following additional ones :

1. Mr. Jinnah's claim for Pakistan is based on the theory that Hindus and Muslims are two separate nations and Muslims must have their own homeland and their own State. That being so, Hindus in Bengal who constitute about 26 millions of people may well demand that they must not be compelled to live within the Moslem State and the area where they predominate should be cut off, so that the province thus created may link itself up with the Hindusthan Union. This demand Mr. Jinnah can never resist for, as the Cabinet Mission pointed out in its scheme of May, 16, the same logic and arguments applicable to Pakistan apply also to partition of Bengal.

2. If Muslims being 24 percent of India's population constitute themselves into such a formidable minority, that their demand for a separate homeland and State becomes irresistible, surely 45 percent of Bengal's Hindu population is a sufficiently large minority which cannot be coerced into living within the Pakistan State against the will of the people.

3. It is said that if once Bengal and the Punjab are partitioned, the other portions of India have also to be partitioned on similar consideration. This is purely academic. If there are other areas in India which are large enough to be constituted into separate provinces on communal consideration, their claim has to be justified on merits. Surely the extistence of small pockets here and there cannot justify the creation of new provinces. Even in Eastern Bengal, there will be numerous towns with majority Hindu population and also several Hindu pockets; but we are not going to claim that each of them is to be converted into a provincial unit. It is only because the Hindu majority areas, contiguous in character, are large enough to form into a separate province that we are justified in putting forward our claim for partition.

4. Mr. Jinnah speaks of transfer of population and property. If an undivided Bengal is thrown into Pakistan, we have to transfer about 26 millions of Hindus which is next to impossible. On the other hand if Bengal is partitioned, the question of transfer will be compratively easier. It will affect about nine millions Hindus in Muslim Bengal and six millions Moslems in Hindu Bengal.

5. There is some loose talk of a sovereign undivided Bengal. We do not understand its significance at all nor do we support it in any way. This will give us, Hindus, no relief whatsoever. Sovereign undivided Bengal will be a virtual Pakistan. Who will frame the constitution of Sovereign Bengal? Obviously, this will be left in the hands of the majority of the Moslem Leaguers who will be guided by fanatical notions of a separate nationhood and we are not prepared to trust our fate to them. Further we do not in any case want to be cut off from the rest of India and we are not prepared to make any compromise on this issue on any consideration whatsoever.

I do hope you will give full consideration to the above points. You have come to India with an open mind and to explore the safest way to transfer power to Indian hands. By being fair to both the major communities in Bangal would it be possible for you to avoid chaos and bloodshed. Our suffering in Bengal today is indescribable. We have ceased to live under a civilized Government and the rule of law has been substituted by the rule of gangsterism. You may either decide the question of partition yourself or set up a machinery which will make it possible for the people of the area concerned to express their views. I would however emphasise, as indeed I did in course of my interview with you, that it is essential that the Bengal ministry must be dissolved as soon as the question of partition is announced. To allow the ministry to continue in office may lead to disastrous consequences from which recovery will become almost impossible.

I have written to Your Excellency with utmost frankness for I honestly believe that it is a life and death question to us.

Freedom is about to dawn on India and we, who constitute not a negligible number amongst the people of India and whose contributions to the growth of India's progress have been considerable, have the right to demand that in the Free India to come we must have a territory assigned to us wherein we can live without fear and enjoy the fruits of peace and freedom, without depriving the other majority community of the rightful interests in the area in which it predominates."

বাংলাভাগের পরিপ্রেক্ষিতে চিঠিখানার গুরুত্ব বিবেচনায় তার সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ নিচে দেওয়া গেল ঃ

"আমি এই চিঠিতে যে অভিমত ব্যক্ত করছি তার সঙ্গে শুধু বাংলার বৃহৎ সংখ্যক হিন্দুই নয়, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের হিন্দুরাও সহমত পোষণ করে। এবং আশা করি আপনি তা যথাযথ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

আমরা দৃঢ়তার সঙ্গে পাকিস্তানের বিরোধিতা করি। আমরা শুধু হিন্দুদের মনোভাব থেকে একথা বলছি না, সর্বভারতীয় স্বার্থেই একথা বলছি। বর্তমান গণপরিষদ ব্রিটিশ ভারতের সকল প্রদেশেরই নয়, বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ দেশীয় রাজ্যেরও প্রতিনিধিত্ব করে। বাংলা, সিন্ধু ও পাঞ্জাবের মুসলমান সদস্যগণ অবশ্য অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকছেন এবং ঐ প্রদেশগুলির হিন্দু ও শিখ সদস্যরাই তাদের প্রতিনিধিত্ব করছেন। মুসলিম লীগের এই বাধাদানকারী মনোভাবকে কোনও মতেই গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। যদি সরকার সাহস সঞ্চয় করে ঘোষণা করতে পারেন যে তারা মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার মূল সুপারিশ থেকে কোনওমতেই পিছিয়ে আসবেন না, তাহলেই পুরো পরিস্থিতি পরিবর্তন হয়ে যাবে। যদি আরও ঘোষণা করা হয় যে গণপরিষদকেই স্বাধীন ভারতের প্রথম সাময়িক লোকসভা বলে গণ্য করা হবে, এবং সে লোকসভা থেকে নির্বাচিত অস্থায়ী সরকারের হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে— অবশ্যই সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত —তা হলেই মুসলিম লীগ তাদের নেতিবাচক ও বাধাদানকারী মনোভাব পরিবর্তন করতে বাধ্য হবে এবং দেশের শাসনকার্যে নিজেদের ন্যায্য অংশ গ্রহণ করবে।

ভারত ভাগ হোক বা না হোক, পাঞ্জাব ও বাংলাকে ভাগ করা অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। আমি পাঞ্জাবভাগ সম্পর্কে কোনও কথা বলব না। কারণ সে প্রদেশের প্রতিনিধিরা পাঞ্জাবভাগের সপক্ষে ইতিপূর্বেই আপনার সামনে সব তথ্য পেশ করেছে। আমি শুধুমাত্র বাংলার ব্যাপারেই আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখব।

যে সব কারণে বাংলাভাগ আবশ্যক হয়ে পড়েছে সেগুলি নিম্নরূপ ঃ

১. বাংলার আয়তন প্রায় ৭৪০০০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি। শুধুমাত্র শাসনকার্যের সুবিধার্থেই বাংলার বর্তমান আয়তন ভাগ করা কেবল প্রয়োজন নয়, বাঞ্ছনীয়ও বটে। বর্তমানে বাংলা ব্রিটিশ ভারতের নিকৃষ্টতম শাসনাধীন বলা যায়।

২. গত ১০ বছরে সাম্প্রদায়িক কুশাসনে ও বিশৃঙ্খল শাসন ব্যবস্থায় বাংলার হিন্দুরা নিদারুণভাবে নির্যাতিত হয়েছে। এই প্রদেশের উন্নয়নে তাদের অপরিসীম অবদান সত্ত্বেও শাসনক্ষেত্রে তাদের কোনও স্থান নেই। মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণই ভারতে একমাত্র সংখ্যালঘু সমস্যা নয়। গত ১০ বছরে বাংলার শাসন ব্যবস্থার উপর যদি কোনও নিরপেক্ষ সমীক্ষা চালান হয়, তা হলে দেখা যাবে যে হিন্দুরা কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও গোলযোগের জন্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি, জাতীয় জীবনের সকলরকম ক্রিয়াকাণ্ডে যেমন শিক্ষা, অর্থনীতি, রাজনীতি—এমনকি ধর্মাচরণ সমেত সকল ক্ষেত্রেই নির্যাতিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৩. বাংলার সৌভাগ্য এই যে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ই মোটামুটি দু'টি আলাদা অঞ্চলে সংখ্যাগুরু হিসাবে বাস করছে। ফলে এদের বিভাজন সহজতর হবে। হিন্দু বাংলার ভাগে পড়বে প্রায় ৩৫০০০ বর্গ মাইল জমি ও ২ কোটি ৪০ লক্ষ লোক। এটি ভারতের এমন কি ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক প্রদেশ বা দেশের সমান বা তার চেয়ে আকারে বড় হবে।

৪. বাংলার ৭৬ লক্ষ তফশিলী হিন্দুর মধ্যে ৪৫ লক্ষ তফশিলী হিন্দু সমেত হিন্দু জনসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশের বেশী লোক হিন্দু বাংলায় পড়বে। এর ফলে দু'টি বৃহৎ সম্প্রদায়ই নিজ-নিজ সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় নিজেদের কর্মদক্ষতা ও ঐতিহ্য অনুসারে উন্নতিসাধনে সক্ষম হবে এবং তার ফলে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমাগত বিরোধ ও সংঘর্ষের অবসান ঘটবে। দু'টি প্রদেশের দুই বৃহৎ সম্প্রদায় শীঘ্রই বুঝতে পারবে তাদের পারস্পরিক স্বার্থেই উভয় প্রদেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে।

দুটি প্রদেশই ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অবশ্য যদি ধর্মীয় ভিত্তিতে ভারতভাগ করতেই হয়, তাহলে বাংলাভাগও অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়াবে এবং তখন উপরে প্রদর্শিত যুক্তিসমূহের সঙ্গে নিম্নলিখিত যুক্তগুলিও বিবেচনা করতে হবে ঃ

১. হিন্দু ও মুসলমান দু'টি পৃথক জাতি এবং মুসলমানরা অবশ্যই নিজস্ব বাসভূমি ও নিজস্ব রাষ্ট্রের অধিকারী—এই সূত্র বা মতবাদের উপর মিঃ জিন্নার পাকিস্তান দাবি প্রতিষ্ঠিত। যদি তাই হয়, বাংলার দুই কোটি ৬০ লক্ষ হিন্দুও দাবি করতে পারে যে, পৃথক জাতি হিসাবে তাদেরও মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাসে বাধ্য করা হবে না এবং বাংলার যে অংশে হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সে অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে এবং এই নবগঠিত প্রদেশটি হিন্দু ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গেই যুক্ত থাকবে। মিঃ জিন্না এই দাবি কোনও মতেই প্রতিহত করতে পারবেন না। কেননা—১৬ই মে'র মন্ত্রিমিশন প্রস্তাবেই একথা বলা হয়েছে যে মিঃ জিন্নার দাবির পেছনে যে যুক্তি খাড়া করা হয়েছে, সেই একই যুক্তি বাংলাভাগের পক্ষেও সমভাবে প্রযোজ্য।

২. ভারতীয় জনসংখ্যার মাত্র ২৪ শতাংশ হয়েও মুসলমানরা নিজেদের যদি এমন জবরদস্ত সংখ্যালঘু বলে জাহির করতে পারে যে তাদের আলাদা বাসভূমি ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি ঠেকান দুষ্কর, তাহলে বাংলার ৪৫ শতাংশ হিন্দু নিশ্চয়ই এমন গুরুত্বহীন সংখ্যালঘু নয় যে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাকিস্তানে বসবাসে বাধ্য করা যাবে।

৩. বলা হচ্ছে যে বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করা হলে ভারতের অন্যান্য এলাকাও একই যুক্তিতে ভাগ করতে হবে। এটা একেবারেই অবান্তর কথা। যদি ভারতে সম্প্রদায় ভিত্তিতে কোনও এলাকাকে আলাদা প্রদেশে রূপদানের প্রশ্ন ওঠে তবে তা গুণগতভাবে বিচার করতে হবে। কিন্তু এখানে ওখানে ক্ষুদ্র পকেটতুল্য এলাকাকে প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া যায় না। পূর্ববঙ্গে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ বহু শহর ও অঞ্চল রয়েছে; আমরা কিন্তু সেগুলিকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আলাদা প্রদেশ রূপে গঠন করার দাবি করছি না। কারণ বাংলার যে বৃহৎ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিন্দু ভারতের সংলগ্ন বা লাগোয়া রয়েছে, তা আলাদা প্রদেশ হিসাবে গঠিত হতে পারে বলেই আমরা বাংলা-ভাগের দাবি করছি।

৪. মিঃ জিন্না লোক ও সম্পত্তি বিনিময়ের কথা বলছেন। যদি অবিভক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের কবলে সমর্পণ করা হয়, তাহলে আমাদের ২ কোটি ৬০ লক্ষ হিন্দুকে সরিয়ে আনতে হবে—যা কার্যত অসম্ভব। অপরপক্ষে যদি বাংলা ভাগ করা হয় তাহলে লোক বিনিময়ের প্রশ্ন তুলনামূলক ভাবে সহজতর হবে। এর ফলে মুসলিম বাংলায় ৯০ লক্ষ হিন্দু থেকে যাবে, আর হিন্দু বাংলায় থেকে যাবে ৬০ লক্ষ মুসলমান।

৫. স্বাধীন অবিভক্ত বাংলা নিয়ে কিছু সস্তা কথাবার্তা চলছে। আমরা এর তাৎপর্য একেবারেই অনুধাবন করতে পারছি না; কিংবা এ প্রস্তাব

কোনওভাবেই সমর্থন করতে পারছি না। এই প্রস্তাবে হিন্দুদের কোনওপ্রকার উপকারের সম্ভাবনা নেই। সার্বভৌম বাংলার সংবিধান কারা রচনা করবে? অবশ্যই একাজ সংখ্যাগুরু মুসলিম লীগারদের হাতেই অর্পণ করা হবে। তারা পৃথক জাতিতত্ত্বের প্রবক্তা রূপে ধর্মান্ধ মনোভাবেই পরিচালিত হবে। আমরা তাদের হাতে আমাদের ভাগ্য সমর্পণ করতে রাজী নই। অধিকন্তু আমরা কোনও মতেই ভারতের অবশিষ্টাংশ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিতেও রাজী নই। এই প্রশ্নে কোনও সমঝোতা, সালিশী বা বিবেচনা করতেও আমরা প্রস্তুত নই।

আমি আশা করি উপরে প্রদত্ত যুক্তি ও তথ্য আপনি গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখবেন। আপনি খোলা মন নিয়ে ভারতে এসেছেন। ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ার সবচেয়ে নিরাপদ পন্থা উদ্ভাবনে দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের প্রতি সমতুল্য আচরণ করলে আপনি বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি বন্ধ করতে সক্ষম হবেন। আজ বাংলায় আমাদের দুর্দশা বর্ণনাতীত। আমরা সুসভ্য সরকারের শাসনাধীনে থাকার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছি। আইনের শাসনের স্থান দখল করেছে গুণ্ডামি। আপনি হয় নিজে বাংলাভাগের প্রশ্ন বিবেচনা করবেন, না হয় এমন কোনও সংস্থা গড়বেন যার কাছে স্থানীয় জনসাধারণ নিঃসঙ্কোচে নিজেদের অভিমত খোলা মনে প্রকাশ করতে পারে। তবে আমি যেমন আগেও আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎকারকালে বলেছি, এখনও জোর দিয়ে বলতে চাই যে, প্রদেশ ভাগের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান বাংলা মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করতে হবে। কারণ তারপরও এই মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রাখলে এমন সাংঘাতিক বিপর্যয়কর অবস্থার উদ্ভব হবে যে তার থেকে উদ্ধার পাওয়া অসম্ভব হবে।

আমি অত্যন্ত খোলাখুলিভাবে আপনার কাছে সব কথা লিখেছি। কারণ আমি ন্যায়ত ও ধর্মত বিশ্বাস করি যে এটি আমাদের কাছে জীবনমরণ সমস্যা। ভারতে স্বাধীনতালগ্ন আগতপ্রায় এবং আমরা বাঙালীরা যারা ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংখ্যায় নগণ্য নই, ভারতের সমৃদ্ধি সাধনে যাদের অবদান সর্বাধিক, তাদের দাবি করার অধিকার আছে যে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতে আমরা এমন একটি আলাদা স্থান চাই, যেখানে আমরা নির্ভয়ে বসবাস করতে পারি এবং শান্তি ও স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে পারি। তার দ্বারা অন্য সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়কেও বঞ্চিত করা হবে না। যে অঞ্চলে তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেখানে আধিপত্য বজায় রেখে তারা নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে পারবে।"

এই সুদীর্ঘ চিঠিতে শ্যামাপ্রসাদ মুসলিম লীগ শাসনে বাংলার হিন্দুদের দুর্গতি ও দুর্ভাবনার কথা এবং প্রস্তাবিত স্বাধীন বাংলায় তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা

অকাট্য যুক্তি সহকারে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। ২রা মে'র ঠিক একমাস পরে ২রা জুন প্রদেশভাগ সমেত ভারতভাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলতে গেলে স্বাধীন যুক্তবঙ্গ পরিকল্পনারও গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটে। শ্যামাপ্রসাদের নিরলস সংগ্রাম জয়যুক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গ আলাদা প্রদেশ হিসাবে ভারতের অঙ্গীভূত থেকে যায়।

যোগ আর ভাগে দড়ি টানাটানি

কিন্তু এখনও শেষ কথা বলার সময় আসেনি। স্বাধীন বাংলার জন্য যত কূটকচালি চিঠি চালাচালি চলতে থাকে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনও তত জোরদার হতে থাকে। তারকেশ্বর কন্‌ভেনশনের পর (৫ এপ্রিল ১৯৪৭) শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাগের দাবি নিয়ে সারা বাংলায় প্রচারাভিযানে বেরিয়ে পড়েন। সর্বত্র বিশাল হিন্দু জনতা এই প্রস্তাবে সমর্থন জানাতে থাকে। স্বাধীন বাংলার প্রতি বাঙালী হিন্দুদের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেই ১৮ মে তারিখে এক গোপন টেলিগ্রামে মাউন্টব্যাটেন বারোজকে জানিয়ে দেন, স্বাধীন বাংলার পেছনে ছোটা নিরর্থক। কংগ্রেস কোনমতেই জাগ্রত হিন্দু জনমতের বিরুদ্ধে এই প্রস্তাব সমর্থন করবে না। তবে তিনি সুরাবর্দীকে তাঁর প্রচেষ্টা থেকে বিরত করতে চান না ঃ

"My talk with Nehru at Simla led me to believe that it is extremely unlikely that the Congress High Command will accept an independent Bengal or allow their followers to support such a proposal, as their view is that Bengal has no future except in Hindusthan ; but I do not mean by this that I should wish Suhrawardy to abandon his efforts for unity."

পাকিস্তান সৃষ্টি হলে বাংলা ভাগ করতেই হবে ঃ লণ্ডনে শ্যামাপ্রসাদের তারবার্তা

মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তর সমস্যা সমাধানের যে ছক তৈরি করেছেন, তার অনুমোদনের জন্য লন্ডন গেলেন। শ্যামাপ্রসাদ সেখানেও তাকে ধাওয়া করলেন ঃ

"The Hindu Mahasabha leaders were adamant on this issue and in order to make it a reality, S.P. Mukherjee sent a cable to Lord Listowel, Secretary to State for India and Sir Stafford Cripps, which stated :

Pakistan or no Pakistan, in the interest of the peace and harmony and the political and economic advancement of the people, it is essential that a separate province including Calcutta which have 75% Hindus, must be created in Bengal

comprising Hindu majority areas which will remain in Indian Union. We are against the division of India but if Pakistan is conceded against our will, separation of Hindu majority areas in Bengal is inseparable as indeed suggested in the Cabinet Mission scheme of May 16, 1946."

এবার উঃ পঃ সীমান্ত প্রদেশের হিন্দুদের পালা

এসব অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করার মতো কোনও যুক্তি কেউ দেখাতে পারেনি—স্বয়ং মাউন্টব্যাটেনও না। তিনি কলকাতা নোয়াখালির দাঙ্গা দেখেননি; কারণ সে সময় তিনি ভাইসরয় হয়ে আসেননি। কিন্তু তাঁর ভারতে পদার্পণের মাসখানেকের মধ্যে পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু শিখদের উপর যে অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা তিনি স্বকর্ণে শুনেছেন, তার নমুনা স্বচক্ষে দেখেছেনও। সীমান্ত প্রদেশে শতকরা মাত্র ৭ জন হিন্দু-শিখের বাস। তাদের প্রতিনিধিরা মাউন্টব্যাটেনকে তাদের উপর নির্যাতনের কাহিনী শোনান ঃ

"(at Pashawar) I received a delegation of six Hindus with a horrible tale of woe against the Muslim League, of murder, rape and violence."

তারপর রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ২৫ মাইল দূরে ক্ষুদ্র কোহুটা শহরে হিন্দু বস্তিতে যেন বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হয়েছে ঃ

"........I and my wife immediately drove out 25 miles to the small town of Kohuta which had a population of 2000 Hindus and Sikhs, and 1500 Muslims. On the night of March the 6th a patrol of the Norfolks found everything peaceful and the inhabitants on the usual friendly terms which they had been on for so many years; on the 7th, the whole town was ablaze. The whole of the Hindu–Sikh part is an absolute wreck, as though it had been subjected to an air raid..."

সমস্ত পরিবারকে মশালের মতো বেঁধে কেরোসিন ঢেলে অগ্নিদগ্ধ

এতো গেল ধনসম্পত্তি বিনষ্টের কথা। কিন্তু যে নিষ্ঠুরতার সঙ্গে হিন্দু-শিখদের হত্যা করা হয়েছিল, তার নজির বর্বরতার ইতিহাসেও বেশি মিলবে না ঃ

"The unattractive part of all these massacre is the sadistic violence which distinguishes them. They seem to be very fond

of tying whole families together, pouring oil on them and then lighting them as a single torch."

অর্থাৎ যে জান্তব হিংস্রতার সঙ্গে এই গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে সে বর্বরতার আর দ্বিতীয় নজীর নেই। সেই নরপশুর দল এক একটি হিন্দু শিখ পরিবারের সকল সদস্যকে একসঙ্গে মোচার মতো বেঁধে তার উপর কেরোসিন ঢেলে আগুন জ্বেলে দিত এবং মনে হতো যেন একটা মশাল জ্বলছে।

এই নিষ্ঠুর নিধন ক্রিয়ার মাঝে হিন্দু ও শিখ রমণীরা নিজেদের ধর্ম ও ইজ্জত বাঁচাতে যে অসীম সাহসিকতার পক্ষে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিলেন, মাউন্টব্যাটেনের কলমে তাও ধরা রয়েছে ঃ

"Hindu and Sikh women have not been wanting in courage and many have taken their lives rather than be raped or forcibly converted."

এসব বর্বরতার বাংলা অনুবাদ দিলাম না। তবে আধুনিক সেকুলারওয়ালারা কারও স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে এভাবে 'রোস্ট' করার কাহিনী নিজ নিজ পরিবারবর্গের কাছে বর্ণনা করতে পারেন। তাঁরা শুনে পুলক অনুভব করেন কিনা জানাতে পারেন। তা হলেই বুঝব তারা শুধু রাস্তাঘাটে নয়, ঘরেও "সেকুলারিজম সালসা" সেবন করাতে সক্ষম হয়েছেন।

মাউন্টব্যাটেন স্পষ্টাক্ষরে লিখেছেন কোহুটা যাবার আগে ঘটনা যে এমন ভয়াবহ আকার নিয়েছিল তিনি তা অনুমানও করতে পারেন নি ঃ "Until I went to Kohuta, I had not appreciated the magnitude of the horrors which are still going on."

এই বর্বরদের হাত থেকে বাংলা ও পাঞ্জাবের যতটুকু অংশ রক্ষা করা যায় তার জন্য আন্দোলন করে শ্যামাপ্রসাদরা কি অন্যায় করেছেন? সেকুলারিজম ফেরি করার জায়গা তো তাঁরাই তৈরি করে দিয়ে গেছেন!

পেশোয়ারে হিন্দু-শিখদের উপর নির্বিচার আক্রমণ ঃ প্রধান মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেবের বাড়ি আক্রান্ত

বাংলা ও পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি এবং তার প্রতিকারে সবাই মাথা ঘামালেও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে শতকরা মাত্র ৭ জন হিন্দু শিখের জীবন ও সম্মান কেমন দুর্বিষহ ও বিপন্ন হয়ে উঠেছিল এবং সেখানকার কংগ্রেসী মুসলমান সরকারকে নাজেহাল করতে মুসলিম লীগের গুণ্ডাবাহিনী যে কোমর বেঁধে লেগেছিল, সে খবর বহির্জগতে তেমন প্রচার পায়নি। হিন্দু ও শিখদের উপর

আক্রমণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে সীমান্ত প্রদেশের গভর্নর স্যার ও. ক্যারো ১৩ মার্চ, '৪৭ তারিখে ভাইসরয় ওয়াভেলকে এক টেলিগ্রামে জানান ঃ

"North-West Frontier Province situation : After the victory in Mardan election in the middle of February, local Leaguers started on direct action against Ministry, partly stimulated by events in the Punjab... League demonstration was staged at Assembly Hall on March 10th. It was necessary to support police with troops. Mob made ugly rushes and troops had to open controlled fire. Seven round fired, 15 casualties sustained of which two have been subsequently died. This clash has on the whole steadied situation but immediate result was that 17 cases of stabbing Hindus took place on the same afternoon in Peshawar city.... communal incidents have now spread to villages east and south of Peshawar where there have been some murders and some forcible conversion of Sikhs.

Elsewhere in Province situation in Hazara.... has deteriorated. Gurdwaras have been burnt, individual Sikhs murdered and forced conversions have taken place...... Hindus and Sikhs are frightened and stray stabbing assaults by Moslems are still taking place."

এক হতভাগ্য শিখ মহিলার মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণনা করে স্যার ও. ক্যারো জানান ঃ

"Particular point was made of case of a Sikh woman who after the murder of her husband in disturbances was married to Mohammedan and after staying some days in Premier's house had made free statement before both parties that she wished to return to Sikh relations and had therefore been released under law."

তার ফল ফলতে দেরি হল না। গুণ্ডার দল প্রধানমন্ত্রীর (ডাঃ খান সাহেব) বাড়ি চড়াও হয় এবং যথেচ্ছ ভাঙচুর করে ঃ

"On February 21st large and dangerous procession formed in Peshawar city, marched into the cantonment, overpowering police, and surrounded Premier's house of which windows were broken...."

মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের হাতে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের এই তো হাল। এদের সর্দার আবদুর রব নিস্তার হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য; নেহরু-প্যাটেলদের সহকর্মী। খুনী আর গুণীমানীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান!

ভারতভাগের সঙ্গে বাংলা ভাগ করে সমস্যা মেটান হোক ঃ শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাপ্রসাদ অখণ্ড ভারতের জন্য ১৯৪৬ সালের শেষ পর্যন্ত — কলকাতা ও নোয়াখালির রায়টের পরেও—লড়ে গেছেন। কিন্তু যখন দেখলেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সারা দেশে ছড়িয়েছে এবং মুসলিম লীগ ও জিন্না একবাক্যে বলে চলেছে দেশভাগ ছাড়া আর কিছুতেই তারা তৃপ্ত হবে না, তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিন্দু মহাসভা দেশভাগে সম্মত হয়। সে ঘটনার উল্লেখ করে বলা হয়েছে বাংলা ভাগ করে বাংলার সমস্যাও মিটিয়ে ফেলা হোক ঃ

"Although the Mahasabha was still against Pakistan, or vivisection of the fatherland, and for a strong central government, they now wanted the division of Bengal into Hindu-majority West Bengal and a Muslim-majority East Bengal. Bengal Hindus would have at least one part of Bengal they could control, either in a federated India or if part of Bengal was detached to make a Bengali wing of Pakistan. Through the early months of 1947, the Hindu Mahasabha carried on a strong, vocal campaign for a Bengali Hindu homeland matching Jinnah's cry of 'Islam in danger'! with one of 'sacred Hindustan and Hindus in danger'! Mookerjee put it this way in a statement of March 19 :

Partition of Bengal alone will offer a peaceful solution of the grave communal problem confronting the province. This will give the two major communities in Bengal full freedom to develop their own culture and tradition in the areas where they are in predominant numbers, both are sure to recognise soon that it will be to their mutual interest to guarantee full protection to the respective minorities in the two (proposed) provinces".

যুক্ত বাংলায় হিন্দুরা ক্রীতদাসে পরিণত হবে ঃ শ্যামাপ্রসাদ

যে মুসলিম লীগ গুণ্ডাশাহীর শাসনে বাংলার হিন্দুদের ধন-প্রাণ মান-ইজ্জত বিনষ্ট হল, তার জন্য যাদের মনে তিলমাত্র অনুতাপ নেই এবং বিধর্মীর ধন-প্রাণ ও ইজ্জত নষ্ট করাকে যারা ইসলাম ধর্মসম্মত মনে করে, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের শাসনে পুরো বাঙলাকে চিরতরে আবদ্ধ করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে শ্যামাপ্রসাদ গর্জে উঠেছেন ঃ

"We shall demand with one voice that the transfer of power must be made to a strong Central Government in respect of the whole of British India.

Hindus will resist with their life blood any scheme of the perpetuation of slavery which will be inevitable if Bengal, as she is constituted and administered today, is allowed to become a separate independent unit off from the rest of India. Nothing can justify the transfer of nearly 35 millions of persons belonging to one community to the perpetual domination of an artificial majority which refuses to identify itself with the rising aspirations of the entire people."

(N. N. Mitra–Indian Annual Register, 1947 "Chronicle of Events"–22 February).

তাঁর এই বিবৃতি থেকেই হিন্দুদের চৈতন্যোদয় হতে থাকে। বাংলার হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলি যাতে মুসলিম লীগের করালগ্রাস থেকে রক্ষা করা যায় তার সমর্থনে জনমত গড়ে উঠতে থাকে। ক্রমেই তা প্রবলাকার ধারণ করে। ভারত ভাগ হবে, অথচ বাংলা অবিভক্ত অবস্থায় স্বাধীন বাংলা বেনামে পাকিস্তানে যাবে, তা কোনও মতেই হতে পারে না। পাকিস্তান হোক বা না হোক বাংলা ভাগ করতেই হবে ঃ

"Mookerjee's statement signalled an important shift in Mahasabha policy, instead of calling unceasingly for Indian unity, for the indivisibility of the fatherland, believing the granting of Pakistan demand likely, they were now willing to give up some territory in return for keeping the maximum number of Hindus in India. They now wanted the division of Bengal into a Hindu majority West Bengal and a Muslim majority East Bengal whether or not Pakistan was established."

কংগ্রেসীদের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে টেনে নামান ঃ শ্যামাপ্রসাদ একক নেতৃত্বে অসাধ্য সাধন

এই দাবির সমর্থনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন। মুসলিম লীগের হিংসাত্মক রাজনীতি বাংলার হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক যেমনভাবে বিষিয়ে দিয়েছে, তাতে ভাষার বন্ধন, অখণ্ড সংস্কৃতি ইত্যাদি ছেঁদো কথার কোনও মূল্যই নেই হিন্দুদের কাছে। যাদের শাসনে ধর্মীয় স্বাধীনতা, প্রাণের নিরাপত্তা,

মানসম্ভ্রমরক্ষার নিশ্চয়তা নেই, তাদের সংস্পর্শ থেকে যত দূরে থাকা যায় ততই মঙ্গল বলে হিন্দুরা মনে করে। মুসলমান নেতাদের কথাবার্তা থেকেই তাদের মনোগত অভিপ্রায় ও মানসিক প্রবণতা মাঝে মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ে। একদা গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্ত মৌলানা মহম্মদ আলি বলেছিলেন — "The worst sinner and dabauchee among the Muslims was, in his eyes, far superior to even Mahatma Gandhi" (তিনি একজন ঘৃণ্যতম পাপী ও লম্পট মুসলমানকে মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে মহত্তর মানুষ বলে মনে করেন।) এই যাদের দৃষ্টিভঙ্গী তাদের সঙ্গে বসবাস? বাংলার সমগ্র হিন্দু সমাজ যাতে চিরতরে এদের শাসনাধীন না হয়, অর্ধাংশে হিন্দু যাতে নিজ ধর্মসংস্কৃতি মান-ইজ্জত রক্ষা করতে পারে, সেই দূরদর্শী মনোভাব থেকেই শ্যামাপ্রসাদ বাংলাভাগের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন ঃ

"Throughout the spring of 1947, Mookerjee became the single most vocal spokesman for Bengali Hindus and gradually, the majority of the Congress in Bengal, Bengal members of the Constituent Assembly, and members of the Congress Working Committee joined him in the demand for the partition of Bengal."

নিজের দল হিন্দু মহাসভা ক্ষীণশক্তি হলেও একমাত্র ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের জোরে শ্যামাপ্রসাদ বাংলার কংগ্রেস দলকে বাংলাভাগ আন্দোলনে সামিল করতে পেরেছেন। ২৯শে এপ্রিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি বাংলা বিভাগের দাবিতে এক প্রস্তাব নেয় ও বড়লাট, নেহেরু-প্যাটেল প্রভৃতির কাছে তা পাঠায়। ১লা মে সভাপতি সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ বিবৃতি দেন—" An undivided Bengal in a divided India is an impossibility. Let Mr. Suhrawardy repudiate the two nation theory and abandon communalism, and he will be able to prevent the partition of Bengal."

একক নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের এতবড় উদাহরণ এদেশে খুব বেশী দেখা যায়নি। তাঁর সে অসাধ্য সাধনের কথা সমালোচকদেরও অকুণ্ঠ স্বীকৃতি আদায় করেছে ঃ

"S. P. Mookerjee soon won the majority of the Bengal Congress and Bengal Hindu representatives in the Central and provincial legislative assemblies to his side, while continually condemning the wickedness of the idea of Pakistan, the Mahasabha and Congress allies were using parallel argument calling for the partition of Bengal (and the Punjab) whether

there was an overall partition of India or not... There is a connecting line from the views of Rajagopalachari during the war, to Mookerjee and the Congress in 1947, if Pakistan is to be conceded, then the arrangement must be such that the largest number of non-Muslims be given the opportunity to remain in India."

এ তো নির্জলা খাঁটি কথা। দেশভাগ যখন হচ্ছেই, তখন তার সঙ্গে প্রদেশও ভাগ করে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের যত অধিক সংখ্যক হিন্দুকে ভারতের মধ্যে রাখা যায় সে প্রচেষ্টায় অপরাধ কোথায়? শ্যামাপ্রসাদ সে কাজটিই করেছেন। তাই তো প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা আজ পশ্চিমবঙ্গের নিরাপদ পরিবেশে বসবাস করে সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার পিণ্ডি চটকাতে পারছেন। তা না হলে তাদের দশাও পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মতোই হতো; সর্বস্ব খুইয়ে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের দয়াভিক্ষা করে দিন কাটাতে হতো। শ্যামাপ্রসাদ সেই আত্মাবমাননা থেকে বাঙালীকে বাঁচার ব্যবস্থা করে গেছেন।

গান্ধীজীর নোয়াখালি উপস্থিতিতেও হিন্দু নারীর চরম লাঞ্ছনা

শুধু ধন-সম্পত্তি খোয়ান নয়, ও তো উদ্যোগী পুরুষে অর্জন করে, অবস্থা বৈগুণ্যে খোয়ায়ও। তাতে আফসোসের কিছু নেই। কিন্তু গান্ধীজীর নোয়াখালি অবস্থান কালেও নোয়াখালিতে মা-বোনেদের ইজ্জত নিয়ে কেমন ছিনিমিনি খেলা চলছিল, দুটি প্রত্যক্ষ ঘটনা থেকে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এই দু'জন কুলবধূর মর্মান্তিক কাহিনী পাষাণহৃদয়ও বিগলিত করবে ঃ

(এক)

"খেয়া পার হচ্ছি, সঙ্গের ২-১ জন ফিশফিশ করে চিনিয়ে দিচ্ছেন নৌকার মাঝিকে— হাতে যার রেডক্রশের ব্যাজ, লোকটা দাঙ্গায় নেতৃত্ব দিয়েছিল অমুক গ্রামে। সামনাসামনি কথা বলার সাহস হত না। থানায় বহুকষ্টে এক স্বামী-স্ত্রীকে বুঝিয়ে নিয়ে গেছি — যা ঘটছে তা বল। এজাহার দাও। তখন বেশ রাত্রি হয়েছে, অতি সঙ্গোপনে আমার সঙ্গে বড় ঘোমটা দিয়ে তার স্ত্রী বলছে যে দাঙ্গার দুইমাস পরেও প্রতি রাতে বউটিকে ২-৩ জন জোর করে তুলে নিয়ে যায় এবং ভোর রাতে ফেরত দিয়ে যায়। এরকম প্রত্যহ ঘটছে, কিন্তু ভয়েও স্বামী বা পরিবারের কেউ প্রতিবাদ করতে বা পুলিশের সামনে এজাহার দিতে সাহস পারছে না। সাহস দিয়ে সঙ্গে করে আনাতে লক্ষ্মীপুর থানায় এল। কিন্তু কথা ফোটে না, লিখে বিবৃতি দেওয়া তো দূরের কথা। থানার ও. সি. বলছেন, ঘটনা তো শুনলাম। নাম বলবে,

পরিচয় বলবে, বিবৃতি সই করবে তবে তো এজাহার হবে। মেয়েটি কেঁদে আকুল। বলে, আমার এই প্রাত্যহিক লাঞ্ছনা থেকে বাঁচান। স্বামী বলে, নাম বললে আমায় কেটে ফেলবে। তার চেয়ে দেশ ছেড়ে পালাই। সত্যি সত্যিই শেষ পর্যন্ত ঐ পরিবার দেশ ছেড়ে পালাতেই বাধ্য হল। আমার শক্তি হল না দোষীকে শাস্তি দিতে কিংবা উপদ্রুতকে রক্ষা করতে। আমরা অসহায় দর্শক হয়ে রইলাম।"

(দুই)

"একবার খবর এসেছিল যে নোয়াখালির এক গ্রামে একটি অপহৃতা মেয়ে একটি স্থানীয় পরিবারে পুত্রবধূ হিসাবে বাস করছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সরেজমিনে তদন্ত করতে আসছেন। সুচেতা কৃপালনীকেও ওই সময়ে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন মি. ম্যাকিনার্নি, আই. সি. এস— একজন আইরিশ অফিসার। পুলিশ ফোর্স নিয়ে তিনি যখন উপস্থিত হলেন, সুচেতাও রয়েছেন। পরিবারের কর্তা বললেন, মেয়েটি আছে আমার কাছে, এ-কথা ঠিকই। কিন্তু সে সাবালিকা এবং স্বেচ্ছায় আমার পুত্রকে বিবাহ করেছে, এটা অপহরণ নয়। এটা ভালবাসার বিবাহ। ম্যাকিনার্নি মেয়েকে সামনে এনে কথাবার্তা বললেন, তিনি ভাল বাংলা বলতে পারতেন। মেয়েটির চেহারা বিধ্বস্ত, অত্যন্ত দুর্বল। শুধু মাথা নেড়ে উত্তর দেয় সে এখানেই থাকবে— স্বেচ্ছায় এসেছে।

সুচেতা ম্যাজিস্ট্রেটকে বললেন— আপনি আলাদা ঘরে ওকে নিয়ে জেরা করুন। প্রকৃত ঘটনা তাতেই জানা যাবে। ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, এ তো প্রেমঘটিত বিবাহ, এতে আর জেরা করার কী আছে? দপ্ করে জ্বলে উঠলেন সুচেতা কৃপালনী। বললেন, Please Mr. Macinerny, please give me one concrete case of love affair between the communities from 10th October to this day, after the riot. This is not a case of love marriage. Take evidence in a separate room so that the girl can speak the truth —তাঁর চাপে পড়ে আলাদা ঘরে নেওয়া হল মেয়েটিকে, শুধু ম্যাজিস্ট্রেট ও মেয়েটি। আর সকলেই বাইরে। ঘরে ঢুকে মেয়েটি এদিক ওদিক চেয়ে যখন দেখল আর কেউ নেই, আকুল হয়ে কেঁদে সাহেবের পায়ের উপর পড়ে বললে, আমায় আপনি এখনই নিয়ে যান এখান থেকে। আমি আপনার আশ্রয় চাই।

সাহেব সব বুঝলেন। তবুও সুচেতা কৃপালনীকে ডেকে বললেন, কোথায় এখন নিয়ে যাব? একটু বুঝে নিই। সুচেতা সাহেবকে বললেন, তোমার যা ক্ষমতা আছে তুমি ওকে নিয়ে যে কোনও আশ্রম এমনকি জেলেও রাখতে পারো। কিন্তু যদি দেরী কর, সারা জেলায় এ খবর ছড়িয়ে যাবে। এমনকি সারা ভারতের মানুষ

জানবে যে অপহৃতা মেয়েকে তুমি উদ্ধার করে আশ্রয় দিতে পারনি। যত দেরি করবে ততই প্রবল আন্দোলন হবে, আইনশৃঙ্খলা রাখতে পারবে না। ওকে পুলিস এসকর্ট দিয়ে এ জেলা থেকে অন্যত্র পাঠাবার ব্যবস্থা কর। মেয়েটি সাবালিকা, সুতরাং সে যদি ভালবাসার বিবাহ অস্বীকার করে, তোমার কী অধিকার আছে তাকে এখানে রেখে কালক্ষেপ করার? বলা বাহুল্য, এ কথায় কাজ হল। পুলিস হেফাজতে তাকে নিয়ে দুই রাত্রি চৌমুহনির যোগেন্দ্রকুমার মজুমদারের বাড়িতে রেখে, সেখান থেকে কুমিল্লার কস্তুরবা গান্ধী ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ট্রাস্টের কন্যা শিক্ষালয়ে রেখে চিকিৎসা করে সুস্থ করার পর একটি আদর্শবাদী ছেলে তাকে বিবাহ করে। সুখেই ছিল বলে শুনেছি।" (অশোকা গুপ্ত— নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে)

হিন্দু মা-বোনেদের এই চরম লাঞ্ছনার পরেও যারা বাংলা ভাগের জন্য বা যুক্ত বঙ্গ প্রস্তাব বানচালের জন্য শ্যামাপ্রসাদকে দোষারোপ করে, তাদের মধ্যে মানুষের আত্মা আছে না কুকুরের আত্মা রয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। এদের ঘরে কি মা বোন নেই?

হিন্দুদের নিরাপত্তা ঃ সুরাবর্দীর মিথ্যা আশ্বাস

এই পরিস্থিতিতেও প্রস্তাবিত স্বাধীন যুক্তবঙ্গে হিন্দুদের নিরাপত্তার পক্ষে সাফাই গেয়ে সুরাবর্দী বলেন ঃ

"আমি মনে করি না মুসলমানদের সংখ্যা কিছুটা বেশি থাকায় তাঁরা যদি মন্ত্রিসভায় সামান্য সংখ্যাগুরু হন তাহলে হিন্দুদের বিশেষ আপত্তির কারণ হবে। কারণ ইতিপূর্বেও এই অবস্থা সকলে মেনে নেন। কেউ কি একথা ভাবতে পারেন যে, পরিবর্তিত পরিবেশে মুসলমানেরা বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার করতে পারেন? অনেকগুলো কারণেই তা অসম্ভব ঃ হিন্দুদের নিজস্ব শক্তি যে কোন শাসনব্যবস্থাকে পঙ্গু করে দিতে পারে। শাসনতন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ পদে তাঁরা অধিষ্ঠিত আছেন। সরকারী চাকরিতে তাঁরাই সংখ্যাগুরু। সেক্রেটারিয়েটের শাসনব্যবস্থা তাঁদেরই কব্জায় আছে। স্বভাবতই হিন্দু অফিসারের প্রভাব ও প্রতিপত্তি অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। উপরন্তু, বাংলাদেশের সীমান্তেও দুই কোটি হিন্দু থেকে যাবেন। তাঁরা সব সময়ে সমধর্মীদের অধিকার বজায় রাখতে তৎপর থাকবেন। এই অবস্থায় বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে হিন্দুদের প্রতি অবিচার করা সম্ভব নয়।"

উত্তরে সুরাবর্দী সাহেবকে বলা যেত— হিন্দুরা তো এমন ক্ষমতা ও মর্যাদাপূর্ণ পদে মুসলিম লীগ শাসনেও ছিল; তা সত্ত্বেও তারা কলকাতা-ঢাকা-নোয়াখালি-

ত্রিপুরায় এমন পড়ে পড়ে মার খেল কেন? মূল সত্য হল—বিধর্মীর উপর হত্যা লুণ্ঠন দাহন ধর্ষণ চালান মুসলমানদের ঐতিহ্য এবং তা তাদের ধর্মানুমোদিত। তা ঠেকাতে গেলে বা নিন্দা করলে ইসলাম-বিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে। তাই সুরাবর্দীও এসব না-পাক কাজকে নিন্দা করতে পারেননি। যেমন পারেনি কোনও মুসলমান নেতা মোপলা আক্রমণ থেকে (১৯২৪) কলিকাতা-নোয়াখালি দাঙ্গা পর্যন্ত।

দ্বিতীয়ত, "মনে রাখতে হবে ২৭শে এপ্রিল দিল্লী প্রেস কনফারেন্সে সুরাবর্দীকে প্রশ্ন করা হয় স্বাধীন বাংলা পাকিস্তানে যোগ দেবে কিনা? সুরাবর্দী এর উত্তর দেননি। (অমলেশ ত্রিপাঠী)।

যুক্তবঙ্গ ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে কিনা ঃ সুরাবর্দী নিরুত্তর

পুনরায় "তাঁকে প্রেসের প্রতিনিধিরা কয়েকটি প্রশ্ন করেন, যথা— (ক) তিনি সার্বভৌম বাংলাদেশ গঠনের বিষয়টির মীমাংসা করার জন্য কোন রেফারেণ্ডাম গ্রহণ করতে রাজী আছেন কি না? (খ) এই স্বাধীন বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবে কিনা? (গ) তিনি ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ রাষ্ট্রে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা (joint electorates) গ্রহণ করবেন কিনা? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে সোহরাওয়ার্দী বলেন, এই প্রস্তাব সম্পর্কে রেফারেণ্ডাম গ্রহণ করা আত্মহত্যাতুল্য হবে। শেষের দুটো প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি কোনই মতামত ব্যক্ত করেন নি। তিনি শুধু বলেন, দেখা যাক স্বাধীন বাংলাদেশ কিভাবে কাজ করে। স্বাধীন বাংলাদেশ নিজেই তার শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে।" (অমলেন্দু দে)

সোজা কথায় সুরাবর্দী নিজেই তাঁর যুক্তবঙ্গ সম্পর্কে মুক্ত মন নন। তাঁর উদ্দেশ্যই হল কোনমতে ভুজুংভাজুং দিয়ে একবার সম্পূর্ণ বাংলাকে ভারত রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা। তারপর লীগ গুণ্ডা বাহিনীকে সংযত করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব হবে না। শতকরা ৫০ হিন্দু পুলিশ / মিলিটারী থাকলেই বা কি? তারা নিজের পরিবারের জানমান বাঁচাবে, না বৃহত্তর হিন্দু সমাজের জানমান বাঁচাতে ছুটবে? ফল হবে ইংরেজ কর্তৃত্বাধীন লীগ শাসনে বাংলার হিন্দুদের উপর কলকাতা ও নোয়াখালির দাঙ্গার পৌনঃপুনিক অনুষ্ঠান। তখন বাংলার হিন্দুরা যাবে কোথায়? বিশেষত যখন বাংলার মুসলিম লীগের সভাপতি মৌলানা আক্রম খাঁ বলেন—

"Referring to the question of a sovereign, united Bengal, he said that he would not support any proposal that was not in consonance with the scheme outlined in the Lahore resolution of the All india Muslim League."।

১৫ই মে তারিখে তিনি "শরৎ বসুর ফরমুলাকে সমালোচনা করে এক দীর্ঘ বিবৃতি দেন। তিনি বলেন, শরৎ বসুর ফরমুলা বাঙালী মুসলমানদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কবর দেবার উদ্দেশ্যেই রচিত। এই ফরমুলা গ্রহণ করার অর্থ হল পাকিস্তান প্রস্তাবকে ধ্বংস করা এবং সাড়ে তিন কোটি বাঙালী মুসলমানকে ব্রিটিশের হাত থেকে বর্ণহিন্দুদের হাতে অর্পণ করা। একই সঙ্গে এই ফরমুলা তপশীলী হিন্দুদের আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবে এবং তাদের দাসত্বকে স্থায়ী করবে।"

মুসলিম লীগ যা চায় না, শরৎবাবু তার পেছনে ছুটছেন

এরপরও শরৎবাবুরা যুক্তবঙ্গের মরীচিকার পেছনে ছুটেছেন। আশ্চর্য! একেই বুঝি বলে— 'ধন্য আশা কুহকিনী!' বাংলার মুসলিম লীগ যেমন স্বাধীন বাংলার বিপক্ষে, তেমনি বাংলা ভাগেরও বিপক্ষে। ১৮ই মে'র বিবৃতিতে লীগ সভাপতি বলেন—কেবলমাত্র মুসলমানদের লাসের উপরই বাংলা ভাগ হবে ঃ

"Muslim Bengal is positively against the division of Bengal. I assure everyone concerned with the question of separation that the Muslims of Bengal will fight against it. The partition of Bengal can be effected only over the corpses of the Bengal Muslims."

কিন্তু কার্যত মুসলমানদের লাস (corpses) অবিভক্ত কি বিভক্ত কোনও বাংলাতেই পড়েনি। পড়েছে হিন্দুদের corpses বা লাস হাজারে হাজারে, অবিভক্ত এবং বিভক্ত উভয় বাংলায়। যুক্ত বাংলাতেও যে তার ব্যতিক্রম কিছু হতো না তা অবধারিত জেনেই শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দুরা রুখে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর পেছনে ছিলেন তৎকালীন বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

যুক্তবঙ্গের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়

"লক্ষণীয় এই যে, এই সময়ে বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে যে আন্দোলন শুরু হয় তাতে বাঙালী বুদ্ধিজীবীদেরও এক বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলার ও বাংলার বাইরে যেসব বাঙালী হিন্দুরা ছিলেন তাঁরাও একটি পৃথক প্রদেশ গঠনের দাবিতে সক্রিয় হন। ২২শে এপ্রিল (১৯৪৭ খ্রীঃ) নয়াদিল্লিতে যে জনসভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সেখানে ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনও বঙ্গভঙ্গের সমর্থনে ভাষণ দেন। ৭ই মে বাংলার পাঁচজন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ—স্যার যদুনাথ সরকার, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃ শিশির মিত্র ও ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

লিস্টওয়েলের নিকট একটি তারবার্তায় বলেন, বাংলাদেশে একটানা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলায় জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়েছে এবং শিক্ষা, ব্যবসা ও শিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে যে 'সাম্প্রদায়িক মন্ত্রিসভা' রয়েছে তা আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। এই অবস্থায় কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গে একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করা প্রয়োজন। এই পাঁচজন শিক্ষাবিদের তারবার্তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

"Education, trade and industry in Bengal have almost collapsed owing to recurrent riots causing insecurity of life and property. The present Communal Ministry is totally incapable of maintaining law and order. We strongly support the immediate formation of a separate West Bengal Province guranteeing under a non-communal Ministry safety of life and unhindered progress in education, industry and commerce, with the continuance and development of Calcutta a vital part of West Bengal, as a moral intellectual social and economic centre." একই ধরনের টেলিগ্রাম তারা স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও স্যার জন এণ্ডারসনকে পাঠান।

প্রকাশ থাকে যে এঁদের মধ্যে একমাত্র সুনীতিবাবু ছাড়া আর সবারই আদি নিবাস ছিল পূর্ববঙ্গে—ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর ও রাজশাহী জেলায়। এঁদের মধ্যে তিনজন— যদুনাথ সরকার, রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুরেন্দ্রনাথ সেন—খ্যাতনামা ঐতিহাসিক। তাঁরা সম্পূর্ণ বাংলাকে মুসলমান শাসনে ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন না।

শরৎ বসুর বিকল্প প্রস্তাব নেই ঃ বৃথা আফসোস

স্বাধীন যুক্তবঙ্গের অন্যতম উদ্যোক্তা শরৎচন্দ্র বসু মশাই বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগের পরিণতি সম্পর্কে বলেছেন—"Future generations will, I am afraid, condemn us for conceding division of India and supporting partition of Bengal and the Punjab." (আমার আশঙ্কা হয়, ভারত বিভাগ এবং তৎসহ বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগে সম্মত হওয়ার জন্য ভবিষ্যৎ বংশধরগণ আমাদের দোষারোপ করবে)। লম্বাচওড়া কথা বলা খুব সহজ। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতিতে সারা দেশের আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে, আর্থিক উন্নতির পথ সুগম রেখে, দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার মতো কোনও বিকল্প শাসনব্যবস্থার কথা শরৎবাবু তো বাতলাতে পারেন নি।

বস্তুত বঙ্গভঙ্গের পক্ষে প্রবল জনমতের জোয়ার দেখেই মিঃ জিন্নার ইঙ্গিতে সুরাবর্দী কৌশলে কাজ হাসিল করতে যুক্তবঙ্গের ধুয়া তোলেন। ১৯৩৭ সন থেকে ১৯৪৭ সনের মধ্যে সাম্প্রদায়িক অবস্থার যে আকাশপাতাল পরিবর্তন ঘটে গেছে, সে সম্পর্কে সম্যক পর্যালোচনা না করেই সুরাবর্দীর সুরে পোঁ ধরেন শরৎবাবু। বাংলা ভাগ হলে সুরাবর্দীর গদি থাকবে না জেনেই যুক্তবঙ্গের জন্য তাঁর দরদ উথলে ওঠে। কিন্তু আদতে তাঁর হৃদয়ের (যদি সে বস্তু থেকে থাকে) কোনও পরিবর্তন হয়নি। যদি হতো তা হলে তিনি করজোড়ে বাংলার নির্যাতিত মা-বোনেদের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতেন। কারণ, হিন্দুদের কাছে ধনসম্পদ জানপ্রাণের চেয়ে নারীজাতির সম্মান বড় বেশি মূল্যবান। হিন্দুদের সেই দুর্বল স্থানে তিনি আঘাত করেছেন, নারীজাতির মর্যাদাহানি করেছেন। যুক্তবঙ্গের প্রবক্তারা সোদপুরে গান্ধীজীর সঙ্গে একে একে দেখা করেন। তিনি প্রার্থনা সভায় বলেন, 'যদি বাংলা ভাগ হয়, তবে তার জন্য মুসলমানরা, বিশেষত ক্ষমতাসীন মুসলিম সরকার দায়ী হবে। 'If he (Gandhi) were the Prime Minister of Bengal, he would plead with his Hindu brethren to forget the past. He would tell them he was as much a Bengali as they were. Difference in religion could not part the two.' কিন্তু এসব অরণ্যে রোদন। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। বখ্‌তিয়ার খিলজীর বাংলা জয় থেকে যে হিন্দু বিদ্বেষের সূত্রপাত, সুরাবর্দী পর্যন্ত সে ধারা অব্যাহত। শুধু সময় ও সুযোগের অপেক্ষা; ফাঁক পেলেই ছোবল।

সে সময় পাকিস্তানী মাদকে মুসলমান সমাজকে এমন আসক্ত করেছিল যে 1946-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রায় 89% ভোট পায়। বাংলায় তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য। যেখানে তারা নির্বাচনে সুবিধা করতে পারেনি—যেমন, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ (89% মুসলমান অথচ কংগ্রেস মন্ত্রিসভা), সিন্ধু প্রদেশ সেখানে 'মুসলিম ন্যাশানাল গার্ড' নামক গুণ্ডাবাহিনী ও ব্রিটিশ গভর্নরদের সহায়তায় দাঙ্গাহাঙ্গামা অরাজকতা সৃষ্টি করে শাসন-ব্যবস্থা অচল করে তোলে। বলতে গেলে, স্রেফ গুণ্ডামির মাধ্যমে মুসলিম লীগ ঐ প্রদেশগুলির শাসনভার করতলগত করে।

যদি ধরে নেওয়া যায় "সম্ভবত মহাত্মা গান্ধীর সংস্পর্শে এসে এবং জিন্না ও অন্যান্য প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্য হওয়ায় সোহরাওয়ার্দীর চিন্তাধারায় এক পরিবর্তন ঘটে" (ডঃ অমলেন্দু দে), কিন্তু তিনি তো বাংলার মুসলিম লীগের বৃহত্তর অংশকে তাঁর মতে আনতে পারেননি। আর লীগের গুণ্ডাবাহিনীকে কে সংযত করবে? তারা তো হিন্দু-বিদ্বেষ বিষে এক একটা কাল কেউটেতে পরিণত। গত ক'বছরের লীগ শাসনে হিন্দুদের প্রতি ব্যবহারে

তাদের চোখের হায়া নষ্ট হয়ে গেছে। হিন্দুরা কোন্ বিশ্বাসে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলা শাসনে লীগের সঙ্গে সামিল হবে? কে তাদের জীবন ও ধনমানের গ্যারান্টি দিবে?

তবে মুসলিম লীগ হিন্দু সমাজের মাঝেই তাদের দোসর খুঁজে পেয়েছে। তাদের বিভীষণ, জয়চাঁদ বা মীরজাফর বলে কাগজ কালি খরচ করা নিরর্থক।

যোগেন্দ্র মণ্ডলের সহায়তায় মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধি

"প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার প্রভাব ক্ষুণ্ণ করবার উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, দ্বারিক বাড়রি প্রভৃতিকে তাঁদের সঙ্গে রাখতে সক্ষম হন। এইভাবে তপশীলী সম্প্রদায়ের এক অংশের সঙ্গে লীগের মৈত্রী হয়। লীগ নেতৃবৃন্দ তপশীলী সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার অনেক প্রতিশ্রুতি তাঁদের দেন। এমনকি লীগের সমর্থনে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ভারত সরকারের আইন মন্ত্রী হন এবং দ্বারিক বাড়রিও বাংলার একজন মন্ত্রী হন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলার তপশীলী সম্প্রদায়ের একজন প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনিও বাংলাদেশ বিভাগ সম্পর্কে লীগ তত্ত্বের সমর্থক ছিলেন এবং বাংলাদেশ বিভাগের দাবি করায় কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে তপশীলী সম্প্রদায়কে সমবেত করতে চেষ্টা করেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের ভূমিকা মুসলিম লীগের শক্তিবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল লীগের সর্বভারতীয় লাইন অনুকরণ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। হিন্দু মহাসভা নেতা ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গের সমর্থন করায় তিনি মোটেই বিস্মিত হননি। কিন্তু ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের প্রাক্তন সভ্য এন. আর. সরকার এই দাবি সমর্থন করায় তিনি বিস্মিত হন। তাছাড়া তিনি এই দেখে বেদনা অনুভব করেন যে, পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার কিরণশঙ্কর রায়, পূর্ববঙ্গের হিন্দু জমিদার রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ দাস, এম.এল. এ. (সেন্ট্রাল) ও পূর্ববঙ্গের মস্তবড় ব্যবসায়ী এ. এম, পোদ্দার, এম. এল. এ-(সেন্ট্রাল) বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেন। তিনি মনে করেন, বঙ্গভঙ্গ করে সমস্যার সমাধান হবে না। তিনি পরিষ্কার করেই বলেন, তপশীলী সম্প্রদায় বঙ্গভঙ্গের বিরোধী"

মুসলিম লীগের সহযোগী তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বাংলাদেশ বিভাগের বিরোধিতা করলেও, বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ডিপ্রেসড ক্লাসেড্ লীগ (Bengal Provincial Depressed Classed League) পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ বিভাগের দাবি করে। এই লীগের সম্পাদক আর. দাস বলেন, মুসলিম লীগের

সমর্থক যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের তপশীলী সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে কথা বলার কোনই অধিকার নেই। কারণ বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনে তপশীলী সম্প্রদায়কে সবচেয়ে বেশী দুর্ভোগ ভুগতে হয়েছে। তাই আর. দাস বাংলাকে হিন্দু ও মুসলিম বাংলায় বিভক্ত করার দাবি করেন।"

শরৎবাবুর চেতাবাণী

শরৎবাবু তো "I warned my Countryman" বলে অনেক বাগাড়ম্বর করেছেন। হিন্দুরা তাঁর সাবধান বাণীতে কান না দিয়ে শ্যামাপ্রসাদের তালে তাল দেওয়ায় তাদের অনুযোগ করেছেন। কিন্তু তিনি কি কল্পনা করতে পারতেন সে দৃশ্য ঃ শত শত সশস্ত্র গুণ্ডা জঙ্গী জিগির দিতে দিতে বাড়ি ঘিরেছে; দাউদাউ করে ঘর বাড়ী জ্বলছে; গুণ্ডারা বাড়ির লোকজন যাকে পাচ্ছে তাকে তরোয়ালের কোপ, লাঠির বাড়ি মারছে; কাউকে আগুনে ছুঁড়ে ফেলছে, চারদিকে হতাহতের আর্তরব; মাথায় ফেট্টি বাঁধা দুর্বৃত্ত— একহাতে বা ছোরা আরেক হাতে বা বগলে চেপে ধরে জঙ্গলের দিকে টানছে কারো অতি আদরের কন্যা ও পুত্রবধূকে; আর দাড়ি, গোঁফের ফাঁকে কালো দাঁত বের করে, খেঁক খেঁক হাসি-হাসছে। দানবের হাতে নির্যাতিত কন্যা বা বধূর অর্তনাদের সামনে অসহায় স্বামী-পিতা-ভ্রাতার- মানসিক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা শরৎবাবুর হয়নি। তিনি ভাগ্যবান। কিন্তু তাঁর বাড়ি থেকে মাত্র আধ মাইলেরও কম দূরত্বে পার্ক-সার্কাসের হিন্দুরা এমন নৃশংস অবস্থার সম্মূখীন হয়েছিল বলেই হিন্দুরা এক বাক্যে বাংলাভাগের ডাকে সাড়া দিয়েছিল। এই পাশব প্রবৃত্তির লোকেরাই পাকিস্তান কায়েম করেছিল।

শরৎবাবু স্মরণ করতে পারতেন ১৯২৪ সালে মালাবারে ও কোহাটে মুসলিম দুর্বৃত্তদের হাতে হিন্দুদের নির্যাতনের পর গান্ধীজীর প্রতিক্রিয়ার কথা। একালের পাঠকদের কাছেও তার কিঞ্চিৎ পরিচয় তুলে ধরা দরকার ঃ

উত্তরে কোহাট দক্ষিণে মালাবার ঃ সর্বত্র এক ইতিহাস— হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ

" খিলাফৎ আন্দোলনের সলিল সমাধি সম্পূর্ণ হয়। কোন চালু আন্দোলন ব্যর্থ হলে তার প্রতিক্রিয়া ঘটা স্বাভাবিক। স্বাধীনতার লক্ষ্যটা শিকেয় তুলে রেখে খলিফা নিয়ে মাতামাতি করার জন্য হিন্দুরা মুসলমানদের দোষ দিতে লাগল। আর মুসলমানরা বলতে লাগল, হিন্দুরা ফাঁকতালে স্বরাজ পেতে চাইছিল যেখানে তারা হবে সংখ্যালঘু। তার পরিণাম দাঁড়াল কোহাট, মালাবার এবং আরও কয়েটি জায়গায় হিংসাত্মক ঘটনা।

সার্ভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির রিপোর্টে পাওয়া যায়, মালাবারে মোপলা

বিদ্রোহের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫০০ হিন্দু নিহত হয় এবং ২০,০০০ হিন্দুকে ইসলামে ধর্মান্তরিত করা হয়। প্রায় ৩ কোটি টাকার বিষয় সম্পত্তি ধ্বংস হয়।

প্রকৃতপক্ষে কোহাটি হত্যাকাণ্ড ছিল আরও গুরুতর ব্যাপার। পট্টভি সীতারামাইয়া তাঁর 'হিস্টোরি অফ্ দি কংগ্রেস'-এ লিখেছেন—"কিন্তু এই বছরের (১৯২৪) বিষক্রিয়ার পরিণামে নানা জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটে, বিশেষতঃ দিল্লী, গুলবার্গ, নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, শাহজাহানপুর, এলাহাবাদ, জব্বলপুর এবং সবচাইতে বিশ্রিরকম কোহাটে। বস্তুতঃ কোহাট হত্যাকাণ্ড ভারতের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়।"

"নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সের শহর এলাকায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল বলতে গেলে শতকরা পাঁচ। তার মধ্যে অন্ততপক্ষে ১৫৫ জন নিহত হয়। নিরাপত্তার অভাব বোধ করে সমস্ত হিন্দু অধিবাসীরা ৩২০ কিমি দূরত্ব পার হয়ে রাওয়ালপিণ্ডি চলে আসতে চায়। এক অভাবিত বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি। গান্ধীজী ২১ দিন অনশনের সিদ্ধান্ত নেন।

গান্ধীজীর আত্মগ্লানি

মহাদেব দেশাই তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন। গান্ধীজী সক্ষোভে বলেন, "আমার ভুল। কেন, আমি হিন্দুদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি এমন অভিযোগ আমার উপর আসতে পারে। আমি তাদের মুসলমানদের বন্ধু হতে বলেছি। তাদের ধর্মস্থানগুলির নিরাপত্তার জন্য আমাদের জীবন এবং সম্পত্তি মুসলমানদের রক্ষণাবেক্ষণে রাখতে বলেছি। এমন কি আজও আমি তাদের অহিংসার পথ অনুসরণ করে বিবাদ-বিসংবাদ অবসানের জন্য হত্যার বদলে মৃত্যুবরণের কথা বলছি। তার পরিণামে কি দেখছি? কতগুলি মন্দির অপবিত্র করা হয়েছে। কতজন ভগিনী আমার কাছে অভিযোগ জানাচ্ছে। গতকালই আমি হাকিমজীকে বলেছি, মুসলিম গুণ্ডাদের ভয়ে হিন্দু নারীরা সন্ত্রস্ত। বহু জায়গাতেই তারা একা চলাফেরা করতে ভয় পায়। ... থেকে আমি একটা চিঠি পেয়েছি। যেভাবে তার নাবালিকা সন্তানেরা ধর্ষিতা হয়েছে তা আমি সহ্য করি কি করে? আমি এখন শান্তভাবে এসব মেনে নেওয়ার জন্য হিন্দুদের বলি কি করে?

অবস্থাটা এমনই, ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের কাঁকিনাড়া অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন মৌলানা মহম্মদ আলি। এই অধিবেশনে বিষ্ণু দিগম্বর বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত গেয়েছিলেন। বন্দে মাতরম্ সঙ্গীত শুরুর সঙ্গে সঙ্গে সভাপতি মৌলানা মহম্মদ আলি স্থানত্যাগ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁর সভাপতির ভাষণে তিনি এই উপদেশও দেন যে, হরিজনদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশ জনকে ধর্মান্তরিত করা যেতে পারে।"

(ভবেন্দু ভট্টাচার্য—স্বস্তিকা, ৩ এপ্রিল, ২০০০)

সুরাবর্দীর ভূ-স্বর্গ রচনার স্বপ্ন ঃ আসল কথায় ফাঁকি

দিল্লীতে মাউন্টব্যাটেনের (এবং অবশ্যই জিন্নার) সঙ্গে বাতচিত সেরে এসে সুরাবর্দী তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাকে ভূ-স্বর্গ বানাবার এক স্বর্ণময় চিত্র অঙ্কন করে ২৭ এপ্রিল কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠক ডাকেন এবং বলেন ঃ

"Undivided Bengal would be a great country, the richest and the most prosperous in India. Capable of giving to its people a high standard of living, where a great people will be able to rise to the fullest height of their stature, a land that will be truly plentiful,....... is it not possible to evolve a system of government by all of us sitting together which will satisfy all sections of the people and we would revive the glory and splendour that was Bengal ? I would go very very far, far indeed to meet the wishes of the Hindus of Bengal, if they would only accept the priniciple of a soverign, undivided Bengal..... I can assure them the future is not going to be like the present."

সাংবাদিকরা ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়। তারা তাঁকে চেপে ধরল স্বাধীন বাংলার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক কি ধরনের হবে? জিন্নার সঙ্গে তাঁর কি কথাবার্তা হয়েছে? হিন্দু মুসলমান যুক্তবাংলায় একসঙ্গে সুখে থাকতে পারলে একই ভারতে থাকতে অসুবিধা কোথায়? বলাই বাহুল্য, সুরাবর্দী এসব সরাসরি প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গেছেন ঃ

"Press questioners passed over this bit of hyperbole, and tried to pin Suhrawardy down on what relationship such a soverign Bengal would have to Pakistan of which he previously had been a supporter. What promises had he and Mr. Jinnah exchanged? He was asked : if Hindus and Muslims can live together in one Bengal, then why can't they remain in one undivided India? His answers were evasive."

স্বচ্ছ চিন্তাধারা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে জনসাধারণের প্রতি সমদৃষ্টি এবং আপন পর নির্বিশেষে ন্যায়-অন্যায় বিচারবুদ্ধি না থাকলে এসব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দান কঠিনই বটে। সুরাবর্দীরও সেই দশা। ব্রিটিশ রাজপুরুষগণ তাঁর সে সময়কার মানসিকতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"Although British officials felt Suhrawardy had moderated his views the catastrophe of previous August, Gandhi found Suhrawardy quite an irresponsible person, and this did not help."

ভূ-স্বর্গ না ভূ-নরক ঃ শ্যামাপ্রসাদ

শ্যামাপ্রসাদ যখন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে এবং স্বাধীন বঙ্গের বিপক্ষে সারা বাংলা চষে বেড়াচ্ছেন, তখন শরৎ বসু মশাই জনসমক্ষে তাঁর সাধের যুক্তবঙ্গের প্রস্তাব নিয়ে দাঁড়াতে সাহস করেন নি। গৃহাঙ্গনের নিরাপদ ঘেরাটোপ থেকে বিবৃতি দিয়ে ও চিঠি লিখে তাঁর বিরোধিতার কথা জানাচ্ছিলেন। তিনি ও সুরাবর্দী মিলে বাংলাকে যে ভূ-স্বর্গে পরিণত করার পরিকল্পনা করেছিলেন সে সম্পর্কে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন ঃ

"Syamaprasad Mookerjee argued with both Suhrawardy and Sarat Bose, who was associated with the proposal (independent united Bengal). Mookerjee said, "Suhrawardy's picture of the paradise to come is hardly comparble to the hell that now exists in Bengal.' Mookerjee and many other Hindus felt that Suhrwardy's plan was only a ruse to try to bring all of Bengal into Pakistan as part of a deal with Jinnah."

এই সন্দেহ যে অমূলক নয় তা আগেই বলা হয়েছে। যুক্তবঙ্গ হলেই সুরাবর্দী-ইস্পাহানী-ওসমানী ও কলুটোলা-কলাবাগান-রাজাবাজার-পার্কসার্কাস-বেলেঘাটা-বেলগাছিয়া-খিদিরপুর-ওয়াটগঞ্জের গুণ্ডার দল রাতারাতি সাধুসন্ত পীর ফকির বনে যাবে, সেকথা পাগলেও বিশ্বাস করবে না। তাই শ্যামাপ্রসাদের ডাকে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছিল। কারণ দিশাহারা বাঙালী তখন তাঁকেই একমাত্র পরিত্রাতা বলে মনে করেছিল। আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে বাংলা ভাগ সম্পর্কে তাঁর দৃঢ় ও সুস্পষ্ট অভিমত জানিয়ে তিনি নিম্নোক্ত চিঠি লেখেন ঃ

সরদার প্যাটেলকে লেখা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর চিঠি

৭৭, আশুতোষ মুখার্জী রোড,
কলকাতা ১লা মে ১৯৪৭

আমার প্রিয় সরদারজী,

শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়ায় সে ব্যাপারে আমরা স্বাভাবিকভাবেই খুবই উদ্বিগ্ন। সার্বভৌম বাংলার ভিত্তিতে সুহরাওয়ার্দীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে

শরৎবাবু প্রচণ্ড অনিষ্ট করছেন। তবে হিন্দুদের মধ্যে তাঁর সমর্থক নেই এবং তাঁর একটি সভাতেও ভাষণ দেবার সাহস নেই। আশা করি, আপনি কাউকেই এই সার্বভৌম বাংলার ধারণাটাকে আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করতে অনুমতি দেবেন না।

আমি দেখছি, ১৭ তারিখে দিল্লীতে একটা কনফারেন্স হবে যেখানে চূড়ান্ত পরিকল্পনা নেতাদের জানানো হবে। আমি আশা করি শেষ মুহূর্তে মুসলিম লিগের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা মেনে নেওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। মিঃ জিন্না যদি অবস্থার চাপে তা করতে বাধ্যও হয়, অনুগ্রহ করে বাংলাকে বিভক্ত করার ব্যাপারটা ব্যর্থ হতে দেবেন না। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় যে রকম ভাবা হয়েছে সেরকম একটা শিথিল কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হলে বাংলায় আমাদের কোনরকম নিরাপত্তা থাকবে না। পাকিস্তান হোক আর নাই হোক, আমরা বাংলার বর্তমান সীমানার মধ্যে দুটি প্রদেশ গঠন করার দাবি করছি।

আমি জানি না, বড়লাট কোন অস্থায়ী সীমানা ঘোষণা করবেন কি না। বর্তমানে বর্ধমান এবং প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙকে এর অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। পরবর্তীতে সীমানা কমিশন আলোচনা করে থানার ভিত্তিতে চূড়ান্ত সীমানা নির্ধারণ করবে। এটা সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে নতুন ঘোষণায় বাংলা মন্ত্রিসভার তাৎক্ষণিক বাতিলের ঘোষণা থাকতে হবে। এটা অবিলম্বে না করলে পরিণতি অবশ্যই ভয়ানক হবে। এই মন্ত্রিসভাকে একদিন কাজ করতে দিলেও প্রদেশের এবং বিশেষ করে কলকাতার সর্বনাশ করে ছাড়বে। আঞ্চলিক মন্ত্রিসভা গঠনে বিলম্ব হলে পরামর্শদাতাদের প্রতিনিধি পরিষদ নিয়ে ৯৩ ধারা জারী করা হোক।

আপনি যদি কখনও মনে করেন যে, আমার দিল্লী যাওয়া দরকার, আমাকে তা জানাতে ইতস্তত করবেন না।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছে আমি একই রকম চিঠি পাঠাচ্ছি।

আন্তরিকভাবে আপনার
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী

মাননীয় সরদার বল্লভভাই প্যাটেল
নতুন দিল্লী

শ্যামাপ্রসাদের দেখাদেখি বাংলার কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও সর্দার প্যাটেলকে চিঠি লেখা হয়। তাতে শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনিই শোনা যায় ঃ

সরদার প্যাটেলকে লেখা বি. সি. সিংহের চিঠি

৫৯, ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড,
পোঃ কাশীপুর
কলকাতা
৫ই জুন, ১৯৪৭

শ্রদ্ধেয় সরদারজী,

কয়েকদিন আগে শ্রীযুক্ত নীহারেন্দু দত্তমজুমদারের সঙ্গে গিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করার কথা হয়ত আপনার মনে আছে। আপনার উৎসাহ এবং দয়ার্দ্র সহানুভূতি আপনার মূল্যবান সময়ের অনধিকার দখল নিতে এবং চিঠি লিখে আপনার তাৎক্ষণিক বিবেচনার দাবি রাখে এরকম কতকগুলি ব্যাপার আপনার নজরে আনতে উৎসাহিত করেছে।

১. কতকগুলি সারা বাংলা নির্বাচন ক্ষেত্রের কি হবে, বড়লাটের ঘোষণায় তা পরিষ্কার করে বলা হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ, রেলপথ শ্রমিকসঙ্ঘ নির্বাচন ক্ষেত্র (একজন কম্যুনিস্টের দখলে), জল পরিবহণ শ্রমিক সঙ্ঘ নির্বাচন ক্ষেত্র (একজন মুসলমানের দখলে), ৫টি বাণিজ্য আসন (যার ৪টি কংগ্রেসীদের এবং ১টি একজন মুসলমানের দখলে), প্রেসিডেন্সী এবং রাজসাহী বিভাগ ভূমি অধিকারী আসনদ্বয় (উভয়েই কংগ্রেসীদের দখলে), যা বিভক্ত হতে যাচ্ছে, প্রেসিডেন্সী বিভাগ এবং উত্তর বঙ্গ পৌর নির্বাচন ক্ষেত্রদ্বয় (উভয়ই কংগ্রেসীদের দখলে) যা বিভক্ত হতে যাচ্ছে— এই নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির দশা কি হবে তা খুব পরিষ্কার নয়। এই আসনগুলির কয়েকটির অন্তর্ভুক্তি আমাদের অবস্থান শক্তিশালী করবে। সুপারিশও করা হয়েছে যে, এরকম ক্ষেত্রে, যেখানে কোন সদস্যের নির্বাচন ক্ষেত্র বিভক্ত হচ্ছে সেখানে তিনি কোন গণপরিষদে যোগ দিতে চান তাঁকে তা ঠিক করার ক্ষমতা দেওয়া যেতে পারে।

২. ঘোষণায় এমনও সুযোগ রাখা হয়েছে যে, বাংলার প্রশাসনের ওপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য মুসলিম লিগ যদি ভোটাভুটির সময় হিন্দুস্থান গণপরিষদের সঙ্গে থাকার পক্ষে ভোট দেয় তবে সেক্ষেত্রেও আমরা নিঃসন্দেহে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হব, কিন্তু সে পরিস্থিতিতে বাংলায় জাতীয়তাবাদের জন্য বুনিয়াদ গড়ে তোলা সম্ভব হবে না, আমরা নিজেদের হাতে প্রশাসন না পেলে এটা করা যাবে না। যদিও মিঃ জিন্নার বিরুদ্ধে বাংলার মুসলিম লিগের বিদ্রোহী হওয়ার সম্ভবনা খুবই কম তবুও যে কোন রকম পরিস্থিতির জন্য আমাদের তৈরি থাকা এবং আগে থেকে মনস্থির করে রাখা উচিত। আমাদের মনে হয়, তাহলে,

মোটামুটি বর্তমান অবস্থায় বজায় থাকবে এবং বাংলায় জাতীয়তাবাদের বুনিয়াদ গড়ার যে পরিকল্পনা আমাদের আছে তা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হবে। আমাদের মতে, বিভাগ হতে হবে। তারপরেও ইচ্ছে করলে পূর্ববঙ্গ প্রদেশের হিন্দুস্থান গণপরিষদে যোগ দিতে কোন বাধা থাকবে না। কিন্তু এই সঙ্কটময় মুহূর্তে, সারা বাংলাকে মুসলিম লিগের যে কোন রকম প্রভাবাধীনে ছেড়ে দিতে পারে না। জাতীয়তাবাদী চরিত্রের প্রশাসন নিশ্চিত করার জন্য, আমরা মনে করি বিভাজন অত্যাবশ্যক এবং এ-ব্যাপারে আপনার প্রতিক্রিয়া জানার জন্য আমরা উদ্বিগ্ন।

৩. আমাদের মনে হয়, বাংলায় এখন দু-তিনটে ব্যাপারের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া উচিত, যেমন—(১) বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে জনগণের উৎসাহকে উস্কে প্রচণ্ড ক্রোধে পরিণত করতে হবে যাতে করে কোনরকম দোদুল্যমানতা না থাকে এবং মুসলিম এবং হয়ত আমাদেরও কিছু 'নেতার' সর্বাপেক্ষা চেষ্টা সত্ত্বেও যেন স্বপক্ষ ত্যাগের কোন সম্ভবনা না থাকে। (২) যে সব জায়গাগুলো ন্যায্যভাবে আমাদের পাওয়া উচিত অথচ বর্তমানে আমাদের হাতের বাইরে আছে, সে জায়গাগুলো যাতে আমরা পাই তার জন্য সীমানা কমিশনের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। (৩) কয়েকজন নেতার সঙ্গে কথাবার্তার ধারা থেকে আশঙ্কা করার কারণ আছে যে, পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করার চেষ্টা হবে। কিন্তু মাত্র মুসলিম লিগের সুবিধা হবে এমনভাবে কংগ্রেসের অবস্থানের যাতে অপব্যাখ্যা না করা হয় তা দেখার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু আমাদের পক্ষে এই কর্মসূচি পরিচালনা করার জন্য সামনে কঠিন সময়ের সম্বন্ধে সচেতন এবং যে ভূখণ্ড অস্থায়ীভাবে আমাদের আয়ত্তের বাইরে তা অর্জন করার আদর্শে অনুপ্রাণিত এক মন ও একই অভীপ্সা সম্পন্ন শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন। ঘোষণার ফলশ্রুতি স্বরূপ হয়ত আমাদের দলে এবং সংগঠনে পরিবর্তন ঘটবে এবং একজন সাধারণ কংগ্রেসী হিসেবে আমি আপনার কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখছি যে, সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব এই পরিবর্তনের খুব মনযোগের সাথে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করুক যাতে এই পরিবর্তন নির্বিঘ্নে ঘটতে পারে এবং কোন গোষ্ঠী বা সেরকম বিবেচনাসমূহ সহ্য এবং সঙ্কটপূর্ণ অত্যাবশ্যক ইস্যুগুলিকে প্রভাবিত করতে না পারে।

আমি যতটা জানতে সমর্থ হয়েছি বাংলায় জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে সর্বজনীন সন্তোষ বিরাজ করছে, কিন্তু মুসলিম লিগ বিমর্ষ। যদিও নাজিমুদ্দিন গোষ্ঠীর কাগজগুলো পাকিস্তান থাকার জন্য ঘোষণাকে অভিনন্দিত করেছে, সুহরাওয়ার্দী গোষ্ঠীর মুখপত্র ইত্তেহাদের সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে যে, মি. জিন্না বাংলা বিভাগে রাজী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। তার ওপর

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী মি. মুয়াজ্জেমুদ্দিন হোসেন আজ কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন যে তাঁরা মাংস চেয়েছিলেন, সেখানে তাঁদের পাথর দেওয়া হয়েছে। তিনি এ-প্রশ্নও রেখেছেন যে, পাকিস্তান ছাড়া আর কোন শর্ত গ্রহণ করা হবে না, জিন্না এরকম আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও বাংলার মুসলমানদের 'পোকায় খাওয়া','ছেঁটে ফেলা' পাকিস্তানের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে। সুরটা লড়াইয়ের নয়, হতাশার। আমাদের সামনে যে কঠিন দিন আসছে, বিশেষ করে অব্যবহিতরূপে যে প্রবাহ ও পরিবর্তনের সময় আসছে তাতে আমরা উদ্বিগ্নচিত্তে আপনার নির্দেশের অপেক্ষা করছি এবং যে সব বিষয়গুলির কথা আমি লিখছি তার ব্যাপারে আপনার নির্দেশের জন্য আগ্রহসহকারে অপেক্ষা করা হবে।

গভীরতম শ্রদ্ধাসহ,

ইতি,

আন্তরিকভাবে আপনার,
বিমল চন্দ্র সিংহ
সহকারী সচিব,
বাংলা কংগ্রেস বিধানসভা দল
এবং সদস্য
বাংলা প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি
(বাংলার হিন্দু মুসলমান সমস্যা—নজরুল ইসলাম)

পরিত্রাতার ভূমিকায় শ্যামাপ্রসাদ

"As the editor of the Indian National Register commented, one must understand the evil spirit of 1946 to understand why the partition was accepted in 1947. The evil spirit of communal hatred allowed Syamaprasad to mobilize Hindu community for partition in 1947 and to bring the Mahasabha and Congress in Bengal together at this climatic moment".

"বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও হিন্দু মহাসভা একযোগে কাজ করছিল। ২৬ এপ্রিল কিরণশঙ্কর রায়, শ্যামাপ্রসাদ, বিধানচন্দ্র দিল্লিতে মিলিত হয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সদস্যদের বঙ্গভঙ্গ সমর্থনে অনুরোধ জানাতে মনস্থ করেন।" (অমলেশ ত্রিপাঠী)

আর সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে তিনি লেখেন— 'সার্বভৌম বাংলার ভিত্তিতে সুরাবর্দীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করে শরৎবাবু প্রচণ্ড অনিষ্ট করছেন। তবে

হিন্দুদের মধ্যে তাঁর সমর্থক নেই এবং তাঁর একটি সভাতেও ভাষণ দেবার সাহস নেই। ...... অনুগ্রহ করে বাংলাকে বিভক্ত করার ব্যাপারটা ব্যর্থ হতে দেবেন না। ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনানুসারে একটি শিথিল কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হলে, বাংলায় আমাদের কোনো নিরাপত্তা থাকবে না। পাকিস্তান হোক আর নাই হোক, আমরা বাংলার বর্তমান সীমানার মধ্যে দুটি প্রদেশ গঠন করার দাবি করছি। (১লা মে ১৯৪৭)

অধিকাংশ হিন্দু বাংলা ভাগ চাইছে না ঃ শরৎ বসু
বাস্তব অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত ঃ শরৎবাবু কোণঠাসা

শরৎবাবু বলেছেন বাংলার অধিকাংশ হিন্দু বাংলা ভাগ চাইছে না; তারা স্বাধীন যুক্তবঙ্গের পক্ষপাতী ঃ

" having been in close touch with public opinion in West and East Bengal, I can say that it is not a fact that Bengali Hindus unanimously demand partition. As far as East Bengal is concerned, there is not the slightest doubt that the overwhelming majority of Hindus there are opposed to partition."

কিন্তু প্রকৃত তথ্য শরৎবাবুর বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ববঙ্গের হিন্দু জনমতের পরিচয় তো কংগ্রেস দলের দপ্তর থেকেই পাওয়া যায় ঃ

"Even Hindus in East Bengal wrote to the Central Congress office supporting the partition of Bengal though they would be left in a Muslim province or nation unless they migrated."

পুনশ্চ ঃ If one uses the evidence of the Congress files, which contain numerous letters from East Bengal Hindus calling for partition, then Patel was right and Sarat Bose was indeed isolated."

পূর্ববঙ্গের হিন্দুরা দাঙ্গাপীড়িত, তারা তো বাংলাভাগ চাইতেই পারে; কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরাও তো বাংলাভাগের সমর্থনে নেমেছেন। সে সম্পর্কে শরৎবাবুর বক্তব্য ঃ

"As regards West Bengal the agitation had gained ground because the Congress came to the aid of the Hindu Mahasabha and also because communal passions have been roused among Hindus on account of the happenings since August last. The demand for partition is confined more or less to the middle classes."

ঘটনা হয়তো তাই, সব দেশে সব বিষয়েই মধ্যবিত্তশ্রেণীই অগ্রণী ভূমিকা নেয়; এক্ষেত্রে তাই হয়েছে। কিন্তু তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করাও কম কৃতিত্বের কথা নয়। শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা সেই মহৎ কর্মটিই করেছে ঃ

".... the middle classes in West Bengal were the main propagators of the partition idea and the Mahasabha was calling the tune."

বাংলা ভাগের পক্ষে জনমত সংগ্রহ

মধ্যবিত্তের কথাই যখন বলা হল, তখন সেই জনমত কি ভাবে সংগৃহীত হল তার সূত্র এবং পরিসংখ্যানও জানা দরকার ঃ

"A widely-noted survey of Hindu public opinion by the Amrita Bazar Patrika in early May found that an overwhelming majority, ninety-seven percent, supported partition. Their findings were presented in an article, Homeland for Bengali Hindus."

শুধু সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনমত সংগ্রহ নয়, সারা বাংলার বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও বাংলাভাগের সমর্থন প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল ঃ

Support for Bengal Partition

The West Bengal Provincial Committee which was formed a few months before the Calcutta Carnage of August, 1946, for the purpose of agitating for Bengal Partition, has received the support of a large number of public organisations, organs and individuals. A summary of some of the public bodies who have supported the Partition is given below :

The Indian Association, the premier Liberal organisation.

Bengal Hindu Conference held at Calcutta on the 15th and 16th of March, 1947, attended by 400 delegates from all over Bengal.

The Jatiya Bangabhumi Samiti.

The Bengal Partition League of Mahendra, Patna.

The West and North Bengal Union.

The Hindu Minorities Protection Committee of Birbhoom.

The North and West Bengal Provincial Committee.

The New Bengal Association.
Burdwan District Congress Committee.
Hooghly District Congress Committee.
Midnapur District Congress Committee.
Tamluk Subdivisional Congress Committee.
81 Barristers of Calcutta High Court.
165 Advocates of Calcutta High Court.
100 Solicitors of Calcutta High Court.
Presidency Magistrate's Court. Bar Association.
Sealdah Police Court Bar Association.
Sealdah Civil Court Bar Association.
Alipore Pleaders' Bar Association.
Howrah District Pleader's Bar Association.
Howrah District Criminal Court Bar Association.
Uluberia Subdivisional Civil Court Bar Association.
Uluberia Subdivisional Criminal Court Bar Association.
Amta District Pleaders' Bar Association.
Chinsurah Pleaders' Bar Association.
Arambag Pleaders' Bar Association.
Serampore Pleaders' Bar Association.
Burdwan District Pleaders' Bar Association.
Asansol Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Kalna Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Katwa Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Suri District Pleaders' Bar Association.
Rampurhat Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Bolpur Pleaders' Bar Association.
Bankura Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Bishnupur Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Midnapur District Pleaders' Bar Association.
Tamluk Subdivisional Bar Association.
Contai Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Jhargram Subdivisional Pleaders' Bar Association.

Ghatal Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Ghatal Subdivisional Muktears' Bar Association.
Tamluk Subdivisional Muktears' Bar Association.
Garhbeta Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Krishnagar Muktears' Bar Association.
Ranaghat Pleaders' Bar Association.
Diamond Harbour Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Diamond Harbour Subdivisional Muktears' Bar Association.
Barasat Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Jessore District Pleaders' Bar Association-Hindu mumbers.
Magura Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Narail Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Khulna District Pleaders' Bar Association-Hindu members.
Bagerhat Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Pabna District Pleaders' Bar Association.
Darjeeling District Pleaders' Bar Association.
Raigunj Pleaders' Bar Association.
150 Hindu members of Dacca District Pleaders' Assocation.
Hindu members of Narayanganj Subdivisional Bar Association.
Hindu members of Munshiganj Subdivisional Bar Association.
Faridpur District Pleaders' Bar Association.
Madaripur Subdivisional Pleaders' Bar Association.
Hindu members of Mymensingh District Pleaders' Bar Association.
Netrokona Subdivisional Muktears' Bar Association.
Sherpur Pleaders' Bar Association.
Barisal District Pleaders' Bar Association.
Hindu members of Chittagong district Pleaders' Bar Association.
Hindu members of Noakhali District Pleaders' Bar Assocation.
Midnapur Municipality.
Barrackpur Municipality.

Rampurhat Union Board.
Burdwan Sadar Local Board.
Kalna Local Board.
Hooghly District Board.
Bangadeshiya Kayastha Sabha.
Ward XI Legal Defence Committee.
Hindu Chamber of Commerce.
Bengali and Marwari Merchants of Khulna.
Netrokona Medical Association.
Tarun Samiti, Simla.
Netaji Byayam Sangha, Ghatal.
Residents of Asansol.
Burdwan Traders' and Mill-owners' Association.
Howrah People's Association.
Conference of Khulna citizens.
Ranaghat Rate-payers' Association.
Noakhali Rehabilitation Committee.
Nadia District Teachers' Association.
Meeting of Jessore people.
Faridpur Medical Association.
Ghatal Medical Association.
Amrita Bazar Patrika (Daily English).
Eastern Express (Daily English).
Jugantar (Daily Bengali).
Bharat (Daily Bengali).
Hindusthan (Daily Bengali).
The Modern Review (English Monthly).
Prabasi (Bengali Monthly).
Charu-Mihir (Weekly-Mymensingh).
Pallibasi (Weekly-Kalna).

এরপরও শরৎবাবু কি করে বলেন বেশির ভাগ বাঙালী বাংলা ভাগ সমর্থন করে না। অবশ্য বাঙালী বলতে তিনি যদি মুসলমানদেরও হিসাবে ধরেন, তাহলে অন্যকথা। তিনি বাংলাভাগের পক্ষে বিপক্ষে গণভোটের প্রশ্নও তুলেছিলেন, কিন্তু

শ্রীহট্ট ও সীমান্ত প্রদেশে গণভোটের যে নমুনা দেখা গেছে, তারপর আর কোনও কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিই ঐ ধরনের গুণ্ডা কবলিত গণভোটের নাম মুখে আনেনি।

অবশেষে বাংলাভাগ

অবশেষে ভোটাভুটি। ১৯৪৭ সালের ২০ জুন বঙ্গীয় আইন সভায় দুই বাংলার বিধায়কগণের ভোটে বাংলাভাগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। স্বাধীন যুক্তবঙ্গের পক্ষে বিপক্ষে ভোট দেবার কোনও শর্ত ছিল না বলে সে প্রশ্নে কোনও ভোট নেওয়া হয়নি। থাকলেও কোনও হিন্দু সদস্য ভোট দিতেন কিনা সন্দেহ। এমন কি শরৎবাবুর বড় দাদা সতীশ বসু এবং কিরণশঙ্কর রায়ও (যুক্তবঙ্গ সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে) বাংলাভাগের পক্ষেই ভোট দেন; সে সঙ্গে জ্যোতি বসু সমেত দু'জন কম্যুনিস্ট সদস্যও ঃ

"Thus the Congress-Mahasabha alliance successfully manouvred to keep West Bengal as a Hindu-majority province within a divided India. Given the little choice before them, the Hindu Bengalis voted to split Bengal and remain part of a larger political entity, India. A united Bengal separate from Pakistan was not a choice, and it is not clear that any would have voted for it. Even Sarat Bose's own brother Satish Bose, and Kiran Sankar Ray voted for partition. Jinnah got Pakistan, but it was one he called 'moth-eaten' because he lost East Punjab and West Bengal."

মিঃ জিন্নাকে 'পোকা-কাটা' পাকিস্তান উপহার দেবার কৃতিত্ব যে অনেকখানিই শ্যামাপ্রসাদের প্রাপ্য তা ইতিহাসকারগণও স্বীকার করেছেন ঃ

"Syamaprasad was successful in mobilizing the Hindu Community for division; Sarat Bose and his allies could not resist the tide."

শ্যামাপ্রসাদের জন্যই কলিকাতা হাইকোর্ট কলিকাতায় রয়েছে ঃ বিচারপতি ফণিভূষণ চক্রবর্তী

শ্যামাপ্রসাদের অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক মৃত্যুর পর কলকাতা হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতি, আইনজীবী ও কর্মচারীদের সমবেত শোকসভায় তৎকালীন প্রধান বিচারপতি প্রয়াত ফণিভূষণ চক্রবর্তী তাঁর বিচারপতিসুলভ প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি থেকে একথা জোরগলায় বলেছিলেন যে হাইকোর্ট যে কলকাতার বুকে অবস্থিত রয়েছে, তার কৃতিত্ব অনেকখানিই শ্যামাপ্রসাদের প্রাপ্য ঃ

"This Court has a special reason to be grateful to

Dr. Syamaprasad Mookerjee. The fact that this Court is functioning today as a Court of the Union of India is due mainly, if not wholly to his efforts. At the time when the plan for Partition of the Country was being finalised, there was a suggestion that the whole of this province might go over to the other State and it was then that Syamaprasad Mookerjee intervened and **harnessed** all the mighty powers he possessed to an organised **and determined** opposition to the plan and **forced a partition within a partition** with the result that this Court continued to remain a Court of the Indian Union." (24.6.53)

শুধু কলকাতা হাইকোর্ট কেন, শরৎবাবু -সুরাবর্দীর স্বাধীন যুক্তবঙ্গের ফাঁদে পা দিলে ঢাকা-লাহোর-করাচীর হিন্দু-শিখদের শতসহস্র ঐতিহ্যমণ্ডিত সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় শিক্ষা ও সেবা সম্পর্কিত ভবন-সদন-আশ্রম-আলয়-নিলয়-নিকেতন-সেন্টার ও হলের যে গতি হয়েছে, এলগিন রোডে নেতাজী ভবন বা উডবার্ন পার্কে নেতাজী রিসার্চ বুরো'র বাড়িও তেমনি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বাড়ি কিংবা হাই মাদ্রাসা বোর্ডের হেড অফিসে রূপান্তরিত হতো।

সুতরাং শ্যামাপ্রসাদ যে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে নেহরুজীর মুখের উপর বলেছিলেন —"You divided India, I divided Pakistan" তা শূন্যগর্ভ দম্ভোক্তি নয়, নির্ভেজাল খাঁটি সত্য কথা—যা বর্তমানে নেহরু বংশের দাসানুদাস কংগ্রেসীদের কানে মধুবর্ষণ করবে না।

শ্যামাপ্রসাদকে ছেড়ে কার্জনকে পূজা করুন ঃ সুগত বসু

অতি সম্প্রতি সুগত বসু নামে জনৈক লেখক আনন্দবাজার পত্রিকায় এক প্রবন্ধে (১২.৭.২০০০) প্রশ্ন তুলেছেন—"বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তাকে বাঙালি কী চোখে দেখবে।" আগাগোড়া অসামঞ্জস্য, তথ্যের কারচুপি ও চিন্তার দৈন্যে ভরা প্রবন্ধের লেখক সমাপ্তি রেখা টেনেছেন একটি কথা বলে--"বঙ্গভঙ্গের প্রবক্তাকে যদি আমরা বাঙালির নায়ক বা পশ্চিমবঙ্গের স্রষ্টা হিসেবে মানতে চাই, তাহলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নয়, লাটসাহেব কার্জনকেই আমাদের পুজোর বেদিতে বসিয়ে আরাধনা করা উচিত।" হাঁ, এ না হলে U.S. মার্কা অনাবাসী অধ্যাপক! কোথায় হিন্দু-মুসলমানের বিভেদ সৃষ্টির অসৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত কার্জনের বাংলা ভাগ (১৯০৫), আর কোথায় কার্জনের কৃপাধন্য মুসলিম সমাজের একাংশের হিন্দু- বিরোধী জিঘাংসাবৃত্তি থেকে মান ইজ্জত রক্ষার ঠাঁই হিসাবে বাংলা ভাগ (১৯৪৭)! সুগত বসুরা যতখুশি কার্জনের আরাধনা করুন; কিন্তু জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমী বাঙালী তাদের পরিত্রাতারূপে শ্যামাপ্রসাদকেই পূজার বেদীতে অধিষ্ঠিত করেছে। শিব আর বানরের তফাত বোঝার মতো কাণ্ডজ্ঞান তাদের লোপ পায়নি।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিভাগ-পরবর্তী পশ্চিম পাঞ্জাব ও পূর্বপাকিস্তানে হিন্দু-শিখ নরমেধযজ্ঞ ঃ বঙ্গ বিভাগের যৌক্তিকতা প্রমাণিত

পাকিস্তানে হিন্দু-শিখদের প্রতি বর্বরোচিত আচরণ— জিন্নার জীবিতকালে

সাম্প্রতিককালে মিঃ জিন্নার পাক-পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণের (১৪ আগস্ট ১৯৪৭) দু'এক কলি উদ্ধৃত করে এদেশের অমুসলিম সেকুলারবাদীরা (এদের হিন্দু বললে এরা চটে যান) তাঁকে ধর্মীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতির ফেরেস্তা বলে জাহির করতে চান। সত্য বটে তিনি বলেছিলেন—"You are free. You are free to go to your mosques or any other places of worship in this State of Pakistan. You may belong to any religion, caste or creed–that has nothing to do with the business of the State." তারপর তিনি পাকিস্তানের ভাবী শাসনতন্ত্রের রূপরেখার আভাস দিয়ে বলেন ঃ

" To maintain law and order so that the life, property, and religious beliefs of its subject are fully protected by the State."

কিন্তু বিগত কয়েক বছর ধরে যে মুসলিম জনতাকে অবিরত হিন্দু-শিখ বিদ্বেষে বিদ্বিষ্ট করে তোলা হয়েছে, তারা এখন জিন্না সাহেবের এসব উদার বাণীতে কর্ণপাত করবে কেন? জিন্না সাহেব যাই বলুন তারা যা বুঝবার বুঝল। তাঁর মুখের জবান খসতে না খসতে তারা সংখ্যালঘু হিন্দু-শিখদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে লোমহর্ষক বর্বরতার বিবরণ এদেশের সেকুলারবাদীদের জ্ঞাতার্থে কিঞ্চিৎ দেওয়া গেল। সমগ্র পাঞ্জাব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে, ষোল আনা হিন্দু ও শিখ সমাজের কি পরিণতি হতো, তার কিছুটা আঁচ পাওয়া যায় নিম্নোক্ত লোমহর্ষক কাহিনী থেকে ঃ

শেখুপুরার হত্যাকাণ্ড — ১৯৪৭

শ্রীকিশান সিং

হিন্দুস্থানে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষভাগে এক বিষম বিপদ হিন্দু সমাজ ও হিন্দু সত্তাকে বিপর্যস্ত করে ফেলে। একদিকে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদ ও অপরদিকে ইসলামের প্রত্যক্ষ যুদ্ধোন্মাদনার জন্যে হিন্দু সমাজ হীনবীর্য হয়ে পড়ে। এর প্রভাব

হিন্দুস্থানের দুই প্রান্তের দুটি প্রদেশ বাংলা এবং পাঞ্জাবের উপর পড়ে। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলামের যুদ্ধ ঘোষণা নতুন কিছু নয়, কিন্তু একটি রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে এবং তার কিয়দংশে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের ব্যাপক নরহত্যা, নারী নির্যাতন এবং রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে যুদ্ধঘোষণা সতত ইসলামের এক নতুন অত্যাচার-শৈলীর নিদর্শন। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষভাগের সুসভ্য হিন্দু জাতিকে ধ্বংস করার এবং তার স্বাধীন সত্তাকে হেয় করার এক ঘৃণ্য চক্রান্ত শুরু হয়। তাতে অনুঘটকের কাজ করে ১০০০ বছরের ইসলামিক অধীনতা এবং প্রায় ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক (ব্রিটিশ) অধীনতায় সৃষ্ট হীনম্মন্য ও দাসসুলভ মানসিকতা। ব্রিটিশ রাজত্বের শেষভাগে যুক্ত হয়েছিল উগ্র ইসলামিক মৌলবাদ। এই মৌলবাদ ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক উভয় মঞ্চতেই কম-বেশি প্রভাব বিস্তার করে। হিন্দু নেতৃবর্গের অদূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায় ওয়াহাবী আন্দোলনকে সমর্থনের মধ্যে থেকে অহেতুক মুসলিম তুষ্টিকরণ ডেকে আনে মুসলিম লীগ কেন্দ্রিক রাজনীতি ঘেঁষা ইসলামিক মৌলবাদ। একে আরও শক্তিশালী করে তোলে মোহন দাস গান্ধীর নেতৃত্বে "জাতীয় কংগ্রেসের" খিলাফৎ আন্দোলনকে সমর্থন ও অহেতুক মুসলিম জমিদার শ্রেণীর তোষামোদ। হিন্দুদের নিজস্ব কোন শক্তিশালী মঞ্চ না থাকায় পৃথিবীর সবচেয়ে সুসভ্য জাতির এক হীনবীর্য পরিণতি ও স্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সর্বোপরি মুসলিম লীগের হিন্দু-বিরোধী "প্রত্যক্ষ সংগ্রামের" রণহুঙ্কার হিন্দুস্থানের হিন্দু জাতির মধ্যে এক ত্রাসের সৃষ্টি করে। হিন্দুস্থানের তৎকালীন সর্ববৃহৎ সংগঠন "জাতীয় কংগ্রেসের" মুসলিম লীগের দাবির সামনে আত্মসমর্পণ হিন্দুস্থানকে প্রত্যক্ষ দাঙ্গা ও বিভাজনের দিকে এগিয়ে দেয়।

মধ্য পাঞ্জাবের 'মাঝা' অঞ্চলের এক জেলা শেখুপুরা। কৃষি ও শহুরে তেজারতি কারবার এই জেলার মূল অর্থনীতির উৎস। মধ্যযুগে ও মোগল শক্তির উত্থানের সময় হতেই পাঞ্জাব তথা পশ্চিম ভারতের ধর্ম, শিক্ষা ও চেতনার এক কেন্দ্র হয়ে ওঠে শেখুপুরা। তৎকালীন পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরের পশ্চিমাংশে প্রবাহিত পবিত্র রাভী, (ইরাবতী) নদীর পশ্চিম তীরভূমি থেকেই শেখুপুরা জেলার অবস্থান। মূলত দুটি নদী চেনাব (চন্দ্রভাগা) এবং রাভীর মধ্যাংশে এই জেলার অবস্থান, পাঞ্জাবের ধর্মীয় মানচিত্রে এই জেলার গুরুত্ব সবচেয়ে উপরে। পাঞ্জাবের কেশধারী হিন্দু সমাজ যারা মূলত শিখ নামেই বেশি পরিচিত, সেই শিখ সমাজের প্রথম গুরু নানকদেবের জন্মস্থান পবিত্র নানকানা সাহিব এই জেলাতেই। প্রায় নয়শ একর জমি সমন্বিত নানকানা সাহিব গুরুদ্বারা পাঞ্জাবের হিন্দু সমাজের এক পবিত্র ধর্মস্থান। এটা বলা হয়ে থাকে যে নানকানা সাহিবের দর্শন ভিন্ন কেশধারী হিন্দুদের (শিখদের) জীবন অসম্পূর্ণ। দেশভাগের পূর্বে শিখ সমাজের দ্বারা নানকানা

সাহেবের বাৎসরিক কর সংগ্রহ হতো প্রায় বিশ লক্ষ টাকা। মহারাজা রণজিৎ সিংহের সময়ে নানকানা সাহিব অঞ্চলের প্রতিটি ঐতিহাসিক গুরুদ্বারার সংস্কার করা হত এবং বিপুল সম্পত্তি ধর্মস্থানের ব্যয়নির্বাহে দেওয়া হত। এদের মধ্যে গুরুদ্বারা বাললীলা সাহিব, গুরুদ্বারা মাল সাহিব, গুরুদ্বারা কিয়ারা সাহিব এবং গুরুদ্বারা তাম্বু সাহিব বিখ্যাত। এই অঞ্চলের অধিকাংশ জমির মালিকানা জাট শিখ সম্প্রদায়ের হাতে ছিল এবং শহরের ব্যবসায়িক বর্গও মূলত হিন্দুরাই। এই জেলার অধিকাংশ জমিই উর্বর ও সেচনালাযুক্ত। এই জেলার মুসলিমরা মূলত ছিল ভূমিহীন কৃষক এবং শহরের দিনমজুর শ্রেণী। শেখুপুরা জেলার মুসলমান জনসংখ্যার মাত্র ১০% ছিল ধনী।

শেখুপুরা জেলার সর্বক্ষেত্রে এগিয়ে থাকা কেশধারী ও সনাতনী হিন্দুসমাজ কিন্তু সংখ্যার দিক থেকে ছিল সংখ্যালঘু। তৎকালীন ব্রিটিশ গেজেটিয়ার থেকে পাওয়া জনবিন্যাস নিম্নরূপ ঃ

মুসলিমদের শতকরা জনসংখ্যা— ৬৩.৫২

কেশধারী(শিখ) ও সনাতনী হিন্দুর জনসংখ্যা—৩৪.৫৭

পাকিস্তান সৃষ্টির আগে ও পরে রাওয়ালপিণ্ডি ও মুলতান জেলার পরেই এই জেলার হিন্দুদের উপর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়। এই জেলার হিন্দু সমাজের মধ্যে শিখেরা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ও লাঞ্ছিত হয়েছিল। পাকিস্তান সৃষ্টির পরে দাঙ্গার তীব্রতা এতই বৃদ্ধি পায় যে আগস্ট মাসের শেষে মাত্র দুদিনের মধ্যে প্রায় বিশ হাজার মানুষের এক জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়। এটিই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় শেখুপুরার হত্যাকাণ্ড (The Great Sheikhupura killings) নামে বিখ্যাত। এই হত্যাকাণ্ড মুসলিম সমাজের গুণ্ডারা করলেও এই দাঙ্গার পিছনে প্রচ্ছন্ন মদত ছিল মুসলিম লীগ নেতৃবর্গের এবং মুসলিম পুলিশ ও সিভিল অফিসারদের। পাকিস্তানের প্রশাসনিক কর্তারা এবং আমলারা এই দাঙ্গার সংগঠকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, নানকানা সাহিবের অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে এই জেলার ভারতে অন্তর্ভুক্ত হওয়া একরকম ঠিক ছিল। যার ফলে মার্চ মাসের পাঞ্জাবের দাঙ্গায় যখন অমৃতসর, রাওয়ালপিণ্ডি, মুলতান, গুজরানওয়ালা এবং লাহোর বহ্নিমান, তখন এই জেলা ছিল সম্পূর্ণ শান্ত। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাস হতে জুলাই মাস পর্যন্ত এই জেলার মুসলিম সমাজে হিন্দুবিদ্বেষ লক্ষ্য করা গেলেও তারা সাহস পায়নি কোন অত্যাচার বা দাঙ্গা করতে। হিন্দুসমাজও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল যে 'মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবের' ফলে এই জেলা পূর্ব পাঞ্জাবে যুক্ত হবে।

কিন্তু গোধূলির পর যেভাবে তমসাচ্ছন্ন রাত্রি নেমে আসে ঠিক সেভাবেই ১৭ই আগস্ট ১৯৪৭, শেখুপুরায় শিখ ও সনাতনী হিন্দু সমাজের উপর নেমে এল

ঘোরতর অন্ধকারময় দিন। ১৭ই আগস্ট বাউণ্ডারি কমিশনের (Boundary Commission Award of 17 August) ঘোষণায় জানা গেল শেখুপুরা জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। এমনকি সেই দিনেও অনেকের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে অন্তত নানকানা সাহিব এবং শাহদরা তহসিল পূর্ব পাঞ্জাবে যুক্ত হবে। যার ফলে মুসলিম লীগ ও মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের মতো দুটি উগ্রবাদী মুসলিম সংগঠনের জঙ্গি কর্মীরা খানিকটা নিষ্ক্রিয় ছিল।

কিন্তু ১৭ই আগস্ট রাত্রিতে যখন জানা গেল যে, সম্পূর্ণ শেখুপুরা জেলা পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তখন 'মুসলিম লীগ', 'মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড' এবং 'খাকসার বাহিনীর' নরপিশাচেরা সংখ্যালঘু শিখ ও সনাতনী হিন্দুদের উপর এক আদিম ও জান্তব মানসিকতার দ্বারা চালিত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। শুরু হলো হিন্দুস্থানের আর এক কুখ্যাত রক্তক্ষয়ী ইতিহাসের। দাঙ্গা মূলত চরম রূপ ধারণ করে ১৮ই আগস্ট সকাল হতে। শহরে ১৭ই আগস্ট রাত্রিতেই দাঙ্গা শুরু হলেও গ্রামাঞ্চলে এই একতরফা পৈশাচিক আক্রমণ শুরু হয় ১৮ই আগস্ট সকাল হতে। এই দাঙ্গার তীব্রতা কখনই কমাতে দেয়নি তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতারা। কারণ তারা মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই শেখুপুরা জেলাকে একশ শতাংশ মুসলিম বহুল জেলায় পরিণত করতে চেয়েছিল।

এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের চক্রান্ত কিন্তু শুরু হয়েছিল ১০ই আগস্ট হতে। এই দিন একটি মুসলিম জনসভার আয়োজন করা হয় "ক্যাটল-ফেয়ার" ময়দানে (Cattle–fair Ground)। মূল উদ্যোক্তা ছিল মুসলিম লীগ ও তার সহযোগীরা। কিন্তু এই জনসভার ব্যাপারে প্রচার হয়েছিল যে, এটি কোরান পাঠ ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের জন্য 'আল্লার' কাছে প্রার্থনা জানানো হবে। স্বাভাবিক ভাবেই কোন অমুসলিম ব্যক্তি এই জনসভায় যাননি এবং এর ফলে মুসলিম নেতৃবর্গ খোলাখুলি দাঙ্গার ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। মুসলিমরাও এই জনসভার ব্যাপারে গোপনীয়তা বজায় রাখে এবং কোনো মুসলিমই প্রতিবেশী হিন্দুকে এই জনসভা সম্পর্কে কিছু জানায়নি। এই জনসভার পরে মুসলিম E.A.C. এবং অন্য উচ্চপদস্থ অফিসারেরা যারা পাকিস্তানপন্থী তাদের নিয়ে গোপন আলোচনায় বসেন। শেখুপুরার মুসলিম লীগ নেতা এবং পরবর্তীকালে পশ্চিম পাঞ্জাবের মন্ত্রী শেখ করামত্ আলি উচ্চপদস্থ মুসলিম লীগপন্থী পুলিশ অফিসারদের সাথে নিজের বাড়ীতে গোপন আলোচনায় বসেন। তৎকালীন পাঞ্জাবের পুলিশ বাহিনীতে ৮০% ছিল মুসলিম এবং হিন্দু পুলিশেরা মূলত পূর্বের জেলাগুলিতে কার্যরত ছিলেন। যার ফলে পাঞ্জাবের পুলিশ বাহিনীর আচরণে মাঝে মধ্যেই উগ্র মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ছাপ থাকত। শেখ করামত আলির উপস্থিতিতে পুলিশ অফিসারেরা শেখুপুরার প্রভাবশালী শিখ ও সনাতনী হিন্দুদের একটি তালিকা তৈরি

হয়। এটিই ছিল শেখুপুরার মুসলিম লীগের খতম তালিকা (Murder List)। কিন্তু এই তালিকাটি দুর্ঘটনাবশত অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ডেপুটি কমিশনার মিস্টার ডিজনীর এক অফিস কর্মীর হাতে পড়ে যায়, এর ফলেই এই গোপন চক্রান্তের বিস্তারিত তথ্যাদি জানাজানি হয়ে যায়।

পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন হক নওয়াজ। কিন্তু ১৫ই আগস্টের পূর্বেই তাকে পশ্চিম পাঞ্জাবের সরগোধা জেলায় বদলি করে দেওয়া হয়। সরগোধায় পুলিশ সুপারের দায়িত্ব নিতে যাওয়ার পথে অহেতুক হক নওয়াজ শেখুপুরায় দুদিন কাটান। শেখ করামত আলি ও অন্যান্য লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে তার বিস্তারিত আলোচনা হয়। লীগ নেতাদের ভীষণভাবে উত্তেজিত করে তোলেন হক নওয়াজ। এই সময় শেখ করামত আলির বাসগৃহে প্রাত্যহিক মিটিং এবং নির্দেশাবলী দেওয়া হতো।

শেখুপুরা সহ অন্যান্য শহরের অবস্থা চিন্তাজনক হয়ে উঠেছিল। সর্বত্র পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহে দাঙ্গার গুজব রটছে। সংখ্যালঘু শিখ ও হিন্দুদের (সনাতনী) সমস্ত রকম পেট্রোল ও অন্যান্য দাহ্য বস্তুর সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হলো। অপরদিকে মুসলিমরা নিজের নিজের ঘরে এবং বিশেষ করে পীর-ফকিরদের দরগাতে পেট্রোল ও কেরোসিন মজুত করতে থাকে। দাঙ্গা শুরুর প্রথমাংশে মুসলিমরা অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে চাঁদা ধার্য করে এবং তা মুসলিম লীগ কার্যালয়ে জমাও হয়। কয়েকজন কমিউনিস্ট নেতাও মুসলিমদের সখ্য লাভের আশায় অর্থ সাহায্য করেন। দাঙ্গার তীব্রতা বৃদ্ধির পর এই কম্যুনিস্ট পার্টির নেতারা ব্রিটিশ অফিসারদের সহায়তায় পূর্ব পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে পালিয়ে যান। অবশিষ্ট নেতারা হয় নিহত কিংবা ধর্মান্তরিত হয়ে প্রাণভিক্ষা পান। শেখুপুরা জেলার অল্প প্রভাবী কম্যুনিস্ট পার্টি ও তার নেতৃবৃন্দের এই ভয়াবহ পরিণতি হয়। অনেকটা আচমকাই ২০শে আগস্ট শেখুপুরা শহরে মিলিটারী ফ্ল্যাগমার্চ শুরু করে এবং সেই সাথে স্থানে স্থানে মুসলিম লীগ সমর্থকদের মিছিল বের হয়। আতঙ্কিত হয়ে ওঠে শেখুপুরার সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজ। মিলিটারী ও পুলিশের ফ্ল্যাগমার্চ ২৪শে আগস্ট পর্যন্ত চলতে থাকে। এই সময়ে সংখ্যালঘু শিখ ও সনাতনী হিন্দুরা মূলত নিজেদের মহল্লার মধ্যেই আটকে থাকেন। কোন সংঘর্ষ এই সময়ে হয়নি।

এইভাবে হঠাৎ ২৪শে আগস্ট রাত্রে পাকিস্তান সরকার শেখুপুরা শহরে কার্ফু জারি করে। শেখুপুরার ইতিহাসে এই প্রথম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার কারণে কার্ফু জারি করা হলো। পাকিস্তানের অন্যান্য উপদ্রুত শহরের মতোই মুসলিমরা এই কার্ফুর আওতার বাইরেই থেকে গেল, অলিখিত ভাবে। অমুসলিমদের হত্যা এবং দাঙ্গার উদ্দেশ্যে মুসলিমদের একতরফাভাবে ছাড় দেওয়া হলো। শহরের শিখ ও সনাতনী হিন্দু নেতৃবর্গ ডেপুটি কমিশনারের (D.C.) কাছে গিয়ে কার্ফু তুলে

নেওয়ার এবং মজুত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারের জন্যে বিশেষ অনুরোধ করেছিলেন; কিন্তু তিনি তাতে কর্ণপাতই করলেন না, এদিকে শেখ করামত আলির বাসগৃহ হতে অর্থ এবং অস্ত্র-শস্ত্র মুসলিম গুণ্ডাদের বিতরণ করা হতে থাকল। ২৫শে আগস্ট সকালেই প্রথম সংঘর্ষের সূত্রপাত হলো গুরদোয়ারা বাজারে। নিকটবর্তী মুসলিম বস্তির গুণ্ডারা বাজারে শিখেদের দোকানে ও বাড়িঘরে অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। মন্দিরে এবং গুরদোয়ারার মধ্যে হিন্দু ও শিখেরা অগ্নিদগ্ধ হয়ে নিহত হতে থাকলো। সারা শেখুপুরায় মুসলিমদের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে শিখেরা মুসলিমদের উপর হামলা শুরু করেছে। এর ফলে ২৫শে আগস্ট দুপুরে এক মুসলিম বাহিনী রামগড়হা নামক মহল্লা আক্রমণ করে। এখানকার নিবাসী প্রায় ১২০০০ শিখ, মুসলিমদের এই আক্রমণ প্রতিহত করেন, দুপক্ষেই প্রচুর হতাহত হন এবং মুসলিমরা পিছিয়ে যায়। দুপুর ২টো নাগাদ পাকিস্তান মিলিটারী রামগড়হার বাইরে পজিশন নেয় এবং মেশিনগ্যানের ও রাইফেলের গুলির বন্যা বইয়ে দেয় শিখদের উপরে। সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে এই এলাকার সম্পূর্ণ শিখ ও সনাতনী হিন্দুরা নিহত হয়। শিশু, নারী ও বৃদ্ধরা কেউই রেহাই পাননি মেশিনগানের গুলি থেকে। সমস্ত মহল্লাটি জতুগৃহে পরিণত হয়ে যায়। নারীরা অনেকে মান সম্ভ্রম বাঁচাতে কুয়ায় ঝাঁপ দেন অথবা জ্বলন্ত ঘরের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন। রামগড়হা এলাকাটি ধ্বংসের পর মুসলিম লীগের গুণ্ডারা এবং পাকিস্তান মিলিটারী ও পুলিশের জওয়ানেরা সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় ২৪ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, অপহরণ, বলাৎকার একতরফা ভাবে চলতে থাকে। অল্প কিছু সংখ্যক শিখ ও সনাতনী হিন্দু নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হলো বন্ধ ঘরে বা কোনো গুদামে লুকিয়ে। কিছু ব্যক্তি রাতের অন্ধকারের সুযোগে পার্শ্ববর্তী এলাকায় পালিয়ে গেলেন। পাকিস্তানী মিলিটারী ২৫শে আগস্ট রাতে সর্দার আত্মা সিং-এর কারখানায় লুকিয়ে থাকা তিন হাজার নিরপরাধ মানুষকে মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড ঘটানোর পর জওয়ানেরা মৃতদেহগুলিকে টুকরো টুকরো করে পার্শ্ববর্তী সেচ নালায় ভাসিয়ে দেয়। এর ফলে সেচনালার জল টকটকে লাল হয়ে যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরু এবং পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান যখন শেখুপুরা পরিদর্শন করেন, তখন তাঁরা এই দাঙ্গার ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হয়ে যান। নেহেরু ও লিয়াকত আলি সাংবাদিকদের সামনে স্বীকার করেন যে প্রায় ২২০০০ মানুষ শেখুপুরা শহরে নিহত হন। যুবতীরা এমনকি বৃদ্ধারাও যত্রতত্র অপহরণ ও বলাৎকারের শিকার হন। গর্ভবতী মহিলাদের পেট চিরে দেওয়া হয়। যে যে ব্যক্তি সম্প্রদায়ের মহিলাদের রক্ষার্থে এগিয়ে গেছেন তাকেই পুলিশ ও মিলিটারী রাইফেল ও মেশিনগান চালিয়ে হত্যা করে। বাউণ্ডারী ফোর্সের লেফটেনান্ট কর্ণেল ডঃ সুরাত সিং যখন শেখুপুরা পরিদর্শনে আসেন

তখন দেখতে পান যে শহরের বিখ্যাত নামধারী গুরদোয়ারার দুটি কূয়া সম্পূর্ণ মহিলাদের মৃতদেহে ভর্তি হয়ে আছে। তিনি আরও জানতে পারেন যে শহরের মূল বাজার যখন ২৫শে আগস্ট রাতে জ্বলছে তখন সেখানে ডেপুটি কমিশনার দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন। শেখুপুরার সেকশন ৩০ ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ সফি, সুরাত সিংহের পাকিস্তান ত্যাগের সময় জানায় যে মুসলিমরা শিখদের সাথে দুদিনে যা করেছে শিখেরা তা জীবনেও করতে পারবে না।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর যেখানে প্রথম হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গা শুরু হয় তা হল শাহদর তহসিলের পশ্চিমাংশের মুসলিম অধ্যুষিত গ্রাম কোট পিণ্ডিদাম ও সংলগ্ন এলাকায়। লাহোরের মতোই শেখুপুরা জেলার এই অংশের থেকে সংখ্যালঘু হিন্দু ও কেশধারী শিখেদের বিতাড়নও লুটপাট মূল হয়ে দাঁড়ায়। ১৫ই আগস্টের এই দাঙ্গায় মৃতের সংখ্যা কম ছিল। শিখ ও সনাতনী হিন্দুরা মূলত পূর্ব পাঞ্জাবের দিকে পালাতে থাকে। তবে ঠিক কতজন সফলভাবে রাভী নদীর ব্রিজে (বলোকি হেড) পৌছান এবং তা পার হতে পারেন তা বলা জটিল। এর প্রধান কারণ পাকিস্তানী মিলিটারী ও মুসলিম দুর্বৃত্তরা ব্রিজের মুখে ব্যারিকেড গড়ে তোলে এবং অর্থাদি ও যুবতীদের অপহরণ করতে থাকে। বাধাদানকারীকে গুলি করে হত্যা করা হয় এবং মৃতদেহ নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। এইখানে একটি লড়াই এর ঘটনা উল্লেখযোগ্য হয়ে আছে। শাহদরা তহসিলের একটি শিখ অধ্যুষিত গ্রাম নাঙ্গাল ভূচার আক্রান্ত হয় ২১শে আগস্ট। এই গ্রামের শিখ অধিবাসীরা একত্রিত হয়ে গ্রামের গুরুদ্বারায় শেষবারের মতো সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে অমৃতসরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তারা তাদের সমস্ত সম্পত্তি ছেড়ে কেবল নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে 'পট্টন ভিন্দিয়ান' নামক স্থানে এসে উপস্থিত হয়। এখানে রাভী নদীর ব্রিজ অতিক্রম করার সময় তারা আক্রান্ত হয় এবং প্রত্যক্ষ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। প্রত্যেক শিখ যুবক ও বৃদ্ধ খোলা কৃপাণ হাতে লড়তে থাকে এবং অবশেষে ব্রিজ ঘিরে রাখা পাঠান দস্যুরা রণে ভঙ্গ দেয়। এরা নিরাপদে রাভী নদী অতিক্রম করে। শাহদরা তহসিলের আর একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম 'মাছোচস্ক' আক্রান্ত হয় ২২শে আগস্ট, নিকটবর্তী দশটি গ্রামের মুসলিম দস্যুরা এই গ্রামের উপর পাশবিক প্রবৃত্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রায় ৫০ জন নিহত হয় এবং বাকীরা উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। এই সময় পার্শ্ববর্তী গুজরানওয়ালা জেলার দুটি শহরে 'ঘোরী ' এবং 'নাঙ্গাল দুনা সিং'-এর সংখ্যালঘু শিখ ও সনাতনী উদ্বাস্তু হিন্দুদের মিছিল 'পট্টন ভিন্দিয়ান' ব্রিজে পুনরায় আক্রান্ত হয়, বহুলোক হতাহত হয়। *চৌক নং ৯২,* যা মূলত গোবিন্দ গড় নামক স্থান বলেই পরিচিতি পায়, ২৭শে আগস্ট প্রায় দুই হাজার মুসলিম মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আক্রমণ করে। প্রায় ২৫ জন নিহত হন প্রচুর আহত হন এবং বহু মহিলা অপহৃতা হন। চৌক নং ৪৯, ২৫ তারিখে

রাত হতেই ক্রমাগত আক্রান্ত হতে থাকে। গ্রামটিকে বাঁচাতে গিয়ে প্রায় ৭০ জন শিখ যুবক শহীদ হন। অবশিষ্ট গ্রমবাসী ৪ মাইল দূরবর্তী 'ধরমকে' নামক স্থানের উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নেয়। ২৪শে আগস্টের দাঙ্গায় 'ধনোই' গ্রামের লোকজন পাশের 'ববাকওয়াল' গ্রামে আশ্রয় নেন। কিন্তু ২৭শে আগস্ট সেখানেও দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় এবং পাঁচ শতাধিক শিখ ও সনাতনী হিন্দু নিহত হন। বহু যুবতী ও শিশুকন্যা অপহৃতা হন। শাহদরা শহরের দাঙ্গা মারাত্মক আকার ধারণ করে ১৯শে আগস্ট। ঐ দিন একটি রিফিউজি ট্রেন ভারতে আসার পথে শাহদরা স্টেশনে আক্রান্ত হয়। প্রচুর হতাহত হন এবং পাকিস্তান মিলিটারী হিন্দু শিখ উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে সমস্ত ব্যবহার্য সামগ্রী ছিনিয়ে নেয়। প্রচুর সংখ্যায় হিন্দু যুবতীদের অপহরণ করা হয়। এদের কোন খোঁজ আর কখনও পাওয়া যায় নি।

শ্রীগুরু নানকদেবের জন্মস্থান নানকানা সাহিবের উপর মুসলিম লীগের গুণ্ডাদের নজর ছিল প্রখর। যার ফলে ১৫ই আগস্টের পর হতে মুসলিমরা চোরা-গোপ্তা আঘাত হানতে থাকে। ১৭ই আগস্ট হতে এই হামলা আরও তীব্র রূপ ধারণ করে। গ্রামাঞ্চল থেকে মুসলিমরা দলবেঁধে হামলা করতে থাকে। শহরের আশি শতাংশ নাগরিক শিখসম্প্রদায়ভুক্ত হলেও তাদের অধিকাংশই পাকিস্তান মিলিটারীর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং নানকানা সাহিব ত্যাগের ইচ্ছা পোষণ করতে থাকে। শ্রীনানকানা সাহিব গুরুদ্বারটি ১৭ই আগস্ট ও ১৮ই আগস্ট তিনবার মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের আক্রমণের মুখে পড়ে। স্থানীয় শিখ যুবকেরা দলবেঁধে বাধা দেওয়ায় আক্রমণকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার খাদ্য সরবরাহ ও জল সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ভারতে চলে আসার জন্যে নানকানা সাহিব রেল রোড স্টেশনে অপেক্ষারত উদ্বাস্তুদের উপর বর্বর আক্রমণ হতে থাকল। প্রতি ট্রেনে পাকিস্তান মিলিটারী জওয়ানরা লুটপাট চালাতে থাকল। এরই মধ্যে ২৪শে আগস্ট বাললীলা সাহিব, কিয়ারা সাহিব এবং মালসাহিবের উপর মারাত্মক আক্রমণ হলো। তিনটি গুরুদ্বারেই অগ্নিসংযোগ করা হলো এবং গুরুদ্বারে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুরা নির্মমভাবে খুন হলেন। এর পরেই 'জেনারেল রিজ' তার বাউণ্ডারি ফোর্সের জওয়ানদের ঐতিহাসিক গুরুদ্বারগুলির রক্ষণাবেক্ষণে পাঠালেন। যার ফলে নানকানা সাহিবের সম্পূর্ণ ধ্বংসসাধন কোনক্রমে রক্ষা পেল। কিন্তু শহরের অলিগলিতে ভীত পলায়মান হিন্দু ও শিখ উদ্বাস্তুদের চোরাগোপ্তা হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। এর পরে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম হতেই পূর্বপাঞ্জাব থেকে আগত মুসলিম উদ্বাস্তুদের নানকানা সাহিব অঞ্চলে জোর করে বসিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে নানকানা সাহিবের সমস্ত জমির মালিক হয়ে উঠল টাঙ্গাওয়ালা ও গুণ্ডাশ্রেণীর মুসলিমরা। নানকানা সাহিবের সাথে সাথে পার্শ্ববর্তী আর একটি তীর্থস্থান 'সাচ্চা সৌদা' আক্রান্ত হয় ১৫ই আগস্ট রাত্রিতে। ১৮ই আগস্ট পর্যন্ত এই দাঙ্গা চলতে থাকে; প্রায় দেড় শতাধিক নিহত হন এবং প্রচুর মহিলা অপহৃতা হন। সাচ্চা সৌদা

রেলস্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীরা মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের আক্রমণের শিকার হন। অবশেষে সম্পূর্ণ সাচ্চা সৌদা শিখ ও সনাতনী হিন্দুরা পাকিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হন। নানকানা সাহিব তহসিলের আর একটি গ্রাম ফরিদাবাদের উপর আক্রমণ হয় ২৬শে আগস্ট হতে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র হাতে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড এবং খাকসার বাহিনীর গুণ্ডারা ঝাঁপিয়ে পড়ে, প্রচুর হতাহত হয়। মন্দির ও গুরুদ্বারাগুলিতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ফরিদাবাদের সম্পূর্ণ জনসংখ্যার মাত্র অর্ধেক জীবিত ভাবে ভারতে পৌঁছাতে পেরেছিলন। অবশিষ্টদের হয় নিষ্ঠুরভাবে হত্যা নয়তো ইসলামে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হয়। আর একটি গ্রাম রাইসালা আক্রান্ত হয় ২৬শে আগস্ট এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ২৮শে আগস্ট পর্যন্ত চলে। রাইসালা গ্রামটি ওয়ারটন পুলিশ স্টেশনের অন্তর্গত এবং এখানকার শিখ অধিবাসীদের অনেকেই ছিলেন প্রাক্তন সেনাকর্মী। যার ফলে মুসলিম লীগের গুণ্ডারা ইসলাম স্বীকার করার হুমকি দিলে স্থানীয় শিখ ও সনাতনী হিন্দু তা অস্বীকার করে এবং প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সহায়তায় পাল্টা আক্রমণ করে এবং মুসলিম গুণ্ডাদের রাইসালার বাইরে চলে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু পাকিস্তান মিলিটারী রাইসালা গ্রামটিকে ঘিরে ফেলতে পারে ভেবে এখানকার অধিকাংশ অধিবাসীই পাকিস্তান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন এবং ২৮শে আগস্ট রাত্রিতে তাঁরা রাইসালা ত্যাগ করেন।

এই রকম আর একটি লড়াইএর খবর পাওয়া যায় সাংগলা হিল পুলিশ থানার অন্তর্গত ভূলার চক নামক স্থানে। এই অঞ্চলটি পার্শ্ববর্তী জেলা গুজরানওয়ালার নিকটবর্তী এবং মূলত শিখ অধ্যুষিত ছিল। সারা আগস্ট মাস ধরে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলিমরা ভূলার চকের উপর আক্রমণ হানার পরিকল্পনা নেয় ও প্রস্তুতি শুরু করে। ১৫ই আগস্টের পর নিকটবর্তী স্থানের হিন্দুরা ভূলার চকে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর পরে ৩০শে আগস্ট প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলিমের এক বিশাল বাহিনী ভূলার চকের চারিদিক ঘিরে ফেলে এবং স্থানীয় শিখ প্রধানদের পাকিস্তান ত্যাগের হুমকি দিতে থাকে। কিন্তু শিখেরা তা অগ্রাহ্য করায় পয়লা সেপ্টেম্বর প্রায় পঁচিশ হাজার মুসলিম ভূলার চক আক্রমণ করে। কিন্তু স্থানীয় শিখেরা দৃঢ়ভাবে বাধা দিতে থাকে এবং মুসলিম দস্যুরা ভূলার চকের বিশেষ ক্ষতি করতে পারে না। এই সময় লাহোর থেকে আসা উগ্র মুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট এম. জে. চিমা সাংগলা হিল শহরটিকে একটি দাঙ্গা ও মৃতদেহের শহরে পরিণত করে। শহরের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্তে ম্যাজিস্ট্রেট চিমা মুসলিম গুণ্ডাদের সঙ্গে নিয়ে খুনখারাপি ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। ম্যাজিস্ট্রেট এম. জে. চিমা স্থানীয় হিন্দু নেতাদের হুমকি দেন যে তারা যেন তাদের শিখ আত্মীয়দের ঘর হতে বার করে দেয় অথবা মুসলিম লীগের হাতে তুলে দেয়। কিন্তু স্থানীয় হিন্দুরা এই হুমকি অগ্রাহ্য করতে থাকায় এম.জে.চিমা ৩০শে আগস্ট অবশিষ্ট নাগরিকদের উপর বর্বর হামলা চালায় এবং

তাদের হত্যা করে। এরপরে চিমা বালুচ মিলিটারীর সহায়তায় ভূলার চক আক্রমণ করে। অসমযুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত জেনে শিখেরা লড়তে লড়তে পাকিস্তান ত্যাগের সিদ্ধান্ত নেয়। ভূলার চকে শুধুমাত্র মিলিটারীর বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে দুইশত শিখ মৃত্যু বরণ করে। বিভিন্ন সূত্র হতে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে, সাংগলা হিল ও ভূলার চকে প্রায় একহাজার নিহত এবং তিনশত মহিলা অপহৃতা হন। প্রায় শতাধিক ধর্মস্থান বিনষ্ট কিংবা অপবিত্র করা হয়। শেখুপুরা জেলা জুড়ে এই দাঙ্গায় পশ্চিম পাঞ্জাবের গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস মুডির ও জিন্নার চক্রান্ত পরিষ্কার বোঝা যায় জিন্নার নিকট লিখিত এক চিঠি থেকে; যার বাংলা অনুবাদ এখানে দেওয়া হল ঃ

গভর্নর হাউস,
লাহোর,৫, সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

প্রিয় জিন্না,

আপনাকে ২৬শে আগস্টের চিঠির জন্যে ধন্যবাদ........ পশ্চিম পাঞ্জাবের উদ্বাস্তু সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। কেবলমাত্র সেন্সাস রিপোর্টের মাধ্যমেই এ সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা চলে। রিপোর্ট অনুযায়ী দিনে প্রায় একলক্ষ উদ্বাস্তু দুদিকের সীমান্ত অতিক্রম করছে। শেখুপুরা জেলার চুহড়কানা নামক স্থানে প্রায় এক থেকে দেড় লক্ষ শিখ তাদের বাড়িতে, ছাদে ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এককাট্টা অবস্থায় দেখেছি। এটা দেখে আমার এলাহাবাদের মাঘ মেলার দৃশ্য মনে করিয়ে দেয়। এই উদ্বাস্তুদের ভারতে পাঠাতে হলে প্রায় ৪৫টি ট্রেনের প্রয়োজন, যার প্রতিটিতে প্রায় ৪০০০ হাজার উদ্বাস্তু যেতে পারবে। অথবা যদি তারা এখানে থাকে তাহলে প্রতিদিন ৫০ টন আটা তাদের সরবরাহ করতে হবে। এই জেলার গোবিন্দগড় নামক স্থানে প্রায় ৩০০০০ থেকে ৪০০০০ অস্ত্রশস্ত্রধারী মাঝারি শিখ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ডেপুটি কমিশনারকে লক্ষ্য করে গুলিও চালায় এবং ব্যর্থ হয়। অবশেষে এদের ভারতে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি সবাইকে বলছি যে, আমি কিছুই মনে করব না যে কেমন ভাবে শিখেদের ভারতে পাঠানো হচ্ছে.......

.....নিবেদক
ফ্রান্সিস মুডি

এর পরে পাকিস্তান মিলিটারী নতুন উদ্যমে সংখ্যালঘুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। গোবিন্দগড়ে পার্শ্ববর্তী আট নয়টি গ্রমের শিখেরা জড়ো হয়। ২৪শে আগস্ট গোবিন্দগড়ে প্রথম আক্রমণ হলে শিখেরা তা প্রতিহত করে। এরপরে মুসলিম গুণ্ডারা খানিকটা স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রায় একমাস পরে ১১ই অক্টোবরে মুসলিম গুণ্ডারা ও পাকিস্তান পুলিশ যৌথভাবে গোবিন্দগড় আক্রমণ করে। এর ফলে সমস্ত জীবিত নাগরিকরা ভারতের উদ্দেশে পলায়ন করে। এইভাবে অত্যাচার ও

দাঙ্গা- হাঙ্গামার মাধ্যমে শেখুপুরা জেলাটিকে হিন্দু-শিখ শূন্য করা হয়। এই দাঙ্গায় সরকারি ভাবে প্রায় ৩৫,৯০৪ জন নিহত হন এবং স্থায়ী ভাবে পঙ্গু হয়ে যান কমবেশি ১০,০০০ ব্যক্তি। প্রায় ৪৩৪১জন যুবতী ও মহিলা অপহৃতা হন এবং কমবেশি ৩৩০০ জনকে ধর্মান্তরিত করা হয়।

পেশোয়ার থেকে লাহোর ঃ দুপাশে আগুন আর মৃতদেহ

"দেখতে দেখতে কাছে চলে এল ১৫ আগস্ট। আমাদের গাড়ওয়াল রেজিমেন্টের এই ব্যাটেলিয়ানকে এবার দেশে ফিরতে হবে। পেশোয়ার থেকে আমরা যখন চলে আসছি, সেখানকার অনেকেই কেঁদে চোখ ভাসালো।......

কিন্তু পেশোয়ার থেকে ট্রেন ছাড়ার পরই সব যেন কেমন ওলট-পালট মনে হল। আমরা বোধহয় ১৩ আগস্ট ট্রেনে উঠেছিলাম, পৌছোনোর কথা ১৫ আগস্ট, একেবারে স্বাধীনতা পাওয়ার দিন। কিন্তু পরদিন ওয়াজিরাবাদ পৌঁছেই আমরা দেখলাম, পরিস্থিতি ভয়াবহ। আমাদের ট্রেন যখন ওয়াজিরাবাদ স্টেশনে দাঁড়িয়েছিল, এক রিটায়ার্ড সুবেদার ছুটে এলেন আমাদের কাছে। বললেন, আমাদের বাঁচাও, আমার পুরো ঘরবাড়ি ঘিরে ফেলেছে দুশমনেরা। আমাদের কমান্ডিং অফিসার তখন একজন ব্রিটিশ, নাম কর্নেল অলিভার। তিনি এক প্লেটুন সেনা পাঠিয়ে বললেন, সুবেদারের পরিবারকে এই ট্রেনে নিয়ে এসো।

আবার ট্রেন চলল। সুবেদারের পরিবারের সঙ্গে সঙ্গে বউ-মেয়ে নিয়ে আরও কয়েকজন উঠে এলেন আমাদের ট্রেনে। ট্রেন তখন তার নিজের গতিতে চলছে, কিন্তু জানলা দিয়ে যেটুকু দৃশ্য দেখা যাচ্ছে, সব জায়গাতেই কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। রাতে লাহোরে ট্রেন ঢোকার পর আমাদের সকলেরই প্রায় চক্ষু চড়কগাছ। যতদূর দৃষ্টি যাচ্ছে, দেখছি দাউ দাউ করে দাবানলের মতো আগুন জ্বলছে চারিদিকে। ট্রেনটা স্টেশনে ঢোকার পর আরও বীভৎস দৃশ্যের সামনাসামনি হলাম। দেখলাম, গোটা স্টেশনে বহু শিখদের মেরে ফেলে রাখা হয়েছে। অনেকের মুখে আবার গুঁজে দেওয়া হয়েছে সিগারেট। সেদিন বোধহয় কোনও ট্রেনে নতুন সাইকেল আসছিল, লুট হয়েছে। তাই দেখি স্টেশনের চারিদিকে প্রচুর সাইকেলও ছড়িয়ে পড়ে আছে।

এরই মধ্যে আরও একটা বিপত্তি ঘটল। আমাদের ট্রেনের ড্রাইভার দুটো ছিলো মুসলিম, তারা ট্রেন ছেড়ে ভয়ে পালাল। পরিস্থিতি সুবিধের নয় দেখে, আমাদের কয়েকটা প্লেটুন ওই স্টেশনেই পজিশন নিয়ে দাঁড়াল। কে জানে, শত্রু হয়তো আচমকা আঘাত হানতে পারে। আমাদের ট্রেনটা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল, ড্রাইভার নেই। পরে সেখানকার সেনাদের সঙ্গে কথা বলে ধরে আনা হল দুজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ড্রাইভারকে। তাঁরা অবশ্য অরাজি হল না।

লাহোর থেকে ট্রেন ছাড়ার আগে, আমরা ওখানকার বহু হিন্দুকে আমাদের ট্রেনে তুললাম। বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, একেকটা ট্রেনের কামরায় তিনশো থেকে চারশো জন উঠেছিল, কেউ কেউ আবার পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে উঠেছিল ট্রেনের মাথায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ট্রেন আবার আস্তে আস্তে এগোতে লাগল। কিন্তু কিছুটা দূর যাওয়ার পরই আমরা খবর পেলাম, সীমান্তের একটি স্টেশনে আমাদের সকলকে খতম করার জন্য শত্রুরা অপেক্ষা করছে। আমরা খবরটা পাওয়ার পর বেশি দেরি করলাম না। ট্রেনের জানলায় জানলায় পজিশন নিয়ে নিলাম। কিন্তু কোনও সংঘর্ষ হওয়ার আগেই বাঁচিয়ে দিল সেই অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ড্রাইভার দুটো। তারা এমন একটা রাস্তা জানত, যেখান দিয়ে ওই স্টেশনটাকে অনায়াসে এড়ানো যায়। আমরা মৃত্যুর ভয় করিনি, কিন্তু যাঁরা আমাদের সঙ্গে ট্রেনে উঠেছিল ভয় হচ্ছিল তাঁদের জন্যই।"

(ব্রিগেডিয়ার কে. পি. লাহিড়ী—
সাপ্তাহিক বর্তমান, ১০ জুলাই, ১৯৯৯)

অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী

"মিঃ জিন্না পাকিস্তান গণপরিষদের সাময়িক সভাপতি হলেন। তাঁর (উদ্বোধনী) বক্তৃতায় তিনি বললেন—পাকিস্তানের জনগণ হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টিয়ান বা বৌদ্ধ বলে অতঃপর পরিচিত হবেন না। সকলেই সমান ক্ষমতাবলে পাকিস্তানী নাগরিক বলে গণ্য ও পরিচিত হবে। মিঃ জিন্না এক মধুর ভাষণে আমাদিগকে সাম্য ও মৈত্রীর কথা শুনালেন।...........

কিন্তু সত্যই এই ধারণা যে ভুল, তা দেখা গেল অচিরেই। আমাদের অনেকের মনেও এরূপ একটা আশঙ্কা ছিল। লাহোর হয়ে প্রথমে করাচী গেলাম। লাহোরে শুনলাম, পাকিস্তান হতে না হতে হিন্দুরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। আবার করাচীর ১৪ আগস্টের অধিবেশনের পর যখন ট্রেনে দিল্লী রওনা হলাম, তখন সামসাত্বা নামক এক রেল জংশনে এসে দেখি সব ট্রেন বন্ধ .... স্টেশন মাস্টার বললেন— লাহোরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে, সব ট্রেন বন্ধ। ঐ জংশনে ৬/৭ ঘণ্টা বসে রইলাম। তারপর একটা ট্রেন পেলাম। কোন রকমে একটু জায়গা করে দিল্লী এলাম। পরদিন শুনলাম, সামসাত্বার সব হিন্দু নিহত হয়েছে। আমরাও যদি আর একঘণ্টা সামসাত্বায় থাকতাম, তা হলে লাহোর হতে আগত খুনীদের হাতে আমাদেরও ঐ দুর্ভাগ্য হত।"

(পাকিস্তানের জন্মলগ্নে—অধ্যাপক রাজকুমার চক্রবর্তী,
পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্য)

এবার সিন্ধুর হিন্দুদের পালা

পাঞ্জাব ও সীমান্ত প্রদেশকে তো হিন্দু-শিখ শূন্য করা হল। বাকী রইল সিন্ধু প্রদেশ।

ইতিমধ্যে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বেশ কয়মাস অতিবাহিত হয়েছে। হিন্দু-শিখদের পক্ষে শ্মশানের শান্তি হলে পাকিস্তানে শান্তিশৃঙ্খলা কিছুটা ফিরে এসেছে। খোদ রাজধানী করাচীতে হিন্দুরা আগের মতোই কাজ কারবার করে যাচ্ছে। সিন্ধুতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের তেমন নজির নেই। কিন্তু নিয়তি কেন বাধ্যতে। করাচীর শান্তিপূর্ণ পরিবেশও এক লহমায় তছনছ হয়ে গেল এক মনগড়া খবরকে কেন্দ্র করে।

সিন্ধুর গ্রামাঞ্চল থেকে একদল নিরীহ শিখ পুরোহিতকে নিয়ে আসা হচ্ছিল করাচীতে। তাদের জাহাজে করে ভারতে পাঠান হবে। তারা ১৩খানা ছ্যাকড়া গাড়ি করে রেল স্টেশন থেকে করাচী গুরুদোয়ারা অভিমুখে যাচ্ছিল। এমন সময় রটে গেল শিখেরা করাচীতে মুসলমানদের আক্রমণ করতে এসেছে। ব্যস আর যায় কোথা! তার পরের ঘটনা ঃ

"চারদিকে রটে গেল কথাটা। দলে দলে লোক জমা হল—ছুটে গেল গাড়িগুলো যেখানে গেছে সেই দিকে। গাড়িগুলো থামল এক গুরুদোয়ারার সামনে। তা থেকে নামল গাড়ির যাত্রীরা। লোকের ভিড় দেখে গুরুদোয়ারার দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। তখন উন্মত্ত মানুষেরা দেওয়াল টপকে ভেতরে ঢুকে যাকে পেল তাকে খুন করল—পুরুষ নারী শিশু নির্বিশেষে। ১০৩টি মানুষের জীবন নাশ হল।"

(পাকিস্তান ঃ গোড়ার দিনগুলি— নির্মল সেনগুপ্ত)

তারপর শুরু হল সারা শহরে লুটপাট—আনুষঙ্গিক হত্যা ও অগ্নিসংযোগ। সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধীদের দেশত্যাগ। কয়েক দিনের মধ্যে সিন্ধু হিন্দুশূন্য হয়ে গেল। সিন্ধুসভ্যতা নিয়ে গর্ব করার কেউ রইল না সিন্ধুপ্রদেশে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আড়াই বছর পরে ঃ পূর্ব পাকিস্তানে

পশ্চিম পাকিস্তানে যে ঘটনা ঘটল এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার এক মাসের মধ্যে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান যে হিন্দু-শিখ শূন্য হয়ে গেল, পূর্ব পাকিস্তানে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে আড়াই বছর পরে ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। বাংলা ভাগের পরেও পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের আর্থিক ও সামাজিক বনিয়াদে তেমন গুরুতর ভাঙন ধরেনি; এবং সেটাই হল হিন্দুদের পক্ষে কাল। এবার তাদের মেরুদণ্ড ভাঙা ও পূর্ব বঙ্গ থেকে বিতাড়নের পালা! পূর্ব-পাকিস্তান বিধান সভার সদস্য প্রয়াত

বিপ্লবী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর স্মৃতিকথা থেকে সেসব তাণ্ডবলীলার কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া যাক ঃ

ঢাকা শহরে ধ্বংসযজ্ঞ

"৫১ নং হেমেন্দ্র দাস রোডের আমাদের ঢাকার বাসায় তখন আমরা চারজন এম.এল.-এ. ও অতীত দিনের ২ জন বিপ্লবী বন্ধু থাকতেম। বিধানসভা সদস্য চারজন হচ্ছেন, (১) শ্রদ্ধেয় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দত্ত (তিনি তখন কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও সংবিধান গঠন সভারও (Constituent Assembly) সদস্য, (২) খুলনার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ সরকার, (৩) মৈমনসিংহের শ্রীপ্রফুল্লরঞ্জন সরকার (উভয়েই অনুন্নত সম্প্রদায়ের কংগ্রেসী প্রতিনিধি) ও রাজসাহীর শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী (বর্তমান প্রবন্ধের লেখক) এবং বিপ্লবী বন্ধু দু'জন হচ্ছেন— (১) ঢাকার শ্রীস্বদেশরঞ্জন নাগ ও (২) চাটগাঁয়ের অধ্যাপক শ্রীপুলিন দে। ঢাকা-ই অতীতে বিপ্লবী সংস্থা অনুশীলন সমিতির প্রধান ও প্রাণকেন্দ্র ছিল। সুতরাং ঢাকা শহরে ও জেলার মধ্যে বহু অনুশীলন সমিতির সদস্য আগে ছিলেন; কিন্তু দেশ বিভাগের পরে বেশির ভাগই ঢাকা (পাকিস্তান) ছেড়ে পশ্চিমবাংলায় (ভারতে) চলে গিয়েছেন। তা সত্ত্বেও তখনও বেশ কিছু সংখ্যক অতীতের বিপ্লবী দলের সদস্য ঢাকায় ছিলেন। শ্রীস্বদেশ নাগও সেইরূপই একজন; আর শ্রীপুলিন দে তখন তরুণ যুবক মাত্র ছিলেন; তিনি সু-বিখ্যাত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার সাথে জড়িত হয়ে প্রথমে রাজনীতি ক্ষেত্রে দেখা দেন। কয়েক বছরকাল নিরাপত্তা বন্দী হিসাবে জেলে কাটিয়ে মুক্তি পাওয়ার পরে "মহারাজের" (প্রবীণ ও প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা শ্রীত্রৈলোক্য চক্রবর্তী মহাশয়ের) সাথে সমাজতান্ত্রিক দল করেন এবং পূর্ববঙ্গে ঐ দলের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। আমারও রাজনীতিক জীবনের সূত্রপাত হয়, 'অনুশীলন সমিতির'ই সদস্য হিসাবে। এবং পরে গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সংগ্রামী রূপ নিল এবং আমি কংগ্রেসেই যোগ দিয়ে কাজ করি ; ফলে, আমার সাথে বাংলার বিপ্লবী দলের বন্ধুদেরও যেমন জানা-শোনা ছিল, তেমনই জানা-শোনা ছিল একেবারে খাঁটি ও অকৃত্রিম কংগ্রেসী বন্ধুদের সাথেও। এই উভয় শ্রেণীর বন্ধুরাই মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় আসতেন। যখন বাইরের কোনও বন্ধু আসতেন— বিশেষ করে 'এসেম্বলি' বর্জন করার পরেই কর্মবিহীন দিনগুলোতে কেউ এলে তো—একেবারে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছি মনে হত। সেই সুযোগই ১০ই ফেব্রুয়ারীতে বেলা প্রায় গোটা নয়েকের সময় ঘটে যায়। আসেন অনুশীলন সমিতিরই ভূতপূর্ব স্বাধীনতার সংগ্রামী বন্ধু—ঢাকার শ্রীঅতুলানন্দ গুহ। তিনি আসার পর পরই এসে জোটেন আমাদের বাসারই সন্নিকটবর্তী একটি বাড়ি থেকে ঢাকা জেলার বারোদি গ্রামের বিখ্যাত নাগ পরিবারের সন্তান—শ্রীসুবোধচন্দ্র নাগ মহাশয়। তিনিও ছিলেন

অনুশীলন সমিতিরই একজন ভূতপূর্ব সদস্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ই কয়েক বছর জেলেও কাটিয়েছিলেন। মুক্তি পাওয়ার পরে কংগ্রেসেও কাজ করেছেন।

আমি নিজেও একজন বিপ্লবী হিসাবেই আমার রাজনীতিক জীবন শুরু করি। সেই কথা আগেই বলেছি। সুতরাং আমার পক্ষে এটা খুবই স্বাভাবিক ছিল যে, অতীতের বিপ্লবী বন্ধুরা কেউ এলে আমার মন খুশিতে ভরে উঠবে। অতুলানন্দবাবু ও সুবোধবাবু আসাতে আমারও তাই হয়েছিল। বন্ধুদের নিয়ে গল্পে মেতে উঠেছিলাম। কোন্ দিক দিয়ে ১১টা বেজে গিয়েছে আমরা কেউ টেরও পাই নি।

বিসমিল্লাহ্ বলে দাঙ্গা শুরু

অতুলানন্দবাবু হঠাৎ তাঁর হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে দেখেই অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ওঠেন এবং বলেন, —"আর না, এখনই বাসায় ফিরতে হবে। আমার এক মুসলমান বন্ধু বলেছেন, আজ শুক্রবারে জুম্মার নামাজের পরই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আরম্ভ হবে। যেখানেই থাক নামাজের আগেই কিন্তু বাড়িতে ফিরো, নইলে প্রাণে মারা পড়তে পার।" বলেই তিনি অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত হয়ে তাঁর বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে যান। তিনি যাওয়ার পর পরই বোধহয় তখন বেলা ১১টা কি ১১।। টা হবে, ঢাকা জেলার সদর মহকুমার এস. ডি. ও. (S.D.O.) শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য ও ঢাকা জেলার কাশিমপুরের জমিদার শ্রীঅরুণকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়—এক সাথেই আসেন আমাদের বাসায়। অরুণবাবুও ছিলেন প্রথম শ্রেণীর অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট। সেদিন ছিল শুক্রবার। সম্ভবত উভয়েই কোর্ট থেকেই কাজ শেষ করে এলেন। শুক্রবারে পাকিস্তানে সকালেই কোর্টের কাজ আরম্ভ হয়। সকল মুসলমানকেই জুম্মার নমাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য। আর এই পবিত্র জুম্মার দিনেই নমাজের সময় খোদার পবিত্র নাম নিয়েই মুসলিম লীগ দল যত কিছু অ-পবিত্র সমাজ-বিরোধী কাজ করে থাকেন ! অতীতে তাই দেখেছি। ১৯৪৬ সালের 'ডাইরেক্ট একশানও' (Direct action) শুরু হয়েছিল সেই শুক্রবারেই। নমাজের পরই সেটা আরম্ভ করার পরিকল্পনা ছিল; কিন্তু অতি উৎসাহী জনতার এক অংশের উচ্ছৃঙ্খল মনোভাবের জন্য সকালের দিকেই দাঙ্গা আরম্ভ হয়।

শ্রীঅরুণবাবু ও শ্রীধীরাজবাবু কেবলমাত্র বসে কথা-বার্তা শুরু করেছেন, শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীধীরেনবাবুও উপস্থিত আছেন। ধীরাজবাবু এস. ডি. ও. হলেও ধীরেনবাবুদের পুরোহিত বংশের সন্তান। সেই সুবাদেই তিনি ধীরেনবাবুর কাছে আসতেন এবং সেই সূত্রেই আমাদের সাথেও তাঁর সৌহার্দ্য গড়ে ওঠে। গল্প ভাল করে তখনও জমে ওঠে নি। কেবল শুরু হয়েছে। এমন সময় আমি বলি যে, আমাদের বন্ধু অতুলানন্দবাবু এইমাত্র বলে গেলেন যে, আজ নমাজের পরেই নাকি সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গা আরম্ভ হবে। কথাটা শুনেই, ধীরাজবাবুই ঘাবড়ালেন বেশি; কারণ, তাঁর বাসা গেণ্ডারিয়া অঞ্চলে মুসলমান বস্তীর মধ্যে। তিনি ঘড়ি দেখে দেখেন যে নমাজের সময় হয়ে এসেছে; ফলে, তিনি এতই ভয় পেয়ে যান যে, একাকী বাসায় যেতেও সাহস পান না। তখন অরুণবাবু তাঁর অবস্থা দেখে বলেন যে, —"চলুন, আমি আমার মোটরে করে নিয়ে আপনার বাসায় পৌঁছে দিচ্ছি।" তাই হল। তাঁরা চলে গেলেন।

এর কিছুক্ষণ পরেই খবর পেলাম, দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। পূর্ববঙ্গ সরকারের সচিবালয় (সেক্রেটারিয়েট) প্রাঙ্গণেই দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। তার বিবরণ একটু পরেই দিচ্ছি। ইতিমধ্যে আমাদের বাসায় খবর আসে যে, অতুলানন্দবাবুর বাড়িও দাঙ্গাকারীরা আক্রমণ করে তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছোরা মেরেছে। তাঁর বাড়িতেই। তাঁরও বাড়ি কাঠের পুলের ওপারে গেণ্ডারিয়া অঞ্চলেই। খবরটি শুনেই বন্ধু সুবোধ নাগ ও স্বদেশ নাগ—উভয়েই ছোটেন অতুলানন্দবাবুর বাড়ির উদ্দেশে। একে তো তাঁরা উভয়েই ছিলেন অতীতের বিপ্লবী, তার উপর তাঁরা ঢাকার লোক। ঢাকার হিন্দু-মুসলমান সকলকেই সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়েই এতকাল টিকে থাকতে হয়েছে; তাই তাঁদের সাহসও অন্য স্থানের লোকের চেয়ে কিছুটা বেশি। তাঁরা গেলেন। আমরা যাঁরা বাসায় থাকলেম তাঁরা তাঁদের ফিরে আসা পর্যন্ত অধীর আগ্রহ নিয়েই থাকি।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে উভয়েই গলদঘর্ম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ফিরে আসেন। তাঁদের কাছে শুনি, দাঙ্গাকারীরা অতুলানন্দবাবুর বাড়ির ভেতরে ঢুকেই সামনে পায় তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে। ছেলেকেই তারা ছোরা নিয়ে যখন আক্রমণ করতে যায়, তখন অতুলবাবু ছুটে গিয়ে ছেলেকে বুকের মধ্যে নিয়ে ঢেকে ফেলেন। সেই অবস্থার উপরেই ছোরা চলে; ফলে, ছোরার আঘাতগুলো পড়ে অতুলানন্দবাবুর পিঠের উপরে। সুবোধবাবু ও স্বদেশবাবু অতুলানন্দবাবুর অবস্থা দেখে ঢাকা হাসপাতালে খবর দিয়ে অ্যাম্বুলেন্স গাড়ি আনিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে ফিরে এসেছেন। ফেরার পথে তাঁদেরও একদল দাঙ্গাকারী গুণ্ডা আক্রমণ করার জন্য তাড়া করে। তাঁরা দৌড়তে দৌড়তে কাঠের পুল পার হয়ে এপারে এসে পড়লে গুণ্ডারা আর তাঁদের পেছনে আসে না।

ঢাকায় আগে হিন্দু অঞ্চল ও মুসলমান অঞ্চল আলাদা আলাদা ছিল। ১৯৪৬ সালের মুসলিম লীগের 'ডাইরেক্ট অ্যাকশানের' দাঙ্গায় দেখেছি কলকাতাতেও তাই-ই ছিল। হ্যারিসন রোডের (বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোড) এক দিকে হিন্দু অঞ্চল আর অপর দিকে মুসলমান অঞ্চল। দাঙ্গার সময়ে হিন্দু অঞ্চলে মুসলমান বা মুসলমান অঞ্চলে হিন্দু ঢুকলে জ্যান্ত অবস্থায় খুব কম লোকই বের হতে পারতেন;

তাই, যাঁরা স্থানীয় লোক তাঁরা কখনও অপর সম্প্রদায়ের অঞ্চলে ঢুকতেন না। ঢাকাতেও তখনকার অর্থাৎ ১৯৫০ সালের দাঙ্গার প্রথম দিন পর্যন্ত সেই মনোভাবই দেখা গিয়েছে। সেই জন্যই সুবোধবাবু ও স্বদেশবাবু সে যাত্রায় বেঁচে যান, কিন্তু দাঙ্গার প্রথম দিনের পরে আর সে মনোভাব ছিল না। মুসলমান দাঙ্গাকারীরা দেখেছিল যে, হিন্দুদের আর আগের সেই মনোবল নেই; তাই তারা— এমন কি ১৫/১৬ বছরের দাঙ্গাকারী মুসলমান তরুণ যুবকদের মধ্যেও কেউ কেউ নির্ভয়ে হিন্দু মহল্লায় এসে হিন্দুর বাড়ির মধ্যে ঢুকে গিয়েও হিন্দুর উপরে ছোরা চালিয়েছে বা হিন্দুর বাড়ি লুট করেছে।'' (কারণ ২৫ বছর ধরে গান্ধীজী অহিংসা মন্ত্র জপিয়ে হিন্দুদের নির্বীর্য কাপুরুষে পরিণত করেছেন— লেখক)

ঢাকায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব আক্রান্ত

''কিছুক্ষণ পরেই আমরা আমাদের বাসায় থেকেই দাঙ্গার মূল কেন্দ্রস্থল পূর্ববঙ্গ সরকারের সচিবালয়ের ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাই। বিবরণ দেন সচিবালয়েরই একজন হিন্দু কেরানী। তাঁর কাছে শুনি— ''পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় (বর্তমানে পরলোকগত) পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দুই মুখ্য সচিবদের মধ্যে পূর্বনির্ধারিত বৈঠকের জন্য ঢাকায় এসে পূর্ববঙ্গের মুখ্য সচিব জনাব আজিজ আহমেদের সাথে তাঁর ঘরেই বৈঠক শেষ করে শুক্রবারের জুম্মার নমাজের জন্য সচিবালয়ের সেদিনের মত ছুটি হয়ে যাওয়ায় যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সচিবালয়েরই কর্মচারীদের একটা দল নাকি তাঁকেই সর্ব প্রথমে ঘিরে ধরে এবং ভারত-বিরোধী ও হিন্দু-বিরোধী ধ্বনি করতে থাকে। তিনি আরও বলেন যে, শ্রীসেনকেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হয় ঐ কর্মচারীদের কাছ থেকে। যাই হোক, পরে তাঁরা দলবদ্ধ হয়ে শোভাযাত্রা করে ভারত ও হিন্দু-বিরোধী ধ্বনি দিতে দিতে নবাবপুরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলতে থাকে। অহিংস সত্যাগ্রহীর মত তাঁরা শুধুমাত্র ধ্বনি দিয়েই তাঁদের কাজ শেষ করেন না। পূর্ব থেকে চিহ্নিত হিন্দুর দোকানগুলো লুটও করতে এবং হিন্দুদের উপর ছোরা-লাঠিও চালাতে থাকেন। সচিবালয়ের কর্মচারীরা রাস্তায় নেমে আসার পরে, বাইরের আরও বহু লোকই মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে দল ভারী করে। হিন্দুর সেই দুঃসময়েও শুনেছি, ২।১টি বাঙালী মুসলমান যুবক সাইকেলে চড়ে নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে হিন্দুদের সতর্ক করে, চিৎকার করতে করতে যান। তাঁরা নাকি বলেন,—''হিন্দু দোকানদাররা তাড়াতাড়ি দোকান বন্ধ ক'রে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যান। দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে এবং দাঙ্গাকারীরা লুটপাট করতে করতে আসছে।'' হিন্দু দোকানীরা যাঁরা যাঁরা পারলেন, দোকান বন্ধ করে বাড়ীর দিকে ছুটলেন এবং যাঁরা তা করলেন না বা করতে পারলেন না, তাঁরা তাঁদের দীর্ঘসূত্রতার জন্য উচিত মূল্য নিজের রক্ত দিয়েই শোধ

করলেন। তাঁদের দোকানও রক্ষা হল না; অবশ্য, যাঁরা তাঁদের দোকান বন্ধ করে চলে গিয়েছিলেন, তাঁদেরও দোকান রক্ষা পায়নি, তবে প্রাণটা হয়তো রক্ষা পেয়েছে। তাও সকলেরই যে রক্ষা পেয়েছে, তা সঠিক বলা যায় না ঃ কারণ, মহল্লায় মহল্লায়ও হিন্দুহত্যা ও হিন্দুর বাড়ী লুট-পর্ব ছড়িয়ে পড়েছে। ওয়াড়ী অঞ্চলের বহু হিন্দুই তাঁদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদি নিয়ে নিজের বাড়ী ছেড়ে প্রাণের ভয়ে গিয়ে ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের অফিস ও প্রাঙ্গণ ভরে ফেলেছেন।

দাঙ্গাকারীরা নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে ক্রমশঃ এগিয়ে চলতে থাকে। শ্রীস্বদেশ নাগ, আবারও বাসা থেকে বাইরে বের হয়েছিলেন। আমাদের বাসা যেখানে ছিল, অর্থাৎ সূত্রাপুর থানার অধীন হেমেন্দ্র দাস রোড, সে স্থানটিই শুধু নয়, সূত্রাপুর থানা এলাকার প্রায় সমুদয় অঞ্চলটাই ছিল পূর্বে হিন্দু এলাকা; সুতরাং স্বদেশবাবু, তাই হয়তো কতকটা নির্ভয়েই রাস্তায় বের হয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি 'হন্তদন্ত' হয়ে ছুটে এসে বলেন—তাঁর এক মুসলমান বন্ধুর কাছে তিনি শুনে এলেন যে, বিরোধী দলের কংগ্রেসী 'এম.এল.এ.'-দের বাড়িগুলোও নাকি আক্রমণ করার পরিকল্পনা করেছে দাঙ্গাকারীরা। আমাদের বাসার ফটকে আমাদের নামলেখা কাঠের ফলক (নেমপ্লেট) লোহার কাঁটা দিয়ে আটকানো ছিল। স্বদেশবাবু তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই নাম লেখা ফলকটি তুলে ফেললেন।

ইতিমধ্যেই খবর পাই যে বাংলা বাজারে যে হোটেলে শ্রীমনোহর ঢালি (এম.এল.এ.) ছিলেন এবং যিনি খুলনা জেলার কালশিরা গ্রামের ঘটনা নিয়ে পূর্ববঙ্গ এসেম্বলিতে একটি মুলতুবি প্রস্তাব তুলতে চেষ্টা করেছিলেন, সেই হোটেলটি আক্রান্ত হয়েছে। শ্রীমনোহর ঢালি মহাশয়, আক্রমণকারীদের মারমুখী মূর্তিতে আসতে দেখেই একবস্ত্রে খালি গায়ে পাগলের মত রাস্তায় বেরিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে চলেন। দাঙ্গার পর তাঁর কাছে শুনেছি, তিনি তখন কী বলে চিৎকার করছিলেন এবং কোথায় ছুটে চলেছিলেন, তাঁর সে সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান ছিল না। হিন্দুরা তো সকলেই তখন নিজের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত! কে কাকে সাহায্য করে? মনোহরবাবুর সেই পাগলের মত অবস্থা দেখে একজন বাঙালী মুসলমান ভদ্রলোকই তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তিনদিন রেখেছিলেন; তাই তিনি সে যাত্রায় বেঁচে যান। তিনদিনের মধ্যে তাঁর কোনই খবর না পেয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবরা সকলেই মনে করেছিলেন যে, তিনি 'খতম' হয়ে গিয়েছেন!

হারান ঘোষচৌধুরীর মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা

সেই সময় সারা ঢাকা শহর ও জেলার গ্রামাঞ্চলে যে কী তাণ্ডব চলছিল, তা আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। আমার বিশিষ্ট বন্ধু নোয়াখালির 'এম.এল.এ.' শ্রীহারানচন্দ্র ঘোষচৌধুরী (সম্প্রতি এই বহু সংগ্রামের নির্ভীক যোদ্ধা,

পরলোকগমন করেছেন) মশায় সেই সময় 'ভিক্টোরিয়া পার্কে'র কাছে অবস্থিত সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার বাড়ির তে-তলায় ছিলেন। তিনি সেই তে-তলায় থেকে ঐ অঞ্চলের হত্যাকাণ্ডের দৃশ্য নিজচোখে দেখে যে একটা বীভৎস চিত্র দেন, তা শুনলেও লোকে আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন। ঐ পার্কেরই অপর এক কোণে একটি বাড়িতে একটা কমার্শিয়াল স্কুল ছিল। তার মালিক ছিলেন,....মুখার্জী উপাধিধারী একজন বিশিষ্ট বাঙালী হিন্দু। তাঁকে যেভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলতে দেখেছেন হারানবাবু, তা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও হৃদয়-বিদারক। হারানবাবু বলেছিলেন, কুড়ুল দিয়ে যেভাবে লোকে কাঠ ফাঁড়ে সেইভাবে দুর্বৃত্তেরা শ্রীমুখার্জিকে লাঠি, লোহার রড প্রভৃতি দিয়ে আঘাত করতে থাকে, তিনি আহত হয়ে আর্ত চীৎকার করতে থাকেন, কিন্তু ঐ অঞ্চল হিন্দু-অধ্যুষিত হলেও কেউ তাঁর সাহায্যে এগিয়ে যান নি।

হিন্দুদের কাপুরুষতা ঃ দায়ী কে?

পূর্বেই বলেছি, ঢাকার হিন্দু-মুসলমানগণ বরাবর সবগুলো সাম্প্রদায়িক সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়েই আত্মরক্ষার কৌশল বেশ ভালভাবেই আয়ত্ত করে নিজেদের রক্ষাই শুধু করেননি, প্রতিপক্ষকে চরম আঘাতও হেনেছেন। হিন্দুরাও যে সেদিক দিয়ে মুসলমানের পেছনে ছিলেন, তা' মোটেই না। তার প্রমাণ আমরা দেখেছি ঢাকার নবাবপুরে রাস্তার পাশে একেবারে জেলা-কোর্টের গায়ে লাগা একটা মসজিদের ভাঙা স্তূপ থেকে। ঢাকার হিন্দুরাও ছিলেন বে-পরোয়া, অকুতোভয়। দেশ বিভাগ, তথা পাকিস্তান সৃষ্টির এই আড়াই বছরেরও কিছু কম সময়ের মধ্যেই হিন্দুর সেই সাহস—সেই মনোবল একদম ভেঙে গিয়েছে। আমরা ঢাকায় থেকে ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় যা' দেখেছি তাকে 'দাঙ্গা' বলা ঠিক নয়। সেটা হয়েছিল একতরফা হিন্দু-গৃহ লুণ্ঠন ও হিন্দুর হত্যা। 'দাঙ্গা' হয় উভয় পক্ষের সংঘর্ষে। এই দাঙ্গায় আমরা দেখেছি একতরফা আক্রমণ; অপর পক্ষের কোন প্রতিরোধ তো ছিলই না—প্রকাশ্য প্রতিবাদেও তাঁদের মুখর হতে শুনিনি। এই পরাজিতের মনোভাব যে হিন্দুদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তার জন্য দায়ী কে? ঢাকার সাধারণ হিন্দুরা, না কংগ্রেস নেতারা যাঁরা সাম্প্রদায়িকতার কাছে পরাজয় স্বীকার করে দেশ বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন? আমার মত স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন ক্ষুদ্র সৈনিকের পক্ষে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া চূড়ান্ত ধৃষ্টতাই হবে। তাই আমার মতামত এখানে তুলে ধরতে ক্ষান্ত থেকে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকদের উপরই এই প্রশ্নের মীমাংসার ভার ছেড়ে দিয়ে রাখলেম।

১৯৫০ সালের দাঙ্গায় দেখেছি ঢাকায় হিন্দু এলাকা বলে পৃথক সত্তার অস্তিত্ব একেবারে লোপ পেয়ে গিয়েছিল। দাঙ্গাকারীরা আমাদের বাসার দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে আসছিল, কিন্তু রাস্তার মধ্যে হিন্দু বাড়ি লুট করতে করতেই সন্ধ্যা হয়ে

যায়। সেদিনের মত তারা লুটের মালপত্র নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। ইতিমধ্যে আমরা খবর পাই এস.ডি.ও. শ্রীধীরাজ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাসার আশেপাশে আক্রমণ চলতে থাকায় তিনি সপরিবারে গিয়ে ওঠেন একটি আশ্রয় শিবিরে। সাময়িকভাবে তখন তখনই একটা আশ্রয় শিবির খোলা হয়েছিল।

শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়ের অসীম সাহসিকতা

গেণ্ডারিয়া অঞ্চলেই তখন ঢাকার প্রখ্যাত নেতা শ্রীশ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন। তাঁর বাড়িও আক্রান্ত হয়েছিল। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, অন্তত ঐ অঞ্চলে যিনি আক্রমণকারীদের সামনে সিংহ-গর্জনে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন বলে শুনেছি। তাঁর প্রতিরোধশক্তি দেখে আক্রমণকারীরা পিছিয়ে যায়। এই শ্রীশবাবুর রাজনীতিক জীবন শুরু হয় পূর্ববঙ্গে 'অনুশীলন সমিতি'র স্রষ্টা পুলিনবিহারী দাস মহাশয়ের সহকর্মী হিসাবে। তিনি ঢাকার উকিল ছিলেন এবং বিপ্লবী কর্মীদের বহু মামলায় তিনি আসামীপক্ষের সমর্থনে বরাবর এগিয়ে গিয়েছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আসামের গৌহাটি শহরে ফেরারী বিপ্লবীদের সাথে পুলিশের যে খণ্ডযুদ্ধ হয় এবং যার ফলে আমাদের দলের আমরা ৫ (পাঁচ) জন ধৃত হই—আমি পুলিশের রাইফেলের গুলীতে আহত হয়ে পরে কামাখ্যা পাহাড়ের উপরে ধরা পড়ি, এবং সেই ঘটনাকে অবলম্বন করে যখন আমাদের তৎকালীন ভারতরক্ষা আইনে 'স্পেশাল ট্রিবিউনালে' বিচার হয়, তখন সেই মামলায় কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার শ্রীএস.এন. হালদার সাহেব ও ঢাকা থেকে শ্রীশবাবু আমাদের পক্ষ সমর্থন করতে বাংলা দেশ থেকে যান। শ্রীশবাবু বরাবরই ছিলেন অত্যন্ত নির্ভীক। ১৯২১ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ই তাঁকে গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসের নেতৃত্বে নিয়ে আসেন। তিনি গান্ধীজী পরিচালিত কংগ্রেসে আসেন বটে এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত (তিনি কিছুকাল আগে পশ্চিম বাংলায় এসে ৯১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন)। তিনি যদিও কংগ্রেস-সেবীই ছিলেন, তবু তিনি কোনও দিনই গান্ধীজীকে "মহাত্মা" বলতেন না। আমার রচিত "India Partitioned and minorities in Pakistan" ইংরাজী বইখানির ভূমিকা তিনিই লিখেছিলেন। তাতেই দেখবেন, গান্ধীজীর নামের আগে তিনি 'মহাত্মা' কথাটি লেখেননি—আমি বলা সত্ত্বেও তিনি লিখতে রাজী হন নি। এইরকম একরোখা তিনি বরাবরই ছিলেন। এইটেই ছিল তাঁর চরিত্রের ও স্বভাবের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ছিল বলেই তিনি সেদিন তাঁর বাড়িতে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পেরেছিলেন।

প্রহরা না নজরদারি?

স্বদেশবাবুকে তাঁর মুসলমান বন্ধুর দেওয়া খবর, অর্থাৎ আমাদের বাড়িও যে আক্রান্ত হবে সেই খবর সত্য বলেই আমরা ধরে নিয়েছিলেম। অতুলানন্দ বাবুকে,

তাঁর জনৈক মুসলমান বন্ধুর দেওয়া দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার খবর সত্যে পরিণত হতে দেখে, আর মুসলমানদের দেওয়া খবর অবিশ্বাস করার আমাদের কোন কারণ ছিল না। ১৯৫০ সালের দাঙ্গা যে সুপরিকল্পিত ও পূর্বনির্দিষ্ট ছিল সে বিষয়ে অন্তত আমাদের মনে আর কোনও সন্দেহ ছিল না। তখনও না, এখনও না। সেটারই প্রমাণ আমি ক্রমশঃ আরও তুলে ধরবো। যাক, আমাদের বাড়ীও আক্রান্ত হবে ধরে নিয়েই আমরাও প্রস্তুতই হয়েছিলেম। আমরা ঠিক করেছিলেম, মরতেই যদি হয় তবে কোনওরূপ দুর্বলতা না দেখিয়ে বীরের মতই মৃত্যুকে বরণ করবো। কিন্তু আমাদের বাড়ি আর আক্রান্ত হল না। কেন যে হতে পারলো না, সেই কথাটিই বলছি। সন্ধ্যার পরই তিনজন মন্ত্রী-বন্ধু— (১) ডাঃ এ. এম. মালেক, (২) জনাব হবিবুল্লা বাহার ও (৩) জনাব তফাজ্জল আলি সাহেব, এক 'ট্রাক' ভর্তি বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে আমাদের বাসায় আসেন। পুলিশরা বন্দুক নিয়ে রাস্তায় 'টহল' দিতে থাকেন; আর মন্ত্রীরা আমাদের উপরতলায় এসে আমাদের সাথে আলোচনা আরম্ভ করেন। নানা বিষয়েই আমরা আলোচনা করি। মন্ত্রীদের আমরা বলি যে একখানি 'জীপ' গাড়ি দু-একজন পুলিশ পাহারা সহ আমাদের দিলে যে সব হিন্দু মুসলমান মহল্লায় আটক পড়ে (marooned হয়ে) আছেন, তাঁদের আমরা নিরাপদ স্থানে উদ্ধার করে আনতে পারি। মন্ত্রী-বন্ধুরা তা' দিতে রাজীও হন। কিন্তু তাঁরা তা' দেন নি। আমার বিশ্বাস দিতে পারেন নি। কেন আমার ঐ বিশ্বাস হয়েছে, তাও আমি ক্রমশঃ দেখাতে চেষ্টা করবো। তাঁরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি ঠিক না রাখলেও, বা না রাখতে পারলেও তাঁরা যে একদল বন্দুকধারী পুলিশ নিয়ে এসে রাত ১২টা পর্যন্ত আমাদের বাসায় থাকেন এবং সিপাহীরা রাস্তায় টহল দিয়ে চলেন, শক্তির এই বহিঃপ্রকাশ (demonstration) যে ভবিষ্যৎ আক্রমণকারীদের উপর এমন একটা প্রভাব বিস্তার করেছিল, যার ফলে আর আমাদের বাড়ি আক্রান্ত হয়নি, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই। মন্ত্রী-বন্ধুরাও হয়তো পূর্ব থেকে অন্যান্য মুসলমানদের মত খবর পেয়েই হোক, বা আশঙ্কা করেই হোক, একদল সশস্ত্র সিপাহী নিয়ে এসেছিলেনও বোধহয় সেই উদ্দেশ্যেই। যাক, আমাদের বাড়ি আর আক্রান্ত হল না; তবে, পুলিশ পাহারা সহ 'জীপ' না পাওয়ায় আমরা আর অন্যান্য হিন্দুকে উদ্ধার করতে পারলেম না।" **(মন্ত্রী-বন্ধুরা প্রাক্তন বিপ্লবী কংগ্রেসী এম.এল.এ.দের পাহারা দিতে এসেছেন, না এরা কোনও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন কিনা সে সম্পর্কে নজর রাখতে এসেছেন সে সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ আছে। যখন ঢাকা জ্বলছে তখন তিনজন মন্ত্রী ৫/৬ ঘণ্টা বসে বসে আড্ডা দিলেন; অথচ তারা একখানি 'জীপ' গাড়ি দিলে ঐ ৬ ঘণ্টায় কয়েকশ' হিন্দুর প্রাণ রক্ষা হতো। তা তাঁরা করলেন না —লেখক)।**

উদ্ধারকার্যে মন্ত্রী যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল

"তবে, ভগবানই হয়তো অনেকের উদ্ধারের একটা যোগাযোগ অন্যের মারফত করে দিলেন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী তখন ছিলেন শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। তাঁকে আমি ১৯৪৬ সাল থেকেই দেখেছি। সুরাবর্দীর মন্ত্রিসভায় ও দেশ বিভাগের আগেই তিনি বাংলা দেশের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মুসলিম লীগের একজন উগ্র সমর্থক ছিলেন। দেশ বিভাগের পরেও তিনি পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। বরাবরের সেই মুসলিম লীগ সমর্থক শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় হঠাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখেই করাচি থেকে ঢাকায় এসে উপস্থিত হন। অতীতে তিনি যাই করুন না কেন, সেদিন ঢাকার কিছু সংখ্যক হিন্দুর—তার মধ্যে তাঁর সমগোত্রীয় হিন্দুই হয়তো বেশি ছিলেন—তিনি যথেষ্ট উপকার করেছেন। তিনি তাঁর গাড়ি ও পুলিশ নিয়ে গিয়ে অনেক হিন্দুকেই উদ্ধার করেছেন। হোক না কেন তাঁদের বেশির ভাগই তাঁর স্বজাতীয়, তবু তাঁরা হিন্দু, তাঁরা বিপন্ন মানুষ। যা আমরা করতে পারলেম না, তিনি তা' সেদিন তাঁর মন্ত্রিত্বের পদাধিকারবলে করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে আমি ধন্যবাদ না জানিয়ে পারি না। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে,"devils must be given their due shares." অর্থাৎ মানুষ যতই মন্দ হোক না কেন, তার করা ভাল কাজও অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। যোগেনবাবুর রাজনীতিক মতের সাথে কোনও দিনই অতীতে আমরা একমত তো হতেই পারি নি, বরং সব সময়েই দেখেছি, তিনি আমাদের মতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী কাজই করেছেন; তবু, তাঁর সেদিনের কাজের জন্য আমি তাঁকে অকুণ্ঠচিত্তে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।"

হিন্দুদের ধুতি পরা শেষ ঃ হিন্দু সংস্কৃতির বিনাশ শুরু

"অবশেষে ১০ই ফেব্রুয়ারীর সেই ভয়াবহ রাতও শেষ হয়। রাত ১২টা পর্যন্ত তো মন্ত্রীরাই ছিলেন আমাদের বাসায়। তাঁরা চলে যাওয়ার পরে বাকী রাতটুকু আমাদের কাটে না-ঘুম, না-জাগা অবস্থায়। বন্ধু রাজেনবাবু তো বেশ একটু ঘাবড়িয়েই গিয়েছিলেন! রোজ তিনি রাতে 'লুঙ্গি' পরে শুতেন। সেদিনে ধুতি-পরা অবস্থায়ই শুয়ে পড়লেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, 'লুঙ্গি' পরলেন না? উত্তরে তিনি বললেন, 'মরি তো নিজেদের পোশাকেই মরতে চাই!' সেই দাঙ্গার পরে কিন্তু দেখা গিয়েছে যে পূর্ববঙ্গের অনেক হিন্দুই তাঁদের এতকালের অভ্যস্ত হিন্দুয়ানি জ্ঞাপক ধুতিই শুধু ছাড়েননি, তাঁদের ভাষা-কৃষ্টি প্রভৃতিও ছেড়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার বাইরের ব্যবধান ক্রমশঃ সঙ্কুচিত করে আনছিলেন। সে সম্বন্ধে যথাসময়ে আরও বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করবো। এখন, দাঙ্গা সম্পর্কে যা বলছিলেম তার বিষয়েই বলি।"

ঢাকার গ্রামাঞ্চলে তাণ্ডবলীলা

"১১ই তারিখ সকাল থেকেই ঢাকা শহরে, আগের রাতে কোথায় কী হয়েছে, তার মোটামুটি খবর পেতে থাকি। গ্রামের দিকের খবরও ক্রমশ আসতে থাকে। ঐ ১১ই তারিখের পর থেকে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলায় কোথায় কী হয়েছে, তারও অনেক খবরই ক্রমশঃ আমরা জানতে পারি; তবে, একথাও ঠিকই যে আমরা যা জেনেছি, তাও সম্পূর্ণ খবর নয়। আংশিক মাত্র। পুরোপুরি সঠিক খবর সরকারপক্ষ থেকে যতটা সম্ভব তা' গোপনে রাখারই সবিশেষ চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা যে সব খবর পরে পেয়েছি বা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তা আসল ঘটনার 'ছিটে-ফোঁটা' মাত্র। পুরো খবর আমরাও সংগ্রহ করতে পারিনি। কেউ আর কোনও দিন পারবেন বলেও আমি মনে করি না। ঐ দাঙ্গায় পূর্ববঙ্গের কোন্ জেলার কত লোক প্রাণ হারিয়েছেন, কত টাকার ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত বা অগ্নিদগ্ধ হয়ে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কত নারী ধর্ষিতা বা অপহৃতা হয়েছেন, তার সঠিক খবর আর কারো পক্ষেই দেওয়া সম্ভবপর নয়, তবু, আমরা যেটুকু খবর পেয়েছিলেম বা সংগ্রহ করতে পেরেছিলেম তাই এখানে তুলে ধরবো।

ঢাকা জেলার গ্রামের খবর হচ্ছে, হিন্দুহত্যা ও হিন্দুর উপর নানা রকমের নির্যাতন, নারী-ধর্ষণ, নারী-হরণ সহ আগুনের তাণ্ডবে গৃহদাহ প্রভৃতি। ঢাকার গ্রামাঞ্চলের প্রতিনিধি, আমাদের বন্ধু শ্রীগণেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য এম. এল. এ. মহাশয়ের গভর্নরের কাছে ২১।১১।৫১ তারিখে প্রেরিত পদত্যাগপত্রে তিনি সে সম্পর্কে কিছু কিছু বলেছিলেন। গ্রামের যে সব হতভাগ্য হিন্দু ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় তাঁদের আত্মীয়স্বজন হারিয়েছিলেন, যাঁদের বাড়িঘর সব পুড়িয়ে দিয়ে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল, যাঁদের জমিজমাও বে-দখল করে জোরপূর্বক নেওয়া হয়েছিল, সেই সব হতভাগ্যদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য সব রকম চেষ্টা করেও—এমন কি, কেন্দ্রীয় সরকারের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের রক্ষণাবেক্ষণের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডাঃ মালেক সাহেবকে নিয়ে গিয়ে কয়েকটি গ্রাম দেখানোর পরে তিনি তাঁর সাথেই ভ্রমণরত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ও এস. ডি. ও.-কে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করার মৌখিক আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও যখন কিছুই ফল হয় না, তখনই তিনি (গণেনবাবু) হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব করার আর তাঁর কোনও অধিকার নেই মনে করে এসেম্বলির সদস্যপদ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ঐ পদত্যাগপত্র পাঠান।"

ভৈরব ব্রীজের উপর হত্যালীলা ঃ মেঘনার কাল জল লাল হয়ে গেল

"আরও মর্মান্তিক, আরও ভয়াবহ ঘটনার খবর আমরা পাই। সেটি হচ্ছে, বিভিন্ন স্থানে রেল গাড়িতে ভ্রমণরত নিরীহ নিঃসন্দিগ্ধ হিন্দু যাত্রীদের

অমানুষিকভাবে হত্যা। সব কথা শুনে মনে হয়, বিভিন্ন কেন্দ্র এবং কোন্ তারিখে কোথায় ট্রেন থামিয়ে ঐ হত্যাকার্য সু-সমাধা করা হবে, তার পরিকল্পনা আগেই ঠিক করা হয়েছিল এবং রেল বিভাগের মুসলমান কর্মচারীদের অনেকেই তা' জানতেন, যেমন জানতেন এই দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার দিন-ক্ষণ-তারিখ, অনেক মুসলমানই! আগেই বলেছি, সেই তারিখ ও সময় একজন মুসলমান বন্ধুর কাছে জেনেই অতুলানন্দবাবু ১০ই ফেব্রুয়ারীর সকালেই আমাদের বাসায় এসে বলেছিলেন। রেলের হত্যাকাণ্ডের একটা ঘাঁটি হয়েছিল, মৈমনসিংহ জেলার ভৈরববাজার রেল স্টেশন পার হয়ে মেঘনা নদীর উপর যে 'এণ্ডারসন ব্রীজ' আছে তার উপর। ভৈরববাজার স্টেশন দিয়ে সেদিনে যত গাড়ি কুমিল্লা বা চট্টগ্রামের দিকে গিয়েছে, সব গাড়িগুলোকে নিয়ে গিয়ে মেঘনার উপরের রেল-সেতুর (যাকে সাধারণত বলা হয়, "ভৈরবী ব্রীজ") উপর দাঁড় করিয়ে হিন্দুদের বেছে বেছে বের করে হত্যা করা হয়েছে এবং মৃত বা আহতদের দেহ মেঘনায় বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সেদিনের কত লোক যে সেখানে নিহত হন, তার কোনও সঠিক হিসাব কেউ দিতে পারবেন না। তবে, ঐ অঞ্চলের হিন্দুদের কারো কারো কাছ থেকে পরবর্তীকালে শুনেছি যে মেঘনার কাল জল সেদিন হিন্দুর তাজা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। ট্রেনে ভ্রমণরত কোন হিন্দুই বাদ পড়তে পারে নি। ঐ ভীষণ হত্যাকাণ্ড দেখে যদি কোনও যাত্রী বলেছেন যে তিনি হিন্দু নন—মুসলমান, তখন তাঁকে উলঙ্গ করে দেখা হয়েছে যে তিনি সত্যিই হিন্দু, না মুসলমান ! ঢাকায় দাঙ্গা আরম্ভ হওয়ার দিনে শ্রীবসন্তকুমার দাস (বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা) মহাশয়ের বাসায় সিলেট থেকে তাঁর জনৈক আত্মীয় এসে আটক পড়েন। পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছে শুনে তিনি তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বসন্তবাবু তাঁকে নানাভাবেই নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করেন; কিন্তু পারেন না। তিনি ঢাকা ছেড়ে যান কিন্তু তিনি তাঁর সিলেটের বাড়িতে পৌছননি— আর কোনও দিন পৌছবেনও না!"

সান্তাহার স্টেশনে নির্বিচারে হিন্দু রেলযাত্রী হত্যা

"ভৈরব ব্রীজের হত্যাকাণ্ড ছাড়াও যে আরও একটি কেন্দ্র উত্তরবঙ্গে সেখানেও অনুরূপই হিন্দু-হত্যা একই দিনে হয়; সেই ঘটনা পূর্ব বা পশ্চিমবঙ্গের কোনও সংবাদপত্রে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সে ঘটনাটি বেমালুম লোকচক্ষুর অন্তরালেই থেকে গিয়েছিল। আমি ঘটনাটির বিষয় পরে বিশেষভাবে জানতে পারি এবং আমার "India partitioned and minorities in Pakistan" নামক ইংরাজী বইয়ে—যে বইখানি U.N.O.–এর 'Human Rights Committee–'তে পাঠান হয়েছিল এবং সেখান থেকে পুস্তকখানি তাঁরা যে

পেয়েছেন এবং তাঁদের সীমিত ক্ষমতার মধ্যে যা করণীয়, তা করেছেনও, বলে আমাকে জানিয়েছেনও—সে বিষয় উল্লেখ করেছি। সেই ঘটনার কেন্দ্রস্থল ছিল, রাজসাহী ও বগুড়া (উভয় জেলাই পাকিস্তানে) জেলার সীমান্তে 'সান্তাহার' নামক রেল স্টেশনে। স্থানটি নির্দিষ্ট হয়েছিল, সান্তাহার রেল স্টেশনের 'আপ'-এর 'ডিস্ট্যান্ট সিগনালের' কাছে। ঐ দিনের সমস্ত 'আপ' (Up) এবং 'ডাউন' (Down) ট্রেনগুলোকে ঐ ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে থামানো হয় এবং ট্রেনে সব হিন্দু যাত্রীকে ভৈরব ব্রীজের হত্যাকাণ্ডের মত একই পদ্ধতিতে হত্যা করা হয়।

সেদিনের 'ডাউন' ট্রেন যতগুলোই কলকাতার পথে সান্তাহার স্টেশনের দিকে গিয়েছিল, সবগুলোকেই ডিস্ট্যান্ট সিগনালের কাছে থামিয়ে তার মধ্যকার হিন্দুযাত্রীদের হত্যা করা হয়েছিল। কত সংখ্যা যে ঐভাবে মারা গিয়েছিল, তা' কেউ সেদিনেও বলতে পারেনি—আজ তো এতদিন পরে আর কারো পক্ষেই তার সঠিক সংবাদ দেওয়া সম্ভবপরই নয়, তবে শুনেছি যে 'ডাউন ট্রেনের' হিন্দুরাই 'আপ ট্রেনের' হিন্দুদের চেয়ে অনেক বেশি মারা গিয়েছিলেন; কারণ 'আপ ট্রেনের' হিন্দুদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে বা জোর করেও সান্তাহারের কয়েক স্টেশন আগে, 'আত্রাই' রেল স্টেশনে একটি তরুণ মুসলমান যুবক নামান। ঐ যুবকটি ছিলেন আত্রাই-এরই একটি বিশিষ্ট মুসলমান পরিবারের সন্তান। নাম মোল্লা আবুল কালাম আজাদ। মরহুম মোল্লা আহশানুল্লা সাহেবের ছেলে। মোল্লা-আবুল কালাম প্রায় সব হিন্দুকে—স্ত্রী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ প্রায় সকলকেই গাড়ি থেকে নামিয়ে নেন। অনেক হিন্দুই তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছিলেন; তাই যেখানে আবুল কালাম সাহেব জানতে পেরেছিলেন যে, যাত্রী হিন্দু, সেখানে প্রয়োজনবোধে তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা জোর করেও তাঁদের নামিয়েছিলেন। সন্দিগ্ধ হিন্দু যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য আত্মপরিচয় একদম গোপন করেই ঐ ট্রেনেই চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের গন্তব্যস্থানে কেউ পৌঁছতে পারেন নি—তাঁদের হয় প্রাণ দিতে হয়েছে, নয় তো আহত অবস্থায় মাঠে পড়ে থাকার পর ভাগ্যের জোরে পরে চিকিৎসায় ভাল হয়েছেন। আবুল কালাম সাহেব কিন্তু যাঁদের নামিয়েছিলেন, তাঁদের খাওয়ার জন্য চিঁড়া-গুড় ও শিশুদের জন্য দুধ—সবই দিয়ে তাঁদের সেদিনের বিপদ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এই ঘটনার ফলে, ঐ অঞ্চলের—আত্রাই, পাঁচপুর প্রভৃতি স্থানের হিন্দুরা—নানাভাবেই তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন।"

বরিশাল রক্তে লাল ঃ নির্বাক লীগ বন্ধু যোগেন্দ্র মণ্ডল

"১১ই ফেব্রুয়ারী ও তার পর থেকে আমরা নানা স্থানেরই দাঙ্গার খবর পেতে থাকি। ১৯৫০ সালের দাঙ্গায় সব চেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত বোধ হয় হয়েছিল বরিশাল জেলা। তার মধ্যে আবার বরিশাল জেলার নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের ক্ষতিই হয়

সর্বাধিক। তাঁদের বাড়িঘরও পুড়েছিল বেশি এবং লোকও নিহত হয়েছিলেন সব চেয়ে বেশি। বরিশাল, ফরিদপুর খুলনা প্রভৃতি জেলায় বহু সংখ্যক নমঃশূদ্রের বাস ছিল। তাঁরা সঙ্ঘবদ্ধও ছিলেন এবং মনোবলও তাঁদের ছিল অটুট। তাঁরা সংগ্রামীও ছিলেন বরাবরই। মুসলমান ও নমঃশূদ্রের মধ্যে ইংরাজ আমলেও বহুবার সঙ্ঘর্ষ ও দাঙ্গা হয়েছে কিন্তু কোনও সঙ্ঘর্ষেই মুসলমানগণ, নমঃশূদ্রগণকে পর্যুদস্ত করতে পারেন নি; বরং, তাঁদের হাতে পাল্টা মারই খেয়েছেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বিভিন্ন সময়ে সেখানে সাম্প্রদায়িক সংগ্রামের যে ধারা দেখেছি, তা' ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দেখলে এই সত্যই প্রকাশ পাবে যে হিন্দুর জোট ও সঙ্ঘবদ্ধতা ভেঙে দিয়ে তাঁদের মনোবল একদম ভেঙে দেওয়াই ছিল মুসলিম লীগের নীতি ও উদ্দেশ্য। এই সত্যটাই আমি উদ্‌ঘাটন করে ক্রমশঃ তুলে ধরতে চেষ্টা করবো। বরিশালের নমঃশূদ্রদের উপর ১৯৫০ সালের আক্রমণ সেই নীতিরই ফল। শ্রীযোগেন্দ্র মণ্ডল মহাশয় দাঙ্গা বাধার ২।৩ দিনের মধ্যেই বরিশাল গিয়ে পৌছান। তখনও তিনি কেন্দ্রের একজন মন্ত্রী। মন্ত্রী থেকেও তিনি তাঁরই আত্মীয়স্বজন ও স্বজাতীয়দের রক্ষা করতে পারেননি। হয়তো, তাঁর পৌছানোর আগেই গৃহদাহ, লুটপাট ও হত্যা—সবই হয়ে গিয়েছিল; তবু তিনি মন্ত্রী হিসাবেই সেই বীভৎসতার স্বরূপ প্রকাশ করে দিতে পারতেন; কিন্তু তিন তা' করেননি। তিনি ক্রুদ্ধ ও মর্মাহত হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু তার অভিব্যক্তি বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরেননি। মন্ত্রী হিসাবে তিনি সে কথা প্রকাশ করলে, তার একটা বিশেষ মূল্য বিশ্বের দরবারে হয়তো হতে পারতো। তা' হয়নি। তিনি কিছু না বললেও বরিশালে একটি হিন্দু-বাঘও ছিলেন। তিনি গর্জে উঠেছিলেন। শ্রদ্ধেয় বন্ধু সতীন সেন (পরে পাকিস্তান সরকারের বন্দী অবস্থায় ঢাকায় পরলোকগমন করেন) ছিলেন সেই বাঘ। তিনি জোর গলায় প্রকাশ্যভাবেই তৎকালীন ঐ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট— মিঃ ফারুকির (আই. সি. এস.) সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলেন যে তিনি পুলিশ দলকে নিষ্ক্রিয় রেখে ঐ গৃহদাহ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি সমাজবিরোধী কাজে উস্কানি দিয়েছেন এবং সাহায্য করেছেন; ফলে, সতীনবাবুকে ও তাঁর সহকর্মী শ্রীপ্রাণকুমার সেনকে (১৯৫৪ সালের নির্বাচনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান এসেম্বলির সদস্য হন। বর্তমানে পরলোকগত) পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠান হয়।''

নাই, নাই, নাই ঃ ছাই আর ছাই

''তার পরের দিনই তিনি (যোগেন্দ্রবাবু) সম্ভবত খবর পেয়েই, তাঁর জেলা বরিশালে চলে যান। সেখানে গিয়েই সব অবস্থা স্ব-চোখে দেখে ও জীবিত আত্মীয়স্বজনের কাছে পূর্ণ বিবরণ শুনে তাঁর এতকালের সযত্নে পোষিত মুসলিম লীগের প্রতি অন্ধ বিশ্বাসের মোহমুক্তি ঘটে। তাঁর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব ও তাঁর

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্পর্কে যাঁর কাছেই খোঁজ করেন তাঁর কাছ থেকেই শোনেন—'নাই, নাই, নাই, আর শোনেন, চার দিকেই বুকফাটা আর্তনাদ ও মর্মভেদী হাহাকার! তিনি বরিশালে গিয়ে দেখেন, তাঁর সমাজের বস্তিগুলোর শ্মশানের দৃশ্য। বাড়ি নেই, ঘর নেই, নেই বলতে কিছুই নেই; আছে শুধু—ছাই, আর ছাই!" (পাক-ভারতের রূপরেখা —প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী)

উদ্ধৃতি হয়তো দীর্ঘ হয়েছে; কিন্তু বিভাগ পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানে হিন্দুদের দুঃখদুর্দশাময় জীবনের চিত্র এমন নির্ভীক ও নিরপেক্ষভাবে আর কোনও রাজনীতিক বা লেখক লিপিবদ্ধ করে যান নি। বলতে গেলে সারা পৃথিবীতে কোনও দেশে একটি সুসংবদ্ধ সমৃদ্ধিশালী জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় বিভেদ হেতু এমন পরিকল্পিত নৃশংসতার মাধ্যমে উচ্চাসন থেকে টেনে নামিয়ে ধূলায় মিশিয়ে দেবার দ্বিতীয় নজির আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যাদের আত্মত্যাগে রক্তদানে স্বাধীনতা এল, শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যতার জোরে তাদের সে স্বাধীনতার ফলভোগ করতে তো দেওয়াই হল না; বরং ভিটে মাটি থেকে উচ্ছেদ করে দেশ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ল। সে হিসাবে দেখতে গেলে প্রভাসবাবুর এই নির্মম কাহিনী এক অনবদ্য তথ্যচিত্র বিশেষ।

যা হোক যোগেন্দ্রবাবুর শেষ পরিণতি সম্পর্কে প্রভাসবাবু বলে গেছেন ঃ

"আমাদের যে সব বন্ধু পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন, তাঁদের কারো কারো কাছে পরে শুনেছি যে যোগেনবাবু ক্রুদ্ধ অবস্থায় করাচিতে ফিরে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি সাহেবকে সব বলেন। সেই নিয়ে জনাব লিয়াকত আলি সাহেবের সাথে কিছু গরম গরম কথাও নাকি হয় এবং লিয়াকত আলি সাহেব যোগেনবাবুকে মন্ত্রীর গদী থেকে নামিয়ে জেলখানার আরামঘরে (!) পাঠানোর নাকি ব্যবস্থা করেন। যোগেনবাবু তার আভাষ পেয়েই করাচি থেকে কেটে পড়েন।" এবং অবিলম্বে শ্যামাপ্রসাদ সৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গেই সপরিবারে আশ্রয় নেন— একা নন, তাঁর স্ব-সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ নির্যাতিত নরনারী সমেত।"

বিচিত্র তথ্য—প্রায় ১০,০০০ মৃত ঃ পুরুষদের হত্যা, নারীদের বণ্টন

প্রভাসবাবুর কলমে তো যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের প্রতিক্রিয়ার কথা জানলাম। এখন যোগেনবাবু তাঁর পদত্যাগ পত্রে বরিশালে তাঁর প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা যা লিখেছেন তা শোনা যাক ঃ

'ঢাকায় নয়দিন অবস্থানকালে আমি ঢাকা ও তার সন্নিহিত এলাকার প্রায় সব দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করি। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথে

শত শত নিরপরাধ হিন্দুর হত্যালীলার সংবাদ আমাকে যৎপরোনাস্তি ব্যথিত করল। ঢাকা দাঙ্গার ২য় দিনে আমি পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। জেলা শহরগুলিতে, মফস্বলে এবং গ্রামাঞ্চলে যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছড়িয়ে না পড়তে পারে সেদিকে দৃষ্টি রেখে জেলা কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে তৎক্ষণাৎ জরুরী নির্দেশ পাঠাতে অনুরোধ জানালাম তাঁকে। ইং ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫০ আমি বরিশাল পৌঁছলাম এবং সেখানকার দাঙ্গার ঘটনাবলী জেনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সেই জেলা শহরে প্রচুর হিন্দু বাড়ি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনেক হিন্দুকে হত্যা করা হয়েছে। এই জেলার প্রায় প্রত্যেকটি দাঙ্গা-বিধ্বস্ত এলাকা আমি পরিদর্শন করি। আমি সত্যিই বুঝতে পারি না কি করে জেলা শহর থেকে মাত্র ৬ মাইল পরিধির মধ্যে মোটর রাস্তা দ্বারা যুক্ত কাশীপুর, মাধবপুর, মাধবপাশা এবং লাকুটিয়ার মত স্থানেও মুসলিম দাঙ্গাবাজরা বীভৎস তাণ্ডব সৃষ্টি করতে পারে! মাধবপাশার জমিদার বাড়ীতে প্রায় ২০০ জনকে হত্যা ও ৪০ জনকে আহত করা হয়। মূলাদি নামক একটি স্থানে নরকের বিভীষিকা নামিয়ে আনা হয়। স্থানীয় মুসলমান এবং অফিসারদের বক্তব্য অনুয়ায়ী একমাত্র মূলাদি বন্দরেই ৩০০ জনের বেশি লোককে হত্যা করা হয়। মূলাদি গ্রাম পরিদর্শনকালে আমি স্থানে স্থানে মৃত ব্যক্তিদের পড়ে থাকতে দেখেছি। দেখলাম নদীর ধারে ধারে কুকুর-শকুনেরা মৃতদেহ ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আমি জানতে পারলাম, সব প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে পাইকারীভাবে হত্যা করার পর সব যুবতী নারীকে দুষ্কৃতকারীগণের সর্দারদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়। রাজাপুর থানার অন্তর্গত কৈবর্তখালি গ্রামে ৬৩ জনকে হত্যা করা হয়। ঐ থানা অফিসের অনতিদূরে অবস্থিত হিন্দুর বাড়িগুলি লুট করে জ্বালিয়ে দিয়ে গৃহবাসিগণকে হত্যা করা হয়। বাবুগঞ্জ বাজারের সমস্ত হিন্দুর দোকান প্রথমে লুঠ করে পরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। বিস্তৃত বিবরণ যা হাতে এসেছে, তা থেকে খুব কম করে ধরলেও একমাত্র বরিশাল জেলাতেই হত্যা করা হয়েছে ২৫০০ জনকে। ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গের দাঙ্গার বলির সংখ্যা মোট ১০,০০০ হাজারের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াল। এক সত্যিকারের গভীর দুঃখে আমি কাতর হয়ে পড়লাম। প্রিয় পরিজন-স্বজন হারানো নারী-পুরুষ ও শিশুদের সব-হারানোর কান্না-বেদনা-বিলাপে আমার ভগ্ন হৃদয় হাহাকার করে উঠল। আমি নিজেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম, "পাকিস্তানে ইসলামের নামে এসব কি চলছে!"

যোগেন্দ্রবাবু চিরদিন মুসলিম লীগের দোস্ত ও পাকিস্তান দাবির উগ্র সমর্থক ছিলেন। এখন আত্মীয়-স্বজন হারাবার বেদনায় তাঁর আত্মগ্লানির কথা ভবলে দুঃখ হয় না, করুণা হয়।

কিভাবে মূলাদির হিন্দুদের খতম করা হয়েছিল ঃ প্রত্যক্ষদর্শীর চোখে মূলাদি 'অপারেশন'

"........মূলাদিতে অ্যাটাক হয়েছিল ১৯৫০-এর মার্চে। সন্ধ্যাবেলা বিরাট একটা 'মব' আল্লা হো আকবর বলতে বলতে গ্রামের দিকে থেকে বেরিয়ে আসে। তাদের বেশির ভাগই ছিল বাইরের লোক। হিন্দুরা ভয় পেয়ে জঙ্গলে পালিয়ে যায়। সেখানে সারারাত কাটিয়ে পরের দিন ফিরে দেখে, বাড়িঘর ব্যবসার গদি—সবই লুট হয়ে গেছে। এই সময় আবার চীৎকার শোনা গেলে হিন্দুরা জঙ্গলে চলে যায়। সেখানে 'একটা মুসলমান ছেলে, সে ইস্কুলে আমার সঙ্গেই পড়ত, স্রেফ একটা লাঠি নিয়ে ভয় দেখিয়ে ছিনতাই করতে শুরু করে। আমার বোনের গলার হারটা সে নিয়ে গিয়েছিল।'

আখ্যানের এই জায়গায় এসে বেনুধর ঘোষ অদ্ভুত হাসেন— সে হাসিতে বেদনার চেয়ে তিক্ততাই বেশি। 'আর্মড মব'-কে তিনি একরকম করে বোঝেন; কিন্তু মেলাতে পারেন না সহপাঠী কিশোরের এই আচরণ।

.... সন্ধ্যার দিকে আকাশে একটা পাখাওলা এরোপ্লেন দেখা গিয়েছিল। হিন্দুদের আশা হয়, তাদের সাহায্যের জন্যে হয়ত পুলিস বা মিলিটারি আসছে। তাঁরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসে থানায় গিয়ে দারোগার কাছে আবেদন করেন—তাঁরা থানার সামনে খোলা মাঠে রাতটা কাটাতে চান—পুলিশ তাদের পাহারা দিক। দারোগা আনসার বাহিনীর সঙ্গে কথা বলে রাজী হন। বাহিনীর লোকেরা রাতে পাহারায় থাকে, একটা হামলাও ঠেকিয়ে দেয়। তবে ঘরছাড়া পরিবারগুলির সঙ্গে যা যা ছিল, সবই তা নিঃশব্দে লুট করে নেয়।

দুদিন এইভাবে খোলা মাঠে পরিবারগুলিকে থাকতে দিয়ে তৃতীয় দিনে দারোগা এসে বলেন, তারা গদিঘরে চলে যাক— সেখানে শেড আছে; নিরাপদে থাকতে পারবে। হিন্দুরা এই কথায় রাজী হয়ে যান। তাঁরা বুঝতে পারেননি, কী ধরনের চক্রান্ত এর পেছনে আছে।

গদিঘরে যাবার মুখে দু-একটি খুনজখমের কথা শোনা যায়। জগন্নাথ মন্দিরের ওড়িয়া পুরোহিত ক্ষতবিক্ষত দেহে পড়ে আছে; আর তার ওপর উপুড় হয়ে আছেন পুরোহিতের নববিবাহিতা স্ত্রী—বারো বছরের বালক বেণুধর ঘোষ স্বচক্ষে দেখেন সেই দৃশ্য।

গদিঘরে চলে আসার পরের দিন সকাল দশটা নাগাদ আবার এল সেই হানাদার বাহিনী। এবার তাদের উদ্দেশ্য একটাই ঃ হত্যা। পুরুষদের তারা টেনে টেনে বের করতে লাগল। কেউ বাধা দিতে গিয়ে জখম হলেন। কেউ কেউ পালিয়ে নদী সাঁতরে নিজেদের প্রাণ বাঁচালেন। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বক্তার ছোটকাকা। নারী শিশুরা ততক্ষণে গদিঘরের মাচায় উঠে পড়েছেন। সেখানে থেকে তারা

দেখতে পাচ্ছেন পুরুষদের একে একে হত্যা করা হচ্ছে। যাঁরা দেখতে পাচ্ছেন, তাঁরা শুনছেন আক্রান্ত মানুষগুলির মরণ-মুহূর্তের আর্তনাদ। '......আমার বাবাকেও টেনে বের করল। ... বাবার ঘাড়ে একটা কোপ দিচ্ছে এইটুকু দেখতে পেয়েছিলাম। .... তারপরে কী হয়েছে জানি না। পরে যেন দেখেছিলাম, পায়ে দড়ি বেঁধে দেহটা নদীতে ফেলে দিচ্ছে। আমার দুই জ্যাঠাকেও এইভাব খুন করে নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল।

স্মৃতি এইখানে ভেঙে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়ঃ বেণুধর ঘোষ যতটুকু বলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি অনুক্ত রয়ে যায়। তবু ভাষা গেঁথে গেঁথেই তৈরি হয় কয়েকটি খণ্ডচিত্র। বেণুধর ঘোষ বলে যান ঃ 'আমাকেও ওরা টেনে নামিয়েছিল কাটবে বলে। আমার মা ওদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলে, ওকে তোমরা মুসলমান করে নাও—প্রাণে মেরো না। কী ভেবে ওরা আমাকে ছেড়ে দিল। পরে খবর পাই, আমার দুই জ্যাঠতুতো দাদাও খুন হয়েছে।''

মূলাদির পরই অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা হল অদূরবর্তী রাজপুর গ্রাম। সে গ্রামে জনৈক ভুক্তভোগীর মুখ থেকে ঃ

'' ১৯৫০-এর এপ্রিল মাস— শিবরাত্রির দিন সেটা। সন্ধ্যের পরই আগুন দেখা গেল। যারা আগুন লাগাচ্ছে, তারা এগিয়ে আসছে, চীৎকার শোনা যাচ্ছে। বাড়ির সবাই ছাদে উঠে গেছে। বাবা কিন্তু যেতে চাইলেন না। বাবা তখনও বলে যাচ্ছেন আমাদের কে অ্যাটাক করবে? কী করেছি আমরা! বাবা আর জ্যাঠামশাই নিচে রয়ে গেলেন। আর সবাই ছাদে উঠে গেল। সেখান থেকে ওরা শুনতে পাচ্ছিল, দরজা ভাঙা হচ্ছে। তারপর সিঁড়িঘরে আগুন লাগানো হলো।'

বরিশালের ঝালোকাটি অঞ্চলের রাজপুর গ্রামের সন্তান সুকুমার মুখোপাধ্যায় ৪৩ বছর পরে কলকাতায় বসে সেই কাহিনী শোনাতে গিয়ে অস্থির হয়ে পায়চারি করতে শুরু করেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে একবারও না থেমে বলে যান কাহিনীর সবচেয়ে মর্মন্তুদ অংশটি ঃ

জ্যাঠামশাই ঘরের মধ্যেই পুড়ে মারা গিয়েছিলেন। আমার এক ভাইঝি আর পাশের বাড়ির কয়েকজন — মোট ন'জনকে কেটে ফেলেছিল। সিঁড়ির ধাপে ধাপে বসিয়ে রেখে গিয়েছিল কাটা মুণ্ডুগুলো। বাবা আর দাদার দারুণ চোট লেগেছিল। মার কোমরে ল্যাজার একটা কোপ পড়েছিল।''

(দেশভাগ ঃ স্মৃতি আর সত্তা- সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়)

খালেবিলে মৃতদেহ ঃ কবিচিত্ত বিষাদিত

বরিশালের প্রলয়ঙ্কর দাঙ্গার আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগী ছিলেন পূর্ববঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিয়াল নকুলেশ্বর সরকার (ঝালকাটি- বরিশাল)। তিনি তাঁর নিদারুণ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন তাঁর নিজের মুখে ঃ

"১৯৫০-এর আরম্ভ। নকুলেশ্বর কুমিল্লা জেলার গৌরীপুর বাজারের কাছাকাছি অঞ্চলে গান গাইছেন। হঠাৎ সংবাদ এলো যে নোয়াখালির 'রায়টের' চেয়েও খুব বড় 'রায়ট' আরম্ভ হয়েছে বরিশালে। স্থানীয় গুণ্ডাদের সঙ্গে বিহারী মুসলমানরা যোগ দিয়ে হিন্দু-ধ্বংস অভিযান শুরু করেছে। সংবাদ শুনে নকুলেশ্বর বড় বিচলিত হয়ে পড়লেন। দল বন্ধ করে দেশে যাওয়ার মনস্থ করলেন। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান সকলেই তাঁকে নিষেধ করতে লাগলেন— আপনি এসময় বরিশাল রওনা হবেন না, পথে আপনার বিপদ হতে পারে। শুনেছি ষণ্ডাগুণ্ডার দল এক অরাজকতা আরম্ভ করেছে—নদীপথে বেপারী মহাজন যার নৌকা পায়, খুন-জখম করে সব লুটপাট করে নিয়ে যায়।

নকুলেশ্বর বললেন— দেশের আত্মীয়-পরিজন যারা আছে তাদেরই যদি মেরে ফেলে তবে আমি বেঁচে থেকে লাভ কি! আমায় যেতেই হবে। গৌরীপুর বাজারে সোনা মিঞা নামে একজন বড় কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে নকুলেশ্বরের বন্ধুত্ব হয়েছিল। তিনি বললেন—একান্তই যদি যেতে হয়, তবে হিন্দু পরিচয় দেবেন না— পথে-ঘাটে মুসলমান পরিচয় দেবেন। এই বলে তিনি দলের সব পুরুষদের একটা করে লুঙ্গী ও একটা করে সাদা টুপী এবং মেয়েদের তিন জনের জন্য তিনটা বোরখা দিয়ে বললেন—বন্ধুর এই দান গ্রহণ করুন। খোদার কি মর্‌জি, জানি না আর দেখা হবে কিনা। খোদার কাছে মোনাজাত করি যেন আপনাদের মঙ্গলে রাখেন—এই বলে সাশ্রু নয়নে নকুলেশ্বরকে বিদায় দিলেন।

বরিশাল অভিমুখে নৌকা চলল—মাঝিমাল্লাসহ সকলের ঐ মুসলমানী পোশাক। বাদাম দিয়ে নৌকা ছুটেছে, সবার প্রাণে আতঙ্ক; কি হয় কি হয়! নৌকার মধ্যে কোন সাড়া-শব্দ নেই।

নকুলেশ্বরের দলে তখন গায়িকা ছিল চারজন—মানদা, হিরণবালা, কিরণবালা ও শরৎবালা। এরা সবাই বোরখা পরে নিয়েছিল। পুরুষদের মধ্যে দলের ধরতা দোহার ছিল—আচার্যকর্তার দলের সেই সুবল ও বিহারী। তাদের বাড়ী ছিল কুমিল্লায়। দল বরিশাল আসার পথে তারা বাড়ি চলে গেল। নৌকায় রইলেন নকুলেশ্বর স্বয়ং, ঢুলি হরিচরণ, হারমোনিবাদক অশ্বিনী শীল, আর তিন জন মাঝি— তাদের নাম শিশু মণ্ডল, বাহেরালী ওরফে কালাচাঁদ এবং নকুলেশ্বরের বাড়ীর পাশের ইঞ্চি হাওলাদার— সে বারোমাস নৌকা-রক্ষক হিসেবে নৌকায় থাকত।

মোট এই নয়টি প্রাণী প্রাণ হাতে করে বরিশাল অভিমুখে মেঘনার বুক চিরে অগ্রসর হলো। মাঝি মাল্লা সহ সকলের ঐ মুসলমানী পোশাক। বাদাম দিয়ে নৌকা ছুটেছে। আশেপাশে অন্য নৌকা দেখলেই বুক টিপ্ টিপ্ করতে থাকে। নৌকা পাশ কেটে গেলে একটু স্বস্তি। নৌকার মধ্যে কোন সাড়াশব্দ নেই। যে নকুলেশ্বরের

পান্‌সী নৌকা সর্বদা গানবাজনার শব্দে থাকত আনন্দ কোলাহলে মুখরিত, সেই নৌকা আজ নিষ্প্রাণ নিস্পন্দ। নৌকা থেকে তাঁর বিজয় কেতন "বীণাপাণি কবি পার্টি" নামাঙ্কিত বোর্ড সরিয়ে "সার্কেল অফিসার" নামাঙ্কিত ভূয়া বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হোল।

বারো আনা পথ কেটে গেল। কোন বিপদের চিহ্ন নেই। প্রায় বরিশাল জেলার কাছাকাছি ফরিদপুর-বরিশালের বর্ডারে নৌকা এসেছে। বেলা ১০টা। এমন সময় দেখা গেল, পনের বিশ খানা ডিঙ্গি ছিপ্ নৌকা—এক এক নৌকায় বিশ-পঁচিশ জন করে লোক—ল্যাজা, সড়কি, রামদাও ইত্যাদি হাতে নিয়ে নকুলেশ্বরের নৌকা ঘিরে ফেলে হাঁক দিচ্ছে—নৌকা থামা, বাদাম নামা ইত্যাদি কোলাহল।

নকুলেশ্বর মাঝিদের বললেন—সাহস করে তোরাও একটু জোরে জোরে বল—কেন রে, নৌকা থামাব কেন রে? এটা সার্কেল অফিসারের নৌকা। বরিশাল কোর্টে যেতে হবে, এখন সময় নাই। মাঝিরা এবং দলের লুঙ্গীপরা পুরুষ কয়জন একত্র হয়ে ঐ কথা বলে খুব জোরে জোরে উত্তর দিচ্ছে।

গুণ্ডারা বলে—কেমন সারকেল্ অফিসার আমরা দেখব। ভাগ্য ভালো ছিল, নৌকাগুলি ত্রিশ-চল্লিশ হাত তফাতে ছিল।

নকুলেশ্বর ভাবলেন—ওরা যদি নৌকার পার্শ্বে এসে নৌকায় উঠে পড়ে তখন তো আর করণীয় কিছু থাক্‌বে না; আগেই বাধা দেওয়া দরকার। এই ভেবে নকুলেশ্বর একটা ভালো জামা গায় দিয়ে গুলির বাক্স ও বন্দুক নিয়ে লাফ দিয়ে ছাদের উপরে উঠে সেই ইজিচেয়ারে বসে পড়লেন এবং বন্দুকে গুলি ভরে বললেন—আয়, সারকেল অফিসার দেখবি তো আয় শালারা! মগের মুল্লুক পেয়েছিস্? এই বলে দুম্‌দাম্ করে ২/৩টা ফাঁকা আওয়াজ করামাত্র—পাখির ঝাঁকে ঢিল পড়ার মতো ওরা সব ছুট্ ছাট্ চারদিকে পালিয়ে গেল। নকুলেশ্বর ভগবানকে শত শত ধন্যবাদ দিতে দিতে খালের মধ্যে ঢুকে বললেন—যাও, ফাঁড়া কেটে গেছে।

খালের মধ্যে দিয়ে যত অগ্রসর হচ্ছেন ততই রায়টের বীভৎস দৃশ্য চোখে পড়ছে। হিন্দুর গ্রাম বলতে কোন চিহ্ন নেই। শুধু ভস্মের স্তূপ। এমনভাবে আগুনে পুড়িয়েছে যে তাল-নারিকেল গাছের মাথা পর্যন্ত পুড়ে গেছে।

খালের দুই ধারে ঝাড় জঙ্গলে খালের জলে অসংখ্য মরা মানুষ ভেসে যাচ্ছে। এইসব দৃশ্য দেখে নকুলেশ্বরের চোখে জল এলো—হায় ভগবান! একি প্রলয় দৃশ্য দেখালে? দু'তিন মাস আগে এই খাল দিয়ে যখন ঢাকা, ত্রিপুরা যাচ্ছিলেন তখন প্রত্যেকটা বাড়ি ধনে জনে শিশুর কলকোলাহলে পূর্ণ; আজ সব বাড়িতে শ্মশানের নিস্তব্ধতা!

নকুলেশ্বর মনে মনে ভাবছেন— আমাদের গ্রামেও কেউ বোধ হয় বেঁচে নেই। কালিজিরা নদীতে পড়ে বাড়ির দিকে যত এগুচ্ছেন ততই যেন তাঁর হাত-পা অবশ হয়ে আসছে। এই নদীর পাড়েই তাঁর বাড়ী! নদীর ঘাট হতে রসি দুই তফাত।

গৃহ না শ্মশান — কলকাতায় আশ্রয়ের সন্ধানে

বাড়ির ঘাটে গিয়ে নকুলেশ্বর মাঝিদের বললেন—নৌকা ঘাটে ভিড়িও না; মাঝ গাঙ্গে নোঙ্গর কর। নকুলেশ্বরের নৌকা দেখে গ্রামের কয়েকজন মাতব্বর মুসলমান নদীর কূলে এসে ডাকলেন—সরকার মহাশয়, মাঝগাঙ্গে নৌকা বাঁধলেন কেন? কিনারে আসুন। আপনার কোন ভয় নেই। আমাদের এখানে 'রায়ট' হয়েছে বটে, কিন্তু কাটাকাটি হয় নাই। আসুন— নেমে বাড়ি যান।

নকুলেশ্বর বললেন—বাড়ি যাব—বাড়ি কি আছে?

মাতব্বররা বললেন—আছে আছে; গ্রামের অন্যান্য বাড়ি-ঘর পুড়ে গিয়েছে। আপনার জারিগানের 'বয়াতি' শিষ্যেরা আপনার ঘরে আগুন দিতে দেয় নাই, যান বাড়ি যান। নকুলেশ্বর ঘাটে নৌকা এনে ছুটে বাড়ি গেলেন। গিয়ে দেখেন বাড়ি তো নয় যেন শ্মশান। ঘরখানা মাত্র সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে; চাল বেড়া ছাড়া আর কিছুই নেই; এমন কি ঘর কুড়ানো ঝাঁটা গাছাটা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছে। অন্যান্য কোন বাড়ীতে ঘরের চিহ্নও নেই— সব পুড়ে ছাই করে গিয়েছে। নকুলেশ্বরের স্ত্রী-পুত্র পরিজন সব কেউ বনজঙ্গলে, কেউ মুসলমান বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে কোন প্রকারে বেঁচে আছে।

নকুলেশ্বর বাড়ি এসেছে সংবাদ পেয়ে সকলে এসে জড়ো হয়ে কান্নাকাটি শুরু করে দিল। সে দৃশ্য বর্ণনাতীত। ওদিকে গ্রামের মাতব্বর মুসলমানরাও এসে নানারকম সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। তাঁরা বললেন—পশুর দলেরা যা করেছে, খুব অন্যায় করেছে। আপনি গ্রামের সকলকে বলুন, কেউ যেন সরকারী ক্যাম্পে না যায়। আমরা লুটের মাল ফেরত দেবার ব্যবস্থা করব।

প্রকাশ্যে নকুলেশ্বর বললেন—আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করুন। কিন্তু মনে মনে বললেন—কি বিশ্বাসঘাতকতা, কি অকৃতজ্ঞতা! এদের অসাধ্য কর্ম কি আছে? যাদের পূজা-পার্বণ আনন্দ-উৎসবে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছি, বাবার শ্রাদ্ধে গ্রামশুদ্ধ সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছি, আমার বাড়ির দরজায় রান্না করে তারা খেয়ে গেছে। আজ তাদেরই এই কাজ? আর ওদের কথায় বিশ্বাস করব না। কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বললেন না।

প্রত্যেক দিন সন্ধ্যাবেলা মাতব্বর মিঞারা এসে বসতেন। আর সামান্য কিছু লুট

করা মাল—ভাঙ্গা পিঁড়ি, টুটা থালা এনে ফেরত দিতেন। ইস্‌লামী রাষ্ট্রে ''জিম্মি''র অবস্থা হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল।

দু'চার দিন এভাবে চলার পর নকুলেশ্বর মাঝিমাল্লা ছাড়া আর সকলকে বিদায় দিলেন। কারো কাছে কিছু না বলে একদিন কলকাতা রওনা হলেন। কিন্তু সে কি এক অস্বস্তিকর অবস্থা! স্টীমারে ট্রেনে সূঁচ ফোটাবার জায়গা নেই। লক্ষ লক্ষ লোক পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়ের জন্য একবস্ত্রে ছুটেছে। জনস্রোতের ঢেউ যেন পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। প্রাণ-ভয়ে ভীত মানুষের চেহারা কি ভীষণ হতে পারে—তিনি সেদিন তা প্রত্যক্ষ করলেন। আর তাদের মধ্যেই দেখলেন তাঁর কবিগানের পরমভক্ত—মণ্ডল-বিশ্বাস-হাওলাদার-দে-দত্ত-দাস-ঘোষ-বসু-গুহ-মিত্র-মজুমদার-সিংহ-পাল-ভট্ট-সাহা-বণিক-কুণ্ডু-মুখার্জী-ব্যানার্জী-চক্রবর্তী-ভট্টাচার্য-নাথ-শীল-ধূপী-গুপ্ত-সেন-রায়-চৌধুরী-চ্যাটার্জী-গাঙ্গুলী প্রভৃতি উপাধিধারী পূর্ববঙ্গের কবিরসিক শ্রোতাদের ধনমান-জীবনহারা অসহায় মলিন মুখ। সাত পুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে অনিশ্চিত নিরুদ্দেশ তাদের পদক্ষেপ।'' (কবিয়াল ঃ কবিগান—দীনেশচন্দ্র সিংহ)।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের আশঙ্কা সত্য প্রমাণিত ঃ বিকলাঙ্গ পশ্চিমবঙ্গেই হিন্দুরা পায়ের তলায় মাটি পেল

১৯৫০-এর দাঙ্গায় পূর্ববঙ্গের হিন্দুসমাজ থেকে গানবাজনা বিদায় নিয়েছে; হিন্দুদের মনের আনন্দরস শুষে নিয়েছে।

১৯৫০ সালে সারা পূর্ব ও উত্তর বঙ্গব্যাপী হিন্দু বিধ্বংসী দাঙ্গার পর লক্ষ লক্ষ লোক সাত পুরুষের ভিটা মাটি ছেড়ে প্রাণ ও মান রক্ষার্থে পশ্চিমবঙ্গের দিকে ছুটল। তখনই বাংলার হিন্দুরা কেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় স্বাধীন যুক্তবঙ্গের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন তার মর্ম অনুভব করতে পারে। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন যুক্তবঙ্গেও হিন্দুদের যে এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হতো, সেটুকু বোঝার মতো দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল বলেই তিনি ঐ ফাঁদে পা না দিতে হিন্দুদের সাবধান করেছিলেন, সঙ্ঘবদ্ধ করেছিলেন এবং হিন্দুস্বার্থ-বিরোধী যুক্তবঙ্গ প্রতিরোধ করেছিলেন। স্বাধীন বঙ্গের প্রস্তাব দানা বাঁধবার আগেই তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কবল থেকে হিন্দুদের আশ্রয়স্থল হিসাবে বাংলার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিনিয়ে রাখার অত্যাবশ্যকতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে যা বলেছিলেন, তার যাথার্থ্য বিশেষভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

পরিশিষ্ট

পশ্চিমবঙ্গের সৃষ্টি না হলে বাঙালী কোথায় যেত?

ভারত ভাগ হলে পাকিস্তানও ভাগ হবে

অখণ্ড বঙ্গ, অখণ্ড ভারত ছিল হিন্দুদের কাছে বীজমন্ত্র স্বরূপ। কিন্তু বাংলা ও পাঞ্জাবের পৈশাচিক ঘটনাবলীর পর যখন পাঞ্জাব ভাগ তথা ভারতভাগের পাকাপাকি সিদ্ধান্ত প্রায় নেওয়াই হয়ে গেছে, তখন মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার বিষে জর্জরিত বাঙালী হিন্দুদের মধ্যেও বাংলা ভাগের দাবি উঠতে থাকে।

এই দাবি উত্থাপিত হতেই কয়েকজন তরুণ কর্মী শ্যামাপ্রসাদের নিকট তাদের মনোবেদনা প্রকাশ করলে তিনি তাদের যে যুক্তি দেখিয়েছিলেন, তা প্রণিধানযোগ্য। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে তাদেরই একজন তৎকালীন পরিস্থিতি এবং শ্যামাপ্রসাদের বক্তব্য সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে লেখেন ঃ

"বিখ্যাত বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন দৈনিক বসুমতী পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর নেতৃত্বে বসুমতীকে কেন্দ্র করে নতুন আন্দোলন আরম্ভ হল যার মূল কথা, মুসলিম-গরিষ্ঠ প্রদেশগুলি যদি হিন্দুপ্রধান ভারত রাষ্ট্রে না থাকতে পারে তবে হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিই বা ইসলামী পাকিস্তানে যাবে কেন? যে নীতিতে ভারত ভাগ হচ্ছে সেই একই নীতি মেনে পাকিস্তানকেও ভাগ করতে হবে। ভারতের সংলগ্ন হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

বঙ্গবিভাগের নতুন দাবি ক্রমশই প্রবল হয়ে ওঠে । সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আন্দোলনও আরম্ভ হয়। ১৯শে ফেব্রুয়ারী (১৯৪৭) কুমিল্লার বিশিষ্ট হিন্দু নেতা অখিলচন্দ্র দত্ত কলকাতায় বঙ্গভঙ্গ দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন। বাংলার কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে একমাত্র শরৎচন্দ্র বসু অখিল দত্তকে সমর্থন করেন। ঠিক একমাস পরে ১৯শে মার্চ কলকাতায় সারা বাংলার বিশিষ্ট হিন্দু নেতাদের এক কনভেনশনে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় নতুন বঙ্গভঙ্গ দাবি সমর্থন করেন এবং এই আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। এই কনভেনশনের মাত্র পাঁচদিন পরে ২৪ মার্চ ভারতের নতুন গভর্ণর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড মাউণ্টব্যাটেন। আসেন এই স্থির সংকল্প নিয়ে যে, অতি দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে এবং তা হবে বিভক্ত ভারতের দুটি অংশের নিকট। অর্থাৎ ভারতবিভাগ তখন অনিবার্য, বঙ্গ বিভাগ হবে কিনা তখনও ঠিক নেই।

কেন বাংলা ভাগ চেয়েছি ? —শ্যামাপ্রসাদ

"এই সময় একদিন বর্তমান লেখক ও তার কয়েকজন সমবয়সী তরুণ, যারা সবাই ছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদের অনুগামী, তারা ডঃ মুখার্জীর সঙ্গে দেখা করে বলে—স্যার, বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতার মধ্যে দিয়েই ভারতে জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে। আজ কি আমরা আবার সেই বঙ্গভঙ্গের দাবিতেই আন্দোলন করব? তিনি সস্নেহে বলেছিলেন, তোমাদের সেন্টিমেন্ট আমি বুঝি। বাস্তবে ওটা আমারও সেন্টিমেন্ট। কিন্তু দেখতে হবে, সেন্টিমেন্ট যেন বাস্তববোধকে আচ্ছন্ন না করে। দেশ খণ্ডিত হচ্ছেই। বিগত নির্বাচনে (১৯৪৫) হিন্দু ভোটদাতারা আমাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়েছে। দেশ বিভাগে বাধা দেওয়ার কোন সুযোগ বা শক্তি আমাদের নেই। একবার নিজের দেশের দিকে তাকিয়ে দেখ। লক্ষ লক্ষ বিহারী আর ওড়িশী কলকাতা ও বাংলার অন্যত্র করে খাচ্ছে। তাই বিহারে ও ওড়িশায় কিছু বাঙালী আছে। অসমিয়াদের নিজ প্রদেশের বাইরে কিছু করার যোগ্যতা নেই। তাই মাঝে মাঝেই সেখান থেকে বাঙালীদের খেদিয়ে দেওয়া হয়। গোটা বাংলা পাকিস্তানে পড়লে প্রথম ধাক্কাতেই এই বিহারী ও ওড়িশীদের ঘরে ফিরে যেতে হবে। তখন কি একজনও বাঙালী হিন্দু ওইসব প্রদেশে থাকতে পারবে? তখন কোথায় যাবে এই কোটি কোটি বাঙালী হিন্দু? কেউ তাঁদের ঠাঁই দেবে না। যারা প্রাণে বাঁচবে তাদের সবাইকে ধর্মত্যাগ করতে হবে। তাই আমি বাংলার যতখানি সম্ভব রক্ষা করতে চেষ্টা করছি।"

"৪ এবং ৫ জুন সমগ্র পাঞ্জাবে শিখদের গণহত্যা অনুষ্ঠিত হয়। কয়েক হাজার শিখ নরনারী শিশু নিহত হয়। বহু কোটি টাকার সম্পত্তি অগ্নিদগ্ধ হয়। বিচলিত গান্ধীজী ৮ জুন মাউণ্টব্যাটনকে বললেন, হিন্দু ও শিখদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করা দরকার। ইতিমধ্যে কলকাতার দাঙ্গায় ২০ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে। নোয়াখালিতে অসংখ্য হিন্দু গ্রামের সমস্ত মানুষ নিহত হয়েছে। কয়েক হাজার হিন্দু নারী ধর্ষিতা ও ধর্মান্তরিতা হয়েছে। তবু গান্ধীজীর মনে বাংলার হিন্দুর নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য কোন চিন্তা নেই।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠতেই শরৎচন্দ্র বসু ও বাংলার মুসলিম লীগ নেতা সুরাবর্দি যৌথভাবে 'স্বাধীন সার্বভৌম বৃহৎ বঙ্গরাষ্ট্র' গঠনের ডাক দিলেন। শরৎবাবু একা এই ডাক দিলে কি হত বলা যায় না। কিন্তু সুরাবর্দির হিন্দু-ঘাতক কুৎসিত ভাবমূর্তিকে বাংলার হিন্দুরা তখনও ভোলে নি। তার সঙ্গে যৌথভাবে দেওয়া ডাকে বাংলার হিন্দুরা সাড়া দিল না। বাংলার

মুসলমানেরাও এই প্রস্তাবে উৎসাহ দেখাল না। হতোদ্যম শরৎ-সুরাবর্দি গান্ধীজীকে জানানোর জন্য দিল্লি গেলেন। ডঃ মুখার্জীও তাঁর বক্তব্য গান্ধীজীকে বুঝিয়ে বললেন। তিনি বললেন, বৃহৎ বঙ্গ আন্দোলন আসলে বিহার ওড়িশা ও আসামের বঙ্গভাষী অঞ্চলগুলিকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করে 'বৃহত্তর পূর্ব পাকিস্তান' গঠনের চক্রান্ত। গান্ধীজী ডঃ মুখার্জীর বক্তব্য উপলব্ধি করলেন। শরৎ-সুরাবর্দির প্রস্তাব পত্রপাঠ খারিজ করে দিলেন। ১৪ জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাব ও বাংলা বিভাগের দাবি করে প্রস্তাব গ্রহণ করে।" (দেশভাগ ঃ যে ব্যথা ভুলবার নয়—ভৈরব ভট্টাচার্য, স্বস্তিকা, ১৫ আগস্ট, ১৯৯৮) শ্যামাপ্রসাদের বঙ্গবিভাগ আন্দোলন জয়যুক্ত হয়।

সুতরাং বাংলাভাগে শ্যামাপ্রসাদের অক্লান্ত অবদানের কথা অস্বীকার করা হস্ত দিয়ে সূর্যরশ্মিকে আড়াল করার মতোই হাস্যকর। বাংলা ভাগ হিন্দুরা অন্তর থেকে চায়নি; কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি হিন্দুদের তা চাইতে বাধ্য করেছে। দেশত্যাগ হিন্দুরা স্বেচ্ছায় করতে চায়নি ; কিন্তু হিন্দুদের দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। হিন্দুদের নিঃশ্বাস ফেলবার ও পা রাখবার ব্যবস্থা করতে শ্যামাপ্রসাদের অমূল্য অবদানের কথা অস্বীকার করা নিছক নিমকহারামি। শ্যামাপ্রসাদ আর যা-ই করুন, রিফিউজীদের নিয়ে রাজনীতি করেননি ; আর অন্য অনেক পাকিস্তান সমর্থকের মতো রিফিউজীদের কাঁধেই ভর দিয়ে রাইটার্সে ঢোকেননি। যারা বাঙালীর সর্বনাশের অন্যতম হোতা, তারাই রাতারাতি ভোল পালটে পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কেল্লা ফতে করেছে। আর নিজেরা জন্মাবধি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাকে তোষণ-পোষণ করে শ্যামাপ্রসাদকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী বলে অপবাদ দিতে চাইছে—যা ইতিহাস ও তথ্য বিরোধী।

তারপর তো দীর্ঘ ৫৩ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। একদা সোনার পূর্ববঙ্গ ইসলামী পূর্ব পাকিস্তান হয়েছে। ১৯৪৯-৫০ সাল থেকে দফায় দফায় হিন্দু-বিরোধী দাঙ্গায় ৭০-৮০ লক্ষ হিন্দুকে সর্বস্বান্ত করে সীমান্ত পার করেছে। তারপরে বাংলাদেশ হয়েছে। কত আশা আমাদের। ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশে হিন্দুরা মানসম্মান নিয়ে বাস করবে। কিন্তু হা হতোস্মি ! তিন বছর পার না হতে ধর্ম নিরপেক্ষ বাংলাদেশ ইসলামী বাংলাদেশে পরিণত। পাকিস্তানী আমলেও হিন্দুরা পূর্ববাংলায়/পূর্বপাকিস্তানে যেটুকু নিরাপত্তা বোধ করত তাও উধাও। তাদের ধর্মসংস্কৃতি চুলোয় গেছে। ধনসম্পত্তি রক্ষা করতে প্রাণ সংশয়। আর মা-বোনের ইজ্জত তো খোলামকুচি। প্রতিদিন সেদেশে লাঞ্ছিত হচ্ছে হিন্দু কন্যা, হিন্দু বধূরা। অনুসন্ধিৎসু পাঠক তসলিমা নাসরিনের "লজ্জা", সালাম আজাদের "হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে", দেবজ্যোতি রায়ের "কেন উদ্বাস্তু হতে হল?" ইত্যাদি

গ্রন্থগুলি এবং 'স্বস্তিকা' পত্রিকার 'বাংলাদেশের আয়নায়' এবং 'মায়ের ডাক' পত্রিকার "বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা কেমন আছে?" কলামগুলি পাঠ করলে সে দেশের হিন্দুদের নরক জীবন যাপনের ইতিহাস জানতে পারবেন।

বয়স্ক ব্যক্তিরা আজও স্মরণ করতে পারেন পূর্ববঙ্গে পথেঘাটে মুসলমান মেয়ের দর্শন পাওয়া ছিল এক বিরল ঘটনা। আর স্কুল কলেজ, খেলাধুলা গানবাজনার আসরে বাসরে, নৌকা রেল স্টিমারে হিন্দু মেয়ে-বৌরা দাপিয়ে বেড়াত নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে। ১৯৪৬-৪৭-এর পর হিন্দু মেয়েদের পথেঘাটে চলাফেরা প্রায় বন্ধ হল। এমনকি ঘরবাড়িতেও একশ্রেণীর বিধর্মী প্রতিবেশীর শ্যেনদৃষ্টি থেকে তাদের আড়ালে রাখা বিষম সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। হিন্দু মেয়ে-বৌরা হল লোচ্চা-গুণ্ডাদের সহজ শিকার। তাদের কোথায় লুকোবে, কেমন করে বিধর্মী প্রতিবেশীর দৃষ্টির আড়ালে রাখবে, কি করে পশ্চিমবঙ্গে পার করবে, তাই ভেবে তাদের পিতামাতার আহার-নিদ্রা ঘুচে গিয়েছিল।

কন্যা সন্তান তো দূরের কথা, অনেক অভিভাবক তাদের অপোগণ্ড ছেলেদেরও যে দলে দলে পশ্চিমবঙ্গে পাঠান, তার প্রমাণ পাওয়া যায় সে সময়কার স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার রিপোর্ট এবং জনৈক পত্রদাতার পত্র থেকে ঃ

"Sir, A recent report in your paper said that trains were carrying large numbers of women and children from East Bengal to Calcutta and suggested that there was an exodus.

This is not a pleasing commentary on our politics. It is disgusting to learn that women and children should feel insecure in a huge country like East Bengal. It looks as if politics in Bengal has ceased to be civilized and Hindus and Muslims are no longer decent people.

Hardly a year ago, in my pargana in Vikrampur, our Muslim neighbours used to escort our women and children travelling by boat from village to village. They were trusted friends and decent neighbours. There were scarcely a Hindu family which did not have Muslims as friends and confidents. This had been the tradition from generation to generation. In some cases Muslims escorting our women lost their lives while fighting robbers and dacoits. I do not know of any better folk than our Muslim neighbours whom we knew from our childhood.

But all this seems to have changed." (15.8.1947)

হ্যাঁ, সব পরিবর্তন হয়ে গেছে। মুসলিম লীগের ধর্মদ্বেষী রাজনীতি হিন্দু-মুসলিম

পারস্পরিক আস্থা ও নির্ভরতার সম্পর্ক ধ্বংস করে দিয়েছে। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে ছুটে আসছে। প্রমাণের কি অভাব আছে? সেকালের সংবাদপত্রেই তার প্রতিফলন ঘটেছে ঃ

‘‘পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়’’

‘‘মহাশয়, নোয়াখালি ও ত্রিপুরায় শোকাবহ ঘটনার পর পূর্ববঙ্গ হইতে স্থানত্যাগের যে ব্যাপক হিড়িক পড়িয়াছিল তাহা বঙ্গভঙ্গের পর আরও বাড়িয়াছে। ঢাকাতে জন্মাষ্টমীর মিছিল বন্ধ হইয়া যাওয়ায় পূর্ববঙ্গবাসীদের মনে নিরাপত্তা সম্বন্ধে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে। মহাত্মাজীর প্রার্থনাকালীন বক্তব্য ভুল প্রচারিত হওয়ায় তাহা যুদ্ধ ঘোষণার নামান্তররূপেই সর্বত্র বর্ণিত হইয়াছে। মহাত্মাজী এই ভুল প্রচারের প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও লোকের আতঙ্ক কমে নাই। অতীতে বাঙ্গলা দেশে বিভিন্ন স্থানে প্রতিমা নিরঞ্জনে মুসলমানদের বাধা দেওয়ার ঘটনা বহুবার সংঘটিত হইয়াছে। ঢাকায় মিছিল বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীরা স্ব স্ব গৃহে নিরাপদে দুর্গাপূজা করিবার সাহস পাইতেছে না। তাহারা অনেকেই পূজার প্রাক্কালে স্ত্রী-পুত্র পরিজন লইয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় গ্রহণের জন্য চলিয়া আসিতেছেন। মহাত্মাজী এইরূপ ব্যাপক স্থান ত্যাগের বিরোধী। তাঁহার উপদেশ জনসাধারণের প্রাণে সাহস সঞ্চার করিতে পারিতেছে না। হিন্দু সমাজের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অনেকেই নিরাপত্তার জন্য তাহাদের পরিবারবর্গ ভারতীয় ইউনিয়নে স্থানান্তরিত করিয়াছেন। কিন্তু যাহারা দরিদ্র এমন কি স্থান ত্যাগের জন্য সামান্য পাথেয় সংস্থান করিতে অক্ষম তাহাদেরই অনুপায় হইয়া গভীর আশঙ্কার মধ্যে স্ব স্ব স্থানেই বাস করিতে হইতেছে। যদি মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে তাহাদের স্ব স্ব গৃহে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না করা যায়, তাহা হইলে দরিদ্র সম্প্রদায়কে এখন নিরুপায়ভাবে পাকিস্তানে বাস করিতে দেওয়ার কোন তাৎপর্য নাই। বিগত এক বৎসর ধরিয়া ব্যাপক লুঠতরাজ ও শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তার ভাব আদৌ নাই। যদি ধন, জন ও জীবন নিজগৃহে নিরাপদ থাকে তাহা হইলে এমন কেহ নির্বোধ নাই যিনি তাহার প্রিয়তম জন্মভূমি ও পৈতৃক আবাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইবে। স্থান ত্যাগ না করিবার জন্য বৃথা উপদেশ না দিয়া যদি গভর্ণমেণ্ট নিরাপত্তা আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারেন, তাহা হইলে সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে। সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন। ইতি—

কে. এন. দালাল।’’

(ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, নাথ ব্যাঙ্ক)’’

আনন্দবাজার-১৭।১২।৪৭

কিন্তু সেসব তো ৫৩ বছর পূর্বেকার বাসী খবর। অধুনা বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত তরতাজা খবরে জানা যায় বাংলাদেশের হিন্দুদের কি শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে এবং তারা ক্রমাগত কি বিপুলহারে পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসছে।

"প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আত্মীয়, বাংলাদেশ যুবলীগ নেতা শেখ সেলিমের আশীর্বাদধন্য গোপালগঞ্জ জেলার বনগ্রাম কংশুর গ্রামের বুলবুল মোল্লা (৩৬) হিন্দু নির্যাতনে সেঞ্চুরী করার পথে। এ পর্যন্ত ১৮টি হিন্দু কিশোরী এবং যুবতীকে ধর্ষণ করেছে। স্থানীয় হিন্দুদের নিকট থেকে বর্তমানে জিজিয়া কর বাবদ অর্থ আদায় করছে। মোল্লা সাহেবের দাবি অনুসারে চাঁদা না দিলে দৈহিক নির্যাতনের সাথে বাড়ী ঘর ভাঙচুর অবশ্যম্ভাবী। দ্বি-চক্রযানে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে হিন্দু এলাকায়। কংশুর, করপাড়া, হাট বাউড়া, বৌলতল এলাকা বুলবুল মোল্লার স্বঘোষিত মুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করেছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও প্রশাসনের উদাসীনতায় ঐ সমস্ত এলাকা থেকে ব্যাপক হারে হিন্দুরা দেশত্যাগ করে ভারতে পাড়ি জমাচ্ছে। গত পাঁচ বছর যাবৎ ঐ সমস্ত এলাকা থেকে হিন্দুদের দেশত্যাগের সংক্ষিপ্ত চিত্র দেওয়া হল।

জেলা ঃ মাদারীপুর; থানা ঃ কালকিনি; বাংলাদেশ

গ্রামের নাম	১৯৯৪ সালে হিন্দু পরিবার		১৯৯৯ সালে হিন্দুপরিবার	
১। শশীকর	২০০	”	৮০	”
২। পীরের বাড়ী	৩০০	”	২০০	”
৩। ডাসার	১৫০	”	৮২	”
৪। মস্তা পুর	১২৫	”	৬৮	”
৫। জহের কান্দি	২৫০	”	১০২	”
৬। চর মুগড়িয়া	৩৫০	”	২১৯	”

জেলা ঃ গোপালগঞ্জ; থানা ঃ কোটালীপাড়া; বাংলাদেশ

গ্রামের নাম	১৯৯৪ সালে হিন্দু পরিবার		১৯৯৯ সালে হিন্দু পরিবার	
১। রামশিল	৪০০	”	২৫০	”
২। রাধাগঞ্জ	৪৮৫	”	১০৪	”
৩। দীঘলিয়া	২০০	”	৪৭	”
৪। বান্ধা বাড়ী	৩০০	”	১০৮	”
৫। সিতাই কুণ্ডু	৪৯৭	”	২০৮	”

গ্রামের নাম	১৯৯৪ সালে হিন্দু পরিবার		১৯৯৯ সালে হিন্দু পরিবার	
৬। পূর্বপাড়া	৪০০	”	২১৮	”
৭। তারাসী	৫৮৯	”	২৮৭	”
৮। কাজুলিয়া বাজুনীয়া	৪৩৮	”	০২৫	”
৯। ধোড়াল	৩১২	”	১২৭	”
১০। মিয়ার হাট	১৫৬	”	৬৯	”
১১। বলাকৌর	১৭০	”	৫৩	”
১২। কংসুর	২০০	”	২০	”
১৩। করপাড়া	৪০৩	”	১৯৬	”
১৪। দীঘলিয়া কালীবাড়ী	৩০৮	”	১৯	”
১৫। তারাকান্দর/ধরা বাসাইল	৩০০০	”	১৮০০	”
১৬। কলাবাড়ী	৫৯৮	”	৪৪২	”
১৭। ভাঙ্গার হাট	৬৩২	”	৪৪২	”
১৮। লকুণ্ডা	৪০০	”	৩২২	”
১৯। টুঙ্গী পাড়া	৬৯৬	”	৪৭৮	”

জেলা ঃ ফরিদপুর; থানা ঃ রাজৈর; বাংলাদেশ

গ্রামের নাম	১৯৯৪ সালে হিন্দু পরিবার		১৯৯৯ সালে হিন্দু পরিবার	
১। আমগ্রাম	৪২৬	”	২৭৬	”
২। সানের পাড়	২০০	”	৫০	”
৩। চৌরি বাড়ী	৩০০	”	১৭৬	”
৪। লক্ষ্মীপুরা	৩৭২	”	১৭৯	”
৫। কদম বাড়ী	৫৮৬	”	৪৭৬	”
৬। ভেন্না বাড়ী	১৮৬	”	১৪৭	”
৭। সিংগা সাতপাড়	৩৯৬	”	২৮৮	”
৮। ফুলবাড়ী	২৩৬	”	৯৪	”
৯। বরভিটা	১৫২	”	৪৬	”

(সূত্র : মায়ের ডাক-১০.২.২০০০)

এই যে বিপুল সংখ্যক হিন্দু ক্রমাগত বাংলাদেশ থেকে ভারতে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে আসছে, পশ্চিমবঙ্গ না হয়ে যুক্তবঙ্গ থাকলে এই অত্যাচারিত হিন্দুরা কোথায় যেত আশ্রয়ের সন্ধানে? ধর্মনিরপেক্ষী বুদ্ধিজীবীরা এই প্রশ্নের জবাব দিবেন কি?

ইদানীং পত্রপত্রিকায় রায়, ঘোষ, ভদ্র, মিত্র, দে, দত্ত, চৌধুরী, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জী, মুখার্জী, ব্যানার্জী, ভট্টাচার্য, সেন, সেনগুপ্ত, গাঙ্গুলী, দাশগুপ্ত, সমাদ্দার ইত্যাদি উপাধিধারী কিছু চাঁদতারা মার্কা কলমচি যে কলকাতার বুকে বসে সংহতি সমন্বয়ের পিণ্ডি চটকাচ্ছেন, সে সুযোগটুকু শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীই করে দিয়ে গেছেন সে কথা ভুলে যাবেন না। পশ্চিমবঙ্গ নামক চিলতে ভূমিখণ্ডটুকু মুসসিম লীগের করালগ্রাস থেকে রক্ষা না করলে, তাঁরা ইসলাম কীর্তন ও খ্রীস্টান ভজন করে আখের গোছাতেন কোন বনে বসে? জিন্না, সুরাবর্দী ও মুসলিম লীগের দেশভাগের পাপস্খালন করতে যে পেট্রো-ডলার দাদন নিয়েছেন, তার জন্য পায়ের তলার মাটিটুকু কে রক্ষা করেছে, সে সত্য ইতিহাস জানতে চেষ্টা করুন। জলজ্যান্ত ঐতিহাসিক সত্যের সম্মুখীন না হয়ে এরা নির্বিচারে মনগড়া ইতিহাস রচনা করে চলেছে। যেমন—

"বাংলায় সাধারণভাবে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, দেশটাকে মুসলমানরা ভাগ করেছে। ভারত বিভাগের ক্ষেত্রে অভিযোগটা সত্য হলেও বাংলাভাগের ক্ষেত্রে নয়। এটা সত্য যে, মুসলিম লিগের দাবি এবং কার্যকলাপের জন্য (তার কারণ যা-ই হোক) ভারত ভাগ হয়েছে। কিন্তু কোন মুসলিম লিগ নেতা-ই বাংলাকে ভাগ করতে চাননি। বাংলাকে ভাগ করার দাবি হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের। তাঁরাই মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলার মুসলমান প্রাধান্যের বাইরে বাংলার একটা অংশ নিয়ে সেখানে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বঙ্গভঙ্গের দাবি করেছেন এবং তাঁদের দাবি মতই ১৯৪৭ সালে বাংলাকে দুভাগ করা হয়েছে। তাই বাংলাকে ভাগ করেছে হিন্দু নেতারা—মুসলমান নেতারা নয়।"

বাংলা ভাগ করেছে মুসলিম লীগের ছোরা-মারা রাজনীতি

ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বৃত্তিভোগী ও পেট্রো-ডলার প্রসাদপুষ্ট এসব জনাবদের বলতে হচ্ছে—হুজুর, হিন্দু নেতারা নয়, মুসলিম লীগের ছোরামারা রাজনীতি ও হিন্দু নারীর ইজ্জতনাশা পশুপ্রবৃত্তিই বাংলাকে দুভাগ করেছে; বাংলাভাগ অবধারিত করে তুলেছে ; হিন্দু মুসলমানে চিরবিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। মুসলমান নেতারা হিন্দু মা-বোনের উপর সঙ্ঘটিত এসব মানবতা-বিরোধী পশু-প্রবৃত্তি ঠেকাতে কোনও চেষ্টা করেননি; নিন্দা পর্যন্ত করেননি। বরং তাতে ছিল তাদের পূর্ণ সায়। যদি তারা তা করতেন, তবে ইতিহাসের ধারা অন্য খাতে প্রবাহিত হতো। কিন্তু ধর্মীয় অনুশাসনে যাদের বিবেক বন্ধক দেওয়া হয়েছে, তারা হিন্দুদের উপর মুসলমানদের এসব অমানবিক পশ্বাচারের নিন্দা করবেন কোন্ মুখে?

শ্যামাপ্রসাদ : কম্যুনিজম : কম্যুনিস্ট পার্টি

পাকিস্তান অন্দোলন ও দেশভাগে মুসলিম লীগের সহযোগী কম্যুনিস্ট দল শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে কটূক্তি করতে, তাঁকে সাম্প্রদায়িক বলে গালি পাড়তে, তাঁর মতাদর্শকে যুগধর্ম বিরোধী বলে কটাক্ষ করতে একপায়ে খাড়া। এমন কি তাঁর জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সৌজন্য দেখাতেও তাঁরা কুণ্ঠিত।

অথচ এই বিচিত্র চরিত্র ভারতের কম্যুনিস্টদের পিতৃভূমি রাশিয়ার ও তাঁদের মহান নেতাদের মতাদর্শের সঙ্গে এদেশীয় কম্যুনিস্টদের মতাদর্শের তুলনামূলক বিচার করে শ্যামাপ্রসাদ যে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন সেসব বোধ হয় সবজান্তা কমরেডদের কখনও নজরে পড়েনি। না পড়লে একটু নজর করে দেখুন ঃ

''It has almost been a fashion on the part of a certain section of the Indian youth, most of whom are Hindus, to idolise what they call communism, irrespective of the immediate problems that face the Hindus of India. They hesitate to call themselves Hindus. They forget that Hindus themselves constitute a nation and when that term is used as defined by the Hindu Mahasabha, their rights are identical with the rights of India as a whole. To my mind, it is no less an indication of slave-mentality and inferiority-complex to accept everything that is Russian because it comes from Russia than it is to accept everything British simply because it comes from Britain. When I am encountered with a new creed, I should examine my own creed to which I was born and nurtured and see how best I can assimilate what is new with the creed that is mine. The Hindu philosophy of life does not envisage a less noble and wholesome ideal for human conduct than the philosophy of communism.'(29.12.40)

প্রতিক্রিয়াশীল শ্যামাপ্রসাদের মুখে এসব কথায় অস্বস্তি বোধ হলে তিনি কমরেডদের খুশি করার মতো কথাও বলেছেন । লেনিনের প্রশংসায় তো তিনি পঞ্চমুখ ঃ

''I do not hold the view that we have nothing to learn from communism and the activities of Russia or of any other country. But I am against blind and uncritical acceptance of any creed, simply because it is the latest fashion in the market. We can and should learn a good deal from the example of men like Lenin, Trotsky and Stalin. Who in the world would not emulate Lenin in his idealism which was so tempered with a sense of reality

that he could go against the orthodox Marxists and apply his principle with an eye to the objective conditions of Russia ? A tenacity of will, an iron discipline, a single-minded devotion to one's cause and a keen sense of responsibility are virtues which characterised Lenin and which men in our country can worthily emulate." (29.12.40)

কমরেডরা ভিরমি খাবেন না যেন! আরও আছে। তাঁদের মহান নেতা কমরেড স্ট্যালিনের দেশপ্রেম সম্পর্কে শ্যামাপ্রসাদ যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তা শুনলে তাঁরা না মূর্ছা যান !

"Look at the present dictator of Russia. Who will not admire Stalin's shrewd sense of reality ? The same England which considered him as untouchable is to-day anxious for his friendly gesture. Between him and Hitler, there was all conflict and no agreement. But did such conflict stand in the way of his entering into a non-aggression pact with Hitler and reaping rich benefits out of it ? The unique position that Stalin occupies to-day is not due to his blind adherence to his communistic ideals. He bears first and foremost the interests of Soviet Russia in mind, and he is playing his cards with commendable skill and foresight, always anxious to take the fullest advantage of the situation to add feathers to the cap of Russia." (29.12.40)

স্ট্যালিনের এরকম নির্জলা প্রশংসা তো তার বন্ধুদের মুখেও আজকাল শোনা যায় না। সুতরাং শ্যামাপ্রসাদ সম্পর্কে কটূক্তি করার আগে কমরেডদের আরেকটু পড়াশোনা করে নেওয়া উচিত। কিন্তু এদের স্বভাব সেই—"খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি"র মতো। তাই মুসলমানদের প্রতি (এবং কম্যুনিস্টদের প্রতিও) শ্যামাপ্রসাদ সবসময় বলতেন—"নিজেদের একটু ভারতীয় বলে ভাবুন, সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।" একথা আজও তাঁদের প্রতি প্রযোজ্য।

আর যে সমস্ত মহাবিপ্লবী পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের অসহায় অবস্থায় নেকড়ের মুখে ফেলে রেখে, বীরবিক্রমে লাঙ্গুল গুটিয়েও ফুড়ুৎ করে বর্ডার ডিঙিয়ে পূর্ববঙ্গাগত হিন্দু উদ্বাস্তুদের কাঁধে ভর দিয়েই, সুরুৎ করে রাইটার্স-বিল্ডিংস-এ ঢুকে মৌরসী পাট্টা নিয়ে বসেছেন, তাও সম্ভব হয়েছে শ্যামাপ্রসাদের নেতৃত্বে হিন্দু জনজাগরণের জোয়ারে বাংলা ভাগ হবার ফলেই। "বাংলা ভাগ করল কে? —শ্যামাপ্রসাদ আবার কে" —বলে তো অনেক চিল্লিয়েছেন। বাংলাভাগের ইতিহাস সম্পর্কে উদ্বাস্তুদের ধোঁকা দিয়েছেন। এখন সে ভাগফল ভোগ করতে তো গলায় আটকাচ্ছে না! সুতরাং বাম হাতে হলেও লাল সেলামটি কিন্তু শ্যামাপ্রসাদেরই প্রাপ্য।

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৫৩)

জীবনপঞ্জী

১৯০১ জন্ম কলিকাতায়, ৬ই জুলাই

১৯২১ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স সহ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে বি. এ. ডিগ্রী লাভ।

১৯২২ ১৬ই এপ্রিল সুধা দেবীর সঙ্গে বিবাহ। 'বঙ্গবাণী' পত্রিকা পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ।

১৯২৩ প্রথম বিভাগে প্রথম হয়ে ভারতীয় ভাষায় এম. এ. ডিগ্রী লাভ। বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি মানসে বাংলায় এম.এ. পরীক্ষা দেন ও প্রথম স্থান লাভ করেন।

১৯২৪ বি.এল. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম। কলিকাতা হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট রূপে নাম লেখানো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নির্বাচিত। মে মাসে স্যার আশুতোষের মৃত্যুর পর সিণ্ডিকেটের শূন্য আসনে সদস্যরূপে মনোনীত।

১৯২৬ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত যাত্রা। লিনকন'স ইন-এ যোগদান। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা।

১৯২৭ বিলেতে ব্যারিস্টার হওয়া।

১৯২৯ বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস সদস্য রূপে নির্বাচিত।

১৯৩০ কংগ্রেস লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিলে কাউন্সিল থেকে পদত্যাগ এবং স্বতন্ত্র সদস্য রূপে পুনরায় নির্বাচিত।

১৯৩২ বাংলা ভাষার মাধ্যমে ম্যাট্রিকুলেশনে পড়াশোনা ও পরীক্ষা দানে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথকে বিশ্ববিদ্যালয়ে "বিশেষ অধ্যাপক" রূপে নিয়োগে মুখ্য ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথের ৭০ বর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক।

১৯৩৩ পত্নীবিয়োগ।

১৯৩৪ উপাচার্য—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পর পর দুইবার, ১৯৩৪-৩৮। বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্য। কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের পোস্ট গ্রাজুয়েট কাউন্সিলের সভাপতি-পর পর কয়েক বছরের জন্য। আর্টস ফ্যাকাল্টির ডীন। আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের সদস্য ও পরে চেয়ারম্যান।

১৯৩৫ ইনডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের (বাঙ্গালোর) কোর্ট এবং কাউন্সিলের সদস্য।

১৯৩৭ পুনর্গঠিত কনস্টিটিউশান অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত।

রবীন্দ্রনাথকে প্রথম বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দানে আহ্বান।

১৯৩৮ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডি. লিট. উপাধি, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক এল. এল. ডি. উপাধি।

লীগ অফ নেশনসের "ইনটেলেকচুয়াল কো-অপারেশন কমিটি"তে ভারতের প্রতিনিধিরূপে মনোনীত।

প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে প্রবেশ

১৯৩৯ অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কলিকাতা অধিবেশনে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ।

১৯৪০ ১৯৪০-৪৪-এর জন্য অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার কার্যকরী সভাপতি এবং বাংলার হিন্দু মহাসভার সভাপতি।

১৯৪১ ১৯৪১-এর ১১ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৪২-এর ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত এ. কে. ফজলুল হকের প্রগতিশীল মোর্চার মন্ত্রিসভায় বাংলার অর্থমন্ত্রী। বিহার সরকার ভাগলপুরে হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে নিষেধাজ্ঞা জারী করায়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ডঃ মুখার্জীর ভাগলপুর অভিযান, গ্রেপ্তার বরণ, ডিফেন্স অফ ইণ্ডিয়া আইনে আটক হওয়া, এবং পরে মুক্তি।

ক্রিপস মিশনে বক্তব্য পেশ করার জন্য অংশগ্রহণ।

১৯৪২ মেদিনীপুরে এবং আগস্ট আন্দোলনের সম্পর্কে অন্যত্র বাংলার গভর্ণরের দমননীতির প্রতিবাদে বাংলা মন্ত্রিসভা

থেকে পদত্যাগ। তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগোকে ইঙ্গ-ভারতীয় শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব দিয়ে পত্র লেখা, কারারুদ্ধ মহাত্মাজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার প্রচেষ্টা ও অনুমতি না মেলা।

১৯৪৩ বাংলার মন্বন্তরে ব্যাপক সাহায্যের জন্য সংগঠন গড়ে তোলা। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার অমৃতসর অধিবেশনে সভাপতিত্ব। হিন্দু-মুসলমান সমস্যা সমাধানের আশায় মিঃ জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎ।

১৯৪৩-৪৫ বাংলার রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি।

১৯৪৪ "ন্যাশনালিস্ট" নামে এক ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা করা। অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার বিলাসপুর অধিবেশনে সভাপতিত্ব।

১৯৪৫ নভেম্বরে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' দিবস পালন উপলক্ষে সরকারের সঙ্গে ছাত্রদের সংঘর্ষের সময়ে ছাত্রদের নেতৃত্বদানে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ। তার পরেই গুরুতর অসুস্থতা।

১৯৪৬ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচিত। কলকাতার দাঙ্গায় বিপুল প্রাণক্ষয়। চতুর্দিকে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। দুর্গত মানুষের পাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাবে দাঁড়িয়ে সাহায্যদান। হিন্দুস্থান ন্যাশনাল গার্ড-এর প্রতিষ্ঠা করা।

বাংলা থেকে গণপরিষদে সদস্য নির্বাচিত। সুরাবর্দী ও শরৎ বসুর ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন স্বাধীন যুক্ত বাংলা পরিকল্পনার তীব্র বিরোধিতা। ডঃ মুখার্জীর আন্দোলনে বাংলার এক অংশের ভারতীয় ইউনিয়নে থেকে যাওয়া সম্ভব হয়। পশ্চিমবঙ্গ নামক সে অংশ পাকিস্তানের কবল থেকে রক্ষা পায়।

১৯৪৭ ১৫ই আগস্ট পণ্ডিত নেহরু সরকার গঠন করেন। ডঃ মুখার্জী মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এবং শিল্প ও সরবরাহ দপ্তরের ভার নেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হিন্দু মহাসভাকে রাজনীতিক কার্যকলাপ পরিত্যাগ করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজে নিয়োগের উপদেশ দেন। মহাবোধি সোসাইটির সভাপতি।

১৯৪৮ ৩০শে জানুয়ারী মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু। কয়েক মাস আগে প্রদত্ত নীতির পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব ১৯৪৮-এর ১৫ই ফেব্রুয়ারী মহাসভা কর্তৃক গৃহীত।

১৯৪৯ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে পণ্ডিত নেহরু কর্তৃক জানুয়ারী মাসে বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্ত ও মোগগালানার দেহাবশেষ ডঃ মুখার্জীর হাতে অর্পণ। আগস্টে মহাসভার ১৯৪৮, ১৫ই ফেব্রুয়ারীর সিদ্ধান্ত নাকচ এবং পুনরায় রাজনীতিক কার্যকলাপ শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। মহাসভার কার্যকরী সভা থেকে ডঃ মুখার্জীর পদত্যাগ।

১৯৫০ পূর্ব-পাকিস্তানের প্রলয়ঙ্কর হিন্দুবিরোধী দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে নেহরু-লিয়াকত আলি চুক্তি। পাকিস্তানের প্রতি প্রধানমন্ত্রীর তোষণ-নীতির ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তীব্র মতপার্থক্য এবং সেই কারণেই ৮ই এপ্রিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে ডঃ মুখার্জীর পদত্যাগ।

জনস্বার্থে দুই দুইবার মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ জাতীয় রেকর্ড বলা যেতে পারে। উদ্বাস্তুদের সেবায় মনপ্রাণ দিয়ে আত্মনিয়োগ এবং তাদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের জন্য বিস্তৃত জায়গায় পরিদর্শন।

১৯৫১ পিপলস পার্টি নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠন এবং পাকিস্তানকে তোষণের জন্য ভারত সরকারকে অভিযোগ। দিল্লীতে অক্টোবর মাসে ডঃ মুখার্জীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জনসংঘ নামে একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠা। ভারতের সকল প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিরা এই সভায় আসেন। লোকসভায় মৌলিক অধিকার খর্বকারী ভারতীয় সংবিধানের সংশোধনী বিল পাস করানোর বিরুদ্ধে লোকসভায় তীব্র প্রতিবাদ জানান।

১৯৫২ সাধারণ নির্বাচনে দক্ষিণ কলিকাতা কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত। পাকিস্তানের প্রতি দৃঢ় নীতি নেওয়ার জন্য লোকসভার ভেতরে ও বাহিরে সরকারের ওপর প্রচুর চাপ সৃষ্টি করেন। লোকসভায় জাতীয় গণতান্ত্রিক দল নামে একটি বিরোধী ব্লক তৈরি করেন। নভেম্বর মাসে সাঁচীতে বুদ্ধশিষ্যদের দেহাবশেষ স্থাপনের অনুষ্ঠানে যোগদান। বর্মা, কাম্বোডিয়া এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশে ভ্রমণ। কটকে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিত্ব। কানপুরে জনসঙ্ঘের সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৫৩ জম্মু ও কাশ্মীরের সম্পূর্ণ ভারতভুক্তির জন্য জম্মুতে প্রজাপরিষদের আন্দোলনে সমর্থন জানানোর জন্য ভারত সরকার, বিশেষ করে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তীব্র বাদ-বিতণ্ডা।

পারস্পরিক আলোচনা ও শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যার সমাধানের জন্য নেহরু ও শেখ আবদুল্লার সঙ্গে দীর্ঘ কিন্তু নিষ্ফল পত্রবিনিময়। চাঁদনী চকে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শোভাযাত্রা করার অভিযোগে গ্রেপ্তার, আটক, পরে হেবিয়াস কর্পাসের আবেদনে সুপ্রীম কোর্টের আদেশে মুক্তিলাভ।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মতো কাশ্মীরেও বিনা পারমিটে প্রবেশের অধিকার দাবি করে এবং কাশ্মীরের জন্য আলাদা নিশান, আলাদা বিধান ও আলাদা প্রধান ব্যবস্থার প্রতিবাদে কাশ্মীরে প্রবেশ ও গ্রেপ্তার। শ্রীনগরে এক পরিত্যক্ত গেস্ট হাউসে আটক থাকা। বন্দী দশায় গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত। অচিকিৎসা ও ভুল চিকিৎসায় ২৩শে জুন নির্জন নির্বান্ধব অবস্থায় মৃত্যু।

২৪ জুন কলিকাতায় বিশাল শোকমিছিল সহকারে শবযাত্রা ও মরদেহের সৎকার।

তথ্যসূত্র ও স্বীকৃতি

1. Awake Hindusthan... Syama Prasad Mookerjee
2. Leaves from a Diary.... Syama Prasad Mookerjee
3. Portrait of a Martyr... Balraj Madhok
4. I warned my Countrymen... Sarat Chandra Bose
5. The Paradoxes of Partition... S.A.I.Tirmizi
6. Brothers against the Raj... Leonard A. Gordon
7. The Lost Hero... Mihir Bose
8. The Sole Spokesman... Ayesha Jalal
9. Bengal Divided.... Jaya Chatterjee
10. Muslim Politics in Bengal, 1937-1947.... Sheila Sen
11. India Wins Freedom... Maulana Abul Kalam Azad
12. The Last Days of the British Raj... Leonard Mosley
13. Writings on the Transfer of Power, 1945-47... A.K. Majumder
14. Mission with Mountbatten... A. C. Johnson
15. Mountbatten and Partition of India... Collins and Lapierre
16. My days with Gandhiji in Noakhali... Nirmal Kumar Basu
17. Gandhi's Emissary... Sudhir Ghosh
18. Freedom at Midnight... Lapierre & Collins
19. Wavell : The Viceroy's Journal... Penderell Moon
20. Transfer of Power in India... V.P. Menon

21. Huseyen Shaheed Suhrawardy... Begum Shaista Ikramullah

22. Transfer of Power (all volumes)... N. Mansergh (ed-in-chief)

23. Minutes of Bengal Legislative Assembly...

24. Minutes of Calcutta University Senate

25. Hindu Mahasabha... Ram Lal Wadhwa

26. Modern Review.. (different issues)

27. History of Riots in India... Suranjan Das

28. Bengal Politics : 1937-1947... Kamala Sarkar

29. The last phase of the Transfer of Power... V.S. Rai

30. Proceedings of the Calcutta Disturbances Enquiry Committee.

31. Freedom Movement : 1857-1947... Shri Ram Sharma

32. India's Partition... Mushirul Hasan.

33. The Only Father land Arun Shourice

34. Eminent Historians Arun Shourie

35. শ্যামাপ্রসাদের ডায়েরী ও মৃত্যু প্রসঙ্গ... . উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

36. শ্যামাপ্রসাদ... বীরেশ মজুমদার

37. রাষ্ট্রসংগ্রাম ও পঞ্চাশের মন্বন্তর... শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

38. জিন্না/পাকিস্তান ঃ নতুন ভাবনা... শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

39. ইতিহাসের দিকে ফিরে ঃ ছেচল্লিশের দাঙ্গা... সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

40. পাকিস্তানের গোড়ার দিনগুলি... নির্মল সেনগুপ্ত

41. দাঙ্গার ইতিহাস... শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

42. দূরদর্শী রাজনীতিক ডঃ শ্যামাপ্রসাদ... শ্যামলেশ দাশ

43. ভারতবিভাগ, সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয় নেতৃত্ব... শ্যামলেশ দাশ
44. ইংরেজের ভারত বিজয়, ও ইংরেজ শাসন ঃ বিধাতার অভিশাপ না আশীর্বাদ... ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত
45. যুক্তবঙ্গের স্মৃতি... অন্নদাশঙ্কর রায়
46. নব্বই পেরিয়ে... অন্নদাশঙ্কর রায়
47. অবরুদ্ধ ভারত... বিনয়ভূষণ ঘোষ
48. দ্বিজাতিতত্ত্ব ও বাঙালী... বিনয়ভূষণ ঘোষ
49. হস্তান্তর... শংকর ঘোষ
50. নোয়াখালি! নোয়াখালি!.. শান্তনু সিংহ
51. শ্যামাপ্রসাদ ঃ ব্যর্থ বলিদান?... শান্তনু সিংহ
52. দেশবিভাগ ঃ পশ্চাৎ ও নেপথ্যকাহিনী... ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
53. হয়েছিল পরিচয়... বিনয়জীবন ঘোষ
54. শ্যামাপ্রসাদ ঃ জন্ম শতবর্ষে... নিখিলেশ গুহ
55. ভারত বিভাগ ঃ ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ... সুকুমার সেন
56. দেশভাগ দেশত্যাগ... সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
57. হিন্দু সম্প্রদায় কেন দেশত্যাগ করছে... সালাম আজাদ
58. লজ্জা... তসলিমা নাসরিন
59. দেশভাগের ইতিহাস ঃ একটি বিনির্মাণ প্রয়াস... অসিত রায়
60. দলিত নেতা যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল ঃ কেন পদত্যাগ করেছিলেন?... দেবজ্যোতি রায়
61. মৃত্যুঞ্জয়ী শ্যামাপ্রসাদ ও আজকের পশ্চিমবঙ্গ... অরুণ ভদ্র
62. নোয়াখালীর মাটি ও মানুষ... দীনেশচন্দ্র সিংহ
63. জনগণের সঙ্গে... জ্যোতি বসু

64. নোয়াখালির দুর্যোগের দিনে... অশোকা গুপ্ত
65. স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, ১৮৮৫-১৯৪৭ অমলেশ ত্রিপাঠি
66. নোয়াখালীর ইতিকথা... নলিনীরঞ্জন মিত্র
67. নোয়াখালিতে মহাত্মা... সকুমার রায়
68. বুদ্ধিজীবী সমীপেষু... শিবপ্রসাদ রায়
69. বাংলা ঃ ফজলুল হক থেকে জ্যোতি বসু... সুখরঞ্জন সেনগুপ্ত
70. স্বাধীন বঙ্গভূমি গঠনের পরিকল্পনা ঃ প্রয়াস ও পরিণতি ... অমলেন্দু দে
71. রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ... চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
72. দেশ-বিভাগ ও সংশোধিত ইতিহাসের রায়... অসীম রায় (জিজ্ঞাসা সংকলন ঃ সম্পাদনা-শিবনারায়ণ রায়)
73. দিব্যজ্ঞান নয়, কাণ্ডজ্ঞান চাই... শিবপ্রসাদ রায়
74. পাক-ভারতের রূপরেখা... প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী
75. পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক... অমলেন্দু দে
76. শিক্ষাব্রতী শ্যামাপ্রসাদ... অরুণ সান্যাল
77. কাশ্মীর মঞ্চে শ্যামাপ্রসাদ... রুদ্রপ্রতাপ চট্টোপাধ্যায়
78. দেশভাগ ঃ স্মৃতি আর সত্তা... সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়
79. যারা বলে আমরা “হিন্দু” নই, আমরা “মানুষ”... সুহাস মজুমদার
80. জেহাদ... সুহাস মজুমদার
81. হিন্দুর শত্রু হিন্দু... প্রিয়রঞ্জন কুণ্ডু
82. বাংলার হিন্দু মুসলমান সমস্যা... নজরুল ইসলাম
83. শ্যামাপ্রসাদ কি সাম্প্রদায়িক?.... রমেন দাস
84. মুসলিম শাসন ও ভারতবর্ষ নিত্যরঞ্জন দাস

85. ইসলামী ধর্মতত্ত্ব ঃ এবার ঘরে
ফেরার পালা ডঃ রাধেশ্যাম ব্রহ্মচারী

আশুতোষ মেমোরিয়াল ইনস্টিটিউট

অখিল ভারতীয় ইতিহাস সঙ্কলন সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ
ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী স্মারকসমিতি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্পেশাল অ্যাসিসটেন্ট প্রোগ্রাম গ্রন্থাগার (ইতিহাস বিভাগ)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া সেণ্টার গ্রন্থাগার
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার
নোয়াখালি সম্মিলনী হীরক-জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ-১৯৬৫
প্রবাসী, দেশ, ভারতবর্ষ, কৃশাণু , সমতট, শক্তি সমাচার, মায়ের ডাক, প্রণব, স্টেটস্‌ম্যান, আনন্দবাজার পত্রিকা, অমৃতবাজার পত্রিকা, দৈনিক বসুমতী, স্বস্তিকা, বিশ্বহিন্দু বার্তা, যুগবাণী।

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

(জন্ম ১৯৩৫ সিন্দুরকাইত - বাবুপুর, নোয়াখালি)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি রেজিস্ট্রার। কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে নিরলস সাহিত্য সাধনা অব্যাহত।

গ্রাম্যগীতি, বিশেষ করে কবিগান সংগ্রহে অসামান্য কৃতিত্ব। পূর্ববঙ্গের প্রায় অবলুপ্ত কবিগানকে সাহিত্যের আসরে স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন।

শিক্ষা, সংস্কৃতি, কবিসঙ্গীত ও সমসাময়িক ইতিহাসের উপর গবেষণামূলক গ্রন্থগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

স্বীয় জন্মভূমি নোয়াখালি জেলার উপর রচিত গ্রন্থটি আঞ্চলিক ইতিহাসের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩২ বছর ধরে "কৃশানু" নামে একটি সাহিত্য পত্রিকা সম্পাদনা করছেন।

এই লেখকের ঃ

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

নোয়াখালির মাটি ও মানুষ

কবিয়াল ঃ কবিগান

পূর্ববঙ্গের কবিগান

পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবিসঙ্গীত

পূর্ববঙ্গের কবিগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনা

নকুলেশ্বর গীতিমাল্য (সম্পাদনা)